জন হারসি

আদানোর ঘণ্টা

: অনুবাদক :

মণি গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যায়ন

৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
আষাঢ়, ১২৭৩

প্রকাশক ঃ
মালবিকা দত্ত
সাহিত্যায়ন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ
পি, রায়
মুক্তামুদ্রণ
৭৬-এ গোপীমোহন দত্ত লেন
কলিকাতা-৩

প্রচ্ছদ-অলংকরণ ঃ
জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ ঃ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

মূল্য—চার টাকা

আদালোর ঘণ্টা

A BELL FOR ADANO

by John Hersey

যুদ্ধের ঢেউ এসে ইতালীর ছোট শহর আদানোর গায়ে ভেঙ্গে পড়েছে। শহরের নোংরা পথ, নাম 'ভিয়া ফাতেমি'—তার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছেন একজন আমেরিকান করপোরাল, দৃপ্ত তাঁর চলার ভঙ্গী। পথের এক কোণে তিনি হঠাৎ ঝপ করে বসে পড়লেন—তারপর হালকা মেসিনগানটা ব্যবহার করার আয়োজন সেরে পশ্চাতের বন্ধুদের এগিয়ে আসার ইঙ্গিত জানালেন। ওদিকে—শহরের আর এক প্রান্তে 'ভিয়া কালা ব্রিয়া' দিয়ে বেড়ালের মত গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাচ্ছিল তিনজনের একটি দল। এমন সময় উত্তরে কিছুটা দূরে বিস্ফোরণের শব্দ উঠল, সম্ভবতঃ শহরের ভিতরে ফাটল একটি হাত বোমা। তারা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সটান—উড়ল খানিকটা পথের ধুলো। কি ঘটে তা দেখবার জন্য ঐ অবস্থাতেই তাদের অপেক্ষা করতে হ'ল।

শহরের মুখোমুখি ছোট পাহাড়ের উপর কাপুসিন নামে গোরস্থান। প্রধান বাহিনীর অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ছোট একটি সেনাদল সেখানে এক কবর থেকে আর এক কবরের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। পরিস্থিতি তখন কি রকম, তা এরা টের পাচ্ছিল না। এদের লক্ষ্য ছিল, অদূরের পাহাড়ের শীর্ষ, তার কাছাকাছি তখন এরা পৌঁছেছে। কিন্তু আরও এগোবার আগে, শহরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানার জন্য সকলেই ব্যগ্র—সারা আদানো শহরে মার্কিন বাহিনীর তখন এই রকম অবস্থা। বাধা তারা বেশী পাচ্ছিল না। তা হলেও, অভিযানের এই প্রথম দিনে সকলেই বেশ উত্তেজিত, সজাগ। শহরের অপর প্রান্তে, বন্দরে গন্ধক চালান দেওয়ার জেটিগুলোর একটাতে এসে লাগল একটা লঞ্চ। 'এল-সি-আই নং ৯৪৮৮' লঞ্চের গড়ানো পথে নেমে এলেন ব্রীফকেস-বগলে একজন মেজর—মুখে তাঁর প্রশান্তির প্রলেপ।

সহগামী সার্জেণ্টকে উদ্দেশ করে মেজর বললেন—'বোর্থ, ঘরে ফিরে এলাম মনে হচ্ছে। এ দিনটির স্বপ্ন আমি কতবার দেখেছি।' ঝুঁকে পড়ে জেটির পথে হাতের চেটো ঠেকালেন—তারপর পশমী পরিধেয়ের গায়ে মুছে ফেললেন হতের ধুলো।

মেজরের নাম ভিকটর জোপোলো। মিত্রশক্তি অধিকৃত অঞ্চলের শাসন-

সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন আদানো শহরের প্রধান শাসনকর্তার দায়িত্ব। মানুষটি মাঝারি দৈর্ঘ্যের, গায়ের রঙ কালো। বাবা মা ইতালীয় ছিলেন—বাড়ী ছিল ফ্লোরেন্সের কাছে। ছেলে তাঁদেরই গায়ের রঙ পেয়েছে—গোলাকার মুখ, শ্মশ্রুমণ্ডিত—গালে খুশির রক্তাভা। পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি বয়স হবে তাঁর, দৃষ্টিতে কিন্তু প্রগাঢ় প্রত্যয়ের আবেশ। আদানোর নিরাপত্তা-রক্ষার ভার পড়েছিল সঙ্গী সার্জেণ্ট লেওনার্ড বোর্থের হাতে। সামরিক আরক্ষা বিভাগের এই সার্জেণ্টের উপর ভার ছিল দুটো কাজের—সন্দেহভাজন ইতালীয়দের নির্মূল করতে হবে, আর যারা সজ্জন তাদের কাজে লাগাতে হবে প্রয়োজন মতো। নির্ভীক বোর্থ সর্বপ্রথম শহরে ঢোকবার জন্য স্বেচ্ছায় মেজরের সাথী হয়েছিল। দুর্দান্ত দুঃসাহসী বোর্থের জন্ম হাঙ্গারীতে, জীবনে অনেক দেশেই সে বাস করেছে। প্রাক-চিকিৎসা বিদ্যার পাঠ নিয়েছিলে বুডাপেস্ট-এ, 'পেস্টার লয়েড' পত্রিকার সংবাদদাতা হিসাবে কাজ ছিল রোমে। বিভিন্ন সময়ে ভিয়েনায় ভ্রমণ-সংস্থার কর্মী, মার্সাইতে ধনী বণিকের সচিব, বস্টনে 'হেরাল্ড' পত্রিকার সংবাদদাতা ও সানফ্রান্সিস্কোতে রেডিও বিক্রেতা—বিচিত্র সব কাজ করেছে বোর্থ, কিন্তু তখনও বয়স তার ত্রিশ পার হয় নি। আমেরিকার নাগরিক বোর্থের কাছে সমস্ত যুদ্ধটাই একটা বিকৃত তামাসা মাত্র। যুদ্ধের কাজ তার বিশেষভাবে পছন্দসই—এ কর্তব্য পালনে তার অনুসৃত পদ্ধতি হল মানুষকে বোঝান যে জীবনকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন নয়। মেজরকে ইতালীর মাটি স্পর্শ করতে দেখে বোর্থ বলল: 'আপনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ।' মেজর উত্তর দিলেন, 'হয়ত হবেও বা—হাঙ্গারীতে গেলে তোমার অবস্থাও ঠিক এমনই হত।'

'আমি—কখনও না।'

শহরের দিকে তাকিয়ে মেজর জানতে চাইলেন: 'শহর এখন নিরাপদ—কি বল?'

'না হবার কি কোন কারণ আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল বোর্থ।

'তা হলে কোন পথে আমরা ঢুকব শহরে?'

বোর্থ ইচ্ছে করেই মানচিত্রের মোড়ক খুলে ফেলল—সেলুলয়েড-এর ঢাকনার ওপর মেচেতা-পড়া আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'এখান দিয়ে বাররিনো ধরে যেতে হবে 'ভিয়া অক্টোবর আটাশ,' আর যেখান থেকে 'অক্টোবর আটাশে'র সুরু, সেখানেই পাব পিয়াৎসা।'

মেজর প্রশ্ন করলে অবাক হয়ে, 'অক্টোবর আটাশ! এ নামের অর্থ কি?'

বোর্থের স্মৃতি-শক্তি সত্যই প্রবল—সে ইতিহাস মেলে ধরল: '১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ঐ দিনটিতেই তো মুসোলিনি বিজয় গৌরবে রোমে ঢুকেছিলেন। মুসোলিনির ধারণা ছিল এ দিন থেকেই তাঁর প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত—তাই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে।'

আবার হাঁটতে লাগল তারা। মেজর বললেন, 'আজকে কত তারিখ বলতো—আমার তো হিসেবই নেই।'

'জুলাইয়ের দশ তারিখ।'

'এ রাস্তার আমরা নাম দেব জুলাই দশের পথ।'

'তা হলে আপনি এখনই রাস্তাগুলোর নূতন নামকরণ সুরু করেছেন। এর পরে একজন অজ্ঞাত সৈনিকের উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করবেন—তার পরেই উঠবে মেজর জোপোলোর স্মৃতিফলক। আপনাদের মত ভাবপ্রবণ ও বিবেকাশ্রয়ী লোকদের প্রতি আমার আস্থা নেই।'

'তোমার ছেলেমানুষী থামাও,' বললেন মেজর। তাঁর কথার মধ্যে ছিল শৈশবের অসন্তোষের প্রতিধ্বনি—বালককে স্কুলের সহপাঠীরা 'মিথ্যুক' বলে চটিয়ে দিলে যেমন হয় ঠিক তেমনই। জামার কলারে স্বর্ণবর্ণের মাপল পাতা পদমর্যাদার চিহ্ন বহন করলেও শিশু-সুলভ রোষ ফুটে উঠছিল মেজরের কণ্ঠস্বরে।

দুজনে ভিয়া বাব্রিনো দিয়ে হাঁটছিল। রাস্তা নির্জন—অধিবাসীরা হয় পাশের পাহাড়ে পালিয়ে গেছে, নয় লুকিয়ে পড়েছে শেল্টারের মধ্যে অথবা মদের চোরাকুঠুরীতে। রাস্তার ধারের বাড়ীগুলোর চেহারা নিষ্প্রভ, মলিন। ধূসরবর্ণের ইঁটের দোতলা বাড়ী ও বিবর্ণ খড়খড়িগুলোর উপর বোমার আঘাতে উৎক্ষিপ্ত পিঙ্গলবর্ণ ধুলো বিছিয়ে দিয়েছে আস্তরণ। এখানে সেখানে বিধ্বস্ত সাদা ইঁটগুলো জমাটবাঁধা অবস্থায় রয়েছে ধূলিধূসরিত পথের মধ্যে।

'অক্টোবর আটাশে'র ভিয়া থেকে নির্গত তৃতীয় গলির প্রান্তে এক ইতালীয় মহিলার মৃত দেহের সামনে তারা এসে পড়ল। কালো পোষাক তার গায়ে, ডান পা বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন; আর কালো রক্ত ও ধুলোমাখা জানুর উপরে জড় হয়েছে মাছির দল।

'ভয়ঙ্কর,' মেজর বলে উঠলেন। তখনও রক্ত জমাট বাঁধেনি—তবুও এক ধরণের মিষ্টি অথচ বমির উদ্রেক করা দুর্গন্ধ ছড়াতে আরম্ভ করেছে।

'নরকের দৃশ্য—অথচ আমাদের বন্ধুদের এ পরিণতি আমাদের হাতেই ঘটেছে'—মেজর আবার বললেন।

বোর্থ বলল : 'বন্ধু—হাসালেন আপনি!'

'হতভাগিনী এই মহিলা—ইনি বা এর মা কেউ আমাদের শত্রু নয়। আমার মায়ের মা এমনি মহিলাই ছিলেন নিশ্চয়। শত্রু হল সেই দুর্জনদের গোষ্ঠী, নগর মন্ত্রণালয়ে যাদের আসন পাতা। সেখানেই এখন আমরা যাচ্ছি।' বললেন মেজর।

বোর্থের মুখের রেখায় প্রকাশ পেল মেজরকে জ্বালাতন-করার স্পৃহা; সে বলল, 'সাবধান, ঐ বাড়ীতে আপনাকেও দপ্তর বসাতে হবে—আপনার গায়ে শেষ পর্যন্ত ছোঁয়াচ না লেগে যায়।'

'বাজে কথা বাদ দাও,' মেজর বললেন।

'আপনার বিবেকবোধের উপর আমার ভরসা নেই, আমাকে আপনার সহকারী বিবেক হতে হবে', বলল বোর্থ।

'বাজে কথা বাদ দাও'—আবার বললেন মেজর, আর তাঁর ভাষায় ও ভঙ্গীতে প্রতিভাত হল শৈশবের রোষ।

রণতরী থেকে নিক্ষিপ্ত গোলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি গৃহ পেরিয়ে গেল দুজনে। মেজর বললেন, 'দেখতো কি বিশ্রী ব্যাপার।'

বোর্থ বলল, 'ওটা তো কোনও জঙ্গী দুর্জনের বাড়ীও হতে পারে, নয় কি? বাড়ীটার কথা ভুলে ঐ দিকে মন দিন।'

সে অঙ্গুলী নির্দেশ করল একটি গলির মধ্যে—ঘোড়া ও ছাগলের মল, তরমুজের বিচি, বুড়ো মোরগের পালক ও মাছির জঞ্জালে আকীর্ণ সরু একটি পথ।

বোর্থ আবার বলল, 'এখানে কে দোষী আর কে নির্দোষ তা বিচার করবার মত কিছু নেই। শুধু প্রয়োজন এই পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করে তোলা। বাড়ীটার দিকে না তাকিয়ে ঐ নোংরা গলিটার প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হওয়াই প্রধান কর্তব্য।'

'আমার কাজ আমি জানি। বোর্থ, আমায় কি করতে হবে এবং দারিদ্র্যের রূপ কেমন—তা আমার অজানা নয়।'

নীরবে এ উক্তি শুনল বোর্থ। মেজরের এই গুরুগম্ভীর ভাব দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হল তার।

ঠিক সময়ে শহরের প্রধান স্কোয়ারে তারা এল—এ অঙ্গনটির নাম পিয়াৎসা প্রোগ্রেসো ; এবং এর উপরেই রয়েছে সেই ভবনটি, তাদের গন্তব্যস্থল।

ভবনটির আকারে কর্তৃত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। ইতালীর বিভিন্ন শহরে ফ্যাসিবাদীরা আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর রীতিতে যে সব সামরিক মুখ্য দপ্তর ভবন নির্মাণ করেছিল সেগুলোর আয়ুর অল্পতা দেখলেই ধরা যায়—সেগুলো 'ওয়র্লডস্ ফেয়ারে' প্রদর্শনীয় ভঙ্গুর, বাহারে বাড়ীগুলোর অনুকরণ। গঠন বৈচিত্র্যে অতি আধুনিক হবার জন্য এমনভাবে সচেষ্ট যে, বিমানের মডেলের ন্যায়,—একটা ধরণ চালু হতে না হতেই আরেকটা এগিয়ে আসে। কিন্তু সামনের মর্মর ভবনের মধ্যে সেই ক্ষণ-স্থায়িত্বের ছাপ নেই। এর দ্বিতলের ঝোলানো বারান্দা অতীতের অনেক বাগ্মিতার সাক্ষী। ফ্যাসিবাদীদের উত্থানের আগে এ গৃহ পরিচর্যা করেছে অনেক রাজতন্ত্রের—আর এখন করতে চলেছে গণতন্ত্রের। গৃহের অবয়বে কর্তৃত্বের চিহ্ন যারা আবিষ্কার করতে পারবে না তাদের জন্য বাড়ীর সামনের দেয়ালে রয়েছে ব্রোঞ্জে খোদাই করা শব্দ—'পালাৎসো দি চিত্তা।'

দেয়ালের বাঁ প্রান্তের শীর্ষে ঘড়ি-ঘর, তার চূড়ায় ঘণ্টা স্থাপনের জন্য লোহার কাঠামো—স্থূল কারুকার্যমণ্ডিত পুরানো চূড়া। সেখানে কিন্তু কোনও ঘণ্টার অস্তিত্ব নেই।

ঘড়ি-ঘরের দিকের দেয়ালের উপর সাদা অক্ষরে কয়েকটি ইতালীয় শব্দ লিপিবদ্ধ।

সেদিকে বোর্থের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেজর বললেন, 'দেখ, বোর্থ, আমাদের অভিযান জয়যুক্ত হবার পরও এই বাণী বলছে—ইতালী-বাসীরা রক্তের মূল্যে এ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। তাদের শ্রম দিয়ে তারা একে সমৃদ্ধ করবে ও অস্ত্র-ধারণ করে একে শত্রুর হাত থেকে করবে রক্ষা।'

বোর্থ উত্তর দিল, 'আপনার ইতালীয় ভাষার জ্ঞান সম্বন্ধে আমি সচেতন। আমিও ও-ভাষায় অজ্ঞ নই। সুতরাং, বোর্থের জন্য তর্জমার প্রয়োজন নেই।'

মেজর বললেন, 'আমি তা জানি। কিন্তু আজ ঐ বাণী কি রকম অর্থ-হীন মনে হচ্ছে, ভাব দেখি।'

বোর্থ বলল, 'সে কথা ঠিক—প্রলাপের মতই শোনাচ্ছে।'

মেজর বললেন, 'এরা শ্রমের ফল যদি দেখতেই পেত তবে সত্যিই

সংগ্রামে বিরত হত না। নিজেদের অধিকার কি করে রক্ষা করতে হয় তা আমরা বাজি ফেলে এদের শিখিয়ে দিতে পারি—এবং এখানে এ জাতীয় অনেক কাজ আমার করবার ইচ্ছে আছে।'

বোর্থ বলল, 'আপনার কথাও প্রলাপের মত শোনাচ্ছে। সেই নোংরা গলিটার কথা স্মরণ করুন, সেটা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করুন, স্যার। গলির পরিচ্ছন্নতা-বিধানই আপনার প্রধান কাজ।'

পিয়াৎসা-প্রাঙ্গনের মধ্য দিয়ে পালাৎসোর কালো সিংহদ্বারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মেজর। ব্রীফকেসটি নামিয়ে রেখে পকেট থেকে বের করলেন এক টুকরো খড়ি। দরজার উপর লিখলেন, 'ভিক্‌টর জোপোলো, মেজর, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্রশক্তি অধিকৃত অঞ্চল শাসন-সংস্থার প্রতিনিধি, আদানো শহর।'

দুজনে ভেতরে প্রবেশ করে মর্মর-সোপান অতিক্রম করবার সময় দেখে নিল চারপাশ। একটি বাঁক ঘুরে সামনের যে দরজা দিয়ে ঢুকল তার গায়ে লেখা—'পোদেস্তা।' দরজার অপর পাশের অফিসঘর দেখে রুদ্ধশ্বাস হলেন ভিক্‌টর জোপোলো।

ঘরটি অত্যন্ত বিশাল—প্রায় সত্তর ফিট লম্বা ও পঁয়ত্রিশ ফিট চওড়া। ঘরের ভিতরের ছাদ উঁচু—মেঝে মারবেল পাথরের।

শহরের পথে পথে দারিদ্র্যের দুর্গতি প্রকট কিন্তু এ ঘরটিতে তার বিপরীত দৃশ্য, এখানে দমবন্ধ-করা ছটা। ইতালীয় রীতি অনুসারী কৃষ্ণবর্ণ জবরদস্ত আসবাবপত্রের গায়ে অর্ধমানব ও অর্ধফল মিলিয়ে অঙ্কিত একজাতীয় কারুকার্যের রূপ উপছে পড়ছে। পর্দাগুলো দামী রেশমের, আর ঘরের দেয়ালগুলো রেশমী আবরণে ঢাকা।

ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। দরজার ডান পাশে পাতা বিরাট একটা টেবিল—তার উপরে কতকগুলো মানচিত্র ও আকাশ থেকে নেওয়া ছবি বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিল।

আমেরিকার এক সেনাদল সকালবেলা এখানে আদেশ প্রচারের ঘাঁটি বসিয়েছিল, জিনিষগুলো ঐ দলের কর্তৃপক্ষই ফেলে গেছে। ঘরের কোণে এলোমেলোভাবে জড় করা ছিল এক গোছা ইতালীয় ঝাড়ু। দক্ষিণের দেয়ালের মাঝখানে পাশাপাশি এক জোড়া শুভ্র দরজা—এবং প্রত্যেক দরজার ধারে একটি করে কালো-চামড়ায় মোড়া বৃহৎ সোফা। বিপরীত দিকে,

রাস্তার মুখোমুখি দুটি বিশালকায় ফরাসী দরজা—ঐ পথেই বক্তৃতা দেবার বারান্দায় যাওয়া যায়।

দেয়ালের ধার বরাবর, দেয়াল ঘেঁষে রাখা ছিল একটি ভারী টেবিল, নানা আকারের রাজাসনের মত চেয়ার, অন্য একটি সোফা এবং দূরবর্তী প্রান্তে এক সন্ন্যাসিনীর শুভ্র মর্মর-প্রস্তরের মূর্তি। মূর্তির সুরম্য মর্মরময় ওড়নার উপরেই জড়ানো রয়েছে আমেরিকা বাহিনীর সঙ্কেতদান বিভাগের টেলিফোনের তার—ফরাসী দরজা থেকে এসে ঐ নারী মূর্তির গলদেশ বেষ্টন করে চলে গেছে ডেস্ক পর্যন্ত। বেশ বোঝা যাচ্ছে রণক্ষেত্রের প্রয়োজনে সাময়িক টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামনে কাঁচ লাগানো বিশাল এক বইয়ের আলমারী দরজার বাঁ ধারে বসানো—তার অদূরে রয়েছে হাতমুখ ধোয়ার সরঞ্জাম রাখার আধার, পাশে বড় একটা পাথরের কুঁজো এবং তারপর চারপায় খাড়া রয়েছে জবরজঙ্গ নক্সা আঁকা পিয়ানোটি।

ডান দিকে সোফা দুটির উপরে দেয়াল-লগ্ন ইতালীর রাজা ভিক্টর ইমান্নুয়েল ও তাঁর রাণীর সুবিশাল দুটি প্রতিকৃতি—মুখোমুখি চেয়ে যেন সহানুভূতির সঙ্গে পরস্পরের দুঃখের ভাগ নিচ্ছেন। বাইরের দেয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে রাজপুত্র উমবের্তোর ছবি—মুখে হাসি, যেন ঘরে যা কিছু ঘটেছে তা উপভোগ করছে। সন্ন্যাসিনীর মূর্তির উপরে উমবের্তোর স্ত্রী বেলজিয়ামের রাজকন্যা মারি জোসের চিত্র বিধৃত—দেহে তার রেড ক্রস সেবিকার পরিচ্ছদ। বইয়ের আলমারীর উপরেই রয়েছে ধূলিহীন সাদা চতুষ্কোণ জায়গাটুকু, একটা ছবি সেখানে ছিল কিন্তু এখন ফাঁকা।

ঘরের এই মজবুত আসবাবপত্র ও দুর্ভাগ্য-বিজড়িত ঐ ছবিগুলো রাখার যেন একটাই উদ্দেশ্য। তা হল দর্শকের দৃষ্টি এগুলোর উপর প্রতিহত হয়ে ঘরের বিপরীত কোণের সর্ববৃহৎ তেলরঙা মনোরম ছবিটিতে যাতে নিবদ্ধ হতে পারে; ছবিটিতে একদল সাধারণ মানুষ দূরের, বিশেষতঃ ঘরের ডেস্কের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরের প্রতিটি বস্তুর আকার এতই বিপুল যে, অতবড় কাঠের ডেস্কটাকেও অস্বাভাবিক মনে হয় না। ডেস্কের দুপ্রান্তে কাঠের উপর খোদাই করে আঁকা রয়েছে ফ্যাসিবাসের প্রতীক কঞ্চির আঁটি ও দুটি শব্দ, 'পঞ্চদশ অ্যানো।' ফ্যাসিবাদের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দিবস অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে সম্ভবতঃ ডেস্কটা তৈরী

হয়েছিল। ডেস্কের নীচে রাখা আছে ফুলকাটা কাষ্ঠ-পাদানী। মেজর জোপোলো বললেন, 'সব ঠিক আছে দেখছি।'

'স্বয়ং মুসোলিনির দপ্তরের মতই দেখাচ্ছে। স্যার, আপনার সঙ্গে মুসোলিনির সাদৃশ্যও রয়েছে, অবশ্য ঐ গোঁফটুকু বাদে। মুসোলিনি হবার সাধ আপনার হবে কি ?'—বলল বোর্থ।

'আবার ছেলেমানুষী করছ। এস, সব ঘুরে দেখি'—মেজর বললেন।

ঘরের শেষে সাদা দরজা অতিক্রম করে ঘুরে বেড়ালেন অনেকগুলো দপ্তরের মধ্যে দিয়ে—সবগুলোই টেবিল, ফাইল ও বই-এর আলমারীতে ঠাসা। পুষ্ট ফাইলগুলো স্পর্শ করাই হয় নি।

বোর্থ বলল, 'ভালই হল, নামের তালিকা ও পঞ্জীভুক্ত অধিবাসীদের খতিয়ানও পাওয়া গেল। আমাদের কাজের সুবিধাই হবে।'

মেজর বললেন, 'আমার দপ্তর আর এসব দপ্তরের মধ্যে কতোই না প্রভেদ। সত্যিই এক লজ্জাজনক ব্যাপার।'

বোর্থ শুধুই প্রশ্ন করল, 'আপনার দপ্তর ?'

বড় দপ্তরে ফিরে এসে ওরা একজন ইতালীয়কে দেখতে পেল। বাড়ীর কোথাও লোকটি নিশ্চয়ই গা ঢাকা দিয়ে ছিল। ছোটখাটো লোকটি, উজ্জ্বল লিনেন কাপড়ের উর্দি পরা—জামার কলারের বোতাম আঁটা, টাই নেই গলায়।

ফ্যাসি প্রথায় অভিবাদন সেরে উদ্‌গ্রীব মুখে ক্ষুদে ইতালীয় তার দেশী ভাষায় বলল, 'আমেরিকাবাসীদের স্বাগত জানাচ্ছি! রুজভেল্ট দীর্ঘজীবি হোন! আপনারা আসাতে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। অনেক দিন থেকে আমি এই ফ্যাসিবাদীদের ঘৃণা করে আসছি।'

মেজর ইতালীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে ?'

ক্ষুদে লোকটি বলল, 'আমার নাম দ্‌সিতো জিওভান্নি। ফ্যাসিবিরোধী হিসাবে আমি সুপরিচিত।'

মেজর জোপোলো বললেন, 'কি করো তুমি ?'

দ্‌সিতো বলল, 'আমি আমেরিকানদের অভ্যর্থনা করছি।'

উচ্চারণের উপর জোর দিয়ে বোর্থ ইতালীয় ভাষায় বলল, 'মুর্খ, মিত্রশক্তির দখলের আগে তোমার পেশা কি ছিল বলো ?'

দ্‌সিতো উত্তর দিল, 'আমি আদানো-র বাসিন্দা দ্‌সিতো জিওভান্নি; পালাৎসো দি চিত্তা'র, আর্দালি ছিলাম।'

মেজর জোপোলো বললেন, 'তুমি কর্তাদের কাছে অভ্যাগতদের পৌঁছে দিতে—কি বল ?'

'ঠিক তাই—প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত।'

'তুমি ফ্যাসিবাদীদের ঘৃণা করতে—তবে তাদের জন্য কাজ করতে কেন ?'

'আমি যে তাদের বছরের পর বছর ঘৃণা করেছি এ কথা সবাই জানে। প্রবল সন্দেহের মধ্যে আমাকে বাস করতে হয়েছে।'

মেজর বললেন, 'শোন আর্দালি, তুমি দেখতে পাবে যে আমি সত্যকথা পছন্দ করি। মিথ্যা কথা বললে যথেষ্ট বিপদে পড়তে হবে তোমাকে। অতীতে ফ্যাসিবাদী যদি থেকেই থাক, তাতে কি এসে যাচ্ছে। মিথ্যা কথা বলার কোনও দরকার নেই।'

দ্‌সিতো বলল, 'আহার সংগ্রহ করতে হত—জীবিকারও প্রয়োজন ছিল। আমি ছ'টি সন্তানের জনক।'

মেজর জোপেলো বললেন, 'তা হলে তুমি ফ্যাসিবাদী ছিলে। এবার তোমাকে গণতন্ত্রের পাঠ নিতে হবে, গণতান্ত্রিক শাসনে বাস করতে হবে। তুমি আমারও আর্দালি হিসাবে কাজ করবে।'

ক্ষুদে দ্‌সিতো খুশী হল।

মেজর বললেন, 'ও ভাবে আমাকে অভিবাদন করবে না।'

দ্‌সিতো মাথা নুইয়ে বলল, 'ফ্যাসি প্রথার অভিবাদনের কথা বলছেন—আর কখনোই করবো না।'

মেজর জোপোলো বললেন, 'মাথা নত করবে না। এখানে নিজেকে দীন ভাববে না। আমি সামান্য একজন মেজর, আর বোর্থ একজন সার্জেণ্ট। তুমি কি মানুষ নও ?'

ক্ষুদে দ্‌সিতোর মনের মধ্যে সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

সে সতর্কভাবে জবাব দিল, 'না কর্তা।' তারপর মেজরের মুখের ভাব দেখে নিজের ভুল বুঝতে পেরে চটপট বলল, 'হ্যাঁ কর্তা।'

মেজর বললেন, 'করমর্দন করে আমাকে এবং বোর্থকে স্বাগত জানালেই চলবে।'

এই ক্ষুদে মানুষটিকে নিয়ে মজা করবার ভঙ্গীতে বোর্থ বলল, 'লোকটি সাংঘাতিক ফ্যাসিবাদী কিনা তা আমায় আগে পরীক্ষা করতে হবে।'

ক্ষুদে দ্‌সিতো ভেবে পাচ্ছিল না সে হাসবে না কাঁদবে। সে ভয় পেয়েছিল,

আবার এই দুজনের কাছ থেকে ভরসাও কম পায়নি। সে বলল, 'মিস্টার সার্জেণ্ট, আমি ফ্যাসিবিরোধী। আমি এখানে আর্দালির চাকরী নেব।'

মেজর জোপোলো বললেন, 'প্রতিদিন সকাল সাতটায় এখানে হাজির থাকবে।'

'ঠিক সকাল সাতটায়'—বলল দ্‌সিতো।

অল্প সময়ের জন্য মেসিনগান ও বন্দুকের গর্জন দূরের রাস্তা থেকে ভেসে এল। দ্‌সিতোর অবস্থা ভয়ে জড়সরো।

বোর্থ বলল, 'তোমাকে মানুষ বলেই মনে হচ্ছে কিন্তু তুমি ভয়ও পেয়েছ দেখছি।'

মেজর জোপোলো বললেন, 'এখানকার অবস্থা কি খুব খারাপ চলছে?'

বোমা নিক্ষেপ ও বিমান থেকে আক্রমণের ঘটনা বর্ণনায় দ্‌সিতোর মুখের অর্গল খুলে গেল—অনেক কথাই গলগল করে সে বলে চলল। আবেগ একটু প্রশমিত হলে সে বলল, 'আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। তিন দিন ধরে রুটি জোটেনি। কর্তারা পালিয়েছেন, আমাকে একলা ফেলে গেছেন পালাৎসো পাহারা দিতে। শহরের সর্বত্র শবদেহের দুর্বিসহ দুর্গন্ধ—পিয়াৎসা সান এঞ্জেলোর তো কথাই নেই। বেশ কিছুদিন হল জলের গাড়ীর চালকরা জল সংগ্রহ করতে সাহস পাচ্ছে না। রাস্তাগুলোর উপরে আকাশ দিয়ে বিমান উড়ে বেড়াচ্ছে যে। জল না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিছু লোক। আমাদের যুদ্ধজয়ে কোনও আস্থা নেই। আর—আমরা হারিয়েছি আমাদের ঘণ্টা।'

মেজর জোপোলো বললেন, 'তোমাদের ঘণ্টা—সে আবার কি?'

দ্‌সিতো বলল, 'আমাদের ঘণ্টা—বয়স তার সাতশ' বছর। মুসোলিনি নিয়ে চলে গেছে। সুমধুর স্বরে পনের মিনিট অন্তর বাজত ঘণ্টাটি। বন্দুকের নল বা অন্য কিছু বানাবার জন্য মুসোলিনি নিয়ে চলে গেছে। শহরের মেয়রের খুড়ো মঁসিনরের কাছে সকলেই প্রার্থনা জানিয়েছিল, আদানোর ঘণ্টার বদলে কোনও গীর্জার ঘণ্টা দেবার জন্য। কিন্তু কোনও গীর্জার অঙ্গহানি করবার মতো লোক তিনি নন। আপনারা আসার মাত্র দুসপ্তাহ আগের ঘটনা—আমাদের ঘণ্টা হারিয়েছি আমরা। আপনারা আর কটা দিন আগে যে কেন এলেন না।'

'ঘণ্টাটি কোথায় ছিল?'

'এই বাড়ীতেই', দ্‌সিতো উপরের দিকে হাত তুলল—'ঘণ্টার ধ্বনি সারা বাড়ীতে কি সুন্দর অনুরণনই না তুলত !'

মেজর জোপোলো বোর্থকে উদ্দেশ করে বললেন, 'গৃহশীর্ষে ঘণ্টার আধার দেখেছি মনে হচ্ছে। তুমি লক্ষ্য করনি বোর্থ ?'

তারপর দ্‌সিতোর দিকে ফিরে বললেন, 'এ জন্যই বলছিলে যে আমরা কদিন আগে এলে ভাল হত—তাই না ?'

দ্‌সিতো এবার সাবধানই ছিল—বলল, 'কতকটা তাই।'

বোর্থ বলল, 'আর্দালি, তুমি যদি সৎ ফ্যাসিবাদী হও তবে একটি সঠিক সংবাদ আমাকে দিতে পারবে। ঐ দেয়ালের গায়ে, ঐ যেখানে আগে একটি ছবি টাঙ্গানো থাকত—ওখানটা ফাঁকা পড়ে আছে কেন ? চতুষ্কোনের ধার দিয়ে ধুলোর রেখা স্পষ্টই প্রমাণ দেয় যে, ওখানে বেশ বড় একখানা ছবি ছিল।'

দ্‌সিতো স্মিতহাস্যে বলল, 'ছবিটি আর নেই—নষ্ট করা হয়েছে।'

বোর্থ বলল, 'মাটির তলার ঘরে লুকিয়ে রাখো নি তো ? তোমার একথা ভেবে ভয় হচ্ছে না তো যে একদিন জার্মানদের মিত্ররা এসে আমেরিকানদের তাড়িয়ে দেবে ? তারপর তোমাদের নেতা আবার ফিরে এসে ধুলোর চতুষ্কোন দেখে তুলবে নানা প্রশ্ন ?'

দ্‌সিতো বলল, 'আমি হলফ করে বলছি—ছবিটি নষ্ট করা হয়েছে। মেজর সাহেবের সামনে আমি মিথ্যে বলতে পারি না।'

মেজর জোপোলো বললেন, 'আর্দালি, আমার ডেস্কের উপরে ঐ বড় ছবিটা কিসের ?'

এবার কিন্তু দ্‌সিতো একটি চমৎকার মিথ্যে ব্যাখ্যা দিল। ছবিতে ছিল পুরাণো আমলের সাজসজ্জা পরা একদল লোক—এদের মধ্যে একজনের মুখের হাবভাব নেতৃত্বব্যঞ্জক, তার অবস্থানেও বৈশিষ্ট্য ; আর সকলের মধ্যে একমাত্র তার মুখেই ঘটনাক্রমে আলো পড়েছিল, তাকেই দলের নেতা বলে অনুমিত হচ্ছিল। তার হাত ছবির বাঁদিকে প্রসারিত।

চটপট চিন্তাটা সেরে দ্‌সিতো বলল, 'মিষ্টার মেজর, ওটা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চিত্র।'

দ্‌সিতোর মুখে প্রচ্ছন্ন হাসি—সুন্দর একটি অসত্য ভাষণের আত্মগর্বে উজ্জ্বল। ছবিটায় যে, 'সিসিলিয়ান ভেসপার্স'-এর কাহিনী আঁকা তার সন্ধান

পেতে মেজরের লেগেছিল আরও তিন সপ্তাহ। প্রকৃতপক্ষে ছবির দৃশ্যে বিধৃত ছিল পূর্ববর্তী এক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সিসিলিবাসীদের রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের কাহিনী।

এবার মেজর ইংরাজীতে বললেন, বোধহয় নিজেকেই শোনালেন, 'সুন্দর ছবিটি। না জানি কতদিনের পুরণো—হয়তো কোনও বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর আঁকা।'

মেজর ডেস্কের কাছে গেলেন, উঁচু-পিঠ চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন, আর সাবধানে পা রাখলেন চিত্রাঙ্কিত টুলের উপর।

বোর্গ বলল, 'ও আসনে বসে কেমন লাগছে এবার বলুনতো ?'

মেজর বললেন, 'কত কাজ রয়েছে করবার মতো—কোন্ কাজটা থেকে সুরু করব ভেবে পাচ্ছি না।'

বোর্গ বলল, 'আমি কিন্তু আমার কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত। ফ্যাসিদলের কার্যালয় আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। অনেক তথ্যের সন্ধান মিলবে সেখানে। আর্দালিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্যাসিবাদীদের পাণ্ডাদের খবর নেব কি ?'

'বোর্গ, তোমার কাজে বেরিয়ে পড়ো'—বললেন মেজর।

ওরা দুজনে প্রস্থান করলে মেজর জোপোলো তাঁর ছোট ব্রীফকেস্ খুলে বের করলেন খান কয়েক কাগজ। তাঁর সামনে ডেস্কের উপর সুশৃঙ্খলভাবে কাগজগুলো সাজিয়ে রেখে পড়তে সুরু করলেন একের পর এক।

'অসামরিক শাসন-কর্মসূচীর ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তাদের প্রতি নির্দেশ :

প্রথম দিন : প্রথম বাহিনীর সাথে শহরে প্রবেশ করো। রক্ষী মোতায়েন ও নথিপত্র দখল করায় 'সি, আই, সি'-কে (গোয়েন্দা বিভাগ) দাও সহযোগিতা। পাকশালায়, শত্রুপক্ষের খাদ্য সংরক্ষণ-শালায় ও অন্যান্য প্রধান আহার্য-ভাণ্ডারগুলোয় পাহারা বসিয়ে হিসেব নাও আগামী কদিনের খাদ্য স্থানীয় সরবরাহকারীদের কাছে পাওয়া যাবে। তোমাদের নিজ নিজ অঞ্চলের খাদ্য পরিস্থিতির সংবাদ জানাও বিহিত পথে। নিম্নে বর্ণিত বিভাগগুলির রক্ষার উপর নজর রাখো : কারখানা, যন্ত্র-বিপণি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের নির্মাণ-শালা, রাসায়নিক-যন্ত্রের শিল্পসংস্থা, ময়দার কল, পানীয় প্রস্তুতের প্রতিষ্ঠান এবং সিমেন্ট, হিম-যন্ত্র, বরফ, খাদ্য, অলিভ তেল, গন্ধ, টানি-তেল,

সাবান ও অন্যান্য বিশিষ্ট সামগ্রীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় জাহাজ চালকদের খুঁজে বের করে বন্দর-কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন মেটাও….।'

নির্দেশ-নামায় বিষয়ের যেন অন্ত নেই। তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন মেজর জোপোলো—বেলা তখন সাড়ে এগার, দিনের অর্ধেক প্রায় শেষ। নির্দেশ-পত্রাবলী হাতে নিয়ে টুকরো টুকরো করে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলেন ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে।

তিনি আবার বসলেন আসনে—নির্জন রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তাঁকে মনে হল পরিশ্রান্ত—আর পরাজিত। হাত বাড়িয়ে মেজর আবার তাঁর ব্রীফকেস থেকে বের করলেন পাতা-খোলা ছোট ও কালো একটি নোট-বই। তার পাতা ভর্তি ছিল বক্তৃতায়—মিত্রশক্তি অধিকৃত অঞ্চল শাসন ব্যাপারে যে পাঠ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সামরিক বিদ্যালয়ে। নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যেমন : বেসামরিক যোগান ব্যবস্থা, জন-নিরাপত্তা, জন-স্বাস্থ্য, অর্থ, কৃষি, উপযোগ, পরিবহন এবং আক্রমণকারী কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রকার কর্তব্য। কিন্তু তিনি সংশ্লিষ্ট পাতাগুলো না পড়ে উল্টে দিলেন, দৃষ্টি দিলেন একটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায়। সেখানে লেখা ছিল : জোপোলোর প্রতি জোপোলোর নির্দেশ।'

তিনি পড়লেন : 'নিজেকে সস্তা করো না। জন-সংযোগ রাখবে সবসময়। তোমার প্রীতিলাভের জন্য যেন প্রতিযোগিতা না হয়। ইতালীয় ভাষাতেই কথা বলবে বেশী। মেজাজ সংযত রাখবে। কোনও পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে, নিজে সৃষ্টি করবে নূতন কিছু।' এই শেষ নির্দেশই তিনি অনুসরণ করবেন। তাই প্রথমদিনের কর্মসূচীকে স্থান দিয়েছেন ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে। ওগুলি একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এক সপ্তাহ ধরে একটি বড় সেনাবিভাগকে ব্যস্ত থাকতে হবে তা হলে। নিজের কর্ম-পন্থা বুঝতে পারায় ক্লান্তি মুছে গেল মেজরের মুখ থেকে। সোৎসাহে উঠে গেলেন ঝুল-বারান্দায়, সেখানে দেখলেন দুটি পতাকাদণ্ড। ফিরে এলেন ঘরে—ব্রীফকেস্ থেকে টেনে বের করলেন দুটি পতাকা—একটি আমেরিকার, অপরটি ইংলণ্ডের। ব্রিটিশের পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক বগল-দাবা করে আমেরিকার পতাকা গ্রন্থিতে লাগিয়ে বাঁদিকের দণ্ডে উঠিয়ে দিলেন। দণ্ডের শীর্ষে পতাকা উড়বার আগেই পিয়াৎসাতে জড়ো হল পাঁচজন ইতালীয়—আর ডানদিকের দণ্ডে ব্রিটিশ পতাকা উড়বার আগেই সেখানে জমলো বিশজন। দুটো পতাকাই যখন

একসঙ্গে উড়ছিল তখন শোনা গেল চল্লিশজন ইতালীয়ের কলকণ্ঠ, 'বুয়োন জিয়োর্ণো, আমেরিকানো—স্বাগত আমেরিকা।'

তিনি হাত নেড়ে তাদের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিলেন—এইবার তিনি সুখী, এইবার তিনি তৎপর। নিজের কামরায় এসে ব্রীফকেস্ থেকে বের করলেন একগাদা কাগজ। ঘোষণাপত্র। দরজা দিয়ে ঢুকে পাশের টেবিলের ওপর ওগুলো সাজিয়ে রাখলেন এবং একপাশে সরিয়ে রাখলেন পরিত্যক্ত মানচিত্র ও ছবি। নিজের ডেস্কে আসবার সময় বাইরে থেকে দরজায় পড়ল টোকা। ইতালীয় ভাষায় তিনি বললেন, 'ভেতরে এস'।

ভেজানো দরজা ফাঁক হল। যে ঢুকলো তার চেহারা অস্পষ্টভাবে মেজরের পরিচিত। পরে মেজর বুঝেছিলেন যে, এ লোকটিকে না দেখে থাকলেও এর মতো দেখতে অনেক লোককেই তিনি আমেরিকার নিকৃষ্ট ছায়াছবিতে দেখেছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ইতালীয় দুর্বৃত্তদলের সভ্যের সমগোত্রীয় ঐ লোকটি, ঠিক তাদের মতোই সর্দারের পেছনে থেকে দরকারের সময় আঘাত হানতে অগ্রণী—তাদের মতোই খর্বকায়। মাথায় টাক, দুর্বল হাঁ-মুখ। গাল জুড়ে টানা কাটা-দাগ, ভাবলেশহীন চোখ—সে কর্মোন্মুখ কিন্তু নির্দেশপ্রার্থী।

সে ভুল ইংরাজীতে বলল, 'আপনি নিশান তুলে দিলেন। যাক্, আদ্রানোতে যুদ্ধ থামলো তা হলে, তাই না?'

মেজর বললেন, 'তা ঠিক। তুমি কে?'

ইতালীয় বলল, 'আমি ওহিও প্রদেশের ক্লীভল্যাণ্ড থেকে এসেছিলাম। বছর তিনেক এখানে রয়েছি। আমাকে কোন কাজ দিতে পারেন?'

মেজর জোপোলো বললেন, 'তোমার নাম?'

ইতালীয় বলল, 'রিবাউদো জিউসেপ্পে। ক্লীভল্যাণ্ডে আমাকে সবাই ডাকত জো বলে।'

মেজর বললেন, 'কি কাজ করতে পার তুমি?'

রিবাউদো বলল, 'আমি সাদাসিধে আমেরিকার লোক। আমি ঘৃণা করি এই ফ্যাসিপন্থীদের—কাজ পেলে ভালভাবেই করব, আপনাদের স্বার্থই দেখব।'

মেজর জোপোলো প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ভাল মানুষ ও আমেরিকার লোক—তবে যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে এসেছিলে কেন?'

রিবাউদো বলল, 'আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

'কারণ?'

'ছাড়পত্র ছিল না।'

'কেমন করে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকেছিলে?'

'বন্ধুদের সাহায্যে—ক্লীভল্যাণ্ড ও বাফেলো রাজ্যে আমার অনেক বন্ধু ছিল।'

'ওখানে করতে কি?'

'আজ এখানে, কাল সেখানে ঘুরে নানা কাজ করে বেড়াতাম—কাজ ছিল না।'

আমেরিকায় বে-আইনি অনুপ্রবেশ ও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘটনায় মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়ায় রিবাউদোর উপর সন্তুষ্ট হলেন মেজর। তিনি বললেন, 'বেশ, তোমাকে কাজে নিযুক্ত করব—তুমি হবে আমার দোভাষী।'

'আপনি ইতালীয় ভাষা জানেন না?'

'আমি জানি, তবে এখানে অনেক আমেরিকান আছে যারা জানে না। তা ছাড়া আরও অনেক কাজে তোমাকে আমার দরকার হবে। তুমি কি এ অঞ্চলের লোকদের ভাল করে চেন? কারা আমাদের পক্ষে ও কারা আমাদের বিপক্ষে তা কি তোমার জানা আছে?'

'নিশ্চয় কর্তা—আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারব।'

'ঠিক আছে, কি যেন তোমার নাম বললে?'

'রিবাউদো জিউসেপ্পে, আপনি জো বলেই ডাকবেন।'

'না, আমরা এখন বাস করছি ইতালীতে। এখানে তোমাকে জিউসেপ্পে নাম ধরেই ডাকব। শোন জিউসেপ্পে—দুটো বিষয় মনে রাখবে। আমার সঙ্গে সততা রক্ষা করবে—অসাধু হলে তোমাকে মুস্কিলে পড়তে হবে। দ্বিতীয়টি হল, অনুগ্রহ আশা করবে না। ও জিনিষটি কেউ আমার কাছে পাবে না। বুঝলে?'

'তাই হবে, কর্তা। আপনি ভাববেন না।'

'বল দেখি, এ শহরের বড় প্রয়োজনটা কি?'

'কর্তা, কোনও চিত্রগৃহে গিয়ে সব জেনে আসতে পারি।'

'না জিউসেপ্পে, তুমি যা জান এক্ষুণি বল।'

'খাদ্য—আদানোতে খাদ্যের অভাব। তিন দিন ধরে বহুলোক অনাহারে রয়েছে।'

'কি জন্য—ময়দা কম পড়েছে বলে?'

'ঠিক তার জন্য নয়। সকলেই দিশাহারা হয়েছিল। রুটির কারিগর কাজ করেনি—কেউ বেচে নি পাস্তা (পিঠে) এবং জলের গাড়ীও আসেনি। এই তো আসল কারণ।'

'শহরে কজন রুটির কারিগর আছে, বলতে পার?'

জিউসেপ্পে এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই দরজার গায়ে দুবার ধাক্কা পড়ল—একটি সবল, একটি দুর্বল। সাগ্রহে জিউসেপ্পে বলল, 'কর্তা, আমি খুলে দিচ্ছি—দেব কি?'

'বেশ তো, খুলে দাও।'

প্রশস্ত ঘরটি দ্রুত পেরিয়ে দরজা খুলে দিল জিউসেপ্পে। দুজন লোক প্রায় হুমড়ি খেয়ে ঢুকে পড়ল। দুজনেরই সু-বেশ, গলায় টাই—একজন যথেষ্ট বৃদ্ধ, অপর লোকটি অত্যন্ত স্থূলকায় ও প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সের। তারা ঘরের ভিতর দিয়ে তাড়াতাড়ি গেল—মনে হল দুজনেই অপরের আগে যেতে চায়, এবং সেজন্য উভয়েই উদ্বিগ্ন।

ইংরাজী উচ্চারণে যত্ন নিয়ে বুড়ো লোকটি বলল, 'মেজর, আপনার সেবা করতে প্রস্তুত আমি—আমার নাম কাকোপার্দো। আমার বয়স বিরাশী বৎসর, এ অঞ্চলের সমস্ত গন্ধকের আমি মালিক। এখানে কাকোপার্দো বলতে বোঝায় গন্ধক, আর গন্ধকই কাকোপার্দো। যখনই দরকার হবে আমার পরামর্শ পাবেন।'

মোটা লোকটি বিরক্ত হয়েছিল কাকোপার্দোর উপর কারণ প্রথম কথা বলার সৌভাগ্য তার হয় নি। সে এবার বলল, 'ক্র্যাক্সি আমার নাম—আমি এনেছি একটি তারবার্তা।'

মেজর জোপোলো বললেন, 'আপনারা আমার কাছে কি চান?'

কাকোপার্দো বলল, 'আমার কাছ থেকে সংবাদ নিন।'

ক্র্যাক্সি বলল, 'আমার তারবার্তা পাঠিয়ে দিন।'

কাকোপার্দো বলল, 'ইতালীর জনপদে এসে আমেরিকার লোক সংবাদ ছাড়া এক পা চলতে পারবে না।' বুড়ো লোকটি জিউসেপ্পের দিকে অচঞ্চল দৃষ্টি ফেলে আরও বলল, 'আমেরিকা থেকে বহিষ্কৃত অনেক লোক বাস

করে আদানো-তে। নিউইয়র্কের ব্রুকলিন শহরে কিছু লোক প্রাণদণ্ড পেয়েছিল, বিদ্যুৎ-আসনে বসার আগেই তারা পালিয়ে আসে আদানো-তে। আমার পরামর্শ— এদের সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন। জিউসেপ্পের অস্বস্তি দেখে মেজর বললেন: 'জিউসেপ্পে, আমি শহরের পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। তুমি পারবে তাঁকে আমার কাছে আনতে ?'

জিউসেপ্পে বলল: 'কর্তা, কোন্ পুরোহিতকে আনব ?'

কাকোপার্দো বলল: 'তেরটি গীর্জা আছে আদানো-তে। সন্ত এঞ্জেলো ও স্থান সেবাস্তিয়ানো গীর্জার মতো কয়েকটি গীর্জায় দু' তিনজন করে পুরোহিতও থাকে।'

মেজর জোপোলো জানতে চাইলেন: 'কোন গীর্জাটি সবচেয়ে ভাল ?'

কাকোপার্দো বলল: 'গীর্জাগুলিকে ভাল ও মন্দ, এমন দুভাগে ফেলা ঠিক হবে না। সর্বাপেক্ষা খাঁটি পুরোহিত ফাদার পেনসোভেক্কিও আছেন বলে সন্ত এঞ্জেলো গীর্জাকে বলা যায় সর্বশ্রেষ্ঠ গীর্জা।'

মেজর জোপোলো জিউসেপ্পের দিকে ফিরে বললেন: 'তাঁকে আমার কাছে আনতে পারবে ?' সম্মতি জানিয়ে জিউসেপ্পে বিদায় নিল।

কাকোপার্দোকে বললেন মেজর: 'জিউসেপ্পে কি বিশ্বাসযোগ্য নয় ?'

কাকোপার্দো সসম্মানে বলল: 'কারও নাম উল্লেখ করা আমার স্বভাব নয়— আমি শুধু মৃত্যুদণ্ডের কথা উচ্চারণ করেছি।'

মেজর জোপোলো কঠোর স্বরে বললেন: 'আপনি না আমাকে পরামর্শ দিতে এসেছেন ? আমি জানতে চাই, জিউসেপ্পে বিশ্বাসী কিনা ?'

বৃদ্ধ প্রমাদ গুণে বলল: 'জিউসেপ্পে অনিষ্ট করবার লোক নয়।' কাকোপার্দো একলাই মেজরের সঙ্গে আলাপ করছে—ক্র্যাক্সিকে সে কোনও সুযোগই দিচ্ছে না। ক্র্যাক্সি আর সইতে পারল না, বলল: 'আমি একটি তারবার্তা এনেছি, দয়া করে পাঠিয়ে দিন।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'এটা ডাকঘর নয়। এখন যুদ্ধ চলছে। তার প্রেরণের চেয়ে বড় কাজ আর আমাদের নেই নাকি ?'

ক্র্যাক্সি যেন অপরাধ করে ফেলেছে—দোষ স্খালনের ভাষায় বলল: 'আমি ফ্যাসি-বিরোধী। আমার সঙ্গে রয়েছে একটি তারবার্তা। আপনিই কেবল এটি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিতে পারেন।' রেখা-টানা এক খণ্ড চার-ভাঁজ করা

পিন-দিয়ে-আঁটা কাগজ পকেট থেকে বের করে সে মেজরের হাতে তুলে দিল। মেজর সেটি ডেস্কের উপর ফেলে রাখায় ক্র্যাক্সি কিছুটা নিরাশ হল।

'ঠিক এখন এ শহরের প্রধান চাহিদা কি, বলুন দেখি?'—পরামর্শ দেওয়ায় প্রতিশ্রুত কাকোপার্দোর উদ্দেশ্যেই বললেন মেজর।

এবার কিন্তু ক্র্যাক্সি পিছিয়ে রইল না, বলে ফেলল: 'খাদ্য—অনেক আহার্য চাই এ শহরে।'

কাকোপার্দো কিন্তু বিচিত্র প্রয়োজনের সংবাদ দিল—বলল: 'অন্য সবকিছুর আগে এ শহরের চাহিদা হল একটি ঘণ্টা।'

ক্র্যাক্সি বাধা দিয়ে বলল: 'বোকার মত কথা বলো না। ঘণ্টা! খাবার-ই অগ্রগণ্য।'

কাকোপার্দো প্রত্যুত্তরে বলল, 'ঘণ্টাটি ফিরে পাওয়াই আগে দরকার—খাওয়া ত রইলই—তুমি কি আর না খেয়ে থাকবে?' আজকের আলাপে তাকে যেন তাচ্ছিল্য করছে ওরা—রেগে গিয়ে তাই বলল ক্র্যাক্সি: 'কাকোপার্দো, তুমি হয়ত' অনাহারে থাকবে না। তোমার গন্ধকের ব্যবসা আছে, আছে লক্ষ লক্ষ লিরা। তোমার সংস্থান আছে—কিন্তু বহু লোকের খাদ্য জুটছে না।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে মেজরের দিকে ঘুরে বলল: 'এখানে খাওয়ার কথাই বড় কথা—ঘণ্টার কথা নয়।'

জ্বলে উঠল কাকোপার্দো, বলল ইতালীয় ভাষায়: 'ধুমসো, তোমার শুধু পেটের চিন্তা। পেটের চেয়ে বড় আত্মা—এবং ঐ ঘণ্টাটি আমাদের আত্মার আত্মা। আমাদের ইতিহাসের ঐতিহ্যের প্রাণ-বস্তু ওটি। 'পালাৎসো দি চিত্তা'-র চূড়ায় ঘণ্টাটি ঝুলিয়ে দিয়েছিল আরাগোনার পিয়েত্রো। এর রূপকার ছিল মোডিকা-র লুচিও দে আঁজ।'

ক্র্যাক্সি ইতালীয়-তেই উত্তর দিল: 'ক্ষুধার্তের কানে এমনিতেই ভোঁ ভোঁ শব্দ উঠছে—ঘণ্টার ধ্বনির অতিরিক্ত শব্দ দিয়ে কি করবে তারা?'

কাকোপার্দো বলল: 'নেপল্‌স-এর রাজা রবার্টো-র আক্রমণের সময় আদানো-র লোককে সচকিত করেছিল এ ঘণ্টা—বিতাড়িত হয়েছিল ঐ রাজা।'

ক্র্যাক্সি বলল: 'ম্যালেরিয়া-রোগীর কানের মধ্যেও সৃষ্ট হয় গুঞ্জন।'

কাকেপোর্দো বলল: '১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী নৌ-সেনাপতি তার্গু ফরাসী ও তুর্কী সৈন্য নিয়ে এসে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এখানকার বহু গৃহ ও গীর্জা। সেদিনও এ ঘণ্টা জনসাধারণকে আগেই দিয়েছিলো সাবধান করে। কি ধ্বংস-

লীলা—মা মেরীর গীর্জায় শুধু রক্ষা পেয়েছিল ছোট্ট একটি ক্রশ-চিহ্ন। সেটি দেখতে পাবেন সন্ত এঞ্জেলো গীর্জায়।'

মেজর ইতালীয়-তে বললেন: 'বৃত্তান্ত শোনার সময় নেই আমাদের। কোন্ কোন্ অভাব মেটানো সর্বাগ্রে দরকার, আমি তা জানতে চাই।'

ক্র্যাক্সি বলল: 'বলেছি ত খাদ্যই আগে দরকার।'

কাকোপার্দোর সেই এক কথা: 'ঘণ্টাটিকে প্রাধান্য দিন এক্ষুনি। বর্তমান অভিযানের সঙ্কেত ঘণ্টাটি দিতে পারেনি—ঘণ্টাটি থাকলে ফুল হাতে পথে নামতাম আমরা আপনাদের অভ্যর্থনা করতে।'

ক্র্যাক্সি বলল: 'ঘণ্টার দরকার আমার ত হয় নি। তবুও আমি সাতটি সন্তান ও স্ত্রী মার্গারিটার সাথে গিয়েছিলাম সমুদ্রের ধারে—স্বাগত জানাতে আমেরিকানদের। গোলাগুলি ভ্রূক্ষেপ করিনি। আমার সন্তানরা কি বলে চিৎকার করেছিল জান? তারা বলে নি,—আমরা ঘণ্টার ধ্বনি হারিয়ে ফেলেছি। তারা বলেছিল, খাদ্য দাও। তারা যে ক্ষুধায় কাতর। আর আমি, ক্ষুধার্ত না হলেও, চেয়েছিলাম সিগারেট—ঘণ্টার শব্দ নয়।'

বোর্থ ও নকিব দ্সিতো ফিরে এল। বোর্থ বলল: 'মেজর, নথিপত্র সব পাওয়া গেছে—চমৎকার। ওগুলো মূক নয়—মুখর। ওতে আছে ফ্যাসি-বাদীদের নামের তালিকা—আছে ফ্যাসিবিরোধীদের নাম ও যারা নরম-ফ্যাসি-পন্থী তাদের নাম। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কর্ম ও জীবনের খবরও আছে। সব সম্পূর্ণ। এ লোক দুটো কে?'

কাকোপার্দো বলল: 'আপনাদের সেবায় নিযুক্ত আমি—আমার নাম কাকোপার্দো। গন্ধক বললেই কাকোপার্দো-কে বোঝায়; কাকোপার্দো আর গন্ধক—এক কথা।'

বোর্থ বলল: 'এ নাম আমি মনে রেখেছি। নথিপত্রে লেখা আছে, পাগলাটে প্রকৃতি কাকোপার্দোর।'

ক্র্যাক্সি বলল: 'এ মন্তব্যই খাঁটি। ও মনে করে, খাদ্যের চেয়ে ঘণ্টা বড়।'

ক্র্যাক্সির দিকে ঘুরে, বোর্থ ছদ্মরাগে বলল: 'এ লোকটি আবার কে?'

অপরাধ মোচন করতে ক্র্যাক্সি বলল: 'আমি ফ্যাসিদের শত্রু—আমার নাম ক্র্যাক্সি। এখন খাদ্যই আমার ধ্যানজ্ঞান।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'এদের বিতর্কের বিষয়—খাদ্য অথবা ঘণ্টার

পুনরুদ্ধার—কোনটি বড়। এখনই ঘণ্টার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, অতএব খাদ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যাক্।'

ক্র্যাক্সির গর্ব দেখে কে। দ্‌সিতোর দিকে ফিরে কাকোপার্দো বলল: 'বড় দ্‌সিতোর স্ত্রী রোজার ছেলে দ্‌সিতোই এর মীমাংসা করুক। আচ্ছা ক্ষুদে দ্‌সিতো, তোমার এ বিষয়ে মত কি? কোনটা বড়—খাদ্য অথবা ঘণ্টা?'

আশ্চর্য, দ্‌সিতোও বলল: 'আমার মতে, ঘণ্টাই বড়।'

মেজর জোপোলোরও আগ্রহ বাড়ল—ঝুঁকে পড়ে বললেন: 'কেন বলত দ্‌সিতো?'

'কারণ এমন শ্রুতিমধুর ঘণ্টা আর হয় না।'

কাকোপার্দোর মনঃপূত হল না এ যুক্তি—সে বলল: 'এর কারণ ঘণ্টাটির সাথে জড়িয়ে আছে দেশের ইতিহাস। ঘণ্টাটির ধ্বনির সাথে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কথা কয়ে ওঠেন—মৌন অতীত আমাদের কানে বাণী শোনায়।'

ক্র্যাক্সিও বাদানুবাদে অংশ নিল, বলল: 'না, তাও নয়। কারণ এই যে, দিনের বিভিন্ন সময় জ্ঞাপন করত ঐ ঘণ্টা। আমাদের নানা কাজে সচেতন করে দিত। যেমন ধরা যাক্—খাবার সময় জানিয়ে দিত—বলে দিত সকালে ডিম খাবার সময়, পাস্তা ও মাংস খাবার সময় এবং সন্ধ্যায় মদ্যপানের সময়।'

দ্‌সিতো বলল: 'ঘণ্টার স্বর-ধ্বনিই আসল। ঐ ধ্বনিই শহরের লোকের মনে বুলিয়ে দিয়েছে আরামের পরশ—রাগী লোককে করেছে তিরস্কার, অসুখী লোককে দিয়েছে আনন্দ, মাতালের সঙ্গে উঠেছে হেসে। সকলে জন্যই ছিল এর ধ্বনির আনন্দ।'

জিউসেপ্পে প্রবেশ করল—সাথে পুরোহিত। হাসিখুসী শুভ্র-কেশ ফাদার পেনসোভেক্কিও ডেস্কের চারপাশের দলটির দিকে আস্‌তে আসতে ডান হাত দোলালেন—এটা আশীর্বাদের সঙ্কেত হতে পারে, ফ্যাসি অভিবাদনও হতে পারে।

পরিচয়ের পালা শেষ হলে মেজর জোপোলো বললেন: 'ফাদার, যে প্রাচীন ঘণ্টাটি অপসারিত হয়েছে কথা হচ্ছিল তার সম্বন্ধেই।'

ফাদার পেনসোভেক্কিও বললেন: 'আমাদের শহরের পক্ষে লজ্জার বিষয় এটি। আমার গীর্জায় অনুরূপ উচ্চ-ধ্বনিময় একটি ঘণ্টা আছে—তবে অত মিষ্টস্বর এর নয় এবং খুব পুরাণোও নয়; ঘণ্টা হিসাবেও প্রায় অচল। আমার

গীর্জার জন্য যে কোনও একটি হলেই চলবে বলে আমি ওটি দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মঁসিনর-এর হল আপত্তি। উনি হচ্ছেন মেয়রের খুড়ো—এবং ওঁর সবতাতেই নিজস্ব যুক্তি রয়েছে—'কথার মাঝে এমন ভাবে ক্রশ-চিহ্নের মুদ্রা আঁকলেন ফাদার, যেন মঁসিনরের সব কর্মই কুৎসিত। তারপর আবার বললেন, 'কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁরই ভুল হয়েছিল।'

মেজর জোপালো বললেন: 'তা হলে ঘণ্টাটি বিশেষ মর্যাদা পাচ্ছে কেন?'

পুরোহিত বললেন: 'শহরের কেন্দ্রবিন্দু এই ঘণ্টা। শহরের সমগ্র জীবন একে মাঝে রেখে বৃত্তাকারে ঘুরত। সকালে গাঁয়ের চাষী ঘুম থেকে জাগত এর ধ্বনি শুনে—গাড়ী চালকরা বুঝত যাত্রার কাল—রুটির কারিগর রুটি গড়ার সময় টের পেত—এমন কি আমরা গীর্জার ঘণ্টার চেয়েও নির্ভর করতাম ঐ ঘণ্টার উপর। রবিবারের দুপুরে উপাসনার মুহূর্তে যখন শহরের সব ঘণ্টা একসাথে বেজে উঠত তখন ঐ ঘণ্টার শব্দ ছাপিয়ে উঠত সকল শব্দ—আর লোকের কানে ওটির শব্দই ভেসে আসত।'

বয়সের জন্য বুড়ো কাকোপার্দো কাকেও সমীহ করত না—সে বলল: 'আমার ধারনা ঘণ্টাটি পাঠিয়ে দিয়ে মঁসিনর এখন অনুতপ্ত। ঐ ঘণ্টাই তাঁর ইন্দ্রিয়-বিলাস নিয়ন্ত্রণ করত কিনা।'

ক্র্যাক্সি বলল: 'আমি নিশ্চিত যে সকলের মত তাঁরও আহারের সময় নিয়ন্ত্রিত হত ঐ ঘণ্টার দ্বারা।'

মেজর জোপোলো ইংরাজীতে বোর্থকে বললেন: 'একটি ঘণ্টা এনে দেবার চেষ্টা করতে হবে আমাদের।'

বোর্থ বলল: 'এটা পাগলামি। কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে—সেগুলোর সঙ্গে ঘণ্টার তুলনা হয় না। ওদের খাবার বিলিয়ে দিন—কিন্তু নোংরা অলি-গলির কথা ভুলে যাবেন না যেন।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'একই কথা—ঘণ্টারও মূল্য আছে।' তারপর ইতালীয় ভাষাতে বললেন: 'ঘণ্টার বিষয় জানালেন বলে আপনারা আমার ধন্যবাদার্হ। আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের জন্য অন্য একটি ঘণ্টা সংগ্রহ করে দেবার জন্য যথাসাধ্য করব। সে ঘণ্টার একটি অর্থ থাকবে—থাকবে সুধাক্ষরা ধ্বনি এবং ইতিহাস। সে ইতিহাস বাঙ্‌ময় হবে, বলবে, বন্দুকের নল তৈরী করবার জন্য ফ্যাসীরা সরিয়েছিল ঘণ্টা, সে শূন্য স্থান পূর্ণ করেছে আমেরিকানরা অপর ঘণ্টা দিয়ে।'

কাকোপার্দো বলল : 'আপনি দয়ালু।'

ক্র্যাক্সি বলল : 'মেজর, ধন্যবাদ। আপনার হাতে আমি চুম্বন দিলাম।'

মেজর জোপোলো এরকম সম্ভাষণে অভ্যস্ত নন, জিজ্ঞাসা করলেন : 'কি বললে ?'

ইতিহাসজ্ঞ কাকোপার্দো বলল : 'দোষের কথা কিছু নয়। এখানকার প্রাচীন রীতি এটি। এককালে সম্ভ্রান্ত লোকদের হস্ত চুম্বন করতে হত সাধারণ লোকদের—পরে ঝামেলা এড়াবার জন্য প্রচলিত রইল হস্তচুম্বন করার ইচ্ছার শুধু উল্লেখ।'

ক্র্যাক্সি বলল : 'আমি অন্যায় কিছু বলিনি। মিস্টার মেজর, আমি ফ্যাসি-বিরোধী।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'দেখা যাচ্ছে এ শহরের সকলেই ফ্যাসিদের প্রতি বিরূপ। যাক্, ঘণ্টাটির বিষয় খোঁজ নেব—আর হ্যাঁ, আমি পুরোহিতের সঙ্গে একলা কথা বলতে চাই। দ্সিতো, তুমি থাক—তুমি আমার আর্দালী—এবং দোভাষী জিউসেপ্পেও এখানে থাক।'

ক্র্যাক্সি বলল : 'মিস্টার মেজর, আমার তারবার্তার কি হবে ?'

মেজর জোপোলো বললেন : 'পাঠাতে চেষ্টা করব।'

ক্র্যাক্সি হস্ত-চুম্বনের কথা বলে, যাবার জন্য ঘুরল।

সকলে চলে গেলে ফাদার পেনসোভেক্কিও-কে মেজর জোপোলো বললেন : 'ফাদার, এ শহরের মঙ্গল-বিধানই আমেরিকানদের উদ্দেশ্য। সব জাতির মধ্যেই কিছু বদ্‌লোক থাকে—আমেরিকার লোকদের মধ্যেও নেই তা নয়। যে সব আমেরিকান এখানে এসেছে তাদের মধ্যে কিছু লোক হয়তো এখানে অপকর্ম করবে। আমি এও জানি যে সেই নীচ কাজ যেমন একদিকে আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করবে, অন্যদিকে আমাদের দেবে লজ্জা।'

ফাদার পেনসোভেক্কিও বললেন : 'আপনার লোকদের দুর্বলতার প্রতি আমাদের সহানুভূতির অভাব হবে না। নিজেদের লোকেদের দুর্বলতা বোঝার চেষ্টা ত আমরা করি।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'ধন্যবাদ, ফাদার। আমি শুনেছি যে আদানোতে যাজকদের মধ্যে আপনার আসন শীর্ষে।'

সবিনয়ে বললেন পুরোহিত : 'আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছি।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'সেইজন্যই আপনার কাছে আমার একটি

প্রার্থনা আছে। অসম্মতি দেবার অবশ্য আপনার পূর্ণ অধিকার রইল। আগামীকাল সকালে উপাসনার আগে আমেরিকানদের সম্বন্ধে যদি দুটো কথা বলেন ত ভাল হয়। আপনার অভিরুচি যা তাই বলবেন—সঙ্গে শুধু জুড়ে দেবেন যে, আমেরিকানদের প্রচারিত ঘোষণাগুলো পড়া উচিত।'

ফাদার পেনসোভেক্কিও বললেন: 'এ আমি অনায়াসেই বলতে পারি।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'আমি নিজে একজন ক্যাথলিক। আপনার মত থাকলে আমি যোগ দিতে পারি উপাসনায়।'

পুরোহিত বললেন: 'এ ত আনন্দের কথা—আপনাকে পেলে খুসীই হব।'

এ ত সম্মানের কথা, বললেন না ফাদার—তাই সন্তুষ্ট হল জোপোলো।

মেজর জোপোলো: 'আগামীকাল দেখা হবে আবার।'

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্য ফাদার বললেন: 'সাক্ষাতের স্থান সন্ত এঞ্জেলো গীর্জা। ঐ নামের পিয়াৎসা দিয়ে যেতে হয়। সময় সকাল সাতটা। চলি এখন তা হলে।'

পুরোহিত প্রস্থান করলে জিউসেপ্পে স্বকীয় ইংরেজীতে বলল: 'কর্তা, ঠিক পথেই পা দিয়েছেন—এখন দেখতে হবে খাদ্য-পরিস্থিতি।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'ঠিক বলেছ—খাদ্য চাই। রুটির দোকান-গুলো পরিদর্শন করতে হবে। ভাল কথা, এখানে কোন ঘোষক ছিল কি?'

জিউসেপ্পে ইতালীয় ভাষায় দ্‌সিতোকে জিজ্ঞাসা করল: 'এখানকার সেই ঘোষকের নাম যেন কি? লোকটি কি অন্যদের মত পালিয়েছে? জংলা-পাহাড়ে?'

দ্‌সিতো বলল: 'না, সে এখানেই আছে। মার্কুরিও সালভাতোরে তার নাম—তবে, মিস্টার মেজর, আপনি যা বলে দেবেন সে ঠিক ঠিক তা ঘোষণা করবে না। সম্পূর্ণ আউড়ে না দিয়ে হয়ত সাধারণ ভাবে অর্থ করে বলে দেবে, কিছু বদলেও দেবে মাঝে মাঝে। আপনি লিখে দিলেও স্বভাব ছাড়বে না।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'দ্‌সিতো, তুমি তাকে ডেকে দাও দয়া করে—দেবে কি? আমি তাকে কাজে পাঠাব—সে জনসাধারণকে ঘোষণাপত্র পড়তে আমন্ত্রণ জানাবে।'

দ্‌সিতো ঘর ছাড়বার পর জিউসেপ্পেকে বললেন মেজর: 'রুটির দোকানগুলো দেখে বিজ্ঞপ্তিগুলো জায়গায় জায়গায় সেঁটে দিতে হবে।' জিউসেপ্পের মনে

ধরল এ কাজ। মেজর জোপোলো তাকালেন ডেস্কের উপরে পড়ে থাকা ক্র্যাক্সির তারবার্তার দিকে। পিন ছাড়িয়ে ভাঁজ খুলে দেখলেন—

ফ্র্যাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্টের উদ্দেশ্যে, ক্যাপিটল বিল্ডিং, ওয়াশিংটন ডি, সি'র ঠিকানায় ইতালীয় ভাষাতে লেখা বার্তা।

মেজর বললেন: 'জিউসেপ্পে, দোভাষী হিসাবে তোমার দক্ষতা দেখি একবার পরীক্ষা করে। এটি রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে লেখা হয়েছে। প্রাণ খুলে তর্জমা করো দেখি এটার।'

জিউসেপ্পে অনুবাদ করল: 'আমরা আদানোবাসীরা আনন্দে আত্মহারা হয়েছি। বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতার স্বাদ আমাদের পাইয়ে দিয়েছে আপনার সাহসী সৈন্যরা। আচ্ছা এই 'স্টপ' বা 'ছেদ' শব্দটির অর্থ কি মেজর?'

'একটি বাক্যের শেষ বোঝায় ঐ শব্দ।'

'ওঃ, তাই বুঝি।' তারপর তারবার্তার অবশিষ্ট অংশ পড়ে ফেলল জিউসেপ্পে: 'অন্তঃকরণ নিঙড়ে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আর জানাচ্ছি যে, আমি হয়ে রইলাম ঋণী। স্বাক্ষর—ক্র্যাক্সি।'

এবার প্রশ্ন করল জিউসেপ্পে, 'আপনি এটা সত্যি পৌছে দিচ্ছেন?'

'সত্যি—রাষ্ট্রপতি আনন্দিতই হবেন'—বললেন মেজর।

। ২ ।

মার্কুরিও সালভাতোরে আদানো শহরের ঘোষক—উর্দি চাপরাশ গায়ে চড়িয়ে হাজিরা দিতে তার একটু দেরীই হল। তার মুখে কিন্তু খুসীর আমেজ! সে ভেবেছিল, তার চীৎকার-করা কাজের অবসান হয়েছে। সতের বছর ধরে ফ্যাসি-সরকারের আদেশ প্রচার করেছে সে সোচ্চারে—নূতন শাসকের কাছে তার উচ্চ-স্বরের প্রয়োজন নাও হতে পারে। তাই সে অফিসের পোশাক খুলে ফাভার স্ত্রী কার্মেলিনার গৃহে লুকিয়ে রেখেছিল। শহরের লোক সতের বছর ঘোষকের পোষাকে তাকে দেখে অভ্যস্ত—সাধারণ সাজে অপ্রতিভ ভাবে তার চলা দেখে লোকে কৌতুক করবে বৈ কি!

তার উপস্থিতিতেই তারা পরস্পরকে একই প্রশ্ন করত, 'আমাদের ঘোষক কোথায় গেল?'

'ফাত্তার বেমানান পরিচ্ছদের মধ্যে হারিয়ে গেছে সে'—বলেই তারা হেসে উঠত।

মেজর জোপোলোর সামনে আসতে পেরে তাই মার্কুরিও সালভাতোরে সুখী ও কৃতজ্ঞ। 'আপনার সেবা করতে পেলে আমি আনন্দিত-ই হব। আপনার হস্ত চুম্বন করছি'—সে বলল রুদ্ধ স্বরে। স্বরধ্বনির শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল বলেই ঘরের মধ্যে কথা বলার জন্য একপ্রকার নিম্ন-স্বর আয়ত্ব করেছিল।

কদর্য চাকচিক্যময় সাজে মেজর জোপোলোর সামনে দাঁড়িয়ে রইল মার্কুরিও সালভাতোরে—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রচলিত এ উর্দি যেন সে ঐ শতাব্দী থেকেই পরে আছে। এককালে আঁট সাঁট অধোবাসের রঙ ছিল নীল—আজ তা হালকা ধূসর দাগে আকীর্ণ। কোটের পিছন দিকের লম্বমান লাল রেশমের পটি থেকে অনেককাল আগে রেশম খসে গিয়েছিল—আর তার জায়গায় গন্ধক শোধনাগারের থলির কাপড় আঙুরের রসে রাঙিয়ে জুড়ে দিয়েছিল ফাত্তার স্ত্রী কার্মেলিনা। কিন্তু সে রঙও মুছে গেছে কয়েকটি বর্ষার ধারায়। ফলে, বর্তমানে মার্কুরিও সালভাতোরে হয়েছে কাকোপার্দো-গন্ধকের ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞাপন।

অপর যে কোন আমেরিকার উচ্চপদস্থ কর্মচারী মার্কুরিও সালভাতোরেকে দেখে হাসি সংবরণ করতে পারত না। কিন্তু মেজর জোপোলো তাঁর বক্তব্য বিষয়ে উন্মুখ থাকায় ঐ উর্দি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল না।

তিনি বললেন: 'ঘোষক, তোমাকে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমেরিকার লোকদের সঙ্গে ফ্যাসিবাদীদের পার্থক্য আছে—এ পার্থক্যের ক্ষেত্রও অনেক। এ জন্যই আদানো শহরে কতকগুলো পরিবর্তন প্রয়োজন—এবং আমি আশা করি শাসন সংক্রান্ত এ পরিবর্তনে আদানোর মঙ্গল হবে।'

মেজরের প্রত্যেকটি কথা তার স্মরণ থাকবে, এ স্বীকৃতি দিতে তৎপর হয়ে সে বলল, 'বেশ, মিস্টার মেজর।'

মেজর বললেন: 'এ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে দেবার জন্য শহরের মধ্যে চারদিকে বিশেষ বিশেষ স্থানে আমি স্থাপন করব কতকগুলি বিজ্ঞপ্তি-পত্র। তুমি শুধু জনসাধারণকে এ ঘোষণাগুলি পড়তে বলবে। তুমি তাদের অবহিত করবে যে, বিজ্ঞপ্তির আজ্ঞা পালন না করলে জনসাধারণকে পেতে হবে শাস্তি—আর তা হবে কঠোর। এই-ই তোমার কাজ।'

মার্কুরিও সালভাতোরেকে নিরাশ দেখাল। 'এ আর এমন কি বেশী চীৎকারের কাজ'—বলল সে।

মেজর জোপোলো বললেন: 'আমি কি তা হলে আর একজন নূতন ঘোষক নিয়োগ করব?'

মার্কুরিও সালভাতোরে তাড়াতাড়ি বলল: 'না, না, মিস্টার মেজর—আমিই এ কাজ করব; বরং আপনার বক্তব্য আমি সুন্দর ভাবে পরিবেশন করব।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'আজ বিকেল পাঁচটার আগেই ঘোষণাগুলি প্রকাশ করা হবে।'

'ঠিক আছে, মিস্টার মেজর'—জবাব দিয়ে মার্কুরিও সালভাতোরে প্রস্থান করল।

মেজরের দপ্তরের বাইরে রাখা ছিল তার ঢাক—সেটি সে গলায় তুলে নিল। এতকাল সে পালাৎসো প্রাসাদের ঠিক সামনে পিয়াৎসা প্রোগ্রেসো প্রাঙ্গনের ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণার সূত্রপাত করে এসেছে—কিন্তু আজ সে আত্মসচেতন; মেজরের কানের কাছে সে প্রথমে তার গলার শব্দের পরীক্ষা দিতে চাইল। সুতরাং গীর্জার উল্টোদিকের মাঠে ঢুকে সে বিলম্বিত লয়ে তীব্র আওয়াজ তুলল ঢাকের গায়ে।

জানলা পথে ইতালীয়দের মাথা বেরিয়ে এল, দরজা খুলে অনেক লোক বাইরে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সে দেখল—অতীতের তুলনায় দর্শকসংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। তার কারণও তার অজানা নয়—অগণিত লোক পাহাড় অঞ্চলে পালিয়ে গেছে। এক ঘণ্টা আগে বর্তমান দর্শক সংখ্যাও সে আশা করেনি।

সে গভীর শ্বাস গ্রহণ করল, রক্ত আর বায়ুর চাপে ফেঁপে উঠল তার গলার শিরা-উপশিরা—তারপর বজ্র নির্ঘোষে সে বলল: 'শুনুন সবাই, চেয়ে দেখুন, আপনাদের ঠাট্টা বিদ্রুপ সত্ত্বেও আমি এখনও আপনাদের ঘোষক রয়েছি। আমেরিকার লোকেরা মার্কুরিও সালভাতোরের বন্ধু—আপনাদেরও বন্ধু হতে চায় তারা। কিছুদিন ধরেই অবশ্য আপনারা প্রত্যাশা করছিলেন আমেরিকা-বাসীদের আগমন—কিন্তু তার সাথে যে পরিবর্তন আসবে তা কি ভেবেছিলেন? তাঁদের আসার পর তাঁর এবার নানা বিষয়ে পরিবর্তন ঘটাতে চলেছেন, তার খবর রাখেন কি? জানেন কি, বলতে গেলে প্রচলিত সব কিছুই তাঁরা বদলে

দেবেন—শুধু এই ঘোষককে বাদ দিয়ে? এ কথা জানাবার জন্যই আজ আপনাদের এই বিনীত ঘোষকের আবির্ভাব।'

প্রায় ছ' সপ্তাহ চিৎকার করা বন্ধ থাকায় মার্কুরিও সালভাতোরের গলার জোর কমে গিয়েছিল। মুহূর্তকাল থেমে দম নিয়ে সে গর্জে উঠল: 'সমস্ত সংস্কারের বর্ণনা দেবার আমার সময় নেই। আজ বিকেল পাঁচটার কাছাকাছি সময় আমার বন্ধু আমেরিকার লোকেরা কয়েকটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সেগুলো জানিয়ে দেবেন। শহরবাসী, সবাই শুনুন! ঘোষণা পড়ুন আর তা মেনে চলুন। নইলে আপনাদের নবাগত বন্ধুরা রুষ্ট হয়ে ফ্যাসিবাদীদের আচরণ অনুকরণ করবেন। যিশুকে ধন্যবাদ, ফ্যাসিবাদীরা লুকিয়ে পড়েছে পাহাড়ে জঙ্গলে। মিত্রতা, না ফ্যাসি-শাস্তি—একটি বেছে নিন! ঘোষণা-পত্রগুলি পড়ে মনস্থির করুন। আমার বলা এখানেই শেষ।'

ঢাক পিছনে ঝুলিয়ে এবার এগোল মার্কুরিও সালভাতোরে কাস্তেল্লো সান দিওভান্নি প্রাসাদের সম্মুখের উঁচু মাঠে। সেখানে আর একবার জোরালো ঢাকের শব্দ তুলে অপেক্ষা করল, জনসাধারণের ঘরের বাইরে আসার প্রত্যাশায়।

বুক ভরে বাতাস টেনে মার্কুরিও সালভাতোরে ধ্বনি তুলল: 'আমি ফাত্তার স্ত্রী কার্মেলিনাকে দেখতে পাচ্ছি তার বাড়ীর সামনে। আমি অলস ফাত্তাকেও দেখছি তার স্ত্রীর বাড়ীর দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। মিত্রশক্তির অভিযানের দুঃসময়ে ঘোষকের উর্দি সংরক্ষণ করার জন্য কার্মেলিনাকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। তার কুঁড়ে স্বামী ফাত্তাকেও বলতে চাই দুটো কথা। এটা সত্যিই আফশোসের কথা যে, ফাত্তা পড়তে শেখেনি—বর্ণপরিচয়ের কষ্টটুকু স্বীকার না করা কলঙ্কের বিষয়। আদানোতে আমাদের বন্ধু আমেরিকার লোকেরা আজ যে-পরিবর্তন সাধন করতে যাচ্ছে তা পড়বার সুযোগ হারালে তুমি, হতভাগ্য ফাত্তা!

'ফাত্তা, আমাদের বন্ধুরা যে বাণী আজ ঘোষণা করবে তা পড়তে পারতে তুমি। দেয়ালে ঠেস না দিয়ে দাঁড়াতে পার না, এত অলস তুমি। অবশ্যি সে সব ঘোষণা পড়বার সময় দাঁড়াবার অবলম্বন পেতে না তুমি কারণ ওগুলো থাকবে দেয়াল-গাত্রে। তাছাড়া বিকেল পাঁচটা তোমার কাছে অশুভ সময়—তখনই তুমি শুধু একটি মদের বোতল ঠোঁটের কাছে তোলবার ক্ষমতা পেয়ে যাও।

'ফাত্তা, যাক্, আর সবাই ত পড়বে। তারা বুঝবে যে, আমেরিকা

আমাদের সুহৃদ—নির্দেশ পাবে তাদের কর্তব্যের, এবং রেহাই পাবে শাস্তি থেকে। নূতন আদানোয় হবে নূতন জীবনের পত্তন। তোমার ওপরে এর প্রতিক্রিয়া হবে না। তুমি অন্যায় করবেই, শাস্তিও পাবে। আদানো তোমার আতঙ্কই থাকবে।

'আপনারা সকলে চিনে রাখুন ফাত্তাকে, ওই কুঁড়েটাকে, ওর মত হবেন না—পড়ুন দেয়াল-পত্র—নূতন আদানোর সঙ্গে পরিচিত হোন। আমি থামলাম।'

দেহের পিছনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢাক বাজাতে বাজাতে শহরের সুবিধাজনক স্থানগুলিতে মার্কুরিও সালভাতোরে ভাবী পরিবর্তনের কথা তারস্বরে বলে বেড়াতে লাগল নিজের মনের মত করে।

। ৩ ।

আর কবে এত লোক সন্ত এঞ্জেলোর গীর্জায় এসেছিল? স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে মনে করতে পারলেন না ফাদার পেনসোভেক্কিও সে কথা।

মার্কিন মেজর যে সকালে গীর্জায় আসছেন, একথা দশ বারোজন লোকের কাছে তিনি উল্লেখ করেছিলেন এবং সে সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন যে মার্কিনদের সম্বন্ধে তাঁর নিজেরও কিছু বক্তব্য আছে। এ কথা প্রাসঙ্গিক ছিল না, হয়ত এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল তাঁর মতলবটুকু। অবশ্য অনেক শ্রোতার সমাবেশ কোন্ পুরোহিত না চান?—আর মা মেরীর সেবায় প্রদত্ত মুদ্রায় সশব্দে ভরে ওঠা বাক্স কার না গর্ব বাড়ায়?

কিন্তু ঐ সামান্য উক্তি করবার সময় এ বিপুল জনসমাবেশের আশা ফাদার পেনসোভেক্কিও-র উদ্দাম কল্পনাতেও ছিল না।

শহরের অপর বারটি গীর্জা ফাঁকা করে সেদিন লোকজন ছুটে আসবে তাঁর সংবাদের আকর্ষণে, এ জন্য পরে তাঁকে অনুতাপ করতেই হবে। কিন্তু তা জেনেও সাময়িক উল্লাসের বল্গা ঢিলে করে দিলেন ফাদার।

বছরের পর বছর যাদের সাক্ষাৎ পান নি তাদের মুখোমুখি হতে হল তাঁকে। সান সেবাস্টিয়ানো গীর্জা থেকে ক্র্যাক্কির স্ত্রী মার্গারিটা, অরফ্যানেজ গীর্জার সচিব বৃদ্ধ বেলাস্কা, বেনেডিটিনি গীর্জার যাত্রী দরাজ স্বরের অধিকারী গাড়োয়ান

এ্যাক্রন্টি, মেদবহুল গাড়োয়ান বাসিলে পর্যন্ত এসেছে। সারিবদ্ধ আসনগুলির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহু লোক, এমন কি কুঁড়ে ফাত্তাও উপস্থিত থামে হেলান দিয়ে। অথচ ১৯৩৫ সালে শেষ শিশু সন্তানের দীক্ষার পর সে আর কোনও গীর্জায় যায় নি।

সন্ত এঞ্জেলো গীর্জায় এত লোকের সমাগম সত্যিই আনন্দের বই কি।

কিন্তু আর এক দুশ্চিন্তা উঁকি দিল মনে, আর এক অস্বস্তি। যদি মিস্টার মেজর না আসেন? কি লজ্জার কথা! অন্যান্য যাজকদের উপহাসভরা মুখ মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন ফাদার পেনসোভেক্কিও—দেখতে পেলেন এই বিশাল জনতার অনুযোগমুখর অভিব্যক্তি। তাঁর গর্ব ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে—পরের রবিবারে সবাই ভীড় করবে অন্য গীর্জায়। এ গীর্জার শূন্য আসনের সামনে তাঁকে বসে থাকতে হবে।

এখন সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট। সহকারী কনিষ্ঠ যাজক কানে কানে বললেন, 'প্রার্থনা সুরু করবার সময় হয়েছে। কিন্তু—মিস্টার মেজর এলেন না ত।'

মিস্টার মেজর তখন ফলের রসে প্রাতরাশ সারছিলেন ও আদানোর ঘণ্টার বিষয় আলোচনা করছিলেন বোর্থ এবং আর্দালী দ্‌সিতোর সঙ্গে। দ্‌সিতো গীর্জামুখো হয় না কখনও। সুবিশাল টেবিলের উপর পা তুলে ফল খাচ্ছিলেন মেজর জোপোলো এবং টেবিলের প্রান্তে বসে আহারে মগ্ন ছিল বোর্থ। আর ছোট্ট দ্‌সিতো অপেক্ষা করছিল টেবিলের সম্মুখে—যদিও সে খাচ্ছিল না, ভাবে ভঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছিল তার আহারের স্পৃহা।

বোর্থ বলল, ঃ 'মেজর, আপনি মনের চিন্তা দিয়ে মাথা ভারাক্রান্ত করছেন! ঘণ্টার কথা ভুলে গিয়ে অলি গলি পরিচ্ছন্ন করিয়ে দিন। এই ঘণ্টার ব্যাপারটা ভাবালুতার বিলাস মাত্র।'

ইতালীয় ভাষাতে দ্‌সিতোকে জিজ্ঞাসা করলেন মেজরঃ 'আচ্ছা, ঘণ্টাটি সরানো হয়েছিল ঠিক কোন সময়ে—বলতে পার তুমি?'

চট্ করে জবাব দিল দ্‌সিতো, 'জুনের চোদ্দ তারিখ। মানচিত্রের বইয়ে উত্তর আমেরিকার পাতা খুলে রেখেছিলাম বলে সেদিন তিন হাজার লিরা জরিমানা করেছিলেন মেয়র নাস্তা। দুয়ারের বাইরে অবসর সময়ে মানচিত্রের বই খুলে পড়তাম—সেদিন উত্তর আমেরিকার পৃষ্ঠা খোলা অবস্থায় বইটি পড়েছিল। সবাইর মত মেয়র নাস্তাও জানতেন যে, মার্কিন বাহিনীর আগমন

আসন্ন। তিনি দিশাহারা হয়েছিলেন। মানচিত্র দেখে তিনি ভাবলেন, আমি বিদ্রূপ করছি—তাই আমার জরিমানা হল, ছ'মাসের বেতন।'

মেজর বললেন: 'চোদ্দ-ই জুন, তা হ'লে ঠিক একমাস আগের ঘটনা।'

দ্‌সিতো বলল: 'নীচে নামাতে ওদের ঠিক দুদিন লেগেছিল। প্রথমে, ছ' সেট কাঠের দাঁড়া ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিল, তারপর একদিন গেল নামাতে। এগার তারিখে সুরু করে চোদ্দ তারিখে ওরা ঘণ্টাটি নামিয়ে নিয়ে গেল গাড়ীতে চাপিয়ে।'

মেজর মুখে বললেন: 'চোদ্দ তারিখ।' তারপর এমন ভাবে চিন্তায় ডুবে গেলেন যে, ভুলে গেলেন গীর্জায় যাবার কথা।

এদিকে সন্ত এঞ্জেলো গীর্জায় ফাদার পেনসোভেক্কিও ক্রমেই অধীর হচ্ছেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের অগ্নিকাণ্ড থেকে পরিত্রাণ পাওয়া রূপালী ক্রুশদণ্ডের দিকে আজ সমবেত লোকের দৃষ্টি নেই—তাদের মুখ ঘুরে রয়েছে দরজার দিকে।

তাঁর সাধের জনতার, তাঁর আদরের জনতার লক্ষ্যচ্যুত হতে যাচ্ছেন তিনি। আর কয়েক মুহূর্ত—তারপর সবাই উঠবে, পথে বেড়িয়ে পড়বে মেজরের খোঁজে। কোনও উপায় নেই—প্রার্থনা আরম্ভ করাই শ্রেয়।

ফাদার পেনসোভেক্কিও গীর্জার এই সঙ্কটকালে নিয়মবিরুদ্ধ কাজই করলেন। উপাসনার আদিতেই বুদ্ধ স্তোত্র গাইতে লাগলেন, পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন—কালক্ষেপও হবে, মেজরও হয়ত এসে পড়বেন।

তাঁর গলার স্বর মৃদু গুঞ্জনে পরিণত হল: গেয়ে চললেন স্তোত্র।

অন্যদিকে দ্‌সিতোর প্রতিক্রিয়া বিচার করবার জন্য মেজর জোপেলো নিজের ইচ্ছা ইতালীয় ভাষাতে প্রকাশ করে সজোরে বললেন: 'অন্য একটি ঘণ্টা সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে নিছক একটি ঘণ্টা স্থাপনের সার্থকতা কিছু নেই। ঘণ্টার পিছনে থাকা চাই ইতিহাসের স্বাক্ষর। আচ্ছা দ্‌সিতো, তোমাদের আমরা যদি একটি স্বাধীনতার প্রতীক-ঘণ্টা দিই, তবে কেমন হয়?'

দ্‌সিতো বলল: 'স্বাধীনতা-ঘণ্টা বলতে কি বোঝায়?'

মেজর জোপোলো বললেন: 'ইংরাজ শাসন থেকে মুক্তি ঘোষণার সময় এ ঘণ্টায় ধ্বনি তুলেছিল আমেরিকাবাসীরা।'

দ্‌সিতো বলল: 'এ কল্পনাটি চমৎকার। কিন্তু আদানো-র জন্য আমেরিকা কি হাতছাড়া করবে তার ঘণ্টা?'

মেজর জোপোলো বললেন : 'আমরা একটি অনুরূপ ছাঁচের ঘণ্টা তৈয়ার করে নেব।'

দ্‌সিতো বলল : 'ঘণ্টাটি দেখতে কেমন?'

মেজর জোপোলো বললেন : 'আমি যতদূর জানি ওটি ফিলাডেলফিয়াতে এক গৃহের চূড়ায় দোদুল্যমান, ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরী। বয়স বেশী বলে নীচের দিকে ফাটল দেখা দিয়েছে। তুমি ডাকটিকিটের উপর ওটির ছবি দেখতে পাবে—অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও ওটির ছবি ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের স্মারক হিসাবে।'

দ্‌সিতো বলল : 'ধ্বনি কেমন?'

মেজর বললেন : 'দেখ সেটা ঘণ্টার নির্মাণের উপর নির্ভর করবে। আমার মনে হয় মিষ্টি স্বরের একটি ঘণ্টা আমরা পেয়ে যেতে পারি।'

দ্‌সিতো বলল : 'ঐ ফাটল থাকাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। পুরানো বলেই ঘণ্টায় ফাটল দেখা দেবে, তা নাও হতে পারে। আমাদের ঘণ্টা ছিল সাতশ' বছরের পুরানো—এর গায়ে কিন্তু একটা আঁচড়ও পড়েনি। আমেরিকার ঘণ্টার বয়স আমাদের ঘণ্টার চেয়ে বেশী নিশ্চয়ই নয়।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'বোধহয় স্বাধীনতা ঘোষণার সময় প্রবল বেগে আমরা ঘণ্টাটি বাজিয়েছিলাম বলেই ফেটে গেছে।'

দ্‌সিতো বলল : 'আদানোর অধিবাসীরা যে ফাটল-ধরা স্বাধীনতা চায় না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ভাঙা ঘণ্টা তাই তারা পছন্দ করবে না। একটি নিখুঁত স্বাধীনতা-ঘণ্টার ব্যবস্থাই করে দিন।'

মেজর বললেন, 'কিন্তু চিড় ছাড়া ওটিকে স্বাধীনতা-ঘণ্টা বলা যাবে না যে। প্রকৃত স্বাধীনতা-ঘণ্টার স্বরূপ-ই যে তাই।'

দ্‌সিতো বলল : 'তা হলে আপনার দেওয়া স্বাধীনতা-ঘণ্টার প্রতি লোভ নেই আদানোর। আমি স্থিরনিশ্চয় যে আদানোবাসীদের ভাঙ্গা ঘণ্টা মনে ধরবে না।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'বুঝলাম তোমাদের মনের কথা।' তারপর অন্য চিন্তায় মেতে উঠলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে যুদ্ধ-স্তোত্র শেষ করলেন ফাদার ফেনসোভেক্কিও। বৃথাই তাকালেন মেজরের আশায় দরজার দিকে। সহকারী প্রবীণ যাজককে ডেকে নীচু গলায় বললেন : 'বালক লুডোভিকোকে মেজরের তল্লাসে পাঠাও।

মেজরকে সাথে করে নিয়ে আসুক সে। সন্ত এঞ্জেলোর স্বার্থে এটুকু কর—লুডোভিকো যেন দেরী না করে।'

ফাদার এবার আরম্ভ করলেন ঈশ্বর-প্রশস্তি। দরজার দিকে উদ্বিগ্ন নজর রেখে আউড়ে গেলেন পাপগুলো—জনতা তাকাতে লাগল দোরের দিকে পুনরুক্তির ফাঁকে ফাঁকে।

ফাদারের মন আর জনতার মন দুই-ই পড়ে ছিল দরজার দিকে। মৃত্যুর হঠাৎ আবির্ভাবের চেয়েও মেজর জোপোলোর অনুপস্থিতি বেশী ভীতিকর মনে হল ফাদারের। জনতার কাছে উপাসনা গৌণ, মেজরের দর্শনই মুখ্য।

প্রবীণ সহকারী যাজক উপাসনা-প্রাঙ্গনের পাশের চাতালে লুডোভিকোকে নিয়ে এসে ফাদারের নির্দেশ জানালেন। লুডোভিকোর স্মরণকালের মধ্যে একটি রবিবারেও এমন প্রভাত আসেনি—দীর্ঘকাল সে এ গীর্জায় রয়েছে, কিন্তু রবিবারে সাতটা বেজে সতের মিনিটের সময় গীর্জার বাইরে যেতে হয় নি কখনও। ছুটল সে—সূর্যের আলো-মাখানো পথ ধরে। এ কথা তার মনে হল না, কোথায় পাওয়া যাবে সে মেজর-কে। সে জিজ্ঞেসও করল না, এই মেজর ব্যক্তিটি কে বা শহরে তার অবস্থিতির কারণই বা কি? কদিন ধরে শহরে যে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে তার সঙ্গে এই মেজরের উপস্থিতির কোনও যোগ-সূত্র আছে কিনা—তাও সে জানতে চাইল না।

সন্ত এঞ্জেলোর সদর সরজার নীচের সিঁড়িতে, রোদের মধ্যে বসে এ কথাগুলোই ভেবে বিস্ময় বোধ করছিল ছোট লুডোভিকো।

মেজর জোপোলো তখনও দপ্তরেই বসে ছিলেন। তিনি বলছিলেন: 'ওরা ঘণ্টাটি স্থানান্তরিত করেছিল জুন মাসের চৌদ্দ তারিখে। এখনও পুরো একমাস হয় নি, বাকি আছে দুদিন—সামান্য মাত্র সময়ের ব্যবধান। সেনা-বিভাগের কাজের ধরন আমার অজ্ঞাত নয়—সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বলতে পারি ঘণ্টাটি যে প্রয়োজনে নেওয়া হয়েছিল সে কাজ শেষ হয় নি। দ্সিতো, বলতে পার কোথায় পাঠান হয়েছিল ওটিকে?'

দ্সিতো বলল: 'ভিচিনামারে শহরে প্রাদেশিক সরকারের কার্যালয়ে।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'বোধহয় ওটির গতি রুদ্ধ হয়েছে ওখানেই। হয়ত ওখানেই ঘণ্টাটি পড়ে আছে যন্ত্র-বাহনের উপর।'

দ্সিতোর মন উদ্বেল হল, বলল: 'এ কি সম্ভব মনে করেন?'

মেজর বলল: 'হ্যাঁ সম্ভব—আমরা বের করব সন্ধান করে।'

তাঁর ব্রিফকেস থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে সুরু করলেন চিঠি লিখতে। লিখে চললেন, 'লেফটেনাণ্ট কর্ণেল আর, এন, সারটোরিয়াস, সি, এ, ও,—(মিত্রশক্তি অধিকৃত অঞ্চল শাসন-সংস্থার প্রধান শাসক), ভিচিনামারে, ভিচিনামারে প্রদেশ, সমীপেষু—

লেখক : মেজর ভি জোপোলো, সি, এ, ও,—আদানো, ভিচিনামারে প্রদেশ।

প্রসঙ্গ : আদানো শহরের ঘণ্টা।

পত্রলেখক বাধিত হবে যদি আপনি ভিচিনামারের প্রদেশ-সরকারের নথীপত্র অনুসন্ধান করিয়ে হদিস পান....'

এদিকে সন্ত এঞ্জেলো গীর্জার উপাসনার কর্ম এক অস্বাভাবিক পন্থা গ্রহণ করল। ঈশ্বর-স্তোত্র শেষ করে ফাদার পেনসোভেক্কিও আবৃত্তি করতে লাগলেন সাধু জোশেফের স্তোত্র—এই সুদীর্ঘ স্তবটিই অকস্মাৎ তাঁর মনে পড়ল। অর্থবহ কিনা সে বোধ তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন—আর সেভাবেই তিনি পুনরাবৃত্তি করে চললেন শব্দগুলির। 'অত্যন্ত সাহসী জোশেফ, বড় বাধ্য জোশেফ, পরম বিশ্বাসী জোশেফ, ধৈর্যের আয়না, দরিদ্র-প্রেমী, শ্রমজীবীদের অনুকরণীয়, সংসারীর আভরণ, কুমারীকুলের অভিভাবক, পরিবারের ত্রাতা....'

হঠাৎ কি মনে হতেই হলেন উত্তেজিত—পেয়েছেন বুদ্ধি! প্রবীণ সহকারী যাজককে ডেকে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন : 'বুড়ো গুৎসো-কে বল ঘণ্টা বাজাতে।'

'ফাদার, এখন—সে কি ?'

'যেমন বললাম কর, দেরী করো না।'

আবার নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে চললেন পুরোহিত :

'দরিদ্রের সান্ত্বনা, রোগীর আশা, মৃত্যুপথ-যাত্রীর ভরসা, দানবের যম।'

জনতা প্রত্যুত্তরে বলল : 'আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন।'

পুরোহিত বললেন : 'পবিত্র গীর্জার রক্ষক।'

'আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন'—এ বাক্যের মাঝামাঝি জনতা যখন আবার এল, তখন তারা শুনতে পেল ঘণ্টার প্রথম ধ্বনি তাদের মাথার উপরে। শব্দের ধাক্কায় সমস্ত গীর্জা কেঁপে উঠেছিল বলে থামাতে হল উপাসনার কাজ।

তাঁর দপ্তরে মেজর জোপোলো লেখার উপর ব্লটিং বুলিয়ে ভাঁজ করলেন চিঠি।

বোর্থ বলল : 'কটা বাজে এখন ?'

ঘড়ির দিকে তাকালেন মেজর—বললেন : 'সাতটা বেজে ছাব্বিশ মিনিট।'

বোর্থ ইতালীয় ভাষাতে বলল : 'দ্‌সিতো, ঘণ্টা সম্বন্ধে তুমি ত খুব পারদর্শী। বল দেখি, ঐ যে একক ঘণ্টাটি বেজে চলেছে সকাল সাতটা ছাব্বিশ মিনিটে—ওটি কিসের ঘণ্টা ?'

দ্‌সিতো বলল : 'আশ্চর্য, এ ত' গীর্জার ঘণ্টা। ঘণ্টার ধ্বনি শুনেই আমি বলতে পারি যে এ ঘণ্টা সন্ত এঞ্জেলো গীর্জার।'

'কি বললে, সন্ত এঞ্জেলো!'' লাফিয়ে আসন ছেড়ে উঠলেন মেজর; তিনি বললেন : 'ছিঃ ছিঃ! আমি যাব ঐ গীর্জায়, এরকম কথা দিয়েছিলাম পুরোহিতকে। আর আমি কিনা পুরানো ঘণ্টার চিন্তায় বিভোর হয়ে রয়েছি। দ্‌সিতো, সঙ্গে চল আমার, ভয়ঙ্কর অন্যায় হয়ে গেছে।'

দ্‌সিতো বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে তীর বেগে—মেজর দৌড়লেন পশ্চাতে।

জন তিন চার অলস লোক সকালের রোদ উপভোগ করছিল বসে। তাদের মনে হল, পথ দিয়ে এ ভাবে ছোট দ্‌সিতোর পশ্চাদ্ধাবন করা মার্কিন মেজরের পক্ষে মর্যাদা হানিকর—দ্‌সিতোকে যদি শাস্তি দিতেই হয় তবে তিনি সামরিক রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন পুলিশকে পাঠালেন না কেন? তাঁর মত পদস্থ ব্যক্তির যোগ্য কাজ এ নয়—তা ছাড়া দ্‌সিতোকে ধরা যখন তাঁর দ্বারা সম্ভবও নয়।

গীর্জার সিঁড়িতে উপবিষ্ট যাজক লুডোভিকো ত' অবাক! একজন মার্কিন অধিকর্তা ক্ষুদে একজন ইতালীয়কে তাড়া করে আসছে! ওরা দুজন তার পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি পথে গীর্জায় ঢোকবার সময় লুডোভিকো টের পেল মেজরের পরিচয়। তাড়াতাড়ি উঠে সিঁড়ি বেয়ে চলল ওদের পেছনে। কিন্তু তার দেরী হয়ে গিয়েছে—ওরা ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে ভিতরে।

সম্মেলনের সকলেই দাঁড়িয়ে পড়ল। অলসচূড়ামণি ফাত্তা পর্যন্ত থাম থেকে হেলান শরীর সরিয়ে এনে সোজা করে রাখল। চারদিকে উঠল গুঞ্জরণ—তখন আসনগুলোর ধার দিয়ে সরু পথ ধরে মেজর এগোচ্ছিলেন এবং মুখের উপর থেকে রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে ফেলছিলেন। বহুলোকের কণ্ঠে গুঞ্জন উঠল, 'হস্ত-চুম্বন গ্রহণ করুন—চুম্বন গ্রহণ করুন।'

এই বিশাল জনতা দ্‌সিতোকে মুগ্ধ করল—যে দ্‌সিতো কোনওদিন গীর্জায় যেত না, সেও স্থির করল থাকবে বলে। সে অনুসরণ করল মেজরকে।

ফাদার পেনসোভেক্কিও-র মুখও স্বেদাক্ত—যেন অনেক পথ দৌড়ে এসেছেন তিনিও। এবার হাসি ফুটল তাঁর মুখে—ছাইয়ের মত সাদা মুখে ছড়িয়ে পড়ল স্বাভাবিক লাল আভা।

ভীড় যেখানে কম এমন একটি আসনের সার দেখতে পেয়ে মেজর ঢুকে পড়লেন তার মধ্যে হাঁটু ভেঙে। ইতিমধ্যে ঐ সার ভরে উঠল—কিন্তু তবুও দ্‌সিতো মেজরের অনুকরণে ঐখানেই গলিয়ে দিল নিজেকে।

সম্মেলন আসন গ্রহণ করল। গলা পরিষ্কার করে নিলেন ফাদার পেনসোভেক্কিও—তাঁর প্রায়-অপগত আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে এল। তিনি পেয়েছেন জনতাকে—পেয়েছেন মেজরকে। পুরোহিতের আবেষ্টনীর বাইরে পা দিলেন ফাদার। 'এই শুভক্ষণে আমার একটি বক্তব্য আছে আপনাদের কাছে'—বললেন তিনি।

একটু থামলেন—নৈঃশব্দ্যের অপেক্ষায়। চূড়ান্ত নীরবতা নেমে এল গীর্জাপ্রাঙ্গনে, শুধু রইল মেজর জোপোলোর ও দ্‌সিতোর নিঃশ্বাসের শব্দ। 'আমার সন্তানেরা মনে রেখ, এ জগতে যা কিছু হচ্ছে তা ঈশ্বরের কর্ম। ভগবান আমাদের যেমন গম দিয়েছেন—তেমনি দিয়েছেন সূর্যের আলো। তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন বলেই আমরা পেলাম আমাদের মুক্তিদাতাদের আর আমাদের আতঙ্কের পাত্ররা পালিয়ে গেল পাহাড়ে-জঙ্গলে। অবশ্য ঈশ্বরের অসীম করুণাবলেই গা ঢাকা দেবার স্থান পেয়েছে আমাদের শত্রুরা।'

সামনের সারিতে দুটি মাথা চোখে পড়ল মেজর জোপোলোর—নজরে পড়বার মতই। একটি পুরুষের—মাথাভর্তি টাক, অপরটি স্ত্রীলোকের—যার চুল রেশমের মত উজ্জ্বল ও রঙীন।

ফাদার পেনসোভেক্কিও বলে চললেন: 'তোমরা সকলেই এটা জান যে, শাসকপদে যারাই অধিষ্ঠিত থাক, তোমাদের মেনে চলতে হবে আইন। শিশু অন্যায় করলে শাস্তি পায় পিতার হাতে। অন্যায় করলে তোমরাও শাস্তি পাবে নূতন শাসকদের কাছ থেকে। উপাসনা শেষে ফিরে গিয়ে নূতন শাসকদের দেয়াল-লিপি নিজেরা পড়বে এবং এমনভাবে প্রচার করে দেবে ঐ ঘোষণাগুলো যাতে সবাই তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।'

ভাল করে দেখে মেজর জোপোলো বুঝলেন যে, ঐ টাক-পড়া মাথা হল দোভাষী জিউসেপ্পের, কিন্তু মাথা উঁচু করেও একমাথা রঙিন-রেশমী-চুল

মেয়েটির মুখ দেখতে পেলেন না—শুধু চোখে পড়ল যে আঁটসাট করে চুল বাঁধা, একগুচ্ছ কুন্তলও এলিয়ে পড়েনি।

পুরোহিত বলছিলেন: 'আমরা শুনেছিলাম যে আমেরিকার লোকেরা পুরোহিত-বিদ্বেষী—তারা পুরোহিত ও নারীদের আক্রমণ করে হত্যা করেছে, এবং তারা প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম স্বীকার করে। তোমাদেরও সে কথা মনে আছে বোধহয়! কিন্তু আজ তোমাদের মধ্যেই বসে আছেন জন্মসূত্রে ইতালীয় একজন আমেরিকান নাগরিক—যাঁর সন্ত এঞ্জেলো গীর্জার প্রতি ভক্তি তোমাদের সমতুল্য। তিনি বিশেষ কর্মব্যস্ত—তাই সামান্য বিলম্ব হয়েছে, তাই তাঁকে গীর্জায় ছুটে আসতে হয়েছে—আমরা আনন্দিত হয়েছি এখানে তাঁকে পেয়ে।' ফাদার পেনসোভেক্কিও-র গলায় আবেগের ছোঁয়াচ।

'উনি আমাদেরই একজন—আমাদের আহ্লাদ আরও সে জন্যই। এই ভদ্রলোকের ব্যবহার আমাকে বিশ্বাস করিয়েছে যে, আমেরিকার লোকেরা আমাদের বন্ধু। সন্তানের মত তোমরা—তাই বলছি, আমার বিশ্বাসে তোমরা আস্থা রেখো।'

মেজর জোপোলো দেখলেন রাঙা রেশমী চুলের মেয়েটির গলার নীচের খোলা ত্বকের বর্ণ ঘোর কালো—তবে মাথার চুলের রং হালকা রাঙা রেশমের মত হল কি করে? উপাসনার অবশিষ্ট সময় মাঝে মাঝে এ প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল তাঁর মনে।

প্রার্থনা শেষে দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন মেজর। জনতার সাথে মিশে গেলে বিব্রত হতে হত—তা চাইলেন এড়াতে। একটু সময় শুধু নিলেন তিনি—দোভাষীর কিছু কাজ করবার জন্য ঐদিন বিকেলবেলা জিউসেপ্পেকে আসতে বললেন—আর রাঙা রেশমী চুল মেয়েটির মুখখানা দেখে নিলেন ভাল করে।

। ৪ ।

আক্রমণের পঞ্চম দিনে দসাপুল্লার রুটির দোকানের সামনে সারিবদ্ধ জনতার মধ্যে উঠল হট্টগোল। সমবেত কালো পোষাক পরা মেয়েরা ও পুরুষরা প্রত্যেকেই নিজের কথা শোনাতে চায়।

কলরবপ্রিয় গাড়ী-চালক আফ্রস্তির স্ত্রী মারিয়া কারোলিনা বলছিল, 'দুর্দম

উৎসাহ ভদ্রলোকের। দ্‌সিতোকে উনি হাজিরা দিতে বলেছিলেন রোজ সকাল সাতটায়। সে ভেবেছিল বড় কর্তারা অত ভোরে উঠতে পারবে না—তাই কাজে গিয়েছিল সাড়ে-সাতটায়। মেজর সতর্ক করে দিয়েছেন—দ্‌সিতো যদি সকালে ঠিক সময় না জাগতে পারে তবে নূতন নকিব বহাল করা হবে।'

কুঁড়ে ফাত্তার স্ত্রী কার্মেলিনা দাঁড়িয়েছিল সারি-র মাথায়, সে জোরে জোরে বলল: 'রুটির দোকানী দ্‌সাপুল্লা ঠিক ভোরবেলায় উঠলেই বরং আমাদের সুবিধা হয়—তৈরি রুটি পেয়ে যাই তাড়াতাড়ি।'

এ কথা দ্‌সাপুল্লার কানে গেল—উনুনের পোড়া কাঠের কালি ও ছাই মাখা অবস্থায় দোকানের সামনে এসে বিকট চীৎকার করে বলল: 'রুটিওয়ালা দ্‌সাপুপ্পা শয্যা ছেড়েছে ভোর চারটেতে। ও রকম কথা শোনালে সে আবার শয্যার কোলে ঠাঁই নেবে—রুটি এদিকে আগুনে পুড়ে যায় যাক্।'

স্থূলকায় ক্র্যাক্কির স্ত্রী মার্গারিটা, প্রবল তার প্রতাপ; সে বলল,—'মেয়র নাস্তার কথা ত তোমার মনে আছে—মনে পড়ে আমরা যখন ছেলেমেয়েদের ঝামেলায় ব্যস্ত, তখন, ঠিক দুপুর থেকে বেলা একটা পর্যন্ত মেয়র তার আপিসের কাজ করতেন প্রত্যেকদিন? তার দেখা পাওয়াই ভার ছিল—লিখে সাক্ষাৎ ভিক্ষা করতে হত। দিন দশেক অপেক্ষা করতে হত না? তারপর দেখা মিললেও সেই ব্যবহার—মনে পড়ে? কিন্তু এখন সব অন্য রকম। এখন দিনের যে কোনও সময় তুমি যেতে পার।' একটু থেমে সে মুগ্ধভাবে বলল—'তুমি যেই ঢুকলে ঘরে, উনি দাঁড়াবেন আসন ছেড়ে।'

'তাই নাকি, তবে ত একবার চোখে দেখে আসতে হয় এমন লোককে,' বলল লরা সোফিয়া। সোফিয়ার পরিচয়ে স্বামীর নাম উল্লেখ করা গেল না, কারণ সে কারও স্ত্রী নয়—এবং কারও স্ত্রী হবার বয়সও নেই আর তার।

মারিয়া পরিহাস তরল কণ্ঠে বলল: 'দেখা করার অজুহাত কি? ওঁকে চোখের বিদ্যুৎ দিয়ে একটু খেলাবে নাকি?'

'তোমাদের সকলের মত আমারও আছে নানা অভিযোগ। তবে বলতে পার আমার একপাল কাচ্চাবাচ্চা নেই যে, তারা মেঝেতে শূয়োরের ছানার মত গড়াগড়ি দেবে।'

কার্মেলিনা বলল: 'সময়মত আমার ক্ষুধার্ত বাচ্চারা রুটি পেলেই আমার আনন্দ—আর আমার কিছু চাহিদা নেই।'

দোকানের গহ্বর থেকে রুটিওয়ালা দ্‌সাপুল্লা চেঁচিয়ে বলল: 'কোন কোন

লোক যদি বাক্য সংবরণ না করে তবে তাদের শিশুদের উপোস করতে হবে।'

আদানোর ঘোষক মার্কুরিও সালভাতোরে সারির প্রায় শেষ থেকে বলল : 'তোমাদের আমি কিছু বলতে চাই। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আমার রেডিও থেকে আমি সংবাদ শুনতে পারি কিনা।' যদিও সে অনুচ্চ-কণ্ঠেই বলছিল, তবুও সারির সমস্ত লোকই শুনতে পেল তার কথা। মেজর জোপোলো ঘোষককে বলেছিলেন : 'নিশ্চয়ই রেডিও শুনবে।'

মার্কুরিও সালভাতোরে বলে চলল : 'আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আকাশবাণীর কোন কোন স্টেশন ধরতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে—রেডিও আলজিয়ার্স না বি, বি, সি, লণ্ডন? তিনি বলেছিলেন, এখান থেকে সবচেয়ে স্পষ্ট ধরা যায় রেডিও রোমা-র বাণী। যেটি ভাল ধরা যায় তার বাণীই শোন না কেন? আমি বললাম, আপনি বলছেন একথা? রেডিও রোমা যে আমেরিকা-বিরোধী—শুধু আমেরিকার নিন্দা প্রচার করছে। তিনি বললেন, ঘোষক, আমি পছন্দ করি সত্যভাষণ। আমি চাই তোমরাও ভালবাস সত্যবাক্য। রেডিও রোমা খুললে শুনতে পাবে সেখানকার ঘোষণার চারভাগের তিনভাগই অসত্যে ভরা। আমার ইচ্ছা তোমরা রেডিও রোমার প্রচার যাচাই করে দেখ—তারপর তোমরা নিজেরাই, অস্পষ্ট হলেও, শুনতে চাইবে অন্যান্য রেডিও-র ঘোষণা।'

মার্গারিটা বলল : 'শুনেছিলে নাকি রেডিও রোমার বক্তব্য?'

মার্কুরিও সালভাতোরে বলল : 'শুনেছিলাম বৈকি। আমি গতকাল একটি মিথ্যা কথার সন্ধান পেয়েছিলাম। মাত্র একটি হলেও বেশ উচ্চস্তরের অসত্য সেটি। রেডিও রোমার সংবাদে জানা গেল যে মিত্রশক্তির পর পর তিনটি দুর্দান্ত আক্রমণ প্রতিহত করেছে ভিচিনামারে শহরের ইতালীয় বাহিনী। কিন্তু আমরা জানি এ অঞ্চলে মিত্রশক্তির পদার্পণের প্রথম দিনের বেলাশেষেই ভিসিনামারে গেছে আমেরিকানদের কবলে।'

কার্মেলিনা বলল : 'আর পঞ্চমদিনের বেলাও শেষ হবে দসাপুল্লার কাছ থেকে আমাদের রুটি পেতে।'

কার্মেলিনার উক্তির জন্য দসাপুল্লা এগিয়ে এসে পোড়াকাঠের একটি টুকরো তার মাথায় ছুঁড়ে মেরে গর্জে উঠল অভদ্রভাবে :

'থাম্ বলছি, নষ্ট মেয়েমানুষ কোথাকার!'

পোড়াকাঠের টুকরোটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লাগল উগ্র মার্গারিটার পেটে। সঙ্গে সঙ্গে তার বিপুল মুঠো ছুলিয়ে এগিয়ে এল সে। দসাপুল্লা ঢুকে গেল তার উনুনের কাছে—পোড়াকাঠের টুকরোর গতির প্রতি তার যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। এই উত্তেজিত মুহূর্তে প্রহরা বিভাগের প্রধান গারগানো আসছিল রুটির লাইনের পাশে—তার অবিশ্রান্ত নাটকীয়ভাবে হাত-পা-দেহ চালনার জন্য সকলে তার নাম রেখেছিল, 'দু-হাত মানুষ'। দুটি হাত না ঘুরিয়ে কখনও দুটো শব্দ সে বলতে পারত না—হয়ত নিজেকে সে অভিনেতা মনে করত। মুখ্যত ইতালীয় ভাব-ব্যঞ্জনা সে চর্চা করত—যেসব ভাবভঙ্গি তার আয়ত্বে ছিল তার কতই না প্রক্রিয়া : দুহাতের তর্জনী পাশাপাশি রাখা, তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের বৃত্ত সৃষ্টি, হাতদুটো স্থিরভাবে ঊর্ধ্বে ন্যস্ত করা, হাতের চেটো সামনে রেখে হাত কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন, আঙুলের ডগায় ডগা লাগিয়ে এক হাতের উপর আরেক হাত উপুড় করে জোড়াহাত আস্তে আস্তে নামানো—যেন বালুর মধ্যে নিমজ্জিত করা, তারপর গোড়ালির সমান্তরাল করে আবার বুকের দিকে জোড়াহাত তুলে আনা প্রার্থনার ভাবে, অভিযোগের ভাষায় তর্জনী-নির্দেশ, ইংরাজী 'ভি' বর্ণ তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে দেখানো—তা জয়ের স্বাক্ষরও হতে পারে, ধূমপানের ভঙ্গিও হতে পারে—ওষ্ঠের ওপর তর্জনী স্থাপন—বার বার হাতের উপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে নেওয়া—এ সব কৌশলই তার নখদর্পণে।

গারগানোর চলা দেখে সবাই ভেবেছিল যে, সে এসেছে শৃঙ্খলা-বিধানে। ওর ক্ষমতা কি এখনও অপ্রতিহত ? এ চিন্তাও উঁকি দিচ্ছিল অনেকের মনে। কিন্তু এ প্রশ্ন উত্থাপন করবার এটা কি প্রকৃষ্ট সময় ? সে কোনও লোককে গ্রেপ্তার করে কিনা—প্রথমে সেটাই তারা দেখবে।

না, সে কোনও লোককে গ্রেপ্তার করল না।

সে অগ্রসর হল—

দসাপুল্লার দোকানের দরজা ও কার্মেলিনার মাঝের নিরেট জায়গায় চাপ দিয়ে স্থান করে নিল সে। সারির শীর্ষে থেকে সে অপেক্ষা করতে লাগল রুটির প্রত্যাশায়।

তার দিকে পোড়াকাঠের টুকরো ছোঁড়া হয়েছিল বলে বিরক্ত কার্মেলিনা তীক্ষ্ণ ভাষায় বলল : 'অতীত শাসন ব্যবস্থায় প্রহরা-বিভাগের প্রধান ছিলে বলেই বুঝি অধিকার পেয়েছ লাইনের আগে দাঁড়াবার ? এখনও প্রধান রয়েছ বলে আমার জানা নেই।'

গারগানো বলল : 'আমি এখনও প্রধান'—বলেই দুহাতের সাহায্যে এক ধরনের ফ্যাসী-অভিবাদন দেখিয়ে দিল।

কার্মেলিনা বলল : 'আমি নিঃসন্দেহ হতে পারছি না—তোমার কাছে প্রমাণ আছে ?'

গারগানো বলল : 'আমার পোষাকের দিকে তাকাও'—বলেই তার উভয় তর্জনী বুলিয়ে দিল কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি।

কার্মেলিনা বলল : 'ওটা কোনও প্রমাণই নয়। আমাদের পোষাক দেখবে ? বয়ে গেছে আমেরিকানদের। জানোয়ারের সাজে সাজলেও তারা ধরে নিয়ে যাবে না আমাকে।'

গারগানো ক্রমে ক্রমে চটে উঠছিল—বলল : 'আচ্ছা স্ত্রীলোক ত ! তুমি গলাবাজি থামাবে কিনা ? নইলে আটক করব তোমাকে'—বলেই নিজের বাঁ কব্জি ধরল ডান হাতের মুঠো দিয়ে—বোঝাতে চাইল গ্রেপ্তারের সূচনা।

কার্মেলিনা বলল : 'তোমার কর্তৃত্বের নিদর্শন কি ?'

ক্র্যাক্কির তেজী স্ত্রী মার্গারিটা বলল : 'এ লোকটি এখনও প্রধান রয়েছে, আমার বিশ্বাস। মিস্টার মেজর অনেক বদ ফ্যাসী-কর্মীকে তাঁর দপ্তরে বহাল রেখেছেন—অসৎ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তারা থাকবেও। কিন্তু আমেরিকার আইনে এ লোকটির লাইনের পুরোভাগে দাঁড়াবার অধিকার আছে বলে আমার মনে হয় না। কার্মেলিনা, এ ক্ষেত্রে তোমার প্রতিবাদ বিধিসম্মত।'

গারগানো বলল : 'আমি সব সময়েই সামনে দাঁড়িয়েছি—এখনও দাঁড়াব'—বলেই সমগ্র সারির উপর দিয়ে তর্জনী ঘুরিয়ে এনে তার পায়ের নীচের মাটির দিকে তাকে প্রসারিত করল।

কলরবপ্রিয় গাড়ী চালক আক্রস্তি-র স্ত্রী মারিয়া কারোলিনা একবার গারগানোর হাতে বন্দী হয়েছিল—সে চেঁচিয়ে বলল : 'তোমার কোনও অধিকার নেই, দু-হাত। আমেরিকানরা তোমার এ সুবিধা অনুমোদন করবে না।' মুখের উপর এই প্রথম দু-হাত বলে গারগানোকে ডাকা হল। এ সম্ভাষণের তাৎপর্য সে বুঝতে পারল না। গারগানো বেরিয়ে এলো লাইন থেকে। 'আমার অধিকার সন্দেহ করে—কার এতবড় স্পর্ধা ?'—সে ফেটে পড়ল এবং তার এক হাতের বদ্ধ মুষ্টির আঘাত পড়ল অপর হাতের বদ্ধ মুষ্টির উপর।

তাকে অবাক করে দিয়ে পাশে দাঁড়ানো কুঁড়ে ফাত্তার স্ত্রী কার্মেলিনা তার কানের কাছে নীচু গলায় বলল : 'দু-হাত, আমিই সন্দেহ করছি !'

পুরানো ও নতুন—এ দুই কর্তৃত্বের টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত দসাপুল্লা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল নিজের দোকানের সামনে। কার্মেলিনার বাক্যবাণে সে এতই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল যে বলেই ফেলল, 'সর্দার, হিম্মত থাকে ত, মহিলাকে গ্রেপ্তার করো।'

নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত গারগানো এতক্ষণ চিন্তা করছিল সসম্মানে সরে যাবার উপায়। কিন্তু এই মুহূর্তে তার পৌরুষ, তার কর্তৃত্ব অগ্নিপরীক্ষার মুখে। কার্মেলিনার কাছে সরে এসে বলল : 'তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।'

কার্মেলিনা গলা ছেড়ে বলল : 'গারগানো, তোমার হাত আর বাড়াবে না, বলে দিচ্ছি।'

দসাপুল্লা বলল : 'এই স্ত্রীলোকের চিৎকারেই তোমার সাহস উপে গেল।'

গারগানো কার্মোলিনার হাত ধরল সজোরে। সারির সামনে ও পিছনে স্ত্রীলোকদের উচ্চরব উঠল :

'প্রহরা বিভাগের ফ্যাসী-সর্দার নিপাত যাক্—দু-হাত ধ্বংস হোক। আমরা মহিলারা তিন ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি এই লাইনে—আমাদের পেরিয়ে আগে দাঁড়াবে জোর করে যে সব পুরুষ তারা ধ্বংস হোক।'

কার্মেলিনাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল গারগানো, সে তখন তারস্বরে চিৎকার করছে আর পা ছুঁড়ছে। ওদিকে গারগানো-বিরোধী, ফ্যাসী-বিরোধী কোলাহল হল জোড়ালো। মার্কুরিও সালভাতোরে পর্যন্ত তার দরাজ গলা সংযত করে কোলাহলের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বলল : 'অবিচার বন্ধ হোক!' যদিও ঘোষক সে, এবং শাসকগোষ্ঠিভুক্ত লোক হিসাবে হয় তার নিরপেক্ষ থাকা উচিত ছিল, নয় সমর্থন করা উচিত ছিল গারগানোকে।

গারগানো কার্মেলিনাকে এনে ফেলল মেজর জোপোলোর দপ্তর-কক্ষে—তার চেঁচামেচিতে মেজর তীর-বেগে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন—তীব্রস্বরে বললেন, 'ঝগড়া থামাও।' সঙ্গে সঙ্গে নিথর হল কার্মেলিনা।

'এ রকম হৈ-চৈ কেন হচ্ছে?'—মেজর জিজ্ঞাসা করলেন।

গারগানো বলল : 'এই স্ত্রীলোকটি আমার কর্তৃত্ব অস্বীকার করছে'—কথার সাথে তর্জনীদ্বয় উঁচিয়ে ধরল কার্মেলিনার দিকে।

কার্মেলিনা বলল : 'আমারও কিছু বক্তব্য আছে।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'গারগানো, তোমার কোন্ কাজ করবার অধিকারের কথা বলছ? খুলে বল।'

উচ্চস্বরে কার্মেলিনা এর জবাব দিল : 'দসাপুল্লার রুটির দোকানের সামনে যে লাইন লাগানো হয়েছে 'সকলকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার পুরোভাগে দাঁড়াবার অধিকার।'

গারগানো বলল : 'এ সুবিধা এ শহরের রাজকর্মচারীরা ভোগ করে আসছে অনেক দিন ধরে।'

মেজর জোপোলো বলল : 'বটে ?'

গারগানো বলল : 'আমি এই মহিলাকে অভিযুক্ত করছি—এ শান্তিভঙ্গ করেছে ও কর্তৃত্বের প্রতি দেখিয়েছে অসৌজন্য।' গারগানো চাতুরীর পথেই গেল। পরিস্থিতি তার প্রতিকূল। ব্যক্তিগত সমস্যাকে সে পরিণত করল শাসনানুগ সমস্যায়। মেজরকে বিধি-সম্মত ভাবেই করতে হবে এর বিচার।

মেজরের দ্রুত বিচার গারগানোকেও করল স্তম্ভিত। মেজর সিদ্ধান্তে এলেন যে, মহিলাটি ঠিকই বলেছে। তবে গারগানোকে চাকরীতে রাখা তাঁর প্রয়োজন। তার দোষ স্বীকৃত হলে সে আবার তার হৃত অধিকার ফিরে পাবে না। সুতরাং তিনি বললেন : 'আমি এই মহিলাকে একদিন কারাভোগের দণ্ড দিচ্ছি—এই মুহূর্তে দণ্ড মকুবও করছি। ওকে যেতে দাও গারগানো,— এবং এক্ষুনি আদানোর সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের জড় করো আমার দপ্তরে।'

কার্মেলিনা মুক্তি পেয়ে রুটির দোকানে ছুটে এল। রুটি তখনও প্রস্তুত হয় নি—লাইনের মাথায় তার স্থান সে ফিরে পেল। সকলেই গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল : 'কি হলো কার্মেলিনা—ওরা কি করল ?'

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে কার্মেলিনা বলল, 'আদানোতে কোনও কালে এমন হাল্কা শাস্তির কথা কেউ শুনেছ ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার কথা ন্যায্য বলে মেনে নিয়েছেন মিস্টার মেজর। তা নইলে সমস্ত কর্মচারীদের জড় করার তাৎপর্য কি ?'

একে একে সমবেত হতে লাগলেন সব সরকারী কর্মচারী মেজরের দপ্তরে। এদের মধ্যে কিছু কর্মচারী ফ্যাসিবাদ প্রভাবিত—কিছু পলাতক ফ্যাসিবাদীদের পদে নিযুক্ত নূতন কর্মচারী। নিম্নস্বরে ও অসংখ্য ভাব-ভঙ্গি দিয়ে নিজের অপমানের বিষয় তাদের বলছিল গারগানো। বলা তার শেষ হত না যদি না মেজর জোপোলো নীরব হতে বলতেন। কর্মচারীরা ছিল মেজরের ডেস্ক ঘিরে। মেজর উঠে বললেন, 'তোমাদের মিত্রতা কামনা করি আমি। বন্ধু হিসাবে আমার মনে

যা জেগেছে তা সবই শোনাব। আদানো শহরের ভিতর থেকে রহস্য ও সন্দেহের আগাছা উপড়ে ফেলতে হবে।

'আদানো ফ্যাসি-বাদের খপ্পরে ছিল এত দিন। স্বাভাবিক ভাবেই ছিল কারণ শহরটি, এমন কি দেশটিও ফ্যাসীদের কুক্ষিগত ছিল। কিন্তু আজ আমরা এসেছি— আমরা আমেরিকার লোক—গণতন্ত্র অনুযায়ী শহরে বসাব শাসন।

'আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেব গণতন্ত্রের স্বরূপ, কারণ এর সাথে তোমাদের পরিচয় নেই।

'গণতান্ত্রিক আদর্শে সরকার জনসাধারণের প্রভু নয়—জনসাধারণের ভৃত্য। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক কি ভাবে নির্ণীত? প্রভু ভৃত্যকে তার কর্মের জন্য মজুরী দেয়। সরকারী কর্মচারীদের পারিশ্রমিক জোগায় কে? জনগণ রাষ্ট্র-কর দেয়—তা থেকেই তোমাদের বেতন দেওয়া হয়।

'সুতরাং এখন থেকে তোমরা আদানোর জনগণের ভৃত্য—আমিও তাই! রুটি কিনবার সময় লাইনের শেষ প্রান্তেই আমি দাঁড়াব, অপেক্ষা করব আমার পালার। প্রভু নয়, তোমাদের ব্যবহার হবে ভৃত্যের মত। পাদুকাহীন নির্ধন আর ধনী জমিদার তোমাদের কাছে সমান। যে ধরনের কর্ম তোমাদের কাছে আমার দাবী, তা না পেলে আমি বাধ্য হব তোমাদের বরখাস্ত করতে।

'স্মরণ রেখ: তোমরা এখন থেকে ভৃত্য মাত্র—আদানোর জনসাধারণের সেবক। লক্ষ্য করো: এ আদর্শ অনুসরণ করে যে সুখ পাবে সারাজীবনেও তা পাওনি।'

। ৫ ।

দিন দুয়েক পরে একদিন বিকেলবেলা দোভাষী জিউসেপ্পেকে একলা পেয়ে মেজর সন্ধান নিলেন: 'দেশের এদিকটায় চিকণ ও রাঙা রেশমের মত চুল আছে এমন মেয়ে দেখা যায় কি?'

বুঝল জিউসেপ্পে—চোখে খেলে গেল কৌতুক, বলল: 'যাক কর্তা, তবু ভাল যে চোখ আপনার আছে।'

মেজর জোপোলো গম্ভীরভাবে আবার জানতে চাইলেন: 'এ অঞ্চলে অকৃত্রিম রেশমের মত রাঙা নরম-চুল মেয়ে আছে বলে তুমি জান কি?'

জিউসেপ্পে বলল: 'গত রবিবারে গীর্জাতে আমার পেছনে যে রাঙা নরম চুল মেয়েটি ছিল সে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আপনার—তাই না?'

মেজর কঠিন কণ্ঠে বলল: 'দোভাষী, আমার কথার জবাবটুকুই আমি চেয়েছি।'

জিউসেপ্পে বলল: 'তাই দিচ্ছি কর্তা। উত্তর অঞ্চলে স্বাভাবিক মোলায়েম চুলের মেয়ে অনেক আছে—এদিকটায় তারা বিরল।'

'আমিও তাই ভেবেছি।'

মেজর তাঁর কাজে মনঃসংযোগ করলেন।

জিউসেপ্পে একটু অপেক্ষা করল, তারপর ডাকল: 'কর্তা।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'জিউসেপ্পে, কিছু বলবে?'

তাঁর স্বরে ফুটে উঠল উষ্মা।

জিউসেপ্পে বলল: 'আমি ওহিও প্রদেশের ক্লীভল্যাণ্ডে ছিলাম। বাড়ী ছেড়ে দূরে দিন কাটানোর কষ্ট আমার অজানা নয়। যদি নিঃসঙ্গ বোধ করেন—আমি একটি দিন ঠিক করতে পারি, আমার রাঙা নরম-চুল বান্ধবীও আপনার সঙ্গিনী হতে পারে।'

মেজর বললেন: 'কে বলল আমি একলা? আমার নিঃসঙ্গ থাকবার কি উপায় আছে? আমার কত কাজ!'

'সে কথা ঠিক, কর্তা।' দুজনেই চুপ করে রইল। তারপর—অল্প সময় কাজ করে মেজর জোপোলো ডাকলেন: 'জিউসেপ্পে!'

'বলুন কর্তা।'

'গত রবিবার তোমার সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল, সে কে?'

জিউসেপ্পে মুখের উপরে সৃষ্টি করল ছদ্মগাম্ভীর্য—এবার সে সতর্কভাবে যথাযথ উত্তর দিল: 'তার নাম তীনা—জেলে তোমাসিনা-র মেয়ে।'

'জেলে? জেলের কাজে বেশ দক্ষ?'

'সবচেয়ে পটু, আমি বলব।'

'অন্যান্য জেলেরা সম্মান করে ওকে?'

'নিশ্চয়ই—সে যে সবার চেয়ে দক্ষ।'

'বেশ জিউসেপ্পে, আমি তাকে দেখব।'

জিউসেপ্পের চোখ নিরুদ্ধ কৌতুকে লাগলো নাচতে—'আমি তাকে ঠিক নিয়ে আসব, কর্তা।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'আগামী সপ্তাহের সুরুতে তাকে ডেকে আনবে, জিউসেপ্পে। আমি চাই জেলেরা আবার সমুদ্রে মাছ ধরায় লেগে পড়ুক। এ দিয়ে খাদ্য সরবরাহ বাড়ান যাবে। আগামী সপ্তাহের প্রথমেই আমি পেয়ে যাব নৌবিভাগের অনুমতি।'

। ৬ ।

সেনাপতি মার্ভিন-কে কে কতটুকু চেনে তা বলা মুস্কিল। অনুমান করা যায় যে, রবিবারে রবিবারে বিভিন্ন সংবাদপত্রের ক্রোড়পত্রে তার সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল, সকলের সেটুকুই সঞ্চয়। সেনাপতির যে ছবি সেখানে রূপ পেয়েছে তা অনিন্দ্য। সেখানে ইতালী-অভিযানের বীর নায়কদের তিনি অন্যতম। সহৃদয়, মুখে পাইপ, উদ্ধত এ সমরনায়কের সব সময় হাতে থাকে মানচিত্র এবং মুখ দিয়ে উৎসারিত হয় ইতিহাস। কোনও বিশেষণ-ই তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। সর্বত্র সশস্ত্র গাড়ীতে তাঁর গতিবিধি, তবুও পরেন ঘোড়-সওয়ারের সাজ—প্রত্যহ ভোর বেলা প্রাতরাশের আগে দশ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়েন তাঁর দখল-করা 'লুগার' পিস্তল থেকে। আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত ইতালীতে যত আক্রমণ হয়েছে তার সন তারিখ ও নায়কদের নাম তিনি অক্লেশে বলতে পারেন—তিনি একটি বিভাগীয় সেনাবাহিনীর শুধু সেনাপতি নন, জনক এবং ইতালীর ত্রাণকর্তা।

কিন্তু উক্ত ছবি থেকে প্রকৃত সত্য পাওয়া যাবে না—পাওয়া যাবে যুদ্ধ-ফেরৎ তরুণদের কাছ থেকে, যারা অবশেষে হাসপাতাল থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরে ফিরেছে—তাও তাদের ক্রোধের আগুনে পুড়ে সত্য কিছুটা বিকৃত হবে।

নিখাদ সত্য অবিচলভাবে বলবে যে যুদ্ধের সময় সেনাপতি মার্ভিন বজ্জাতির পরিচয় দিয়েছিল—যে প্রকৃতির মানুষদের বিতাড়িত করবার ভার নিয়েছিল আমেরিকার সেনাদল তাদের চেয়েও সে ছিল নিকৃষ্ট।

আক্রমণের পর নবম দিনে অভিযান সাফল্যের সোপানে ধাপে ধাপে

উঠছিল। সমুদ্র উপকূল নিরাপদ—ভারী এক প্রত্যাঘাত ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে—আমেরিকার সেনাদলের গতি হয়েছে অবারিত।

নবম দিনে ভিচিনামারে যাবার পথে গাড়ীতে চেপে সেনাপতি মার্ভিন এলেন আদানোতে। রাস্তায় মাঝে মাঝে ইতালীর গ্রাম্য দু-চাকার গাড়ীর সারের পেছনে পড়ে গিয়ে চালককে গাড়ীর গতি কমিয়ে দিতে হচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে আগত গাড়ীগুলি চলে গেলে পথ পেয়ে সামনের গাড়ীগুলির পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সেনাপতি গাড়ীগুলিকে সরে যাবার জন্য ইঙ্গিত করছিলেন তাঁর বেড়াবার ছড়ি দুলিয়ে। কিন্তু গাড়ীগুলো আর সরবে কোথায়—রাস্তার কিনারা বরাবর চলেছে, একটু সরলেই পড়বে খালের মধ্যে, নয় নালার মধ্যে। গাড়ীগুলো সরল না—সেনাপতির রাগ বাড়তে লাগল উত্তরোত্তর।

এভাবে আসতে আসতে আদানোর কাছাকাছি ফিউসে রেন্সো বা লাল নদীর নিকটে যখন এলেন তিনি তখনই ঘটল ঘটনাটি। পথের মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে যাচ্ছিল একটি গাড়ী—সেনাপতির জঙ্গী-গাড়ী বাধ্য হল ধীরে যেতে।

সেনাপতি খাড়া হলেন তাঁর গাড়ীতে। কাগজে লোকে পড়েছে তাঁর গলার স্বরের সুখ্যাতি। একজন লেখক বলেছিলেন, 'জাহাজের বিপদ-জ্ঞাপক বাঁশির শব্দ যেন অর্থবহ হয়েছে।' তাঁর সেই গুরুগম্ভীর স্বর আছড়ে পড়ল : 'বেটা গাড়োয়ান! তোর দুলকি চালের গাড়ী শিগ্‌গির সরিয়ে ফেল্, ভুত কোথাকার!"

হতভাগা গাড়োয়ান এররাস্তে গাইতানো ঐ দিন সকালে স্বাভাবিক দরের চোদ্দগুণ বেশী দরে আমেরিকান সৈন্যদের কাছে ডিম বেচে সেই লাভ বন্ধু মাত্তালিয়ানোর যোগান দেওয়া মদের বোতলে তলিয়ে দিয়েছে। এখন নিজের গাড়ীতে নিজের আসনে দিচ্ছিল গভীর সুখনিদ্রা—নফুট লম্বা মাছের মনোরম অংশ খাওয়ার স্বপ্নে সে বিভোর। সেনাপতির সুবিখ্যাত কণ্ঠস্বর সে শুনতে পাচ্ছিল না—পারল না তাই কান দিতে।

বজ্রকণ্ঠে সেনাপতি মার্ভিন নিজের চালককে বললেন : 'তোমার হর্ণ বাজাও। ওই বেজন্মাকে ফেলে দাও রাস্তায়।'

মাসাচুসেট্‌স-এর সোনার ছেলে ঐ চালক। অনিচ্ছায় হাত রাখল হর্ণের উপর। তার তেমন তাড়া নেই—সে জানে তাড়াতাড়ি যাওয়ারও কোন অর্থ হয় না। যেখানে তারা যাচ্ছে সেখানেও তাদের প্রতীক্ষা করতে হবে।

হর্ণ বেজে উঠল—এ ধরনের বাজনাকে বলে 'ক্ল্যাক্সন'—জরুরী প্রয়োজনের ভাষা আছে এতে। কিন্তু নিঃসাড় এররাস্তে—গাড়ী তার রাস্তার মধ্য দিয়েই চলেছে। বাহনটি অত্যন্ত সাবধানী—দুধারের কিনারার নীচে যে খাল তার জন্য তার আছে ভীতি। নিজের খচ্চরের এ গুণের জন্য এররাস্তে বন্ধুদের কাছে দেমাক দেখিয়ে বলে: 'ধার-ঘেঁষে চলা তোমাদের খচ্চরগুলি আমি পছন্দ করি না। পথের মাঝখান দিয়ে চলার বোধ থাকা চাই—এমন খচ্চর না হলে আমার চলবে না।'

ঐ বোধই তার খচ্চরের কাল হল সেদিন। সেনাপতি মার্ভিন-এর মুখের উপর অন্ধকার জমতে লাগল—কয়েকটি শিরা ফেঁপে উঠে দপ্ দপ্ করে কাঁপতে লাগল। খবরের কাগজে মার্ভিনের এ চিত্র অনুপস্থিত।

'এসব গাড়ীকে আর প্রশ্রয় দেব না।'—স্বর চড়িয়ে বললেন সেনাপতি—'আক্রমণটা হতভাগারা কি এই খচ্চর-টানা গাড়ী দিয়ে ঠেকাবে নাকি? এরা ভেবেছে কি? চুলোয় যাক্।'

তখনও স্বপ্ন দেখে চলেছে এররাস্তে—খেতে খেতে মাছের বুকের কাছে সাদা অংশে এসেছে সে—এ ঘুম বড় সুন্দর! স্বপ্নের মধ্যেই দূরে বাজ পড়ার শব্দ শোনা গেল—বৃষ্টির পরে খাবে বলে সে ঢেকে রাখল মাছের অবশিষ্ট লোভনীয় অংশ।

সেনাপতি মার্ভিন গর্জে উঠলেন, 'এই মূর্খ লোকগুলি কি মনে করে যে, কতকগুলো কাঠের অচল গাড়ী নিয়ে প্রতিরোধ করবে আমাদের সাঁজোয়া গাড়ীর দল?'

সেনাপতি বাহিনীর প্রধান সচিব কর্ণেন মিড্লটন ও সেনাপতির পরামর্শ-দাতা লেফটেনাণ্ট বাইয়ার্ড আসন্ন সন্ত্রাসের আভাস পেলেন। লেফটেনাণ্ট বাইয়ার্ড পশ্চাতে কোথাও দেখলেন না সাঁজোয়া গাড়ীর দল—শুধু একখানা উভচর জিপ গাড়ী সেনাপতির সশস্ত্র গাড়ীর পাশে রুদ্ধ-পথ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—জিপটির কোনও ব্যস্ততা আছে বলে মনে হল না।

সন্ত্রাস আরম্ভ হল।

সেনাপতি মার্ভিন চিৎকার করে বললেন: 'ঐ ছ্যাকড়া গাড়ীটিকে ছুঁড়ে রাস্তার বাইরে ফেলে দাও। চুলোয় যাক।'

কর্ণেল মিড্লটন, লেফ্টেনাণ্ট বাইয়ার্ড ও মাসাচুসেট্স-এর সোনার ছেলেটি ব্যথিত হল—কিন্তু আদেশ মানা ছাড়া তাদের উপায় নেই। চালক গাড়ী

থামাল—নেমে পড়ল তিনজন। উভচর জিপের গতিরোধ করে ঐ গাড়ীর আরোহী তিনজন বিমূঢ় সার্জেণ্টকেও দলে টেনে নিল।

ছজন এগিয়ে চলল—কানে তাদের ঝঙ্কার তুলছে সেনাপতি মার্ভিনের ক্রুদ্ধ স্বর। তাদের দৌড়তে হল না। এররাস্তে গাইতানোর প্রিয় বাহন এদিকে খুব শিষ্ট—তুলকি চালে চলে। এররাস্তের ভাষায় খচ্চরটি বর্তমানে বিশ্বাসী, ভবিষ্যতের দিকে চলেনা জোর কদমে। তাকে ধরা গেল সহজেই।

এররাস্তে নড়ল একবার ঘুমের মধ্যে। তার স্বপ্নের বজ্রধ্বনি বড় সুখকর, বড় বেশী সময় তার বিস্তার! এমনটি তার কাছে অশ্রুতপূর্ব!

ছজনে ঘিরে ফেলল গাড়ীটি। কর্ণেল মিডলটন এররাস্তেকে জাগাতে যাচ্ছিলেন—বাধা পেলেন। সেনাপতি উচ্চ-নির্ঘোষে বললেন: 'ওকি করছ তুমি? গাড়ীটিকে তুলে ফেলে দিতে বললাম যে তোমাকে?'

সেনাপতির মনের কথা জেনেও কর্ণেল মিডলটন চেঁচিয়ে জবাব দিল: 'লোকটিকে ঘুম থেকে তুলে আগে তাকে নামিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।' কিন্তু গলায় সে তেমন জোর পেল না।

'উপযুক্ত শিক্ষা দাও ওকে। ওকেও ফেলে দাও। সবশুদ্ধ উল্টে দাও রাস্তার ওধারে নালায়।'—বললেন মার্ভিন।

ছজনের কারও কণ্ঠে বেজে উঠল না প্রতিবাদ। লেফটেনাণ্ট বাইয়ার্ডের মুখে শুধু অস্ফুট কথা: 'বুড়ো গাড়োয়ান; সম্প্রতি ভাল করে ঘুমুতে বোধ হয় পায়নি।'

কর্ণেল মিড্‌লটন খচ্চরের মাথার দিকে গিয়ে তাকে চালিয়ে নিয়ে গেল পথের প্রান্তে। তার নির্দেশে অন্য পাঁচজন গাড়ীর বাঁ পাশে পর পর দাঁড়াল—কর্ণেলের কাছ থেকে সঙ্কেত পেলেই গাড়ীটি উঁচু করবে একযোগে।

সেনাপতি মার্ভিন আবার হাঁক দিয়ে বললেন: 'কাজ সেরে ফেল। মন অত তোমাদের নরম কেন? তাড়াতাড়ি কর।'

কর্ণেল মিড্‌লটন সঙ্কেত দিল—ওরা তুলে ধরল গাড়ী।

স্বপ্নের মধ্যে নক্ষুট মাছকে ছেড়ে আরও উর্ধ্বে, তারপর মহাশূন্যে উড়ে গেল এররাস্তে—বড় তৃপ্তিদায়ক এ অনুভূতি।

গাড়ীটি গুম্‌রে উঠল—ডান দিকের চাকা কেন্দ্র-গ্রন্থির চার পাশে চাপের জন্য গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম হল। গড়িয়ে যেতে লাগল গাড়ীটি ধীরে ধীরে রাস্তা থেকে খালের মধ্যে। জোয়াল খুলে গেল—অসহায় হল খচ্চরটি—তারপর যে

খানা সে চিরদিন ভয় করে এসেছে তার মধ্যে নিজেকে পড়তে দেখে আর্তনাদ করে উঠল।

এররাস্তে সজোরে ধাক্কা খেল মাটিতে। সে জাগল। দিশাহারা, মত্ত, বিস্মিত ও বোকা এররাস্তে নিরুপায়, সে নিরর্থক গর্জন করতে লাগল।

মার্ভিনের গর্জনও থামেনি। তিনি বললেন: 'জানোয়ারটা ঠিক জব্দ হয়েছে। যানবাহনের পথ বন্ধ করার মজাটা টের পাক। এতবড় স্পর্ধা—আমাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে চায়।'

সেনাপতির মুখের উপর আবার নূতন করে উষ্মার সঞ্চার হল, বললেন: 'মিডলটন, গুলি কর ত ঐ খচ্চরটিকে।'

বালক মিডলটনের রক্ত হিম হয়ে গেল। সে উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিল: 'স্যার, এটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে?'

সেনাপতি চেঁচিয়ে বললেন: 'কি বলছ তুমি? কি বলছ? যত সব... !'

আবেদন নিষ্ফল জেনেও কর্ণেল জোরে শুনিয়ে বলল: 'স্যার, এটা কি ঠিক হবে, তাই বলছি?'

দুশো ফিট দূর থেকে গলা ফাটিয়ে এরকম একরোখা লোকের সামনে যুক্তির অবতারণা আর ভস্মে ঘি ঢালা এককথা।

সেনাপতির হুঙ্কার শোনা গেল: 'মিডলটন, তুমিও শেষে এ অভিযানের প্রতিবন্ধক হচ্ছ? যা বলছি কর।'

সুতরাং কর্ণেল মিডলটনকে যন্ত্রণাকাতর খচ্চরের রব বন্ধ করতে হল কোল্ট পিস্তলের তিনটি গুলি দিয়ে।

এররাস্তে গাইতানোর গোঙানি এবার ভাষা পেল। কিন্তু তার আগেই সব শেষ। সে দাঁড়িয়েছিল—পিস্তল ব্যবহারে সে সম্পূর্ণ হতভম্ব।

সেনাপতি মার্ভিন হাঁক দিলেন: 'চুলোয় যাক্। চল এবার যাই—এখানে সারা দিন থাকতে আসিনি।'

সকলে ছুটো গাড়ীতে উঠে বসল। গাড়ী ছাড়তেই সেনাপতি মার্ভিন বলল: 'এ লোকগুলোর শিক্ষা পাওয়া উচিত। এ শহরের মেয়রের কাছে আমায় নিয়ে চল। কি যেন নাম এ শহরের?'

গাড়ী ছুটে চলল। পড়ে রইল এররাস্তে ও তার মৃত খচ্চর—খচ্চরের গলা জড়িয়ে ধরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

পথের মাঝখান দিয়ে চলার বোধই তার অপরাধ! সময়ের গুরুত্ব না বোঝাই তার অপরাধ!

পালাৎসো ডি চিত্তা-র দরজায় ভিড়ল সেনাপতির সশস্ত্র গাড়ীটি। চওড়া বারান্দা দিয়ে ছুটে সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে মেজর জোপোলোর দপ্তর-কক্ষে ঢুকে উঠল লেফটেনাণ্ট বাইয়ার্ড। প্রহরা বিভাগের প্রধান গারমানোর সঙ্গে মেজর তখন আলাপ করছিলেন। ব্যাঘাত ঘটাল বাইয়ার্ড—বলল: 'নীচে রয়েছেন সেনাপতি—আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে। তিনি ক্ষেপে গেছেন, আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।'

সেনাপতি মার্ভিন-এর মুখোমুখি কখনও হন নি মেজর জোপোলো। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছেন, তাই খুসী হতে পারলেন না এ আগমন সংবাদে। তিনি বললেন: 'এক্ষুনি আসছি।'

লেফটেনাণ্ট বাইরার্ড ফিরে গেল উর্ধ্বশ্বাসে নীচের দিকে। মেজর অন্যমনস্ক-ভাবে ডেস্কের উপরে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলেন কাগজপত্রের পাহাড়। তারপরে আসন ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে মনে পড়ল যে তাঁর পরিধানে খাঁটি সামরিক পোষাক নেই। সেনাপতি মার্ভিন বিশুদ্ধ সামরিক বেশের পক্ষপাতী—শুনেছিলেন তিনি। এখন তাঁর পশমের পোষাক গায়ে দেবার কথা—কিন্তু পরণে রয়েছে হলদে ট্রাউজার ও খাকী জামা। তাঁর হঠাৎ আতঙ্ক হল—ফিরলেন সিঁড়ি ধরে। ভাবতে লাগলেন কী কর্তব্য, পোষাকটা ঠিক করে নেওয়া যায় কী ভাবে।

নীচে কর্ণেল মিডলটন সিঁড়ির প্রথম ধাপের কাছে ছুটে এসে চিৎকার করে বললেন: 'এই, সেনাপতিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? ভেবেছ কি?'

আর কিছু করা গেল না। সিঁড়ি ভেঙ্গে নামলেন দ্রুত। মেজর জোপোলো গাড়ীর কাছে এলেন। বাঁ হাত উঁচু করে ঘড়ির দিকে দেখছেন সেনাপতি। জ্বলছে তাঁর চোখ। জোপোলো অভিবাদন করলেন।

সেনাপতি মার্ভিন গর্জে উঠলেন: 'এ্যাঁ, তুমি, আমাকে ঠায় বসিয়ে রাখলে এক মিনিট কুড়ি সেকেণ্ড! গোল্লায় যাও। তোমার জন্য সারাদিন আমি হা পিত্যেশ করব? কি তোমার পরিচয়?'

'স্যার। আমি মেজর জোপোলো—আদানো শহরের শাসন বিভাগের ঊর্ধ্বতন অধিকর্তা।'

সেনাপতি মার্ভিনের মনে তখনও ভেসে বেড়াচ্ছে খচ্চরের গাড়ীর কথা—

রাগ তখনও পড়েনি। মেজর পরিধেয়ের দিকে নজর না দিয়ে বললেন: 'মেজর, এই ইতালীয় শকটগুলো আমাদের ব্যাপক অভিযানের সামনে দেয়ালের মত বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গাড়িগুলোকে পুল পেরিয়ে এ শহরে ঢুকতে দেবে না। একটি গাড়ীও শহর মাড়াতে যেন না পায়। এ শহরের কি যেন নাম?'

'স্যার, শহরের নাম আদানো।'

'শহরে ঐ গাড়ীগুলোকে চলতে দেবে না। কানে গেল আমার কথা?'

'হ্যাঁ স্যার, এক্ষুনি আমি তার ব্যবস্থা করছি।'

সেনাপতি তখনও উচ্চকণ্ঠ: 'এক্ষুনি? আরও তাড়াতাড়ি চাই আমার।'

'আমি গিয়েই সামরিক রক্ষীদের ডেকে এ আদেশ জানাব।'

'এই বুঝি তাড়াতাড়ি হল? আমি কাজ চাই। গাড়ী থাকবে না শহরে। মিডলটন, আদানো নামটি মনে রেখ, শহরের নাম আদানো। কোনও গাড়ী আর এ শহরে ঘুরবে না। মেজর—বুঝলে? চুলোয় যাক্—হাঁদার মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাজ করতে যাও। আমরাও যাব এবার এখান থেকে। আমরা কি সারাটা দিন এখানে কাটাতে এসেছি নাকি?'

মেজর জোপোলো অভিবাদন করারও সময় পেলেন না—সশব্দে গাড়ী উধাও হয়ে গেল।

ভারাক্রান্ত মনে নিজের দপ্তর-কক্ষে এলেন জোপোলো। শহর থেকে গাড়ীগুলো সরিয়ে দেওয়ার পরিণাম তিনি অন্ততঃ বোঝেন। এ শহর-জীবনে এগুলোর প্রয়োজন সীমাহীন!

যুদ্ধক্ষেত্রের টেলিফোনে আদানো এলাকার 'সামরিক পুলিশের' প্রধান ক্যাপ্টেন পারভিস-এর সাথে যোগাযোগ করে সেনাপতির নামে আদেশ দিলেন: 'আদানোর পূর্ব-প্রান্তে পুলের মুখে এবং পশ্চিম-প্রান্তে গন্ধক-শোধনাগারের পাশে সব গাড়ী আটকে দিতে হবে—শহরের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আদানো শহরে গাড়ী চলবে না।'

তারপর দসিতোকে পাঠালেন শহরের সব কর্মকর্তাদের তাঁর অফিসে ডেকে আনতে।

পুলিশ প্রধান গারগানো আগেই এসেছিল। প্রথমে হাজির হল বৃদ্ধ বেলাস্কা—মেজর জোপোলো দিয়েছেন তাকে মেয়রের পদ। বিষণ্ণ-চোখ প্রাক্তন দলিল-কর্তা এই বৃদ্ধ সাধুতার জন্য গত কয়েক বছর অনেক যন্ত্রণা পেয়েছে। গায়ে তার কালো কোট ও কালো টাই—আগের মতই। তার পশ্চাতে অপর

সবাই দল বেঁধে ঢুকল: দার্পা, হাড়গিলের মত দেখতে সহকারী মেয়র; তাগ্লিয়াভিয়া, কোষাধ্যক্ষ; ষাঁড়ের মত গলা মার্কুরিও সালভাতোরে; পান্তেলেজানে, খর্বাকৃতি তেলতেলে চেহারা, জোপোলোর পৌর-সচিব; গোলগাল সিনোরা কার্মেলিনা স্পিনাটো, সখের স্বাস্থ্যকর্মী; রোটোণ্ডো, কারাবিনিয়ারি-র পদস্থ কর্মচারী; এবং সাদা পোষাক পরা সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি, সইত্তা, যার উপরে শহরের শ্রীরক্ষার ভার।

মেজর জোপোলো ডেস্কের ধারে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন: 'আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, আমেরিকান কর্তৃপক্ষ এ শহরের প্রতি কহবে যা কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন তা আপনাদের জানাবো—এ শহরকে রহস্যমুক্ত করব। গণতন্ত্রের প্রধান কথা হল—শাসন-ব্যাপারে যা কিছু ঘটছে তার খবর জনসাধারণ পাবে।

'সামরিক প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন যে, শহরের রাস্তাঘাটে খচ্চরের গাড়ীগুলোকে আসতে দেওয়া সম্ভব হবে না। এ সিদ্ধান্তে আমিও সুখী নই। কিন্তু সামরিক প্রয়োজন। আমি দুঃখিত। আর আমার বলবার কিছু নেই।'

কর্মচারীদের যে দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল তা জোপোলো অনুভব করলেন। করুণ দৃষ্টি নিয়ে যাবার জন্য ফিরল সকলে—সেই ভাড়ের মত কর্মকর্তার দল, মুখে নেই প্রতিবাদ—কয়েক বৎসরের ফ্যাসি-শাসনে প্রতিবাদ হজম করতে শিখেছে। অভিযানের সুরু থেকে এ দিনের মধ্যে এই প্রথম জোপোলো এদের স্বার্থের বিপক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন! তিনি তা বলতেও পারলেন!

মেজর জোপোলো এদের গমনোদ্যত দেখে বললেন: 'আপনারা জেনে রাখুন, এ অন্যায় আদেশ বাতিল করবার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো।'

প্লাটুনের মত মানুষগুলো অপসৃত হল—দুঃখ পেলেও তারা জেনে গেল, মেজর তাদের ত্যাগ করেন নি।

মেজর ভাবলেন সারাটা দিন—কি ভাবে এর প্রতিকার হবে? বিনিদ্র রাত্রি কাটালেন দুশ্চিন্তায়।

খুব সকালে দর্নীকার আর্দালি দ্সিতো ডেস্কের সামনে এসে বলল: 'মিস্টার মেজর, গাড়ীর বিষয়ে তিনজন লোক কিছু বলতে চায় আপনাকে।'

ভাবনার কাঁটা খচ্ খচ্ করছিলই—দ্সিতো সেখানেই ধাক্কা দিল।

মেজর চটে উঠলেন: 'কি চায় ওরা?'

দসিতো বলল : 'আমাকে কিছু বলতে চাইল না। যা বলবার আপনাকেই বলবে।'

'যাও, ভেতরে নিয়ে এস ওদের।'

ইতালীয় তিনজন গরীব হলেও সভ্যভব্য—তারা গাড়ীচালকদের প্রতিনিধি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের বক্তব্য পেশ করতে এসেছে।

তাদের দেহে পুরানো তবে পরিষ্কার কোট, হাতে ধরা রয়েছে কাপড়ের টুপি। দসিতো তিনখানা চেয়ার এগিয়ে দিল—অর্ধবৃত্তাকারে বসল তারা। মেজরের উল্টো দিকে।

তাদের একজনকে ঝর্ণাকলম দিয়ে দেখিয়ে মেজর বললেন : 'তুমি—তোমার নাম কি?'

বোধহয় লোকটির ষাট বছর বয়স হবে—চুলগুলো সব একেবারে সাদা, কিন্তু কপালের চামড়া কুঁচকে গেলেও যুবকদের মত দৃঢ়। সটান দাঁড়িয়ে পড়ল—সবল হাতে টুপি চেপে ধরে জোরে বলল : 'মেজর, আমার নাম আক্রেন্তি পিয়েত্রো।' সঙ্গে সঙ্গে অভিবাদন করল ফ্যাসি-কায়দায়।

'আস্তে কথা বল'—মেজর বললেন, 'আমি কালা নই।'

অন্য দুজনের দিকে ফিরে বললেন : 'তোমরা কি কানে খাটো?'

'না, মিস্টার মেজর' —দুজনে জবাব দিল একসঙ্গে।

চড়া-গলা লোকটিকে বললেন মেজর : 'কি বলতে চাও—আস্তে বল।'

চেষ্টাকৃত চাপা গলায় বুড়ো লোকটি বলল : 'আদালোর আগত গাড়ীগুলোর বিষয় উত্থাপন করতে চাই। জানবেন মিস্টার মেজর, গাড়ীগুলি আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। এগুলোর দুটো করে কাঠের চাকা—'

'গাড়ীর বর্ণনা না দিলেও চলবে—আমি দেখেছি ঐ গাড়ী।'

বুড়ো আক্রেন্তি আবার সেলাম দিল। 'কিন্তু মিস্টার মেজর, চাকার শব্দের মধ্যে যে গান ওঠে তা আপনি শোনেন নি—চাকা দুটো আমাকে গান গেয়ে শোনায়। মিস্টার মেজর, ফ্যাসিদের গান নয়, 'জিওভিনেৎসা' বা কুচকাওয়াজের গানও তা নয়। আপনার কানে হয়ত আসবে ঘর্ঘরধ্বনি—কিন্তু আমি সে গানের মর্ম বুঝি।'

মেজর বললেন : 'পুল অতিক্রম করে শহরের মধ্যে গাড়ীগুলি আসবে কি না, আমাদের আলোচনা তা নিয়ে। তুমি যে ধরনের কথা আরম্ভ করেছ তাতে

তোমাদের সময়ও নষ্ট হচ্ছে আর বাইরে তোমাদের যে বন্ধুরা অপেক্ষা করছে তাদেরও হচ্ছে ধৈর্যচ্যুতি।'

আক্রস্তি ফের অভিবাদন জানাল ফ্যাসিপ্রথায়।

সে উদাত্ত স্বরে বলল: 'গত গ্রীষ্মকালে একদিন আমি গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিলাম 'জিওইয়া ডি মন্টি' অভিমুখে। সারা রাস্তা চাকাগুলো মুখর হল সঙ্গীতে, তাতে ছিল ভবিষ্যতের অব্যক্ত বাণী। আমার বন্ধুরা বিশ্বাস করতে চায় নি সে গান। তাই না, ভাই?'

বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে সপ্রশ্ন হল সে।

ওরা সায় দিল—কিন্তু মুখ ওদের ভাবলেশহীন কারণ নিজেদেরও বক্তব্য আছে, তা ঠিক করে নিচ্ছিল ওরা।

আক্রস্তির গলার স্বর চড়তে লাগল, যেন সে উন্মুক্ত স্থানে রয়েছে। 'মিস্টার মেজর, সে গান কি আপনি শুনতে চান?'

মেজর জোপোলো বললেন: 'না—আসল কথায় এসো।'

আক্রস্তি একটু পিছিয়ে গেল। কোটের বোতাম আল্‌গা করে দিল। টুপিশুদ্ধ হাত টান করে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠল—বেসুরো গলা ওঠা-নামা করতে লাগল:

> 'ঐ আমেরিকানরা এলো বলে,
> সৎ লোক—লোকে বলে;
> গাড়ীগুলি পাবে সুবিচার
> দেখ তুমি, আক্রস্তি সিন্নোর।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'সিন্নোর, এটা তামাসার সময় নয়। যুক্তির কথা বল—আমার সাহায্য পাবে।'

আক্রস্তি জোরেই বলল: 'আর ত গাইছি না—গান শেষ হয়ে গেছে।'

মেজর বললেন: 'দয়া করে সোরগোল থামাও। আমেরিকানদের কালা মনে করো না। জোরে কথা না বলে পার না?'

আক্রস্তি শান্ত কণ্ঠে বলল: 'গান থেমে গেছে মিস্টার মেজর—গান বন্ধ হয়ে গেছে। ধন্যবাদ।' বলেই ঝপ করে বসে পড়ল।

পরবর্তী লোকটিকে লক্ষ্য করে মেজর বললেন: 'তোমার নাম বল।'

এ লোকটি একটু বোকাসোকা—জড়সড়ভাবে আসন ছেড়ে উঠল। হাতের টুপি সে নাড়াচাড়া করল না—অন্য দুজনের মত উদ্দীপনা নেই তার চালচলনে।

নাম বলতেই তার অনেক সময় গেল—গলার স্বরও ধীর। অবশেষে বলল : 'এর্বা কার্লো।'

'তোমার বক্তব্য কি?'

এর্বা থামল এবং ভাবল। তার চোখ কি যেন হাতড়াতে লাগল। সে টেলিফোন সংলগ্ন সন্ন্যাসিনীর মূর্তির দিকে তাকাল। তাকাল রাজকন্যা মেরী জোসের গলায় ঝোলান 'রেড ক্রস' স্মারকের দিকে। ভেবে ভেবে ও কি বলবে তার কূলকিনারা পেল না। সে ভুলে গিয়েছে তার সব বক্তব্য।

পীড়াদায়ক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল অন্য দুজন। নিজেদের কথা না ভেবে বন্ধুর সাহায্যে তৎপর হল।

একজন বলল আর একজনকে : 'ওঁকে জলের গাড়ীর কথা মনে করিয়ে দাও।'

এর্বা-র মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাঁফ ছাড়ার ভাব : 'আমি জলের গাড়ীর বিষয়ই বলতে চেয়েছিলাম।'

'কি বলতে চাও।'

মেজরের মাথার ওপারে টাঙ্গানো বড় আয়তন দেয়াল-চিত্রটি তার দৃষ্টিকে টানল—সে দেখতে লাগল ছবির খুঁটিনাটি। কিন্তু সে ঠিক মনে করতে পারছিল না, জলের গাড়ী সম্বন্ধে কি তার বলবার আছে।

অপর বন্ধুটি বলল : 'এর্বা, তোমার গাড়ীর বর্ণনা দাও।'

এর্বা বলল : 'আকারে বড়—বাইরেটা নোংরা, ভেতর পরিষ্কার। এতে জল থাকে—সে জল সবাই খায়।'

এ শ্রমসাধ্য কাজ সারার পর এর্বার মুখ থেকে ঘাম ঝরতে লাগল। প্রথমে গর্ব ও জয়ের ছাপ তার দৃষ্টিতে—পরক্ষণেই আরেক বাধার আশঙ্কায় সরাসরি বন্ধুদের শরনাপন্ন হল, চোখে প্রার্থনা।

মেজর জোপোলো উত্যক্ত ও অধীর, তবুও বললেন : 'জলের গাড়ীর সম্বন্ধে আরও কিছু বল।'

মেজরের এ গুণ অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে। যারা তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে তাদের প্রতি দেখিয়েছেন সৌজন্য—আর যারা ভদ্রতা চাইত তাদের প্রতি হয়ে উঠতেন অধৈর্য।

'তেষ্টা, তেষ্টার কথাই বলছে ও', বলল এর্বার এক বন্ধু।

মেজরের দিকে সানন্দে তাকাল এর্বা—বক্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা থেকে এ আনন্দ

উদ্ভূত নয়—চিন্তার ছিন্ন সূত্র খুঁজে পেয়েছে বলে এ আনন্দ। সে বলল : 'আপনি পুলের এপারে আমাদের জলের গাড়ীগুলো আসতে দেবেন না। আদানো পানীয় জল থেকে হবে বঞ্চিত। শহরের লোকের তৃষ্ণা দূর হবে কেমন করে? গতকাল বেলা এগারটা থেকে সকলে জলাভাবে কষ্ট পাচ্ছে। ফ্রান্ত ফান্তার স্ত্রী কার্মেলিনা বলল, তার মেয়ে তেষ্টায় মারা যাবে এবার। এ জন্য.... ঐ পুল....জলের গাড়ী....আর—'

শহরের মত এর্বার বাণীও নিঃশেষে শুকিয়ে গেল। বন্ধুদের দিকে তাকাল সে। একজন ধরিয়ে দিল : 'এর্বা—ঘোষণার কথা বল—পরিচ্ছন্নতার কথা।' এর্বা বলল : 'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক—ঘোষণা। কত নম্বর ঘোষণা ভুলে গেছি। তাছাড়া অত গুলো ঘোষণার ক্রমিক সংখ্যা কি মনে রাখা যায়, বলুন মেজর?'

'তুমি ঠিকই বলেছ—ঘোষণার সংখ্যা বেশ বেড়ে গেছে। এ জন্য আমি দুঃখিত।'

এবার বক্তরা কিছু বেশী বুদ্ধিমান বলে মেজর তাদের উদ্দেশ্যেই বললেন : 'সত্যি এখানেই কর্তৃপক্ষের দোষ। আমি পছন্দ করি নি এতগুলি বিজ্ঞাপ্তি। এর্বা, সংখ্যায় কিছু যায় আসে না।'

এর্বা বলল : 'যাক্, সংখ্যায় কিছু যায় আসে না তা হলে। আমাদের পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণ ও রাস্তাঘাট জলের সাহায্যে পরিষ্কার হবে, এও ঘোষণার নির্দেশ। আমাদের পথঘাট একই আছে সেকাল থেকে—কার সময় থেকে যেন আক্রন্তি?'

আক্রন্তি গর্জে উঠল : 'আরাগোনা-র পিয়েত্রো এবং নেপল্‌স-এর রাজা রবার্টোর কাল থেকে।'

এর্বা বলল : 'রাস্তাগুলি একই রয়েছে। ঘোষণায় ধোয়া-মোছার কথা রয়েছে—তাও জল দিয়ে। আক্রন্তি যে আমলের কথা বলল সে আমলে পথে যে জঞ্জাল জমেছিল—আজও তা তেমনি পড়ে আছে, সব সময়ই তেমনি ছিল। সাফ্ করবার জন্য জলের প্রয়োজন। কিন্তু আমার গাড়ী রইল পুলের ওপারে।'

মেজর বললেন : 'শ্রীবিধান অপরিহার্য। এর্বা, আমরা আদানোকে ভিটিনামারে প্রদেশের শ্রেষ্ঠতম পরিচ্ছন্ন শহরে পরিণত করব।'

এর্বা এ প্রত্যয়ের অংশীদার হল। তার চোখ উজ্জ্বল; আশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে সে বলল : 'আমরা তা করবই—মিস্টার মেজর, যীশুর সময় থেকে জমে থাকা ময়লার স্তূপ হলেও আমরা পেছ-পা হব না।' কিন্তু....' তার উৎসাহ মিইয়ে গেল :

'আমার গাড়ী যে পুলের ওপারেই রইল। আপনি যে আদেশ দিয়েছেন, গাড়ী পার হতে পারবে না।'

মেজর বললেন : 'তোমার নাম কি? তুমি কি বলবে'—তৃতীয় ব্যক্তির দিকে তাঁর ঝর্ণা কলম উদ্যত হল। ধন্যবাদ দিয়ে এরা ক্ষান্ত হল। তৃতীয় ব্যক্তি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেশ স্থূলকায় হলেও চঞ্চল। তার চুল মাথায় লেপটে ছিল। চারজনের মধ্যে তার কোটই অধিকতর নূতন। সে বলল : 'বাসিলে জিওভান্নি'।

'কি চাও তুমি।'

বাসিলে উত্তর দিল ধীরে কিন্তু ভারী গলায় : 'মিস্টার মেজর, সবচেয়ে পরিতাপের কথা হল গাড়ীগুলি-র সাথে খাদ্য-সমস্যা জড়িত।' তার [illegible] পেটের ওপর হাত বুলিয়ে সে বলল : 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মিস্টার মেজর, খাদ্য সম্বন্ধে বলার অধিকার আমার আছে। গাড়ী অচল হলে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। আমার ব্যাঙ্কে সঞ্চয় আছে—দুর্দিনে তা থেকে খরচ চালাতে পারব। কিন্তু আদানো-তে আরো অনেক লোক আছে যারা অতটা ভাগ্যবান নয়। গালিওটো বার্টোলোমিও এতই রোগা যে ঠোঁট [illegible]। হাসলেও আপনি গুণতে পারবেন তার সব দাঁত। মানেত্তো-র স্ত্রী [illegible]-র নটি সন্তানেরই পেট মোটা—কিন্তু আসলে পেটগুলো ফুলে আছে ক্ষুধার বাষ্পে। আরও কজন এখানকার লোকের নাম করব কি?' মেজর বললেন : 'না, প্রাসঙ্গিক কথা বল।' বাসিলে বলল : 'খাদ্য ও গাড়ীর সম্বন্ধে বলবার যোগ্য একমাত্র আমি-ই। মিস্টার মেজর, আপনি আমার গাড়ীখানা দেখেন নি বোধহয়?'

বাসিলে বলল : 'সব গাড়ীর আবরণের ওপরেই নানা ছবি আঁকা আছে—সাধুদের জীবনের দৃশ্য, আদানো-র ইতিহাসের দৃশ্য, এবং [illegible]চিনামারে প্রদেশের নানা দুর্ঘটনার দৃশ্য—'

মেজর বললেন : 'গাড়ীর বর্ণনায় কি লাভ? সব গাড়ীই ত দেখলাম। এ শুনতে আমার আর ভাল লাগছে না।'

বাসিলে বলল : 'আপনি আমার গাড়ীখানা দেখেন নি বলেই একথা বলছেন। আমার গাড়ীর গায়ে চারটি দৃশ্য আঁকা আছে—সবকটিই পবিত্র গ্রন্থ থেকে নেওয়া এবং সবই সেই আহার নিয়ে : [illegible]-র অলৌকিক কাহিনী—শেষ-ভোজনের কাহিনী, সেই বিধবার ভাঁড় যার খাদ্য নিঃশেষ হয় না এবং 'কানা'-র বিবাহ-উৎসবে জলের মদে পরিণত হওয়ার

কাহিনী। এ ছবির সকল লোকই মোটা—মোটা হওয়া অধর্ম নয়। আমার গাড়ীর ছবিতে যীশুর মূর্তিও স্থূলকায়। আমার গাড়ীর চিত্রকরের উপর আমার নির্দেশ ছিল যে চিত্রের সকল মানুষই পাবে স্থূল দেহ—আমার মত, আমার স্ত্রীর মত—কারণ আমার গাড়ী খাদ্য বইবার গাড়ী, সকলকে মেদবহুল ও হাসিখুসি করাই তার উদ্দেশ্য। অবশ্য মোটা লোক সবসময় হাঁসফাঁস করে।'

মেজর বললেন: 'শুধুই সময় নষ্ট করছ।' কিন্তু বাসিলে এবং অন্য দুজনও টের পেয়েছিল যে, মেজর এই আলাপ সম্বন্ধে মুখে প্রতিবাদ জানালেও মনে মনে মজা পাচ্ছেন।

বাসিলে অদম্য: 'আজ গ্রামের মধ্যেও আমি গাড়ী চালাতে পারব না। আমাদের ত্রাণকর্তা সেনাপতি আইজেনহাওয়ার-এর নামে নাম রেখেছি আমার ঘোড়ার। সে মোটা ঘোড়ার কাঁধে জোয়াল চাপাব কেমন করে—কেমন করেই বা নিজে বসব গাড়োয়ানের আসনে—আদানো-র লোক যে অনাহারে রয়েছে। এ কি আমার কম লজ্জার কথা!'

তারপর সুচতুর কৌশলে বাসিলে বলল: 'আপনাদের অনুশাসনগুলি পড়তে সপ্তাহ কেটে যায়—এত অসংখ্য। কিন্তু কোথায়ও এমন কথা নেই যে, আমেরিকানরা আদানোর লোকদের না খাইয়ে মেরে ফেলতে এসেছে—এমন কথাও নেই যার জন্য এররাস্তে গাইতানোর মৃত খচ্চরের মত অবস্থার মুখোমুখি হতে আমরা প্রস্তুত থাকব। তাহলে আমাদের গাড়ীগুলোর এ গতি হল কেন?'

মেজর 'দূর ছাই' বলে সমরক্ষেত্রের টেলিফোন তুলে নিলেন—উষ্মার স্বরে বাসিলেকে আসন গ্রহণ করতে বললেন। অপর প্রান্ত থেকে জবাব দিল ক্যাপ্টেন পারভিস:

'পারভিস্? শোনো, আমি জোপোলো বলছি। এই গাড়ীর ব্যাপারটা বড়ই গুরুতর। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এক কথায় সেনাপতি মার্ভিন আদানো শহরের ন-দিনের কাজ পণ্ড করে দিয়েছেন—কিন্তু আমি তাঁর আদেশ পরিবর্তন করব। সামরিক বিচারই নয় বরণ করব।'

'অ্যাঁ, কি বললে?'

'জানি. আমি ঝুঁকি নিচ্ছি—কিন্তু আমি নিরুপায়। এ লোকগুলোকে অনাহারে থাকতে দিতে পারি না।....পার্ভিস, এ আমায় করতেই হবে। শহর মৃত্যুমুখে। গাড়ী না এলে খাদ্য আসবে না। এখানে জলাধার নেই—জলের

জন্য লোকেরা গাড়ীর উপর নির্ভরশীল। সকালে মাঠে কাজ করতে যেতে পারে না শহরের লোক। আমাদের রাজ্যগুলোর শহর থেকে বাষ্প-যান সরিয়ে নিলে যে অনর্থ হবে এখান থেকে গাড়ীগুলো সরিয়ে দিয়ে তেমনি অবস্থা হয়েছে। সব গাড়ী একসঙ্গে সরিয়ে নেওয়া কি উচিত হল? লোকগুলো মারা পড়বে। আমি এখানে নরহত্যা করতে আসি নি।'

অপরপারে ক্যাপ্টেন পারভিস্ স্পষ্টতই কোনো জোরালো যুক্তি দেখালো।

কিন্তু ছেদ টানলেন মেজর: 'ঝুঁকি নিতে হবেই বন্ধু। আমার ক্ষমতার জোরেই আমি সেনাপতি মার্ভিনের আদেশের পাল্টা আদেশ দিচ্ছি তোমাকে। তুমি গাড়ীগুলোকে শহরে প্রবেশ করতে দাও। তোমার ভাবনা কি—তোমার গায়ে আঁচড় লাগবে না।'

'শোনো বন্ধু, এ না হলে এ অঞ্চল ফ্যাসিবাদের দিকে ঝুঁকবে। যাক্, দায়িত্ব সব আমার।'

তিনজনই বসেছিল এ আলাপের সময়—বুঝছিল না কিছুই। তাদের মুখ দেখে মনে হল তারা ভয় পেয়েছে। তারা ভাবছিল যে জোপোলো তাদের শাস্তি দেবার মতলব ভাঁজছেন। এতকাল যে ধরনের কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের পরিচয়—বর্তমান কর্তৃপক্ষকে তা থেকে আলাদা করে দেখতে পারল না।

মেজর জোপোলো টেলিফোন রাখলেন। গাড়োয়ান তিনজনের দিকে চেয়ে বললেন: 'তোমরা শহরে গাড়ী আনতে পার।'

অনেকক্ষণ গেল—তাদের বাক্‌স্ফূর্তি হচ্ছিল না। শেষে তারা দাঁড়াল—তারপর টুপি নাচিয়ে চীৎকার জুড়ে দিল, 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, হস্ত-চুম্বন নিন।'

মোটা বাসিলে মোটা গলায় বলল: 'আঃ মিস্টার মেজর, এমন ঘটনা আর ঘটেনি। আমাদের মত গরীব লোক কোনওদিন পালাৎসো ভি চিত্তা-তে প্রবেশের অনুমতি পাবে তা কে ভেবেছিল! আর তাদের অনুরোধ গ্রাহ্য হবে—তাও যে কল্পনাতীত!'

চড়া গলায় আফ্রেন্তি বলল: 'তা ছাড়া দু তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতেও হল না।'

বাসিলে মোটা গলায় আবার বলল: 'চিঠি লিখে সাক্ষাৎ চাইতে হয় নি।'

আফ্রেন্তি চড়া গলায় বলল: 'এমন কি পুলিশ আমাদের তালাশও করেনি।'

ঢিলেঢালা এর্বা অনেক ক্লেশে একটি বাক্য হাতড়ে পেল শেষকালে। এমন সুন্দর বাক্য জীবনে আর দুচারটেই মাত্র সে বলতে পেরেছে—এবং এটিই

দীর্ঘতম। সে বলল: 'শহরের লোক এসে আমার গাড়ী থেকে জল নিয়ে যখন তেষ্টা মেটাবে আমি তাদের বলব, মিস্টার মেজরকে ধন্যবাদ দিও তোমরা।'

মেজর জোপোলো বলল: 'এবার বিদেয় হও। তোমরা আমার অনেক সময় নষ্ট করলে—আর নষ্ট করলে তাদের সময় যারা বাইরে অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্য।' অধৈর্যভাবে তাদের যাবার ইঙ্গিত দিলেন তিনি।

গাড়োয়ান-রা বেরিয়ে গেল—মুখে তাদের হর্ষোল্লাস আর আমেরিকার প্রতি অভিনন্দন।

ফ্যাসিদলের প্রাক্তন সদর-দপ্তর 'ফ্যাসিও'-র একতলা বাড়ী, এখন হয়েছে আমেরিকার সামরিক পুলিশ বাহিনীর মুখ্য ঘাঁটি। কতকগুলি ঘরের সারি—পিয়াৎসা পেরিয়ে ভায়া ডোগানা-র মুখোমুখি। ফ্যাসি বীরদের নানা ছবিতে দেয়ালগুলি তার ভরা। প্রত্যেক ঘরে রয়েছে এক জোড়া ডেস্ক, ফাইল রাখবার আলমারী ও খান কয়েক নড়বড়ে চেয়ার। সামরিক পুলিশ ও সার্জেন্ট বেসামরিক নিরাপত্তা বিভাগের কাজের পক্ষে ভবনটি উপযোগী—কারণ ওই সব আলমারীর তাকগুলোতে সাজানো ছিল সব রকম নথীপত্র—তাতে লিপিবদ্ধ ছিল শহরের সকলের পরিচয়—ফ্যাসি ও ফ্যাসি-বিরোধী প্রত্যেকটি মানুষের।

যেদিন সকালে মেজর জোপোলো গাড়ীর উপর নয়া আদেশ জারি করেছিলেন সেদিন মুখ্য ঘাঁটিতে উপস্থিত ছিল ক্যাপ্টেন পারভিস, তাঁর অধীন বিশেষ টেকনিক্যাল সার্জেন্ট ফ্রাঙ্ক ট্রপানি ও সামরিক রক্ষী করপোরাল চাক শালট্জ।

ক্যাপ্টেন পার্ভিস টেলিফোন রেখে বলল: 'জোপোলো-র মাথা খারাপ হয়েছে।'

সার্জেন্ট ট্রপানি জিজ্ঞেস করল: 'এখন কি করল, স্যার।'

ক্যাপ্টেন বলল: 'চুলোয় যাক। সর্বদা গণতন্ত্রের বুলিই মেজরের বোল—গণতন্ত্র যেন ওর ধ্যান জ্ঞান। একটু আরাম ভোগ করবে, মজা ভোগ করবে, তা নয়। জীবনে বোধহয় কখনও মদ খেয়ে মাতাল হয় নি মেজর।'

করপোরাল শালট্জ বলল : 'ভালো মদ খেলে আর ওকে দেখতে হত না'—কথা শেষে নিজের পেটে হাত রেখে মুখভঙ্গি করে বলল : 'আঃ, কালে রাতেই আমি খেয়েছিলাম।'

ক্যাপ্টেন বলল : 'তা ছাড়া ও আমাদের সবাইকে বিপদে ফেলবে।'

সার্জেন্ট ট্রপানি বলল : 'ও করেছে কি ?'

কৌতূহলী একজন ইতালীয় দরজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল এই সময়।

'বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ট্রপানি, ঐ বানরটা-কে চলে যেতে বল।' ক্যাপ্টেন পারভিস এক বর্ণও ইতালীয় ভাষা জানে না, তাই সে হতাশ হয়ে পড়েছে। ট্রপানি লোকটাকে চলে যেতে বলল।

ক্যাপ্টেন পারভিস্ বলল : 'যান-বাহন বিষয়ে জোপোলো সেনাপতি মার্ভিন-কে বুদ্ধি দিতে চায়—এত তার সাহস যে সে শহরে গাড়ীগুলিকে আসার অনুমতি দিচ্ছে।'

সার্জেন্ট ট্রপানি বলল : 'সেনাপতির আদেশে বিন্দুমাত্র বিজ্ঞতা নেই। মেজর জ্যাসাই বলেছে মনে হয়।'

'ন্যায্য ?' গালে হাত দিল ক্যাপ্টেন পারভিস—সে বিস্মিত। 'কি কাণ্ড! সেনাপতি মার্ভিন আমাদের গুলি করে মারবে। ভাব ত তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে কি বিশৃঙ্খলা হবে যদি সবাই তাঁর সব আজ্ঞা পরিবর্তন করে ফেলে ? আমরা সামরিক আদেশ, বিশেষ করে সেনাপতিদের আদেশ মানছি বলেই না সেনাবাহিনী-তে শৃঙ্খলা বজায় আছে।'

ক্যাপ্টেন পারভিস মাত্র আট মাস কমিশন পেয়েছেন—সেজন্য বড় নিয়মানুগত।

'তা ঠিক'—বলল ট্রপানি। তার ক্যাপ্টেন নিয়ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে কি বলতে হবে তা তার জানা আছে।

'যাক্‌গে, আমি আদেশ পেয়ে গেছি। পুলের ধারের রাস্তা এবং গন্ধক শোধনাগারের পাশ থেকে পাহারা তুলে দিচ্ছি। কিন্তু ওর জন্যে আমি আর জালা সহ্য করতে পারব না। বলেছে ও ঠিকই—তবে কোনও ব্যাপারই ও সহজ ভাবে নেয় না। মরুকগে—'

করপোরাল শালটজ বলল : 'গতরাত্রের ঐ মদ আর খাব না।'

ক্যাপ্টেন বললেন : 'শোনো, আমরা কেউ বিপদে পড়তে চাই না। মেজরের হুকুম আমাদের মানতেই হবে—গাড়ীগুলিকে শহরে ফিরতে দিতেই

হবে। কিন্তু সেনাপতি মার্ভিন এ শহরে এলে পাছে আমাদের গর্দান যায় তাই এ পরিস্থিতি জানিয়ে দেব কর্তৃপক্ষের কাছে। ট্রপানি, লিখে দাও যে, সেনাপতি মার্ভিন হুকুম দিয়েছিলেন শহরকে কাঠের গাড়ীমুক্ত রাখতে—কিন্তু মেজর জোপোলো নাকচ করে দিয়েছে সে হুকুম। সেনা-বিভাগের 'জি-ওয়ান'-এ পাঠিয়ে দাও পত্রটি।'

'তাই দিচ্ছি।'

আদেশ দিয়ে স্থান ত্যাগ করল পারভিস।

সার্জেন্ট ট্রপানি শালট্জ-কে বলল: 'এ পত্রের দরকারটা কি? সেনাপতি মার্ভিন এদিকে কক্ষণো আসবেন না। এলেও, গাড়ীগুলিকে লক্ষ্য করবেন না। কিন্তু লিখে ফেললেই মেজরের সর্বনাশ হবে। সে ত ঠিকই করেছে।'

করপোরাল শালট্জ বলল: 'বিরক্ত করো না। আমার নিজের ব্যাপারেই মাথাব্যথার শেষ নেই।'

ফ্যাসিদের বাণ্ডিল থেকে এক টুকরো মসৃণ কাগজ নিয়ে টাইপ-যন্ত্রে গলিয়ে দিয়ে সে লিখল:

'প্রেরক—ক্যাপ্টেন এন, পারভিস, ১২৩—সামরিক পুলিশ বাহিনী, আদানো। উদ্দিষ্ট—লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ডব্লিউ, ডব্লিউ নরিস, জি-১, ৪৯-ডিভিসন।

বিষয়: খচ্চরের গাড়ী, আদানো শহর।

(১) ১৯শে জুলাই সেনাপতি মার্ভিনের আদেশে শহর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সব খচ্চরের গাড়ী এবং পাহারা বসানো হয়েছিল রোপ্পো নদীর উপরের পুলে ও কাকোপার্দো গন্ধক শোধনাগারের কাছে।

(২) ২০শে জুলাই মেজর ভিক্টর জোপোলোর হুকুমে পাহারা কমা হল প্রত্যাহার—কারণ এ শহরে খচ্চরের গাড়ী অপরিহার্য—এদের অভাবে শহরে দুর্গতির অন্ত নেই।'

সার্জেন ট্রপানি লেখাটির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বলল: 'শালট্জ, শোন নোটটি। এতে কি মেজর বিপদে পড়বে?' এবার জোরে পড়ল নোটটি। 'শহরে গাড়ীর প্রয়োজন চিঠিতে উক্ত থাকা মেজরের সহায়ক হবে, কি বল?'

'মেজরের জন্য তোমার দরদ কেন? যে আমোদ পছন্দ করে না তার জন্য আবার চিন্তা?' বলল শালট্জ।

সার্জেন্ট ট্রপানি: 'আর কিছু নয়। আমাদেরই একজন সহকর্মী ভাল কাজ করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়বে তা চুপ করে দেখাও ত ঠিক নয়।'

শালট্জ বলল: 'তাই যদি হয়, এক কাজ কর। ক্যাপ্টেন পারভিস-এর কাগজপত্রের মধ্যে চিঠিটিকে মিলিয়ে নিখোঁজ করে ফেলছ না কেন? আমাকে আর বকিও না,—আমার শরীর ভাল নেই।' সার্জেন্ট ট্রপানি কর্পোরাল শালট্জ-এর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল।

তারপর উঠে ক্যাপ্টেন পারভিস-এর ডেস্কের পাশে গেল ট্রপানি—এবং আগোছালো চিঠিপত্রের স্তূপের মধ্যে রাখল মসৃণ কাগজের ঐ টুকরো। ঐ স্তূপটি ছিল কেবলমাত্র বর্জনের, ওখান থেকে কখনও কিছু গ্রহণ করতেন না ক্যাপ্টেন পারভিস। ফিরে এসে বলল ট্রপানি: 'চমৎকার মতলব বাতলে দিয়েছ

'তুমি ত ইতালীয়বাসী, বলতে পার ইতালীয়রা কীরকমের মাল টেনে বেহেড বনে?' জিজ্ঞাসা করল শালট্জ।

। ৮ ।

পরের সপ্তাহে দোভাষী জিউসেপ্পে এল মেজর জোপোলোর সামনে একটু বিব্রতভাবে।

'আমি দুঃখিত, স্যার'—সে বলল।

'কিসের জন্য?' জিজ্ঞাসা করলেন মেজর।

'কর্তা, আপনি রেশমী-চুল তীনার সাথে বেড়াতে যেতে চেয়েছিলেন। আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে।'

'আমি কখনও এমন কথা বলিনি, জিউসেপ্পে। তোমার একথা মনে হল কেন?'

'কর্তা, সেদিন আপনার ইচ্ছে হয়েছিল তীনার বুড়ো বাবাকে দেখবার।'

'সে ইচ্ছে আমার এখনও আছে।'

'আমার দোষ হয়েছে।'

'তা এর সঙ্গে রেশমী-চুল মেয়ের সাথে বেড়ানোর কি সম্পর্ক?'

জিউসেপ্পে চোখ মিটমিট করল। তার চোখের পাতা কাঁপলে মুখের দাগ প্রকট হয়ে পড়ে, মুখের চেহারা করুণ দেখায়—'কর্তা, আমাকে ঠকাতে পারবেন না।'

'জিউসেপ্পে, আমাকেও বোকা বানাতে চেষ্টা করো না'—মেজর কঠোর কণ্ঠে বললেন : 'বল, এ সবের অর্থ কি ?'

জিউসেপ্পে বলল : 'আপনি তীনার বাবাকে দেখতে চান সত্যি কথা। নরম-চুল তীনার সাহচর্য চান না ?'

মেজর বলল : 'তুমি বলেছিলে তীনার বাবা জেলেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয়। তার সঙ্গে দেখা করে জেলেদের সমুদ্রে মাছ-ধরার কাজ আবার চালু করাই আমার উদ্দেশ্য। রুটি টমাটো ও শাক ছাড়াও বেশী কিছু খেতে পেত আদানোর লোক তাহলে। আর ত কোনও উদ্দেশ্য নেই।'

'কর্তা জিউসেপ্পেকে বোকা পেয়েছেন।'

'জিউসেপ্পে, আমাকে আর একজন দোভাষী সংগ্রহ করতে বাধ্য করতে চাও ?'

'আচ্ছা কর্তা, আমাকে আপনি বোকা ভাবেন নি, মেনে নিলাম।'

'আমি বুড়োকে দেখতে চাই। দিন স্থির কর।'

'কর্তা, আমি দুঃখিত।'

'কি বলছ ?'

'কর্তা, তীনার বুড়ো বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী নয়।'

'কেন ? তুমি কি তার মেয়ের সাথে আমার বেড়াতে যাবার কথা কিছু উত্থাপন করেছিলে ?'

'না না কর্তা। বুড়ো তোমাসিনো কোনও কালে পালাৎসো ডি চিত্তা-তে আসেনি, সে বলল। সে ফ্যাসী শয়তানদের দুচোখে দেখতে পারে না। আপনি যে ওদের মত নন তা সে জানে না। সে আসবে না এখানে।'

'ও এই ব্যাপার। আমরাই তার সঙ্গে দেখা করব।' দেখা সাক্ষাতের জন্য সময়-লিপির ওপরে চোখ বুলিয়ে নিলেন মেজর। বললেন : 'জিউসেপ্পে, তৈরী থেকো, আমরা যাচ্ছি আজই বিকেল তিনটে-য়।'

আদানোর প্রচলিত আরেকটি প্রথা লোপ পেল। একজন পদস্থ কর্মচারী কর্তব্যের খাতিরে কোনও নাগরিকের সঙ্গে দেখা করেছে—এমন ঘটনা শহরের স্মরণ-কালের ইতিহাসে নেই। নাগরিককে হয় স্বেচ্ছায় আসতে হয়েছে পালাৎসো-তে নয় তাকে গ্রেপ্তার করে আনতে হয়েছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

বেলা তিনটে-র মধ্যে জিউসেপ্পে অনেক লোককে বলেছে মেজরের উদারতার কথা। সুতরাং তোমাসিনোর উদ্দেশ্যে বন্দরে যাত্রার সময় পালাৎসো-র সম্মুখে

হল বিরাট জনতার সমাবেশ। তারা মেজর ও জিউসেপ্পেকে অনুসরণও করল।

'এরা চলেছে কোথায়, জিউসেপ্পে?' প্রশ্ন করলেন মেজর।

'দল বেঁধে আমাদের সঙ্গে চলেছে।' জিউসেপ্পে জবাব দিল।

মেজর ঘুরে দাঁড়ালেন। ইতালীয় ভাষায় বললেন: 'তোমরা সকলে বাড়ী যাও। এ বিকেল তিনটে-য় তোমাদের কি কোনও কাজ নেই?'

কিন্তু জনতা চলতেই থাকে জিউসেপ্পে ও মেজরের পশ্চাতে।

ভিয়া ডোগানা ও ভিয়া বাড়িনো-র প্রান্তে আবার ফিরে বললেন: 'তোমাদের বেলা তিনটেতে করবার মত কাজ যদি না থাকে আমি তোমাদের ভাল কাজ দেব। আমি অল্প মজুরীতে শ্রমিক খুঁজছি। আমি কাজ জুটিয়ে দেব তোমাদের সকলকে।'

কিন্তু জনতার গতি অব্যাহত—বরং ভীড় ততক্ষণে আরও বেড়ে গেছে। জানালা দিয়ে বের করা মাথা দেখা গেলে বা দরজার বাইরে কেউ এলেই জনতা তাকে জানাচ্ছিল আমন্ত্রণ।

'এস এস, মিস্টার মেজর আজ বন্দরে দপ্তর বসাচ্ছেন। উনি কর্তৃপক্ষের প্রতি বিরূপ তোমাসিনোর সাক্ষাৎপ্রার্থী'—চীৎকার জুড়ে দিল জনতা।

ভীড় স্ফীত হতে লাগল, কোলাহল চড়ে গেল: 'পর্বত যাচ্ছে মহম্মদের কাছে।'

মেজরকে পথ দেখাচ্ছিল জিউসেপ্পে, সুতরাং জনতাকেও; বন্দরের ওপর দিয়ে, পাথরের জেঠির ধার দিয়ে, গন্ধক-বোঝাইয়ের প্রাঙ্গণের পাশ কাটিয়ে ঢালু ঘাটগুলি অতিক্রম করে তারা পৌঁছল মাছ-ধরা কতকগুলি নৌকার কাছে। মোলো মার্টিনো ও মোলো ডি পোনেণ্টে-র কিনারায়।

মেজর অনুভব করলেন যে, বুড়ো তোমাসিনোর সঙ্গে আলাপ সহজ হবে না; জিউসেপ্পেকে বললেন: 'দোভাষী, জনতাকে যদি বিদায় না করতে পার, তোমাকেও চাকরী থেকে বিদায় নিতে হবে।'

জিউসেপ্পেকে তৎপর হতে হল—দৌড়ে গিয়ে হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল: 'এগিও না, তোমাদের থামতে আদেশ দেওয়া হচ্ছে।'

জনতা উচ্চৈঃস্বরে বলল: 'কার আদেশ? যে দুটো ভাষা জানে সেই প্রীতি-ভাজনের আদেশ? জনতা ব্যাপারটা দেখবে বলে অনেকটা পথ এসেছে—এখন আর তারা বাধা মানবে না।'

'থাম তোমরা। যদি তোমরা না থাম রিবাউদো জিউসেপ্পে হারাবে তার চাকরী,' বলল জিউসেপ্পে।

'দোভাষী দিয়ে আমরা কি করব? আদানো-র এ নতুন ঘটনা দেখবার সুযোগ কেন ছাড়বো? এমন আগে দেখা যায় নি....একজন লোক বেকার হলেই বা কি আসে যায়?' বলে তারা অগ্রসর হল। জিউসেপ্পে জোরে জোরে বলল: 'ঠিক এখানে না থামলে মেজর অত্যন্ত রুষ্ট হবেন।' তারপর মোলায়েম স্বরে বলল: 'একটা বন্দোবস্ত করা যাক নিজেদের মধ্যে। তোমরা এগোবে না—আমি ওদের আলাপ শুনে এসে সব বলব তোমাদের।'

এ চুক্তিতে জনতা বাগ মানলো।

ইতিমধ্যে মেজর জোপোলো পৌঁছে গেলেন তোমাসিনোর নৌকোর সামনে। তিনি দুটো কারণে চিনে ফেললেন নৌকোখানা। প্রথমতঃ নৌকোর পেছনের গলুইয়ের ওপরে বসেছিল একজন বিমর্ষ লোক। দ্বিতীয়তঃ সামনের গলুইয়ের ডগায় ফুল লতাপাতা লেখা রয়েছে দুটো অক্ষর: তীনা।

মেজর লাফিয়ে উঠলেন নৌকোয়।

'আসুন বড়কর্তা—গ্রেপ্তার করুন'—বলল বিমর্ষ লোকটি।

'আমি তোমাকে আটক করতে আসি নি, তোমাসিনো'—প্রত্যুত্তর দিলেন মেজর।

জিউসেপ্পে আলাপ শোনবার জন্য ছুটতে ছুটতে এল। সে অগভীর জলের ওপরে দাঁড়াল—যাতে সহজেই সেতুবন্ধন করতে পারে দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে।

'আপনার কোমরে পিস্তল কেন?'—বলল বিমর্ষ লোকটি, 'চুপ করে কেন—গুলি করুন, গুলি করুন আমাকে।'

'তোমাসিনো, সব সময়ই আমার কোমরে পিস্তল থাকে'—বললেন মেজর।

'আমি আমেরিকান মেজরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে রাজী হইনি বলে আমাকে বন্দী করতে এসেছেন আপনি?' বিমর্ষ লোকটি বলল।

'না, তা নয়'—বললেন মেজর।

'তবে ঐ গুপ্তচর রিবাউদো জিউসেপ্পে আপনার সঙ্গী হয়েছে কেন? ওই ত আমাকে আমেরিকান মেজরের কাছে যেতে বলেছিল, এবং ওকেই ত আমার অসম্মতি জানিয়েছিলাম,' বলল লোকটি।

'তোমাসিনো, আমি সেই আমেরিকান মেজর।'

তোমাসিনো বিতর্ক ত্যাগ করল না। 'আমাকে ধরে নিয়ে যাবার মতলব থাকলে এতগুলো লোককে সঙ্গে এনেছেন কেন ?'

'আমি ওদের আনি নি, তোমাসিনো। ওরা স্বেচ্ছায় এসেছে। তোমার ; আমিও ভিড় পছন্দ করি না। আমি তোমার সঙ্গে শুধু মাছ ধরার বিষয়ে া বলতে চাই'—বললেন মেজর।

'আমার বিশ্বাস হয় না—কর্তৃত্ব যাদের হাতে তারা সকলেই সমান। হয় মাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন, নয় হত্যা করতে,' বলল বিমর্ষ লোকটি।

'দয়া করে আমাকে বিশ্বাস কর'—বললেন মেজর।

জিউসেপ্পে শিস্ দিয়ে উঠল—দৌড়ে গেল জনতার কাছে। মুগ্ধ হৃদয়ে তাদের ল : 'আশ্চর্য, মেজর তোমাসিনোকে বললেন—দয়া করে আমাকে বিশ্বাস রা।'

'দয়া করে!' জনতার পুরোভাগে যারা ছিল তারা পুনরুক্তি করল—াশ্চর্য।'

'এ রকম দয়া প্রার্থনার কথা আর কখনও শোনা যায়নি'—অন্য সবাই বলল, তামাসিনোর কাছে মেজর ভিক্ষা চাইতেও প্রস্তুত।'

'কি বললেন উনি'—পশ্চাতের লোকেরা জানতে চাইল। উনি বললেন : য়া করে বিশ্বাস করো, তোমাসিনো'—জনতার পুরোভাগের লোকেরা জবাবে ালো।

'আশ্চর্য!' পিছনের লোকেরা বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল।

জিউসেপ্পে আবার ছুটে গেল জলের উপর।

মেজর বলছিলেন : 'আমার প্রস্তাব হল এই যে তুমি ও অন্যান্য জেলেরা ের মৎস্যশিকার শুরু কর।'

'কেন? কর্তৃপক্ষের পকেট বোঝাই হয়ে বলে?'—বিমর্ষ তোমাসিনো বেঁকে াল।

'না, তোমাসিনো—যাতে আদানোর লোকদের পেট ভর্তি হয়।'

'ওহো, একজন মহানুভব বড়কর্তা!'—তিক্তকণ্ঠে বলল তোমাসিনো।

'তোমাসিনো, তুমি বুঝছ না যে ফ্যাসিদের থেকে আমেরিকানরা পৃথক।'

'হুঁ, এ রকম কথা আগেও শুনেছি বটে। মেয়র ক্র্যাপা বলেছিলেন যে, নি মেয়র মার্টোগ্লিও-র মত হবেন না এবং মেয়র নাস্তা বলেছিলেন যে তিনি রকম, মেয়র ক্র্যাপার মত নন। তফাৎ দেখা গেল নজর, রক্ষা-খরচ ও কর

বৃদ্ধিতে। আমাদের নিরাপত্তার জন্য আপনার চাহিদা কত, আমেরিকাবাসী ?

'তোমার ধারণা ভুল, তোমাসিনো।'

'হাসালেন আমেরিকান! আমি আজ বুড়ো হয়েছি, অনেক শাসক আসতে ও যেতে দেখলাম। আপনি সকলের থেকে যে আলাদা তা আমি কি করে বিশ্বাস করব ?'

এই সময় মেজর জোপোলো চটে উঠলেন। বললেন: 'দেখ বুড়ো জো একেবারে অবুঝ হয়ো না। আদানোর লোক ক্ষুধার্ত। তাদের মাছ লাগবেই তোমার মোটা মাথা দিয়ে এটুকু কি বুঝবে না ?'

জিউসেপ্পে দৌড়ে গেল জনতার সামনে। বলল: 'চমৎকার। মিস্টার মেজর বললেন, আদানোর লোক ক্ষুধার্ত—তাদের মাছ চাই-ই।'

জনতার পুরোভাগের লোকেরা পুনরুক্তি করে সোল্লাসে গগন বিদীর্ণ কর 'মিস্টার মেজর বেঁচে থাকুন—বেঁচে থাকুন!'

পিছনের লোকেরা চীৎকার করে বলল: 'কি বললেন তিনি ?'

সামনের লোকেরা উচ্চরোলে বলল: 'তিনি মনে করেন আমাদের ক্ষুধ জন্য মাছ দরকার।'

জনতা একযোগে ধ্বনি তুলল: 'মিস্টার মেজর বেঁচে থাকুন!'

তোমাসিনো নৌকো থেকে শুনল ঐ ধ্বনি—তার কেমন সন্দেহ হল, বল 'এ লোকগুলোকে তাড়া করে এনেছেন আমাকে ব্যঙ্গ করতে ? না, আমি ম শিকারে যাব না।'

মেজর জোপোলো ইংরাজীতে বললেন জিউসেপ্পেকে: 'লোকগুলো বিদায় করে দাও। ওরা সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছে।'

জিউসেপ্পে মেজরের অনুরোধ পৌঁছে দিল, কিন্তু জনতা অবজ্ঞার হা হাসল। তারা বলল: 'এখন চলে যাব ? তুমি কি পাগল হলে দোভাষী দুটো ভাষা শিখে দেখি বিগড়ে গেছে তোমার মাথা।'

জিউসেপ্পে মেজরকে উচ্চকণ্ঠে জানাল: 'কর্তা, আমার সাধ্য নেই।'

বাধ্য হয়ে মেজর তোমাসিনোকে বললেন: 'আমি ঘুরে আসছি—আম যে কোনও কু-অভিসন্ধি নেই তা তোমাকে আমি দেখাব।'

মেজর নৌকো থেকে লাফিয়ে নামলেন। জনতার সামনে এসে প্রশ্ন করলেন 'তোমরা মাছ চাও! তা হলে তোমাদের এখানে থাকা ঠিক হবে না তোমাসিনোকে সম্মত করা সহজ নয়। মাছের প্রত্যাশা অথবা নির্বো

ত এখানে জটলা পাকানো—তুটোর একটা বেছে নাও,' মেজর উপদেশ দিলেন।

জনতা বেছেই নিল। এ অদৃষ্টপূর্ব আলাপ প্রত্যক্ষ করা ও জিউসেপ্পের াছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রচার শোনা বর্তমানের খোরাক। কিন্তু মাছ অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের খোরাক। তারা বেছে নিল বর্তমানকে, তার দৃশ্যকে।

জোপোলোর সব যুক্তিই ব্যর্থ হল—জনতা অটল। মেজর জিউসেপ্পে ললেন: 'কাছে কোথায় টেলিফোন পাওয়া যাবে?'

জিউসেপ্পে বলল: 'বন্দর ক্যাপ্টেনের অফিসে আছে বোধ হয়। চলুন দখিয়ে দিচ্ছি।'

মেজর ও জিউসেপ্পে স্থান ত্যাগ করায় জনতা উদ্বেল হল কৌতূহলে। আগে য দপ্তর বন্দর-ক্যাপ্টেনের অধিকারে ছিল এখন সেখানে বসেছে আমেরিকার নীবাহিনীর লেফটেনাণ্টের কার্যালয়—সে দেখছে আদানো বন্দরের সুখসুবিধা। লফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন যুদ্ধের আরম্ভ থেকেই নৌ-দলের 'ভি-৭' কর্মসূচীতে কে পড়ে—আবেদনপত্রে উচ্চপদে যোগ্যতার পরিমাপ হিসেবে লিপিবদ্ধ রেছিল: 'ক্ষুদ্র নৌকো চালনা ও পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে।' গুণাবলীর ন্যান্য প্রশ্নের উত্তর-স্থান রেখেছিল শূন্য।

প্রকৃতপক্ষে কেণ্ট স্কুল ও ইয়েল-এর শিক্ষাকেন্দ্রে নাবিক হিসাবে যা শিক্ষা াভ করেছিল তাই তার অভিজ্ঞতার মূলধন। বন্ধু নির্বাচনে ক্রোফ্‌ট্‌স লভিংস্টোন ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—কিন্তু একবার ভাব করলে সে বন্ধু-অন্তপ্রাণ। র পরিচয় সে ইয়েলে দিয়েছে।

মেজর জোপোলো-কে এখনও ভালবেসে উঠতে পারেনি লেফটেনাণ্ট াভিংস্টোন। মেজর কখনও পাঠ নেয়নি কেণ্ট বা ইয়েল-এ। জনশ্রুতি আছে , ওয়াকার ও ওব্রায়ান-এর অধীনে 'নিউ ইয়র্ক শহর'-এর শাসন বিভাগে িছুদিন কেরানীও ছিলেন মেজর। লিভিংস্টোনের মতে এমন একজন অনভিজ্ঞ াককে আদানো শহরের শাসক করা ঠিক হয়নি। সেই মেজরই কিনা তার রিচ্ছদে 'তুটো পটি' দেখেও সাধারণ লোকের মত তাকে প্রবীণ লেফটেনাণ্ট বলে লতে না পেরে সামরিক নিয়মে 'ক্যাপ্টেন' বলেও সম্বোধন করছে।

লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোনের দপ্তরকক্ষে পা দিয়ে মেজর বললেন: 'কি খবর ্যাপ্টেন, তোমার টেলিফোন ব্যবহার করতে পারি?'

'সুপ্রভাত, এখানে কি মনে করে?' বলল ক্যাপ্টেন লিভিংস্টোন।

কেণ্ট-ইয়েল ফেরত লেফটেনাণ্টের স্বর ইঙ্গিতময়—তার অর্থ : স্থল-বাহিনী পা স্থলেই থাকবার কথা, নৌ-বাহিনীর পা সমুদ্রতীরে।

'তোমার টেলিফোন ব্যবহার করতে পারি?'—বললে মেজর।

'নিশ্চয়।'

মেজর 'সামরিক পুলিশ দপ্তরে'র সংযোগপ্রার্থী হয়ে অপেক্ষা করত লাগলেন।

এই সময় তিনি লেফটেনাণ্টকে বললেন : 'এখানকার জেলেদের মাছ ধরবা জন্য সংঘবদ্ধ করতে চাচ্ছি। তারও আগে এক জনতার হাত থেকে মুক্ত হত চাই।'

মেজরের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারল না লেফটেনাণ্ট।

'কে—এটা সামরিক পুলিশ দপ্তর? পারভিস্? আচ্ছা শোন, তুমি এখা চলে এস। একটি জনতা ছত্রভঙ্গ করতে হবে। তোমার কোল্ট পিস্তল সা থাকে যেন। গোটা ছয়েক ফাঁকা আওয়াজ করলেই ফর্সা। আমরা বন্দ রয়েছি—সমুদ্র থেকে ঢুকে পড়া শীর্ণ জলরেখার পশ্চিম প্রান্তে। দেরী নয়।'

টেলিফোন ব্যবহার করতে দিয়েছেন বলে মেজর ধন্যবাদ দিল লিভিংস্টোনকে।

লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন বলল : 'আচ্ছা মেজর, এই মাছ-ধরার কালোবাজ শাসন করা নৌ-বিভাগের কর্তৃত্বে থাকবার কথা।'

মেজর বলল : 'আচ্ছা—আমি পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব—আমি এখ ব্যস্ত। ফোনের জন্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে।'

মেজর ও জিউসেপ্পে 'তীনা'-য় ফিরবার পথে জনতাকে যখন অতিক্র করছিল জিউসেপ্পে বলল : 'বন্ধু হিসেবে বলছি—তোমরা বাড়ী ফিরে যাও।'

বন্দর-ক্যাপ্টেনের দপ্তরে মেজরের দ্রুত গমনের মধ্যে তারা রসঘন রহস্যে আঁচ পেয়েছিল, তাই ঠাট্টা করে জিউসেপ্পের সম্বন্ধে বলল : 'দুটি ভাষার জ্ঞা ওকে বোকা বানিয়েছে।'

জিউসেপ্পে বলল : 'তোমাদের যা ইচ্ছে কর—আমি ভাল-র জন্যই বলছি।'

'তীনা'-তে তোমাসিনোর মুখ আবার থমথমে। 'দেখছি জনতাকে নির্দে দিয়ে এলেন। বেশ ত, বন্দী করুন—আমার কোনও লোকসান নেই,' বলল সে

মেজর জোপোলো বলল : 'ওরা সকলেই বাড়ী ফিরে গেল বলে। তোমাসিনে ওদের বাড়ী পাঠানোর জন্য আদেশ দিয়ে এলাম। এবার মাছ ধর

কথায় আসা যাক। পাঁচ ছখানা নৌকোর জন্য মাঝি জোগাড় করতে পারবে কি ?'

তোমাসিনো বলল : 'এদের রক্ষক হবে কে ? সেই ভক্ষকটি কে ?'

'রক্ষক ?'

'জেলেরা এবার কাকে ভেট দেবে ?'

''উপহাস করো না, মাঝি। তোমার কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে মা।'

তোমাসিনো ভ্রূকুটি-কুটিল মুখের দিকে তাকিয়েও আমোদ ভোগ করতে পারে। 'তাই নাকি, অ্যাঁ ! ভেটের রীতি জানা নেই বড়কর্তার ? ভান করছেন ?' বলল সে।

মেজর জোপোলো রূঢ় হলেন : 'মাঝি, তুমি কি বলতে চাও ?'

তোমাসিনো কেঁপে উঠল। বলল সে : 'নিরাপত্তা। আপনারা আসবার আগে দুষ্ট ইনিয়া ছিল মৎস্য-দপ্তরের পরিদর্শক—সে নিত নজর। পরিবর্তে সে নাকি আমাদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখত। ফ্লোরেন্টিনো একবার বলেছিল যে, তার সাহায্যের দরকার নেই—পরের সপ্তাহে তার সুন্দর 'মাত্তিনা' ঘাটে বাঁধা অবস্থায় দাউ দাউ করে জ্বলে গেল।'

মেজর বলল : 'তোমাসিনো, আমেরিকানদের আমলে ওরকম অবস্থা হবে না। ঐ রকম দুঃশাসনই দূর করব আমরা।'

তোমাসিনো বলল : 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। এটা একটা কৌশল।' ঠিক এমনি সময় ক্যাপ্টেন পারভিস-এর জিপ গর্‌গর্‌ করে ঢুকল বন্দরের সীমানায়। লাফিয়ে নেমে পারভিস চিৎকার করতে করতে এগোলেন উৎফুল্ল জনতার দিকে : 'সরে যাও, বেজন্মার দল। ভাগো এখান থেকে !'

তাঁর পিস্তল খুলে ফাঁকা আওয়াজ করলেন ছ'বার।

মুহূর্ত মধ্যেই জনতা সরে গেল। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'জার্মান, জার্মান।'

'ফ্যাসী-রা ফিরে এসেছে।' আর একটি কণ্ঠস্বর।

'আমাদের দফা শেষ'—একজন মহিলার আর্ত-রব।

'আমি আহত হয়েছি'—বলল একজন, মিথ্যাই বলল অবশ্য। পারভিস-এর সবগুলিই আকাশগামী।

কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যে সমগ্র জনতা অদৃশ্য হয়ে ছড়িয়ে পড়ল আদানো

শহরে। মোলো ডি পোনেন্টের কিনারায় পিস্তলের ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। ক্যাপ্টেন জিপে চেপে উধাও হলেন।

তোমাসিনো গুলির শব্দে আঁতকে উঠেছিল। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল: 'আমাকে গুলি করতে এসেছে—আমি জানতাম এটা একটা চাল। আপনি আমাকে মেরে ফেলতে চান।'

মেজর জোপোলো তাকে শান্ত করলেন, বললেন: 'জনতাকে তাড়িয়ে দেওয়াই লক্ষ্য। তোমাসিনো, তোমাকে মাছ ধরতে পাঠানো ছাড়া আমার কোনও উদ্দেশ্য নেই।'

তোমাসিনো বলল: 'এটা একটা চাল।' কিন্তু সে বসে পড়ল।

মেজর বলল: 'খান ছয়েক নৌকো হলেই আমাদের চলবে। এ বন্দোবস্তে তুমি সাহায্য করবে কি?'

'ভেট কাকে দিতে হবে—কতই বা পড়বে?'

'আমেরিকানরা ভেট নেবে না। ভেট তোমরা দেবে না।'

'রক্ষার প্রয়োজন নেই, ভেটের প্রয়োজন নেই। আমি বিশ্বাস করি না। আচ্ছা, আমাদের ধরা মাছের মোট ওজনের ওপর কত কর দিতে হবে?'

'পরিমাণের ওপর কোনও কর ধার্য হবে না। দেয় কর শুধু দেবে। তবে লভ্যাংশের শতকরা পনের ভাগ তোমার নিজের। অবশিষ্ট ব্যয় করবে জেলেদের শ্রমের জন্য ও নৌকোগুলি রক্ষার জন্য।'

'নিরাপত্তার প্রস্তাব নয়, নজরের প্রস্তাব নয়, কর ধার্য নয়—আমেরিকান, আপনি তামাসা করছেন।'

'মাঝি, তোমার সঙ্গে তামাসা করব কেন? এ শহর পরিচালনার দায়িত্ব আমার। এ শহরের অধিবাসীদের বাঁচিয়ে রাখা আমার কর্তব্য। তাদের খাদ্য বিশেষ কিছু নেই। আমি তাদের জন্য মাছ চাই—চাই যে, তোমরা মৎস্য-শিকারে বের হও। ঈশ্বর জানেন, আমি কৌতুক করছি না।

তোমাসিনো উঠে পড়লো। বলল: 'আমেরিকান, আমি ভাবতে শুরু করেছি—আপনায় সঙ্গে অন্য সকলের তফাৎটা বোধহয় ধরতে পেরেছি।'

মেজর এ স্তুতি গায়ে মাখলেন না—বললেন: 'তোমাসিনো, তুমি হবে আদানোর জেলেদের সর্দার। আর ঐ রকম দুর্বৃত্ত থাকবে না। কি যেন নাম তার?'

'ইনিয়া।'

'জেলেদের শীর্ষে ইনিয়া-র মত লোক থাকবে না। জেলেদের কর্তা একজন জেলেই থাকবে।'

তোমাসিনো-র বিষণ্ণ মুখ আহ্লাদে ফেটে পড়লো প্রায়।

'এতে ন্যায়বিচার-ই হবে, যদিও ন্যায় বিচারের সঙ্গে আমাদের ভাল পরিচয় নেই—'বলল তোমাসিনো। তারপর একটু ভেবে নিয়ে ঐ বিমর্ষ লোখটি বলল : 'না, আমি সর্দারী করতে পারব না।'

'কেন পারবে না ?'

'আমি হব কর্তা ? যা আমি সারাজীবন ঘৃণা করেছি তা হব আমি ? আমাকে কর্তা-পদে দেখে সব জেলে বিদ্রূপ করবে তা হলে।'

'কিন্তু তোমাসিনো, তুমি একটু আগে স্বীকার করেছ আমি অন্য কর্তাদের থেকে আলাদা। তুমিও তা হতে পার। যাদের মাথায় তুমি থাকবে তারাই তোমায় কর্তৃত্বের উৎস—এ কথা ভাব না কেন ? তোমাসিনো, প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্ব ত' তাদেরই হাতে—তুমি শুধু তাদের ইচ্ছার যন্ত্র। আমরা তোমাদের এ আদর্শই শিক্ষা দিতে চাই, কারণ তোমরা এতদিন ক্ষমতালোভীদের শাসনে বাস করেছিলে এবং বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলে।'

বেশ খানিকটা সময় নিয়ে তোমাসিনো বলল : 'ভারী সুন্দর বুদ্ধি। এও একরকমের কৌশল।'

'ঠিক, এও কৌশল বৈকি। কিছু লোক এর যোগ্য নয়—তাই বিফল হয়। এখানকার অভিযানের যিনি সেনাপতি সেই মার্ভিনও ভাল লোক নন। তিনি কল্পনা করেন যে, তাঁর পদ পূজনীয়। আরেকজন আছে সেও তত সুবিধার নয়—সেনাপতির চেয়েও সে আমাদের কাছের মানুষ। সে নৌ-বাহিনীর ক্যাপ্টেন, বন্দর-পরিচালক। বয়সে তরুণ, তবে ক্ষমতাপ্রিয়—তার কাছ থেকে মাছ ধরতে যাবার আগে আমাদের অনুমতি নিতে হবে।'

তোমাসিনো গোমরামুখ করে বলল : 'কে এই তরুণ কর্তা ? আমার মাছ ধরার আঁকশি দিয়ে তার মাথা চূর্ণ করব।' তার মুখে শপথের অভিব্যক্তি।

'চল, তার সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

মেজর ও তোমাসিনো বন্দর-ক্যাপ্টেনের দপ্তরে লেফটেনান্ট লিভিংস্টোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। মেজর জোপোলো ব্যস্ততার জন্য তাকে অবজ্ঞা করার পর লেফটেনান্টের উষ্মা হয়েছিল। স্থলবাহিনীর একজন অনভিজ্ঞ লোকের অনুরোধ রক্ষার মেজাজ তার আদপেই ছিল না।

অমনোযোগী না হলেও অনন্যমনা মেজর জোপোলো সচেতন ছিলেন না লেফটেনাণ্টের মেজাজ সম্বন্ধে।

তাই মেজর তোমাসিনোকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই সোল্লাসে বললেন: 'এই যে ক্যাপ্টেন, আবার এলাম।'

'তা ত' দেখতেই পাচ্ছি।' লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন দিল নিরাসক্ত নিরানন্দ উত্তর।

'এর নাম তোমাসিনো, এখানকার জেলেদের প্রধান।' নিজের নাম শুনে তোমাসিনো লেফটেনাণ্ট-কে অভিবাদন জানাল ফ্যাসি-কায়দায়। লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন বলল: 'পাশের হল ঘরে বসতে বুড়ো মাঝির আপত্তি হবে কি? আমি নিয়ম করেছি যে, কোনও ইতালীয় আমার দপ্তরে প্রবেশাধিকার পাবে না।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'তোমাসিনো আপত্তি করবে না—আপত্তি করব আমি। এ কি ধরনের দপ্তর পরিচালনা—বিশেষ করে একটি ইতালীয় শহরে?' নিজের নাম শুনে তোমাসিনো আবার অভিবাদন জানাল। অবিচল কণ্ঠে লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন বলল: 'স্থল-বাহিনীর দপ্তর পরিচালনা কেমনভাবে হয় তা আমি জানি না—কিন্তু নৌবাহিনীতে আমরা নিরাপত্তা সম্বন্ধে অবহিত। আমরা অসাবধান হতে পারি না।'

মেজর জোপোলো ক্রুদ্ধ হলেন: 'নিরাপত্তা চুলোয় যাক্। আমি তোমাসিনোর জামিনদার রইলাম।' তোমাসিনো সেলাম দিল।

সে কর্তৃত্ব ঘৃণা করে, তবে দেখেই চিনতে পারে।

লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন কটুকণ্ঠে বলল: 'মেজর, এটা কিন্তু আমার দপ্তর।'

মেজর বলল: 'রেখে দাও তোমার আপিস। এটা তোমাসিনোর শহর।'

আবার সেলাম করল তোমাসিনো।

লেফটেনাণ্ট বলল: 'মেজর, তোমার কি চাহিদা?'

মেজর জোপোলো বললেন: 'আদানোর জন্য মাছ ধরে আনবার কাজে ছটি নৌকোকে অনুমতি দিক নৌবাহিনী—এই আমার চাহিদা।'

লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন বলল: 'অসম্ভব।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'এতে অসম্ভবের কি আছে?'

লেফটেনাণ্ট বলল: 'আমাদের 'কম-নেভ-ইট'-এর কাছ থেকে অনুমতি আনতে হবে—তাকে আবার 'কম-নেভ-ন'-কে জানতে হবে। তারা দুজনেই এডমিরাল। কোন আশাই নেই।'

মেজর জোপোলো বলল : 'ঐ উদ্ভট শব্দগুলোর অর্থ কি ?'

লেফটেনাণ্ট বলল : 'কমাণ্ডার নেভি ইতালী এবং কমাণ্ডার নেভি নর্থ আফ্রিকান ওয়াটার্স'—এগুলি কি অর্থহীন, মেজর ?'

মেজর বললেন : 'তোমাকে সেনাপতিদের কাছে ছুটতে হবে কেন ? তোমাকে কি তারা কোন দায়িত্ব দেয় নি ?'

লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন ধীরভাবে বলল : 'তুমি বুঝবে না। এটি নৌ-বিভাগের সমস্যা।'

'শোন ক্যাপ্টেন, আমরা একত্রে এই তিক্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি। তোমার উদ্বেগের কারণ কি ?'

'এ লোকটি যে ইতালীয় নৌ-বাহিনীতে ছিল না তা তুমি সঠিক জান কি ? সে জার্মান নৌবাহিনীর ভাড়াটে লোক হতে পারে ? মাছ ধরতে চাওয়াটা তার ছলনা হতে পারে।'

মেজর জোপোলো হতবাক—হাসতে ভুলে গেলেন।

'তোমাসিনো গুপ্তচর !' বললেন মেজর : 'তুমি তোমাসিনোর সঙ্গে কথা বলেছ ?' তোমাসিনো সেলাম ঠুকল।

লেফটেনাণ্ট বলল : 'ও ইংরাজী বলতে পারে ?'

মেজর জোপোলোর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল। তিনি বললেন : 'শোন, ক্যাপ্টেন, এ শহর ক্ষুধার্ত। শহরে মাছের প্রয়োজন। যদি বিকল্প খাদ্য না পায় তবে শহরের লোক মারা যাবে অনাহারে। তুমি এদের মৎস্যশিকারে যেতে দেবে কি দেবে না ?'

মেজরের দৃঢ়তায় অবাক হল লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন।

'জলের মধ্যে পাতা মাইনের সংস্পর্শে এসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে এরা'—অন্যভাবে প্রতিরোধ করতে চাইল সে।

'কিছু আসে যায় না। এখন যুদ্ধের সময়। কিছু লোককে বাঁচাতে হলে কিছু লোকের প্রাণ যাবেই। তুমি এদের মাছ ধরতে যেতে দিচ্ছ কি দিচ্ছ না, তা বল ?'

লেফটেনাণ্ট অনিশ্চিতভাবে বলল : 'দেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয় না।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'তুমি যদি অনুমতি না দাও তা হলে প্রত্যেকটি লোকের মৃত্যুর খবর আমি তোমার সেনাপতির কাছে জানাবো—এও জানাবো তার সঙ্গে যে, তুমিই ঐ অনাহারে মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

লেফটেনাণ্ট বলল : 'কোনও একটা ব্যবস্থা করা যায় না ?'

'সেই করার কথাই তো বলছি। আগামী পরশু-র মধ্যে ছখানা পথ-নির্দেশ চিত্র ছকে রাখবে। মাইন-পাতা অঞ্চল থেকে তাহলে নৌকোগুলি পরিত্রাণ পাবে। মাইন-মুক্ত অঞ্চলের বাইরে যাতে মাঝিদের মৎস্য-চারণ ক্ষেত্র না হয় তা আমি দেখব। পরশু—কথা রইল কিন্তু।'

বাউয়ারি ও টামানি হলের ছাত্র মেজর জোপোলোর কথা হৃদয়ঙ্গম করতে না করতেই কেণ্ট ও ইয়েল-এর ছাত্র লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন বলে ফেলল : 'তাই হবে।'

লেফটেনাণ্ট তাঁর কথার তাৎপর্য বোঝবার আগেই তোমাসিনোকে নিয়ে স্থান ত্যাগ করল মেজর।

বাইরে এসে তোমাসিনো বলল : 'ওকে আমার ভাল লাগল না। ও বলে কি ?'

'বোকার মত অনেক কথাই বলল, তবে একটি কথা খাঁটি বলেছে। মাছ ধরবার সময় মাইন-এর ধাক্কায় আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নৌকোর সাথে মাইনের ধাক্কা লাগতে পারে।'

তোমাসিনো বলল : 'আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। আদানোর মাঝিদের জীবন বড় দুঃখের। মেজর, আমরা শুধু মৎস্য শিকারে যেতে চাই। ভেট দিতে হলেও আমরা নিবৃত্ত হব না ; আজ আপনি ভরসা দিয়েছেন যে, সেই ভেট দিতে হবে না আমাদের। আপনাকে ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য তোমার। তোমাসিনো, আমি তোমার হস্তচুম্বন করছি, কারণ তুমি মাঝিদের দলপতি হতে সম্মত হয়েছ।' তোমাসিনোর বিহ্বল দৃষ্টি এই কর্তাব্যক্তির উপর নিবদ্ধ হল, সে বলল : 'আপনি সত্যিই অন্য প্রকৃতির।' বুড়ো মাঝি ফিরল—ছুটল, জল পেরিয়ে উঠল তার 'তীনা'-তে—কণ্ঠ তার সোচ্চার ; যেন সে তার নৌকোটিকে শুনিয়ে বলছে : 'আমরা যাচ্ছি মাছ ধরতে। আমরা যাচ্ছি মাছ ধরতে। আমরা যাচ্ছি মাছ ধরতে।'

। ৯ ।

টেলিফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো, হ্যাঁ, জোপোলো কথা বলছি—মিত্রশক্তি অধিকৃত অঞ্চল-শাসক, আদানো'।

'জোপোলো, তুমি ? ভিচিনামারে থেকে বলছি—আমি সারটোরিয়াস।'

'ও, তা কি খবর, কর্ণেল ?'

'সেই ঘণ্টার খবর চেয়েছিলে ?'

'কিছু সংবাদ আছে নাকি ?'

'বলছি। ঘণ্টা সম্বন্ধে সব তথ্যই আমি পেয়েছি। পেতে লেগেছে মাত্র মিনিট পনের সময়। ঈশ্বরের দয়া বলতে হবে। এখানকার শহরগুলির এ জাতীয় তথ্য ফ্যাসিরা যত্ন করেই রেখেছিল—আমাকে শুধু আদানো নামের পঞ্জীগুলোর মধ্যে উঁকি দিতে হয়েছে। আমি বলব ফ্যাসিরা কাগজে কলমে কোন ফাঁক রাখেনি। একফোঁটা সন্দেহের আঁচ পেলেও, তারা প্রাদেশিক শাসনবিভাগের নজরে তুলে ধরত।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'ঘণ্টার বিষয় কি জানলে ?'

'হ্যাঁ, আমি তিন জায়গায় এর উল্লেখ পেয়েছি।'

'আমরা ঘণ্টাটি ফিরে পেতে পারি কি ? আমি এটুকুই জানতে চাই।'

কর্ণেল রিচার্ড এন, সারটোবিয়াস গোছালো লোক, পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

সে বলল : 'নথিতে প্রথম উল্লেখের তারিখ ১৫ই জুন। এখানে লেখা আছে যে, আদানো থেকে ঘণ্টাটি আনা হল খচ্চরের গাড়ীতে চাপিয়ে—এর গঠনরীতি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ও সাবেকি ধরনের এবং এটিকে খাপে পুরে আনতে হয়েছিল। ফলে ব্যয় হয়েছে পুরো তিনটে দিন।'

'ঘণ্টাটি এখন আছে কোথায় ? সন্ধান পেয়েছ তার ?'

'এর দ্বিতীয় উল্লেখের তারিখ ২২শে জুন। বলা আছে যে, মোটর-জাহাজ 'আলকুরি'-তে করে জেনোয়া হয়ে ঘণ্টাটি চালান যাচ্ছে মিলান-এ। যাত্রার

ঠিকানা : 'ফেকোরাত্তা গোলা-বারুদ-কামান তৈরীর কারখানা', ভিয়া এড্ডা মুসোলিনি, মিলান।'

'হায়, হায়! জাহাজে করে পাচার করেছে।'

'তৃতীয় উল্লেখে বলা হচ্ছে যে মিলানের ৪৩নং ভিয়া এড্ডা মুসোলিনিস্থ 'ফেকোরাত্তা বন্দুক কারখানা' প্রাপ্তি স্বীকার করেছে এ ঘণ্টার। আচ্ছা, রাস্তার এরকম বিদঘুটে নাম রাখার কোন মানে হয়? এ লিপির তারিখ ২রা জুলাই। জোপোলো, আর দেখতে হবে না, তোমার ঘণ্টাটি এখন কামানের আকার পেয়েছে।'

'চুলোয় যাক্!'

'আমি তোমার জন্য কাগজপত্রের তথ্য তুলে ধরলাম।'

'কিন্তু বিশ্রীরকম নৈরাশ্যজনক।'

'আমি দুঃখিত। কিন্তু ঘণ্টাটির পরিক্রমণ পথের যথার্থ বিবরণ দিতে পেরে আমি খুসী হয়েছি।' কর্ণেল সারটোরিয়াস মৌখিক ধন্যবাদটুকুই শুধু পেতে চায়।

'এখানকার লোকেরা ভগ্নমনোরথ হবে'—বললেন মেজর।

'সত্যি? এসো না আমার এখানে একবার'—বলল কর্ণেল। ফোন রাখার শব্দ হল।

। ১০ ।

যেদিন মেয়র নাস্তা পাহাড়ের অজ্ঞাতবাস ছেড়ে শহরে এল, জোপোলো প্রথম সেদিন আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে, আমেরিকানদের পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে আদানোর লোক।

'আলবের্গো দেই পেসকাটোরি'-তে মধ্যাহ্ন ভোজন সারছিলেন ক্যাপ্টেন পারভিস্-এর সঙ্গে মেজর জোপোলো—দুজনের বেশ ভাব হয়ে গেছে এখন। বোধহয় দুজনেই পদস্থ কর্মচারী ও আমেরিকার অধিবাসী বলে। স্বদেশে দুজনের মধ্যে দু-মেরুর ব্যবধান থাকতে পারে, এখানে তারা নিজেদের কাজের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গল্পগুজব করতে পারে, হাসিঠাট্টা করতে পারে, পরস্পর মত

আদান প্রদান করতে পারে, তাদের মধ্যে যে নাড়ীর যোগ ! জোপোলো প্রচুর মদ্যপান করুক—এটাই পারভিস-এর দাবী। এ নিয়ে শুরুতে তিক্ততা—ক্রমে ব্যঙ্গ এবং এর অবসান হল আমোদে।

আদানোতে 'আলবোর্গো দেই পেসকাটোরি'-ই উৎকৃষ্টতম খাদ্য পরিবেশন করে এবং মেজর ও ক্যাপ্টেন এ দোকানের নিয়মিত খদ্দের। খুব সুখাদ্য নয়, তবে 'সি-রেশন'-এর চেয়ে ভাল। মধ্যাহ্ন ভোজ ও নৈশভোজের উপকরণের তফাৎ নেই, বৈচিত্র্যও নেই : টমাটোর রসের সঙ্গে পাস্তা (পিঠে), একটু শাক-ভাজা ও পনির, একটি ওমলেট, রুটি, ফল এবং লাল মদ। দোকানে নজন খরিদ্দার নিয়মিত—মেজর, ক্যাপ্টেন, দোকানের মালিক ও তার স্ত্রী, দুজন রূপোপজীবিনী ও তাদের দুজন নিত্য নূতন সঙ্গী।

প্রতি ভোজের সময় মেজর একবার করে বলেন, 'একদিন আমাকে শহর থেকে এদের তাড়িয়ে দিতে হবে।' বারান্তরে এটা অভ্যাসে পর্যবসিত হল। তখন শোনাত স্বস্তিবচনের মত—ভোঁতা হয়ে গেল বচনের ধার।

প্রত্যেক ভোজন-পর্বে কিছু নিষ্কর্মা জুটত দোকানে। তারা শুনত মধ্যাহ্নের ও ছটা তিরিশের রোম থেকে বেতার-সম্প্রচার।

যেদিন মেয়র নাস্তা জংলা পাহাড় থেকে নেমে এল সেদিন মধ্যাহ্নভোজ শেষে মেজর জোপোলো ও ক্যাপ্টেন পারভিস সবে উন্নাসিক নৌ-কর্তা লিভিং-স্টোনের কথা আলাপ করছিলেন, হঠাৎ রাস্তায় অস্বাভাবিক হট্টগোল শোনা গেল। ক্রুদ্ধ চীৎকার ও বাঁশির শব্দ।

ঐ সময় রোম থেকে বেতার প্রচার চলছিল—নিশ্চয়ই আপত্তিকর কিছু উক্তি ছিল তাতে। মেজর জোপোলো অনুমান করলেন : 'ডোপো লাভোরো-র কোনও আড্ডা থেকে উঠছে জনতার উপহাস। কয়েকদিন আগে বেতার-বার্তার প্রতি এদের এমনি ব্যঙ্গ-গর্জনের কথা আমার কানে এসেছিল—আজ শুনলাম স্বকর্ণে।'

ক্যাপ্টেন পারভিস্ বলল : 'এ দোকানের লোকগুলো নিশ্চুপ কেন ? এদের ব্যাপার কি ? এরাও ঠাট্টা করুক।' বাইরের গোলমাল ধাপে ধাপে বাড়তে লাগল—পথ বেয়ে ভেসে আসতে লাগল। খাবার দোকানের নিষ্কর্মা প্রায় সব লোক রেডিও শোনা স্থগিত রেখে পথে নামল। আরও উঁচু পর্দায় চড়ল গোলযোগ—মুঠো ভর্তি ফল নিয়ে বেরিয়ে গেল দেহজীবিনী দুজন, পশ্চাতে

তাদের মূল্যদাতা অতিথিরা। তারপর পাস্তা-মুখে ঊর্ধ্বশ্বাসে গেল মালিক, তার পত্নী ও পুত্র।

অবশেষে মেজর জোপোলো বললেন: 'ব্যাপার কি? চলো দেখি।'

পথের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে একজন নির্বান্ধব, নিঃসহায়-দৃষ্টি পথিক—অত্যধিক খর্বকায়, কিন্তু স্থূলদেহী। পরিচ্ছদ ময়লা ও শতচ্ছিন্ন—পাদুকা ধূলিধূসরিত। করুণ মুখ আনত—সে চলছিল আস্তে আস্তে। নাকের উপরে ন্যস্ত রীমলেশ চশমা জোড়াই তার অবয়বে ধরে রেখেছে গৌরবের বিলীয়মান রেশটুকু।

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে হল্লা করতে করতে, ব্যঙ্গাত্মক শিস দিতে দিতে বিরাট জনতা পিছু নিয়েছিল। তাদের ভয় যায় নি—লোকটির কাছে ডিনামাইট থাকতে পারে। শ্লেষ দশগুণ বেড়ে গেছে—কারণ এ লোকটির প্রতি বিতৃষ্ণা দেখাবার সুযোগ পেল আদানোর লোক এই প্রথম।

খিল-তোলা ঘরের আড়ালে বসেও অতীতে তারা মেয়র নাস্তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারেনি—নাস্তার কান নাকি থাকত সব দেয়ালে, চোখ থাকত সব জানলার ফাঁকে, আর শাস্তি ছিল লোমহর্ষক।

কিন্তু আজ প্রাণের আশ মিটিয়ে নিল তারা।

'ফ্যাসি-শূয়রের বাচ্চা'—সোচ্চার হল তারা। এই সম্বোধনই অনেকবার তাদের মুখে ধ্বনিত হল।

তারা এও জোর দিয়ে বলল: 'খুনী অকুস্থলে ফিরে আসেই।' তারা জানতে চাইল: 'মেয়র নাস্তার চাবুক কোথায় গেল?'

অবাক করে দিয়ে গর্বভরে গণিকা দুজনও চেঁচিয়ে উঠল: 'গণিকার সন্তান!'

ভীড়ের মধ্যে একজন যাজক উচ্চকণ্ঠে বলল: 'নাস্তিক।'

কয়েকজন শিশু চিৎকার করতে করতে ছুটছিল: 'শূয়োরের বাচ্চা! শূয়োরের বাচ্চা!'

জনতার ক্ষিপ্ততা সন্ত্রাসের কিনারায় এল। 'আলবের্গো দেই পেসকাটোরি'-র উল্‌টো দিকে যখন পৌঁছল দুর্ভাগা মেয়র, একজন গণিকা ছুঁড়ে মারল একটি কুল। তাগ ঠিক না হওয়ায় সেটা রাস্তায় পড়ল সশব্দে।'

দ্বাদশবর্ষীয় একটি ছেলে ছুঁড়ে দিল একখণ্ড পাথর। ইষ্টকবর্ষণ সুরু হল—অনেক ক্ষণের অবদমিত আক্রোশের চীৎকার প্রতিহিংসার হুঙ্কারে ফেটে পড়ল।

ক্যাপ্টেন পারভিস ও মেজর জোপোলো দৃষ্টি বিনিময় করলেন। মেজর বললেন: 'এ বন্ধ করতে হবে।'

তীক্ষ্ণবুদ্ধি না হলেও ক্যাপ্টেন পারভিস নির্ভীক আমেরিকান। দ্রুত গিয়ে সে মেয়র ও জনতার মাঝে দাঁড়াল। হাত তুলে সজোরে বলল: 'থাম, থাম তোমরা, নির্বোধ বেজন্মার পাল।' থামল না জনতা। ক্যাপ্টেন পারভিস-এর পাশ দিয়ে রাস্তার দিকে উড়ে গেল একটুকরো পাথর।

ক্যাপ্টেন পারভিস্ পকেট থেকে পিস্তল বের করল। এই-ই যথেষ্ট। সামনের লোকগুলো পিছনে চাপ দিল, ফলে অনড় হল জনতা। ক্যাপ্টেন পারভিস রাস্তার ধারের হাঁটা-পথে সরে এল।

মেয়র নাস্তা মুক্তি পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে রক্ষাকর্তাদের পাশে হাজির হল। ধন্যবাদে মুখর নাস্তা বলল: 'হে ভগবান, আমেরিকানরা আমার বন্ধু। এই কৃতঘ্ন লোকগুলোর হাত থেকে বাঁচালে বলে তোমাকে সাধুবাদ দিচ্ছি। বহু বছর এদের সেবা করেছি—দেখলে তার প্রতিদান? আমি এখানে নিঃসহায়। একলা এ কদিন আমি ছিলাম পাহাড়ের আড়ালে। আমার সঙ্গী কেউ হয় নি। অন্যান্য সকলে নতি স্বীকার করেছে। আমি সব ভেবে দেখেছি—আমার সাধ্যমত আমি তোমাদের সাহায্য করব।' সে বকে চলল—তার স্বর চড়তে লাগল।

জনতার একজন শুনিয়ে বলল: 'মিস্টার মেজর, ঐ লোকটিকে সাহায্য করলে আপনি আমাদের বন্ধুত্ব হারাবেন।'

মেজর জোপোলো পরিস্থিতি আয়ত্বে আনবার জন্য তাড়াতাড়ি রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেন। হাত উঁচু করে নিরস্ত হতে বললেন জনতাকে। পাছে জনতা উঁচু হাত দেখে ফ্যাসি অভিবাদন বলে একে ভুল করে তাই সজাগ জোপোলো তুলেছিলেন বাঁ হাত। 'তোমরা সবাই বাড়ী ফিরে যাও। এ লোকটি তার প্রাপ্যই পাবে। একে বন্দী করা হল।'

মেজর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন পারভিসকে ইংরাজীতে বললেন: 'পারভিস্, এদের চোখের সামনেই ওকে গ্রেপ্তার কর, এখনই।'

ক্যাপ্টেন মজা দেখছিল। মেয়র নাস্তার গলা টিপে ধরে চেঁচিয়ে বলল: 'বেশ মজার ব্যাপার তো। দূর ছাই, ইতালীয় ভাষা যদি জানতাম!'

ভীড় পাতলা হতে লাগল। সকলেরই কণ্ঠে ক্ষোভের ভাষা—প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা থেকে বঞ্চিত হল তারা।

পারভিস বলল: 'এই ক্ষুদে প্রগল্ভ লোকটি কে? ওরা একে ঘৃণা করে—তাই না?'

মেজর জোপোলো বললেন : 'উনি ছিলেন এখানকার মেয়র।'

'ওঃ, সেই মূর্তিমান—বোর্থের কাছে শুনেছি এর কথা—তবে ত' চটবার কারণের অন্ত নেই।' বলেই নাস্তার দেহের পশ্চাতে একটি লাথি কষিয়ে দিল। 'তুমি একজন ক্ষুদে বেজন্মা'—এ বাক্যের ইতালীয় অনুবাদ না জানার ফলেই পা তুলতে হল তাকে।

চূড়ান্ত বিরক্তিতে ইতালী ভাষায় ঝাঁঝিয়ে উঠল মেয়র নাস্তা : 'আমাকে নিয়ে কি করতে চাও? গুলি করে মারতে চাও ত বল সে কথা। পেছন থেকে গুলি ছুঁড়ো না।'

নিজের দপ্তরে নিয়ে গেলেন নাস্তাকে মেজর জোপোলো।

প্রত্যেকেই তাকে দেখে বীতশ্রদ্ধ—তার প্রাক্তন আদালী দ্সিতো এবং হাড়গিলের মত দেখতে সহকারী মেয়র দার্পাও বাদ গেল না—কে একজন তাকে শুনিয়ে অশ্লীল মন্তব্যই করে ফেলল।

খবর রাষ্ট্র হল পালাৎসার আশেপাশে—মেয়র নাস্তা ফিরেছে। মেজরের দপ্তর-ভবনের এক প্রান্তে মেয়রের দপ্তর-কক্ষ—তার দরজার ফাঁকে অনেক মাথা আটকে রইল—মেয়রের ঝোড়োকাকের মত মুখখানা দেখে ব্যঙ্গ-জর্জর করে দেবার কামনা তাদের।

মেজর জোপোলো দ্সিতো ও জিউসেপ্পেকে বললেন : 'আমি নির্জনে মেয়র নাস্তার সঙ্গে কথা বলব। কোণের দিকের ঘরের কাছে গিয়ে বল—ওরা যেন আমাকে বিরক্ত না করে। দরজা খোলার শব্দেও আমি বিরক্ত হব, এমন কি চাবির গর্তে কান ঘষাতেও।'

'তাই বলে দিচ্ছি'—দ্সিতো উত্তর দিল।

'তারা বিরক্ত করতে পারবে না,' বলল জিউসেপ্পে।

মেজর নিজে আসন গ্রহণ করে রূঢ় কণ্ঠে বসতে বললেন মেয়রকে।

ডেস্কের সম্মুখে একটি চেয়ারে বসলেন মেয়র নাস্তা।

'আচ্ছা, ইচ্ছেটা কি পরিষ্কার করে বল।' বললেন মেজর।

মেয়র নাস্তা ডেস্কের কাঠের ওপরে হাত ঘষতে লাগল মনোবেদনায়, তার কণ্ঠে আর্তি : 'ভাবতে অবাক লাগে, আমাকে ডেস্কের উল্টোদিকে আজ বসতে হচ্ছে।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'আরও হয়ত অবাক হবে যদি তোমার আসন পৌর-কারাগারের লৌহকপাটের অন্তরালে পাতা দেখ। কি চাও তুমি?'

মেয়র নাস্তা চশমাটি নাকের উপরে ঠিক বসিয়ে বলল : 'মিস্টার মেজর, আমাকে আর একটি সুযোগ দিন।' মেজরের মুখের দিকে না চেয়েই বলল।

'তুমি একটি সুযোগ নেবে!'—সক্রোধে জোপোলো বললেন : 'তুমি কাউকে একটি সুযোগ কখনও দিয়েছিলে?'

'আমি অনেক ভেবেছি—এ কদিন আমি একলা কাটিয়েছি। নিঃসঙ্গ রাত্রি আরও ভয়ঙ্কর। আমি চিন্তা করে দেখেছি, মিস্টার মেজর। আমি সাধ্যমত সহায়ক হব আপনাদের কাজে,' মেয়র নাস্তা বলল।

'কত বছর তুমি মেয়রের পদে অধিষ্ঠিত ছিলে?'

'ন বছর, মিস্টার মেজর।'

'ন বছর কর্তৃত্বে থাকবার পর আজ তোমার ভাবার সময় হল? ভেট, উৎকোচ, চুরি ও জনসাধারণের উপর অত্যাচার—ন বছরের এই অপকীর্তির অবসানে আজ চেতনা হয়েছে তোমার—আজ তুমি বাড়িয়ে দিচ্ছ কল্যান হস্ত?'

'অন্যান্য ফ্যাসিবাদীদের আপনি নিয়েছেন আপনার দপ্তরে। আমি একটু আগে দার্পার মুখ দেখেছি—আমার অর্থ-সচিব তাল্লিয়াভিয়া রয়েছে—কারাবিনিয়ারি-প্রধান গরগানোও স্থান পেয়েছে। এদের কাজে লাগাতে যদি পারেন, মেয়র নাস্তাই বা বাদ যাবে কেন?'

'আমি পেয়েছি নতুন মেয়র—আগের চেয়ে যোগ্য।'

নাস্তা আহত হল, বলল : 'কে নতুন মেয়র?'

'দলিল-দস্তাবেজ-অধিকর্তা বেলাঙ্কা, সৎলোক। প্রাক্তন মেয়রের চেয়ে বেশী সৎ।'

প্রাক্তন মেয়র বলল : 'বেলাঙ্কা সৎ ঠিকই। নাস্তার জন্যও একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দিন। মেয়রের পদের তুলনায় কম মর্যাদার হলেও আমার আপত্তি নেই।' ডেস্কের কাঠের উপর হাত রগড়াতে লাগল সাগ্রহে। আবার বলল : 'আমি বুড়ো হয়েছি, পূর্বের মত কর্মক্ষমও নই। একটু কম সম্মানের কাজ হলেও আমি তা গ্রহণ করব।'

মেজর জোপোলোর চক্ষু রক্তবর্ণ হল, তিনি হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন : 'গ্রহণ করবে, বটে? হ্যাঁ, কাজ তুমি একটা পাবে। আমেরিকান সেনাদলের ক্যাপ্টেন বোর্থের কাছে প্রত্যেকদিন সকালে হাজিরা দেবে 'ফ্যাসিও'-তে। প্রত্যেকদিনই এই তোমার কাজ। নাস্তা, জেনে রাখ, এ কাজ অবহেলা করলে হাজতে যেতে হবে।'

'আপনি বলছেন কি? নাস্তাকে সাধারণ নবীন-অপরাধীর মত বিচার-নিরপেক্ষ নজর-বন্দী রাখতে চান?'

'ও, তা হলে বিচার-নিরপেক্ষ নজর-বন্দী রাখার রীতির সঙ্গে নাস্তার ঘনিষ্ঠতা আছে দেখছি? নাস্তাকে অভিজাত বলতে হবে। তোমার উর্বর মস্তিষ্ক আরও কড়া কড়া শাস্তির আকর, আমার মনে হয়।'

'আমার প্রতি নিষ্করুণ হবেন না—দয়া করে আমাকে কোনও কাজ দিন'—অনুনয় করল নাস্তা।

'দয়া চাও? দয়া কি তোমার প্রাপ্য? যে অপরাধ তুমি করেছ আদানো-বাসীদের উপর নিগ্রহ চালিয়ে তার শাস্তি দিতে হলে বিনা বিচারে তোমাকে গুলি করে মারা উচিত। লাভের আশা না থাকলে তুমিও কোনদিন দয়া করো নি। আমি তোমাকে বিচার-নিরপেক্ষ নজর-বন্দী করলাম। তুমি ফ্যাসিপন্থী—তাই ভবিষ্যতে শিষ্ট থাকবে।'

মেয়র নাস্তার মাথা নুয়ে পড়ল, নত হয়েই সে বলল: 'যা বলবেন তাই হবে, মিস্টার মেজর! যার কাছে আমি হাজিরা দেব সে অফিসারের নামটি যেন কি বললেন?'

'তার নাম বোর্গ—সে অফিসার নয়, একজন সার্জেণ্ট। তুমি এমন মান্যবর নও যে তোমার দায়িত্ব একজন অফিসারকে দিতে হবে।'

'তা ঠিক, মিস্টার মেজর।'

এ ঘটনার পর থেকে 'ফ্যাসিও'-তে রোজ সকালে একবার করে সার্জেণ্ট বোর্গকে দেখা দেয় মেয়র নাস্তা।

ঘৃণায় ও কৌতূহলে মেয়রের পিছু সর্বত্র লেগে থাকত দু-চারজন লোক। তাই পরের দিন সকালবেলা যখন সর্বপ্রথম মেয়র সার্জেণ্ট বোর্গের সাক্ষাৎপ্রার্থী হল তখন সেখানে জমেছে ছোটখাটো ভীড়। দর্শকরা যা কিছু দেখল এবং শুনল তাই উপভোগ করল। এ অবস্থা সার্জেণ্ট বোর্গের কাছেও মজার কারণ তার মতে এই বৃদ্ধটাই তামাসা।

সামরিক পুলিশের দপ্তরের একটি কক্ষে পা দিয়ে ছিন্ন-পোষাক নাস্তা নাকের উপরে চশমা ঠিক করে বসিয়ে নিল, তারপর বলল: 'সার্জেণ্ট বোর্গকে কোথায় পাব, বলতে পারেন?'

'আমিই বোর্গ।'

'আমি নাস্তা।'

'আরে, তুমিই সেই মেয়র ?' হুঙ্কার ছাড়ল সার্জেন্ট বোর্থ। সে দাঁড়িয়ে উঠে হাত কচলাতে কচলাতে বলল: 'ধরে নিতে পারি তুমি প্রায়শ্চিত্ত করতে আদানো-য় এসেছ। ঠিক কি না, হৃদয়বান মেয়র ?'

'আমাকে প্রতিদিন এখানে দেখা দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। সার্জেন্ট, আমি দেখা দিতে আসব, অপমানিত হতে নয়।'

'তুমি আমাকে মিস্টার সার্জেন্ট বলে সম্বোধন করবে।'

অনেক দিনের অভ্যাসবশে নাক দিয়ে সজোরে নিশ্বাস ফেলল মেয়র নাস্তা—একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ বেরোল।

বোর্থ বজ্রকঠোর স্বরে বলল: 'নাস্তা, তোমার সম্বন্ধে আমি যা জানি তুমি নিজেও এতটা জান না। তোমার আচরণে সাবধান থাকবে। জবাব দাও কটা প্রশ্নের—ভদ্রভাবে। এ কি সত্যি যে আদানোতে তুমি এসেছ পাপের জন্য অনুতাপ করতে ?'

ক্রোধে মেয়র নাস্তার মুখ রক্তশূন্য হলো—কিন্তু সে বলল: 'আমার মনে হয় আপনি তা বলতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।' বোর্থের গলায় নম্রতার আতিশয্য। সে আরও বলল: 'অতএব প্রত্যেকদিন সকালবেলা ক্যাপ্টেন বোর্থের সামনে একটি করে অপরাধ উল্লেখ করে তার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করবে। তুমি অপরাধটি নিজে স্থির করতে পার অথবা বোর্থও স্থির করে দিতে পারে।'

মেয়র নাস্তা নাসিকা-গর্জন চেপে রাখতে পারল না।

'আচ্ছা বেশ,' অত্যন্ত নম্রভাবেই বলল বোর্থ, 'বোর্থ নির্দেশ করে দেওয়ায় তুমি সম্মত। ভালই হল। আজকে আমরা আলোচনা করব তোমার পলায়ন বিষয় নিয়ে! আমেরিকার আক্রমণের সময় তুমি কর্তব্যস্থল পরিত্যাগ করে লজ্জাজনক-ভাবে পালিয়েছিলে। এ পাপের নাম কি, নাস্তা ?'

'কি আপনি বলছেন ? কি একে বলে ?'

'শব্দ পেতে দিশেহারা হচ্ছ। আচ্ছা দেখ, বোর্থই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেবে। একে বলে কাপুরুষতা।'

মেয়র নাস্তার নাক সশব্দ হল।

'কোন্ পক্ষে আছ এটাই বড় কথা নয়। নরপশুদের দলেই থাক আর যেখানেই থাক, পলায়ন পাপের সামিল—তাই নয় কি মেয়র ?' কম্পিত হস্তে মেয়র নাস্তা জায়গামত বসিয়ে নিল তার ঝুলেপড়া চশমা। 'আমার প্রশ্নের জবাব

দাও: তুমি কারাবিনিয়ারী দলের রক্ষীদের হাতে বন্দুক তুলে দাও নি? কোষাগার রক্ষীদের হাতে হাতবোমা তুলে দাও নি? শেষ লোকটিকে পর্যন্ত যুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্য সুললিত আহ্বান জানাওনি? তারপর—তারপর নিজে জংলা পাহাড়ে পালিয়ে গা ঢাকা দাওনি?'

মেয়র নাস্তার গলা কাঁপছিল, সে বলল: 'আপনিই বলুন, সার্জেণ্ট, আপনি ত সবই জানেন।'

সার্জেণ্ট বোর্থ উচ্চকণ্ঠে বলল: 'নজর-বন্দী, জবাব দাও।'

মেয়র নাস্তা শান্তকণ্ঠে বলল: 'ওরকম আমি করেছিলাম, সার্জেণ্ট।'

'সার্জেণ্ট নয়, মিস্টার সার্জেণ্ট বলবে।'

'আমি ওই রকমই করেছিলাম, মিস্টার সার্জেণ্ট।'

'নাস্তা, এ লজ্জাকর পাপের জন্য তুমি দুঃখিত?'

মেজর নাস্তা পিছনে অনেক লোকের চাপা ব্যঙ্গ-কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিল।

সে ভীরুকণ্ঠে বলল: 'হ্যাঁ, দুঃখিত, মিস্টার সার্জেণ্ট।'

বোর্থ বলল: 'আচ্ছা, এবার আসতে পার।'

ক্ষুদ্র ভীড়ের কাছ থেকে বন্ধুরা শুনল মেয়রের প্রথম অনুতাপের কথা। ফলে পরের দিন সকালে বোর্থের দপ্তরের সম্মুখে নাস্তার উপস্থিতির সঙ্গে উপস্থিত হল আরও বেশী লোক।

দ্বিতীয় দিনে দরিদ্র শহরে প্রাসাদের মালিক হওয়া, মেঝের মাদুরের তলায় অর্থ লুকিয়ে রাখা এবং ভেট নেওয়ার পাপে অনুতপ্ত হতে হল নাস্তাকে বোর্থের তাড়ায়।

তৃতীয় দিনে ফ্যাসিবাদী হওয়ার জন্য এবং তরুণ বয়সে 'সেগ্রেটারিয়া ফেডারেল ডি রোমা' দলের সভ্য হওয়ার জন্য বোর্থের চাপে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল নাস্তাকে।

চতুর্থ প্রভাতে, সাহসের সঙ্গে না হলেও ফ্রাঙ্কোর স্পেনের পক্ষে সংগ্রামে নামার অপরাধ স্বীকার করতে হল নাস্তাকে, অনুতাপ প্রকাশও করতে হল।

পঞ্চম দিনে সার্জেণ্ট তাকে মাছের বাজার, রুটির দোকান ও শাকসব্জির বাজার থেকে তোলা নেওয়া এবং শহরের আমদানী বাণিজ্যের পঁচিশ ভাগ গ্রাস করার পাপের জন্য অনুতাপ করতে বাধ্য করল।

ষষ্ঠ প্রভাতে তাকে গুপ্তচর হতে চাওয়ার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। সে

বোর্থকে প্রস্তাব দিয়েছিল যে, এই স্বীকারোক্তির হাত থেকে সে যদি অব্যাহতি পায় তবে সে আমেরিকানদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি নেবে।

সপ্তম দিনে—দুজন তরুণীর উপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করার পাপে নাস্তাকে অনুতপ্ত হতে হল।

এভাবে দিনের পর দিন প্রায়শ্চিত্ত চলল। প্রতিদিন 'ফ্যাসিও'-তে সার্জেন্ট বোর্থের অফিসের সামনে ভীড়ের আয়তন বাড়তে লাগল—সেইসঙ্গে উচ্চতর হতে লাগল বিদ্রূপের উল্লাস।

। ১১ ।

একদিন পালাৎসো-তে এসে মেজরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল মাঝি তোমাসিনো। একজন আমেরিকান পর্যটকের মত ঊর্ধ্বমুখ ও বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে ঐ দপ্তর-ভবন দেখতে দেখতে তোমাসিনো এসে ঢুকলো মেজরের কক্ষে।

কিন্তু তোমাসিনোর আগ্রহ চলে গেল—ফিরে এল বিষণ্ণতা। সে বলল: 'আমি চাই নি এমনটি।'

'কি চাও নি, তোমাসিনো?'

'এই পালাৎসো-তে আসতে—এই ক্ষমতাশালীদের দপ্তরে। আমি জীবনে যা করিনি আমার স্ত্রী আমাকে দিয়ে তাই করালো।'

'কি তার উদ্দেশ্য?'

'মহিলার যুক্তি হল যে, আপনি যদি নিজেকে খাটো করে মাছের নৌকোয় এসে সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে পারেন, আমিও নয় প্রতি-সাক্ষাতের জন্য নিজেকে অবনত করলামই। তার নিমন্ত্রণ রইল আপনার কাছে। আজ রাত্রে নৈশ-ভোজনে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে 'টোরোনে' খেতে হবে আপনাকে—মেয়ে তীনার হাতে তৈরী আহার্য। আমার স্ত্রী বড় কড়া-মেজাজের লোক। আমি তাকে পছন্দ করি না। সে নিজেকে বাড়ীর কর্ত্রী মনে করে—তার ইচ্ছাই যেন আদেশ।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'তোমার স্ত্রীকে বলো—এ আমন্ত্রণ-লিপি পৌঁছে দিতে তাঁর স্বামীর উৎসাহ না থাকলেও মেজর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন সানন্দে।'

তোমাসিনো বলল : 'আমি ওকে ঘৃণা করি—ওকে কিছু বলার মত মন আমার নেই।'

মেজর জোপোলো বলল : 'কখন যাব বল।'

তোমাসিনো কালো মুখ করে বলল : 'আপনি কর্ত্তা ব্যক্তি—আপনিই সময় ধার্য করুন।'

আকস্মিকভাবে তখনই মনে ভেসে উঠল দুটি বাক্য—'জোপোলোকে লেখা জোপোলোর লিপি'তে যা মেজর নিজেই বিধিবদ্ধ করেছেন। মিত্রশক্তি অধিকৃত-অঞ্চল শাসনের বিধিগুলি যে খাতায় লেখা আছে মেজর সেখানে জুড়ে দিয়েছিলেন : 'প্রসাদ দেবে না কাউকে....নিমন্ত্রণ গ্রহণে সতর্ক থাকবে।' তোমাসিনোর বাড়ী যাওয়া কারও চোখে না পড়লেই ভাল হয়। দোভাষী জিউসেপ্পের মত লোক এর তির্যক অর্থ করবে। অন্ধকারে শহর ডুবে গেলে যাওয়াই হবে যুক্তিযুক্ত। সূর্য অস্ত যায় আট-টা পনের-তে—অন্ধকার আসে তখন।

'তোমাসিনো, রাত নটায় গেলে কেমন হয়?'

তোমাসিনো বিমর্ষভাবেই বলল : 'আটটা, নটা, দশটা—কি আর পার্থক্য?'

'আমি নটায় ঠিক পৌঁছে যাব। ঠিকানাটি কি?'

'৯নং ভিয়া ভিত্তোরিও ইমানুয়েল-এ থাকি—ভয়ঙ্কর সে বাড়ীটি।'

ঘড়ি ধরে ৯নং ভিয়া ভিত্তোরিও ইমানুয়েলে ঘা দিলেন মেজর জোপোলো রাত নটায়। তোমাসিনো-ই দরজা খুলল—কিন্তু অতিথিকে বরণ করায় তেমন গা করল না।

সে বিরসকণ্ঠে বলল : 'ভেতরে আসুন।'

মেজর ভিতরে পা দিলেন—করমর্দন করতে চাইলেন কিন্তু অন্ধকারে হাত খুঁজে পেলেন না।

তোমাসিনো অভিযোগের সুরে বলল : 'অনেকগুলো সিঁড়ির ধাপ ভাঙতে হবে কিন্তু।'

কিন্তু আসলে একটামাত্র ধাপই উঠতে হল—সামনের আলোকিত বারান্দা দিয়ে তোমাসিনো মেজরকে নিয়ে গেল সঙ্কীর্ণ একটি বৈঠকখানায়। এঘরটি কিন্তু তোমাসিনোর অসামাজিক মনোভাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। ঘরভর্তি চেয়ার—আদানো-তে যার অর্থ হল, অনেক অতিথির অভ্যাগম এবং তাও নিয়মিত।

এক কোণে একটি বড় ইতালীয়ান রেডিও এবং চেয়ারগুলোর মাঝখানে রয়েছে একটি গোলাকার টেবিল। ঘরটি অতি ক্ষুদ্র বলে চেয়ারে বসে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে জিনিষ নেওয়া যায়।

দুজন অতিথি মেজরের আগেই এসে গিয়েছিল, পরিচিত তারা। মেজর অবাক হলেন।

পারভিসকে দেখে মনে হল যে সে ইতিমধ্যে দু বোতল মদ পেটের ভিতর চালান করেছে। সে বলল, 'আরে মেজর, এস এস। জিউসেপ্পে জানাল যে, বুড়ো মৎস্য-শিকারীর নাকি গোটা দুই মেয়ে আছে। আমার মনও উতলা হয়ে উঠেছে। জিউসেপ্পে এদের একজনের সঙ্গে বেড়ানোর ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছে। জিউসেপ্পে লোকটি ভালই।'

'শুভরাত্রি, কর্তা'—বলল জিউসেপ্পে। সে অত্যন্ত বিব্রত হয়েছে—ভাবতেই পারেনি যে, মেজরেরও এখানে আবির্ভাব হবে।

মেজরের অবস্থা জিউসেপ্পের সমান। তিনি বিধিবদ্ধ খাতাটিকে স্মরণ করলেন, সেই দুটি বাক্য: 'প্রসাদ দিও না....নিমন্ত্রণ গ্রহণে সতর্ক থেকো।'

'কি বলছ, বল ?' মেজর নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

'বড় পাখীটিকে দেখনি তুমি ? ভদ্রমহিলা রান্নাঘরে ঢুকেছেন। মধুর তাঁর ব্যবহার। 'মাই গড্' বলা শেখালুম তাকে।'

মেজর বসে রইলেন স্তব্ধভাবে।

ক্যাপ্টেন পারভিস্ বলে চলল: 'তা হলে বল এখানকার পুরানো অতিথি তুমি—যাতায়াত অনেকদিন ধরে ? বলনি ত সে কথা ? তোমার কাজ ছাড়া অন্য মন আছে, জানতাম না। আচ্ছা, ছানাদুটি দেখতে কেমন ? আমার আর তর সইছে না—পাখীর ছানার ক্ষুদ্র বুকের উষ্ণতায় হারিয়ে যেতে চাই এক্ষুণি।'

দুর্বলকণ্ঠে বললেন মেজর জোপোলো: 'আমি মেয়েদের একজনকে একদিন মাত্র এক লহমার জন্য দেখেছিলাম গীর্জায়। আর আজ এই প্রথম এখানে এলাম।'

ক্যাপ্টেন পারভিসের তখন বাস্তবিকই নেশা সবে ধরেছে, সে বলল: 'পাখীর ছানার কথা যখন উঠল, তখন সেদিন কি শুনলাম, শোন বলি। তোমার মনে আছে হুভার একবার বলেছিলেন, প্রত্যেকের খাবার পাত্রে একটি করে মুরগীর ছানা রাখবার ব্যবস্থা তিনি করবেন। কিন্তু আমেরিকার সেনাদল ইতালীর

বিভিন্ন শহরে অভিযান চালিয়ে ঢোকবার পর কিছু সময়ের জন্য দেখতে পাচ্ছে সব ছানাই পাত্র দিয়ে ঢাকা।'

ক্যাপ্টেন অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ল। জিউসেপ্পে ঠাট্টাটি ধরতে না পারলেও মৃদুভাবে হাসল—কিন্তু মেজর উঠলেন আঁতকে। কিছু বুঝছিল না তোমাসিনো, সে বসে রইল নিথর হয়ে।

তোমাসিনোর স্ত্রী, টোরোনে-র থালা নিয়ে এল রান্নাঘর থেকে—ঘরের হাওয়া পাল্টে গেল। রমণীর ওজন আড়াই-শো পাউণ্ড অবশ্যই হবে। ঝোলের পাত্র নামিয়ে দুহাত উঁচু করে মেজরের উদ্দেশ্যে বলল : 'মাই গাড ! মাই গাড !' তার হাসির সঙ্গে সঙ্গে মেদ-বহুল দেহ দুলছিল—তোমাসিনো ছাড়া সকলের মুখেই প্রচ্ছন্ন হাসি খেলে গেল।

জিউসেপ্পে মেজরকে পরিচিত করালো তোমাসিনোর পত্নীর সঙ্গে। তার নাম রোজা।

সে খস্‌খসে গলায় বলল : 'আপনাকে পেয়ে আনন্দিত হয়েছি, মিস্টার মেজর।' তারপর তোমাসিনোর দিকে আঙুল তুলে বলল : 'ওই পাথরের মত মানুষটার নড়ে চড়ে আপনাকে ডাকবার ইচ্ছে ছিল না। আমি এদিকে ইংরাজী শিখতে লেগে গেছি।' বলেই চীৎকার জুড়ে দিল : 'মাই গাড্ ! মাই গাড্।'

ক্যাপ্টেন পারভিস আর থাকতে পারল না ! ঈশ্বরের ইংরাজী প্রতিশব্দ যে 'গাড্' নয় তা নির্ভুলভাবে শেখাবার জন্য বলল : 'ধুমসো বুড়ী, 'গাড্' নয়, 'গড' বল।' কিন্তু বৃথা, মনের আহ্লাদে দম নিয়ে নিয়ে ভুলের পুনরাবৃত্তি করে চলল রোজা।

ক্যাপ্টেন পারভিস্ বলল : 'চুলোয় যাক্, বুড়ো মাঝির মৎস্য-সুন্দরীদের দেখছি না কেন। মেজর, প্রস্তাব করো না—একটা লেনদেন হয়ে যাক্। জিউসেপ্পের মতে শ্যামলা মেয়েটিই নাকি আমার মনের মত হবে।'

প্রভুভক্ত জিউসেপ্পে বলল : 'সোনালী চুল মেয়েটি হবে কর্তার বান্ধবী, আমি বলে রেখেছি।'

মেজর জোপোলো মৌন, ভেবে পান না কী বলবেন।

ইংরাজী চর্চার গর্বে উৎফুল্ল রোজাকে জিউসেপ্পে জিজ্ঞাসা করল : 'মেয়েরা কোথায় ?'

ওদের মা বলল : 'রূপসীরা রূপচর্চায় ব্যস্ত। তাদের তাড়া দিতে হলে তোমাকে যেতে হবে শোবার ঘরে !'

জিউসেপ্পেকে শয়ন ঘরের দিকে যেতে দেখে ত্রস্ত হলেন মেজর জোপোলো। এরা কি জাতের মেয়ে? ভেবে কুল পেলেন না তিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যে দুহাতে দুজনকে ধরে ফিরে এল জিউসেপ্পে। বলাই ছিল—তীনা করমর্দন করে বসল মেজরের পাশে, কালো ফ্রাঞ্চেস্কা করমর্দন করে বসল ক্যাপ্টেনের পাশে।

'হুঁ, মন্দ নয়'—বলল পারভিস্। মেয়েরা ইংরাজী বুঝবে না জেনে আরাম পেল সে, মেজরকে বলল: 'এখন শয্যায় আশ্রয় নিলে কেমন হয়?'

'তোমার ঐ এক লক্ষ্য—!' মেজর জোপোলো বললেন!

'তুমি ভাবছ আমার তাড়াতাড়ি বেশী? মেজর, এড়িয়ে গিয়ে লাভ কি?' ক্যাপ্টেন পারভিস বলল।

তীনা ইতালীয় ভাষায় বলল: 'গত রবিবারে গীর্জায় আপনি হাঁপাচ্ছিলেন। মিস্টার মেজর, আপনি ব্যায়াম বাড়িয়ে দিন।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'আমার সেদিন অত্যন্ত দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম—সময়ের .ঙ্গে তাল রাখতে পারিনি। তাই দৌড়ে গিয়েছিলাম গীর্জায়। সত্যিই বিশ্রী লাগছিল তখন।'

তীনা বলল: 'আপনার জন্য ফাদার পেনসোভেক্কিও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তা নইলে প্রার্থনার স্তোত্র ঐ রকম মিশিয়ে ফেলেন!'

মেজর জোপোলো প্রশ্ন করলেন: 'তুমি প্রতি রবিবারে উপাসনায় যোগ দাও?'

তীনা বলল: 'নিশ্চয়ই।'

ক্যাপ্টেন পারভিস্ বলল: 'বাঃ বেশ—তোমরা আলাপ জুড়ে দিয়েছ। সময় তোমাদের কাটবে ভালই। আমি কি করব—সঙ্গিনীকে দেখব বসে বসে?'

জিউসেপ্পে পারভিসের সাহায্যে এগিয়ে এল। পারভিস ও ফ্রাঞ্চেস্কার মধ্যে দোভাষীর মাধ্যমে সেতুবন্ধন হল। অক্ষম তর্জমায় পারভিসের প্রলাপ ফ্রাঞ্চেস্কার কানে তুলতে লাগল জিউসেপ্পে। কিছু কিছু বোধগম্য হচ্ছিল ফ্রাঞ্চেস্কার—তার মুখ লজ্জায় আরক্ত হচ্ছিল অনবরত।

মেজর ও তীনার আলাপে একবার মাত্র ব্যাঘাত ঘটেছিল। তীনার মার 'মাই গাড্' ধ্বনিকে অনুসরণ করে তোমাসিনো ছাড়া সকলের কৌতুক-হাসি ঘরে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তোমাসিনো মৌন চিন্তায় তাকিয়ে ছিল মেঝের দিকে।

'সন্ত এ্যাঞ্জেলো গীর্জায়ই শুধু তুমি যাও?'—মেজরের প্রশ্ন। এবার তীনার মুখে লজ্জার আভা—'না। জিউসেপ্পে বলেছিল, আপনি সেখানে যাচ্ছেন। আমেরিকান মেজরকে দেখার ইচ্ছায় গিয়েছিলাম আমি। আমি বেনেদেত্তিনি গীর্জায় বেশী যাই।'

মেজর জোপোলো বললেনঃ 'আমেরিকান মেজরের সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি?'

তীনা বললঃ 'বড় জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস বয় তার—কতকটা বেনেদেত্তিনি গীর্জার ফুটো অর্গান-বাজনার মত।' হেসে উঠলেন মেজর।

'একটুকরো 'টোরোনে' নিন, আমি রে ধেছি', বলল তীনা।

এরকম আবদার না মেনে উপায় কি? একটি বড় টুকরোই নিলেন মেজর। মিষ্টির থালা সব পাতের উপর দিয়ে ঘুরে গেল—কথা বন্ধ হল সাময়িকভাবে। দাঁত দিয়ে বাদাম চিবোনোর শব্দ ও দাঁতের ফাঁক দিয়ে মুখে গলে পড়া মিষ্টির মিহি শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছিল শুধু। খেতে খেতে মেজরের ভাবনা তাঁকে বিঁধতে লাগলঃ সমস্ত সন্ধ্যা কেটে গেল টোরোনে খাওয়ার উপলক্ষ্যে! মনকে প্রবোধ দিলেনঃ এও কর্মসূচীর অন্তর্গত। টুকরোটি খেয়ে সাহস সঞ্চয় করে বললেনঃ 'সুন্দর লাগল খেতে।'

ক্যাপ্টেন পারভিস্ যীশুর নাম নিয়ে ইংরাজীতে অকপটে বললেঃ 'আমরা কি চর্বির কারখানায় এসেছি?'

'আর এক খণ্ড দিই', তীনা বলল আপ্যায়নের স্বরে।

'একটু পরে।' মেজর সময় নিলেন।

'মদ দিতে হবে এদের', বলল স্থূলাঙ্গী, সুখী রোজা। তোমাসিনোকে আদেশ দিল সেঃ 'হাঁদারাম, রান্নাঘর থেকে এক বোতল মার্শালা মদ নিয়ে এস, যাও।'

'টোরোনে'র ওপরে মদ পড়বে—সে মিশ্রণে শরীরের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে মেজরের মন পিছিয়ে এল। কিন্তু 'মদ' শব্দটি শ্রুতিগোচর হতেই ক্যাপ্টেন পারভিস্ উল্লসিত হলঃ 'কি মজা! মদ আসছে এবার।' তারপর উৎফুল্ল মনে প্রত্যয়ের সঙ্গে বললঃ 'ঈশ্বর, এখন যদি এই বস্তুটি পেটে যায়, এই মেয়েদের একজনকে শয্যাসঙ্গিনী না করে আমার উপায় নেই। এবং আমাকে যদি এই শহরে বেশীদিন থাকতে হয় তবে ওদের মোটা মাকে ছাড়া আমার চলবে না।'

মেজর জোপোলো ধৈর্যহারা হলেন, উঠে দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'পারভিস্

তোমার নর্দমার মত মুখ বন্ধ করো—নইলে তোমাকে এখান থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

ক্যাপ্টেন পারভিস বলল: 'দেখ মেজর, আমোদটি মাটি করো না। মন খুলে বলবার সাহস নেই তোমার। তুমি ও আমি এক নৌকোরই যাত্রী।'

মেজরের চোখে আগুন জ্বলে উঠল: 'চুপ করো, পারভিস। আমি আদেশ দিচ্ছি, সভ্য হও।'

ক্যাপ্টেন পারভিস দাঁড়িয়ে পড়ে অভিবাদন করল—তার সম্মান টলে গেছে। মদের বোতল হাতে তোমাসিনো ঘরে ঢুকল। কোমর ভেঙ্গে অভিবাদন-রত হাতখানা মাথার কাছ থেকে নামাবার সময় বোতলকেই সেলামের অপরার্ধ জানাল পারভিস।

রোজা গোলযোগের আভাস পেয়ে 'মাই গাড্—হা ঈশ্বর' বলে চেঁচাল, কিন্তু কোনও সাড়া পেল না।

তীনা বিদ্যুৎগতিতে উঠল—রেডিও-র কাছে গিয়ে 'মস্কো রেডিও'-প্রবাহের সঙ্গে সংযোগ করে বলল: 'আমরা এখন নাচতে পারি মস্কোর সুরের তালে তালে। মস্কোর গানগুলি খুব মিষ্টি।'

ঘরের মাঝখান থেকে সরিয়ে রেডিও থেকে খানিকটা দূরে টেবিলটিকে রাখল ফ্রাঞ্চেস্কা মেজরের সাহায্যে। ক্যাপ্টেন পারভিস দৌড়ে গিয়ে রোজার হাত ধরে বলল: 'বিপুলা, এস আমরা নাচি।'

ক্যাপ্টেনের হাবভাবে রোজা বুঝে নিল তাকে, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল হাসতে হাসতে। অর্ধমাতাল ক্যাপ্টেন এবং তার স্থূলাঙ্গী সহচরী ঘুরতে লাগল সমস্ত ঘরে স্খলিত পায়ে। কয়েক পা নেচেই রোজা হাঁপাতে হাঁপাতে অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ল চেয়ারে, মুখে তখনও ভাঁজছিল সে ইংরাজী শব্দ।

তারপর পারভিস ও ফ্রাঞ্চেস্কা এবং মেজর জোপোলো ও তীনা যুগ্মভাবে নৃত্যে বিভোর হল—তারা দুলল, তারা হাসল, কথা কইল জোরে, গানের শব্দ ছাপিয়ে। এক সময় ভ্রূকুটি করে বলে উঠল তোমাসিনো: 'তোমরা বড্ড কলরব করছ! মেয়েগুলি জেগে যাবে।'

তীনা তাড়াতাড়ি গিয়ে রেডিও-র শব্দ কমিয়ে দিল সামান্য।

'মেয়েগুলি?' মেজরের গলায় বিস্ময়।

তীনা সসঙ্কোচে বলল: 'আমার বোনের মেয়েরা।'

'ফ্রাঞ্চেস্কার মেয়ে?'

'না না, আমার এক বোন রোমে থাকে, তার মেয়েরা।'

মেজর জোপোলো আর কথা বাড়ালেন না—জিজ্ঞাসা করলেন না কেন মেয়েরা আদানো-তে থাকে এবং মা থাকে রোমে? কেনই বা তীনার সঙ্কোচ? কেনই বা ঘুমন্ত মেয়েদের কথায় তার এত অনাসক্তি?

'আর একটু নাচা যাক'—তীনা বলল।

তারা নৃত্য করতে করতে ঐ মধ্য-গ্রীষ্মেও ঘেমে উঠল।

তীনাই এবার প্রস্তাব রাখল: 'মিস্টার মেজর, খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল হয়,' উত্তর দিলেন মেজর।

তীনা বলল: 'তা হলে চলুন, এক্ষুণি।'

খড়খড়ি দেওয়া দরজার ফাঁক গলে অন্ধকার রাস্তার উপরের ঝুল-বারান্দায় এল তীনা, পিছনে মেজর। মেজর শুনতে পেলেন পারভিস জিউসেপ্পেকে বলছে: 'উনি তো চললেন সঙ্গিনীর সঙ্গে বাহুরে আলাপ করতে। তোমাকে শিখণ্ডী রেখে আমি প্রেমালাপ করব কি করে?'

তীনা দরজা বন্ধ করে দিল।

ঝুল বারান্দার ঠাণ্ডা লোহার বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দুজনে তাকিয়ে রইল জোরালো নক্ষত্রগুলোর দিকে। তীনা বলল: 'এ জায়গা ভালো লাগছে তোমার?'

মেজর জোপোলো বললেন: 'জীবনে এত সুখ কখনও পাই নি।'

'আশ্চর্য',—বলল তীনা, 'বাড়ী থেকে এতদূরে পড়ে থেকেও? তা কি সম্ভব?'

'বলতে গেলে বাড়ী থেকে আমি খুব দূরে নই। ফ্লোরেন্সও আমার কাছে স্বদেশের সমান। আমার বাবা মা ফ্লোরেন্সের পাশে একটি ছোট শহরে থাকতেন।'

'তুমি কোথা থেকে আসছ? আমেরিকা থেকেই ত?'

'নিউ ইয়র্ক সিটি-র এক পাড়া—নাম তার ব্রঙ্কস্—সেখানে আমি থাকি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় নিউ ইয়র্ক সিটি-ই ব্রঙ্কস্-এর একটি অংশ।'

'আমারও সাধ হচ্ছে ওখানে যেতে। ব্রঙ্কস রমণীয়, না? ফ্লোরেন্সবাসীর যদি ভাল লেগে থাকে না জানি আদানোবাসীর কেমন লাগবে!'

'ফ্লোরেন্সবাসী আমার বাবা-মার মনে ধরেছিল ঐ শহর। কারণ ইটালীতে

তাঁরা ছিলেন সামান্য কৃষক—অনেক কৃষকের মতই তাঁদের জীবন সুখকর ছিল না। আমেরিকাতে 'বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে' বাবা পরিচারকের কাজ করতেন। কাজ চমৎকার, পরিবেশ মনোরম, ক্লাব-ঘরের আসনগুলো গদিমোড়া, এখানকার পালাৎসোর মত এবং দেয়ালগুলো থাক-কাটা। মা'র একটি সাফ-কল্লার যন্ত্র ছিল—বাবার ছিল গাড়ী। তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান—কিন্তু আমার সব সময় ভাল লাগে নি।'

'কেন লাগেনি, মিস্টার মেজর?'

'ঠিক তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমি আমেরিকার মানুষ। আমি জানি ব্রঙ্কস আমেরিকার সুন্দরতম পাড়া নয়। যুক্তিগ্রাহ্য করে বলা কঠিন—আমাদের যা ছিল তাতে আমার মন ভরে নি।'

তীনা বলল: 'আর বলতে হবে না। আমি বুঝেছি। অশান্ত মনের জ্বালা আমার অজানা নয়। বোধহয় আমার রঙীন চুলের কারণও তাই।'

তীনার চুল যে কৃত্রিম সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন মেজর। কিন্তু তীনা এ ভ্রান্তির মাধুর্য নিজে ঘুচিয়ে দিক তা তিনি চান নি।

তীনা বলল: 'কালো চুলে আমি সুরুচি খুঁজে পাই নি। এখানে সব মেয়েরই মাথায় কালো চুল। ব্যতিক্রমেই আমার বিলাস। আমার কালো চুলের প্রতি অপ্রীতি এবং তোমার ব্রঙ্কসের প্রতি অপ্রীতির পিছনে রয়েছে একই অতৃপ্তি। চুলরঞ্জন করে তাই চেয়েছি তৃপ্তি।'

মেজর মৃদু-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন: 'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে, তুমি উত্তর ইতালীর মেয়ে।'

তীনা হেসে ফেলল—বলল: 'তোমার কথা আরও বল।'

সে বলল: 'সবই বলেছি—কি আর আছে?'

'ভিচিনামারে-তে আমেরিকার ছায়াচিত্রে দেখেছি অনেক কলেজের ছবি। তুমি পড়েছ ওর কোনও একটাতে?'

'না, প্রকৃতপক্ষে কলেজে পড়িনি। ষোল বছর বয়েস পর্যন্ত পড়েছি স্কুলে। পড়া অসমাপ্ত রেখে, বয়েস মিথ্যে করে বাড়িয়ে আঠার করে মোটর-চালকের 'লাইসেন্স'-এর বলে কাজ পাই। কুড়ি বছর বয়েস পর্যন্ত ট্রাক-গাড়ী চালিয়েছিলাম। ঐ সময় ভারী জিনিষ তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হই।'

'কি ধরনের দুর্ঘটনা, মিস্টার মেজর?'

'হাড় ভেঙে গিয়েছিল। তারপর দুমাস ছিলাম বেকার! যুক্তরাষ্ট্রে বেকার থাকা বড় কষ্টকর। অবশেষে সপ্তাহে দশ ডলার বেতনে মুদির দোকানে চাকরী পাই কেরাণীর।'

'বেতনের পরিমাণ কত?'

'তোমাদের মুদ্রায় বারশ লিরা।'

'বারশ! তুমি ধনী ছিলে তবে?'

'না, তীনা। আদানো-তে এর মূল্য অনেক, কিন্তু'—

'অনেক ত নিশ্চয়ই। ছ'শ-ই যথেষ্ট এখানে। বাবা ভাবেন, সপ্তাহে ছ'শ' আয় থাকলেই তাঁর অবস্থা স্বচ্ছল। কতদিন কাজে বেরোননি', বলল সে ব্যথাভরা কণ্ঠে।

'কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এ আয় অকিঞ্চিৎকর।'

'ব্রঙ্কসে সকলেই বিত্তশালী?'

'না, তা নয়, তীনা। আমাদের জীবনযাত্রার মান তোমাদের থেকে অনেক উঁচু।'

'কথাটা পরিষ্কার করে বল।'

'বলা বড় মুস্কিল। যুক্তরাষ্ট্রের সকলেরই আদানোর লোকের চেয়ে বেশী সম্পদ আছে। প্রায় সকলেরই মোটর আছে—বিশেষতঃ শান্তির সময়ে। খাদ্য উন্নত পর্যায়ের—ফলের রস, দুধ এবং ঐ জাতীয় খাবার যথেষ্ট পাওয়া যায়। দাম বেশী হলেও বেশী দাম দেবার ক্ষমতা আছে সকলের।'

'অর্থাৎ আমি যা বললাম তাই। ব্রঙ্কসে সকলেই ধনী।'

'তুমি যেমনটি বুঝেছ তাই থাক। যা বলছিলাম—আমি ভাগ্যের হাতে ক্রীড়ণক। একদিন এক বন্ধু খবর দিল 'নিউইয়র্ক সিটি' সরকার কয়েকজন কেরাণী নিয়োগ করবার জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। বন্ধু নিজে পরীক্ষার্থী—আমাকেও প্রেরণা দিল পরীক্ষায় বসতে। আমার বিদ্যা সামান্য, সাহস কম—তবুও পরীক্ষা দিলাম। এবং এগারশ পরীক্ষার্থীর মধ্যে একশ সাতানব্বই স্থান অধিকার করলাম! নিজের উপরে আস্থা এল—চাকরী পেলাম কর ও অর্থ বিভাগে।'

'তুমি আবার বড়লোক হলে?'

'কর-সংগ্রাহক হয়ে নিউইয়র্কে কেউ বড়লোক হতে পারে না। আমি সপ্তাহে উপার্জন করতে লাগলাম কুড়ি ডলার অর্থাৎ দু হাজার লিরা।'

'দু হাজার—আগের চেয়ে বড়লোক।'

'আমি যোগ্যতার সঙ্গেই কাজ করছিলাম। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। আমাদের নতুন কর্তা যিনি মনোনীত হলেন নাম তার লা গার্গিয়া, একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির লোক। ফলে অনেকে পদচ্যুত হল, আমিও তার অন্যতম। তখন শাশুড়ির কাছ থেকে কিছু অর্থ ধার করলাম—'

'তোমার শাশুড়ি? তুমি কি বিবাহিত?'

'হ্যাঁ তীনা, সে কাহিনী তোমাকে পরে শোনাব।'

'ঋণের টাকা দিয়ে ব্রঙ্ক্‌সে একটি মুদির দোকান কিনে নিলাম—আমি হলাম তার একক মালিক। বছর দুই অতিক্রান্ত হবার পর দুর্দিনে পড়লাম। সময় থাকতে বেচে দিলাম দোকান। ফিরে গেলাম শহরে—পুরাণো চাকরীটা যদি পাওয়া যায়। কর ও অর্থ বিভাগ আমাকে চিঠি দিয়েছিল—চাকরীতে ডেকে পাঠিয়েছিল কয়েকবার; আমি তখন দোকানের মালিক, সাড়া দিই নি; দেখা করলাম অফিসে—বললাম, আমি চিঠি পাইনি, গিয়েছিলাম ফ্লোরিডায়।'

'ফ্লোরিডা কোথায়?'

'যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণভাগে। আমি সত্যিই সেখানে যাই নি, কাজের আশায় দ্বিতীয়বার মিথ্যার আশ্রয় নিলাম। তারপর থেকে মিথ্যে না বলবার সাধনা করেছি। সত্য শ্রেয়তর ও অনেক নিরাপদ। তারা আমাকে পরিচ্ছন্নতা বিভাগে কাজ দিল। ধাপে ধাপে পরীক্ষা দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কেরাণী পদে উন্নীত হলাম। আমার আয় যখন সপ্তাহে বিয়াল্লিশ ডলার তখন ঢুকলাম সেনাবিভাগে।' যে বিত্তের এখন অস্তিত্ব নেই তার কথা উচ্চারণের সময় মেজর জোপোলোর স্বরে অহঙ্কারের আভাস: 'এখানকার হিসাবে সপ্তাহে তখন পেতাম চার হাজার ত্রিশ লিরা।'

তীনা বলল: 'তোমার স্ত্রী—সে কি সুশ্রী?'

মেজর জোপোলো বলল: 'হ্যাঁ, আমার কাছে সুশ্রী বলেই মনে হয়। তার অভাব বোধ করছি পুরোমাত্রায়। বাঁ গালের উপর একটি জড়ুল আছে—এটি বাদ দিলে সে অসামান্যা সুন্দরী। তার বাপমা ইতালীয় লোক—সেজন্য তোমার মতই তার গায়ের রং ময়লা। তোমার চেহারার সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে।'

তীনার উদাস দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল নক্ষত্র-লোকে। সহসা নীচে অন্ধকার রাস্তার গভীরে তলিয়ে দিল তার দৃষ্টি—তারপর বলল: 'ভেতরে চল—একটু নাচা যাক।' খড়খড়ি লাগানো দরজা খুলে ভিতরে গেল তীনা—পিছনে গেলেন মেজর জোপোলো। তোমাসিনোর পরিবেশন করা মদ গলায় ঢেলে চূড়ান্ত

মাতাল পারভিস কেলেঙ্কারীর আর কিছু বাকি রাখেনি। মেজরের পীড়াপীড়িতে সে বাড়ী যেতে সম্মত হলে মেজর ও জিউসেপ্পে ক্যাপ্টেনকে ধরাধরি করে বাড়ী পৌঁছে দিল।

নিজের আবাসে ফিরে পোষাকে বদলিয়ে শয্যায় শায়িত মেজর বোধ করলেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণার অর্থ অনুধাবন করতে বাজল রাত তিনটে। জিউসেপ্পে যথার্থই বলেছে। ঘর ছেড়ে দূরে থাকলে কষ্ট হয় বৈকি—নিউ-ইয়র্কের ব্রঙ্কস থেকে ইতালীর আদানো যে অনেক দূর!

। ১২ ।

পরের দিন সকাল। ডেস্কের উপরে পা তুলে দিয়ে বসেছিল পারভিস তিক্ত মনে।

সার্জেণ্ট ট্রাপানি দপ্তরে ছিল না। পাহারায় ছিল করপোরাল চাক্‌শালট্রজ। ক্যাপ্টেন তাকে বলল: 'মেজর জোপোলোর প্রতি আমার মনের টান এসে যাচ্ছিল সবে, কিন্তু লোকটি একটি শীতল পাটি—উত্তাপহীন। গতরাতে আমার নেশা যখন বেশ দানা বেঁধে উঠেছে ও নির্বিকারে আমার উপর চড়াও হয়ে সব দিল ভেস্তে। তারপর টেনে নিয়ে গেল আমার বাড়িতে।'

করপোরাল শালট্রজ বলল: 'আপনি ঐ লাল 'দাগো' মদে মজেছিলেন?'

ক্যাপ্টেন বলল: 'হ্যাঁ। বুড়ো মেছো-র বাড়ীতে জিউসেপ্পে আমায় নিয়ে গিয়েছিল—ওর দুটো সুরূপা কন্যা আছে বলে। মেছো খাওয়াল ঐ লাল বস্তু।'

করপোরাল বলল: 'ঐ 'ভিনো' মদ-ই সব নষ্ট করেছে। ও পেটের মধ্যে ঘোড়ার পায়ের লাথির মত খোঁচা মারবে বারবার।'

ক্যাপ্টেন পারভিস বলল, 'ঠিক বলেছ—আজ সকালে তা টের পাচ্ছি। ভারী খারাপ লাগছে। কিন্তু মেজরের ব্যবহারের কৈফিয়ৎ কি?'

'স্যার—ভিনো আর কখনও ছোঁবেন না। বিশ্রী জিনিষ। গতরাত্রে আমিও একটু খেয়েছিলাম। আজ সকালে তাই বার বার বাথরুমে যাচ্ছি।'

ক্যাপ্টেন পারভিস বলল: 'আমাকেও কয়েকবার যেতে হয়েছে। কিন্তু মেজরের উপরে মনটা বিষিয়ে রয়েছে এখনও।'

করপোরাল শালট্জ বাক্যালাপ চালিয়ে যেতে পটু নয়—সেজন্য একটু পরেই কথা বন্ধ হল। ক্যাপ্টেন পারভিস হাই তুললো, সটান হলো, কিছুক্ষণ দরজা দিয়ে আলো-ঝরা রাস্তার দিকে চেয়ে রইলো, আবার ঝিমুলো, উঠে দাঁড়ালো, ঘরের মধ্যে পায়চারী করলো, আবার বসলো এবং ফের হাই তুলে বললে: 'দূর ছাই! একঘেয়েমি ভাল লাগছে না; কিছু একটা করার থাকলে ভাল হত।' চেয়ারে হেলান দিয়ে পা তুলে দিল ডেস্কের উপর। পা লেগে পড়ে গেল কিছু কাগজপত্র।

'কাগজ-পত্র ছড়ানো ডেস্কটি গুছিয়ে রাখা যাক্ এখন—গুছিয়ে যখন রাখতেই হবে একদিন'—বলতে বলতে কাজে লেগে গেল পারভিস। মেঝে থেকে পড়ে যাওয়া কাগজ তুলে রাখলো। কাগজপত্র ও নথিপত্র বাছাই করে থাক্ থাক্ করে সাজালো—বাজে কাগজ ফেলে দিল এবং উঠে গিয়ে কোনও কোনও লিপি রেখে দিল নির্দিষ্ট ফাইলের মধ্যে। সে কিছু চিঠিও পড়ে শোনাল নিরুৎসুক শালট্জকে।

ডেস্কের শ্রী ফেরাতে গিয়ে তার হাতে পড়ল একখণ্ড পাতলা চিঠি—যে চিঠি মিশিয়ে রাখা হয়েছিল ফাইলের স্তূপে—যাতে ছিল সেনাপতি মার্ভিনের হুকুম ও মেজর জোপোলোর পাল্টা হুকুমের উদ্ধৃতি।

টেবিলের উপরে নেমে এল ক্যাপ্টেন পারভিসের চাপড়—বলল সে: 'এই শালট্জ, ট্রাপানি কোথায়?'

'সামান্য সময়ের জন্য বাইরে গেছে—এল বলে। স্যার, আমার দ্বারা কিছু হবে কি?'

'না। ট্রাপানির জন্যই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

ট্রাপানি একটু পরে ফিরে এল।

'এই যে এসেছে, এস এদিকে,' সঙ্গে সঙ্গে বলল ক্যাপ্টেন পারভিস।

'হ্যাঁ, বলুন।'

চিঠিটি দেখিয়ে ক্যাপ্টেন বলল: 'এটি কি?'

ট্রাপানি চিঠি হাতে নিয়ে দেখল। তারপর অবিচলিত কণ্ঠে বলল: 'খচ্চরের গাড়ীগুলির অবস্থা সম্বন্ধে একটি বার্তা। আপনার বোধহয় মনে পড়বে আপনি ঐ বার্তা লিখতে বলেছিলেন?'

'আমার ঠিকই মনে পড়েছে। তোমাকে এটি কোথায় পাঠাতে বলেছিলাম?'

'স্যার, সৈন্যবাহিনীর 'জি-১' বিভাগে।'

'তা হলে এটি পাঠাও নি কেন ?'

'স্যার আমি আপনার ডেস্কের উপরে রেখেছিলাম অনুমোদনের জন্য।'

উত্তেজিত পারভিস রেগেছে কিন্তু কিছু করতে পারলো না—সে যে নজর দেয় নি ডেস্কের উপরে, তারই যে অবহেলা।

'চুলোয় যাক্। এখনই চিঠিটি পাঠিয়ে দাও। 'জি-১' বিভাগের চিঠিপত্র পাঠাবার থলিতে পত্রটিকে রাখা দেখতে চাই আমি স্বচক্ষে।'

সার্জেণ্ট ট্রাপানি তখুনি বসে পড়ে খামে ঠিকানা লিখে পত্র-খণ্ড তাতে পুড়ে খামটি রেখে দিল থলিতে। পরের দিন বিকেলবেলা পত্রবাহক থলিটি নিয়ে যাবে বিভাগীয় সদর দপ্তরে। ক্যাপ্টেন পারভিস লক্ষ্য করল না ঠিকানাটা—সার্জেণ্ট ঠিকানায় যে লোকের নাম লিখেছিল সে ব্যাপারটার সঙ্গে সংশ্লিষ্টই নয়।

। ১৩ ।

ঘর্মসিক্ত দেহে একজন পত্রবাহক একটি লিপি নিয়ে এল মেজর জোপোলোর দপ্তরে। ইংরাজী লিপিতে লেখা ছিল: 'আমি শীঘ্র আপনার সঙ্গে দেখা করছি।' পত্রে এম কাকোপার্দোর স্বাক্ষর।

কয়েক দণ্ড পরে ভ্রমণকারীর বেশে দেখা দিল কাকোপার্দো স্বয়ং। চামড়ার দস্তানা হাতে, চোখে নীল চশমা এবং সঙ্গে ছোট সবুজরঙা ছাতা!

বিরাশী বছরের বুড়ো মেজরের দপ্তর পর্যন্ত সারা পথ হেঁটেই এসেছে।

মেজরের ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ল, তাকাল মেজরের কাঁধের ওপারে জিউসেপ্পে ও দ্সিতোর দিকে—তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে মেজরকে বলল: 'একলা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

তাঁর আর্দালী ও দোভাষীকে বাইরে যেতে বললেন মেজর।

'আমি 'মাফিয়া'-র কাছ থেকে পেয়েছি একটি গোপনীয় বার্তা। জার্মান সেনাদল কোথায় আছে সেই সামরিক গুপ্ততথ্যের সন্ধান আমি জানি। মিস্টার মেজর, আপনি সৈন্য পাঠান,' বলল বৃদ্ধ আগের মত অনুচ্চ স্বরে।

মেজর জোপোলো বললেন: 'আমার অধীনে সৈন্য নেই—আমি শুধু শাসক।'

কাকোপার্দো বলল : 'আমাকে তবে সেনাপতির কাছে যেতে হবে—আমিও প্রস্তুত।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'একটু দাঁড়ান, মিস্টার কাকোপার্দো। আমি যাকে তাকে সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে দিতে পারি না। আপনার সংবাদ যে নির্ভরযোগ্য সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু একটা প্রমাণ দিতে হবে।'

জ্যাকেটের পকেট থেকে বুড়ো কাকোপার্দো বের করল এক টুকরো পুরু কাগজ—ভাজ খুলে রাখল মেজরের ডেস্কের উপর।

সে বলল : 'দেখুন, এ জায়গার নাম পিয়্যারো—এর সামনে পাহাড়শ্রেণী, এবং এখানে গা ঢাকা দিয়ে আছে হারমান্ গোয়েরিং-এর পান্‌ৎসার সৈন্য শক্তির একাংশ। পূর্ণ বিবরণই আছে আমার কাছে।'

বুড়োর সংবাদ সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বুঝে তাকে বিভাগীয় সদর-দপ্তরে পাঠানো স্থির করলেন মেজর।

মেজর বললেন : 'মিস্টার কাকোপার্দো, আপনাকে যেতে দেব সেনাপতির কাছে, কিন্তু একটি সাবধান বাণী আছে। সেনাপতি সহিষ্ণু নন। আপনার কথাবার্তা যদি বাঁকা হয়, স্নিগ্ধ না হয়, তিনি ভীষণ চটে যাবেন। তারপর তাঁর আচরণ কেমন হবে জানি না, তবে তা সুস্বাদু হবে না ঠিক। আরও বলে রাখছি, আমাকে বিপন্ন করবেন না—সেনাপতির সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার মন কষাকষি হয়ে গেছে। কথা দিন, বুঝে সুঝে চলবেন।'

কাকোপার্দো বলল : 'আমি সতর্ক থাকব। কিন্তু সংবাদটি গুরুত্বপূর্ণ, এটি দিতেই হবে।'

মেজর ছাড়পত্র লিখে দিলেন এবং একটি জিপও ডেকে দিলেন।

কাকোপার্দো পিছিয়ে ফ্যাসি-রীতিতে অভিবাদনের জন্য হাত কপালের কাছে আনল—কায়দাটি ঠিকমত স্মৃতিপথে আনবার সময় হাত কাঁপতে লাগল—ফলে তা পর্যবসিত হল সামরিক অভিবাদনে। সে বলল : 'কাকোপার্দোই গন্ধক, গন্ধকই কাকোপার্দো।' তারপর গোড়ালিতে ভর দিয়ে সামরিক পদ্ধতিতে ঘুরে বেরিয়ে গেল।

আদানোর পালাৎসো থেকে ভিচিনামারের ওপারে ৪৯-ডিভিসনের সদর দপ্তর-ভবন পর্যন্ত জিপ চালকের সঙ্গে কাকোপার্দো একটিও বাক্য বিনিময় করল না। বাতাসের বিরুদ্ধে সামনের দিকে নুয়ে বসেছিল সে, ঝুলে পড়েছিল নীল চশমা এবং মাথার উপরে ছাতা আধালি-পাতালি করছিল। জিপের বায়ু-

রোধ করবার ঢালের সাথে ঢাকনাটাও নামানো ছিল—শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনায় সব জিপেই এমনি রাখা হয়। ফলে বাতাসের তীব্রতা ছিল প্রবল। কিছুক্ষণ পরে রোদের তেজ ছেড়ে বাতাসের তেজকে ঠেকানোর জন্য ছাতাটি মাথা থেকে নামিয়ে এনে সামনে ধরল কাকোপার্দো।

৪৯-ডিভিসনের দপ্তর যে বাড়ীতে বসানো হয়েছে আগে সেটির মালিক ছিল কাকোপার্দোর এক বন্ধু। দুই বন্ধু সে সময় ইতালীয় আসবাবের কারবারে অংশীদার ছিল। সেজন্য এ বাড়ীর আসবাবের মূল্য সে জানে। বন্ধু আজ জীবিত নেই। কাকোপার্দোর অনেক বন্ধুর মধ্যে কারা জীবিত আর কারা মৃত—সে নিজেও তা ভেবে মনে করতে পারল না। তাই সে ভেবে নিল যে, সবাই জীবিত—এ পন্থাই তার কাছে সহজ মনে হল।

বন্ধুর বাড়ীতে সে ঢুকছে। সে ধরে নিয়েছে বন্ধু জীবিত। সে অভ্যাগতের মন নিয়ে এগোচ্ছিল, আশাও করেছিল সমাদর। কিন্তু বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তার জন্য।

সেনাপতির সাক্ষাৎপ্রার্থী যে হয়নি তাকে ঠিক বোঝান যাবে না কী ধরনের আপ্যায়ন কাকোপার্দোর বরাতে জুটেছিল।

সদর দরজায় দ্বাররক্ষী আটকাল পথ।

যেন খানসামাকে সম্বোধন করছে বন্ধুর বাড়ীর দরজায়, তেমনিভাবে কাকোপার্দো বলল: 'সুপ্রভাত, বন্ধু সালাতিয়েলো বাড়ী আছে?'

দ্বাররক্ষী বলল: 'ও নামে কেউ আছে বলে জানি না। উনি কি একজন এম, পি?'

'এম, পি-রা কারা?' গাড়ী-চালককে জিজ্ঞাসা করল কাকোপার্দো।

'সামরিক পুলিশ'—জানল চালক।

'ও সামরিক পুলিশ বুঝি। না, আমার বন্ধু ভিচিনামারের জেলা-শাসক এবং কাঠের আসবাবপত্রের সংগ্রাহক। এটি তার বাড়ী। সে কি ভিতরে আছে?'

দ্বারের অভ্যন্তরে একজন অলস লোক পদচারনা করছিল। দ্বাররক্ষী তাকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল: 'হ্যাঁ হে বাক্, সালাতুলো নামে কাউকে চেনো এখানে?' বাক নেতিবাচক উত্তর দিল।

কাকোপার্দো বলল: 'যাক্‌গে, বলতে পার সেনাপতি মার্ভিন-কে কোথায় পাব?'

আগন্তুকদের কাছে রহস্যময় হয়ে থাকাই সামরিক পুলিশের শিক্ষা।

দ্বাররক্ষী বলল: 'তা আমি বলতে পারব না।'

কাকোপার্দো প্রবেশ লাভের ছাড়পত্র দেখাল।

দ্বাররক্ষী বলল: 'আপনার কাছে অনুমতি-পত্র আছে তা বলবেন ত? সেনাপতি আছেন বৈকি।' তারপর চীৎকার করে জিজ্ঞাসু হল: 'বাক্, বুড়ো ভেতরে আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, আধঘণ্টাটাক আগে এসেছেন দপ্তরে।'

দ্বাররক্ষী বলল: 'কেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন?'

কাকোপার্দো পুরু কাগজটি বের করে বলল: 'জার্মানরা কোথায় লুকিয়ে আছে তা আমি বলতে পারি।'

দ্বারের ভেতরে ঢুকে গাড়ী চালিয়ে বাড়ীর দোরগোড়ায় যাবার পথ দেখিয়ে দিল দ্বাররক্ষী।

বাড়ীর দরজায় আর একজন রক্ষী কাকোপার্দোর পথ জুড়ে বন্দুক ধরে রইল। ছিটকে সরে এসে সশঙ্ক কাকোপার্দো বলল: 'আমি শত্রু নই। সেনাপতি মার্ভিনকে দেখবার অনুমতি-পত্র আমার আছে।' অতিবৃদ্ধ হলেও সে স্থানমাহাত্ম্য বুঝে ফেলেছে সত্বর।

রক্ষী অনুমতি-পত্র নিল, বলল: 'এখুনি সেনাপতির সঙ্গে দেখা হবে মনে হয় না। সকালবেলা দর্শনদানে তাঁর আপত্তি আছে। আপনি বরং একটু দাঁড়ান।' রক্ষীদের করপোরালকে সে ডেকে আনল। করপোরাল ডেস্কের সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেল কাকোপার্দোকে।

বিরস মুখে সে বলল: 'নাম কি?'

'কাকোপার্দো।'

'আদি-নাম না অন্ত-নাম, বল দেখি।'

কাকোপার্দো বলল: 'আমার পারিবারিক উপাধি ওটি।'

'বানান বল।' কাকোপার্দো বানান করল। কষ্টের সঙ্গে লোকটি লিখলো: কাকোপারাতো।

'আদি নাম'—বিরক্ত লোকটি জানতে চাইল।

'মাত্তেও।'

'ঐ সব ভিনদেশী নামের বানান বলে দিলেই মঙ্গল?

কাকোপার্দো বানান বলল, তবু লোকটি ভুলই লিখল।'

'কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাও?'

'সেনাপতি মার্ভিনের সঙ্গে।'

'তা হলে তুমি নিরাশ হবে। এখন যুদ্ধ চলছে, জান তুমি। সেনাপতির সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য কি?'

কাকোপার্দো চিরকুটটির জন্য পকেটে হাত ঢোকাল: 'আমি জার্মানদের পাত্তা বলে দিতে পারি,' বলল সে।

'এ বিষয়ে জি-২ উপ-বিভাগের সঙ্গে আলাপ করতে হবে তোমাকে'—পরামর্শ দিল লোকটি। তারপর পেন্সিল উদ্যত করে বলল: 'ডান দিকে প্রথম দরজা, কর্নেল হেণ্ডারসন-এর কক্ষ, চলে যাও।'

কাকোপার্দো গেল দরজার সম্মুখে—টোকা দিল।

'ভেতরে এস না ছাই।' চিৎকার শোনা গেল।

কাকোপার্দো প্রশ্ন করল: 'সেনাপতি মার্ভিন আছেন?'

একজন পুরোপুরি কর্নেলের অধীর কণ্ঠ: 'ওঁর ঘর ওপরতলায়। 'কাকোপার্দো বাইরে আসতে যাবেন কর্নেল বলল: 'একটু দাঁড়ান, আপনি কে বলুন ত?

কাকোপার্দো কর্নেলের দিকে ফিরে বলল: 'কাকোপার্দো মাল্ভেও। আমাকে পাঠানো হয়েছে সেনাপতি মার্ভিনের কাছে।'

কর্নেল বলল: 'ইতালীয়রা সেনাপতির চক্ষুশূল। যদি কোনও প্রার্থনা নিয়ে যান স্রেফ লাথি মেরে বের করে দেবেন। কী দরকার আপনার?'

চিরকুটটির উপর হাত রাখল কাকোপার্দো। বলল, 'আমি খোঁজ দিতে পারি জার্মানদের গুপ্ত-আবাসের।'

'সেনাপতি মার্ভিনের কাছে এ বার্তা নিয়ে যাবার কোনো দরকার নেই। এ অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহের জন্য ভারপ্রাপ্ত রয়েছে আমাদের জি-২ উপবিভাগ। ওই চিরকুট আমাকে দেখালেই যথেষ্ট।'

'আমি এসেছি সেনাপতির কাছে। আমি দেখা করব তাঁর সঙ্গেই।'

কর্নেল হেণ্ডারসনের সঙ্গে বাদানুবাদের পর স-পাহারার উপর তলায় যাবার সম্মতি পেল কাকোপার্দো। সি ড়ির মুখের রক্ষী বাধা দিয়ে আবার নানা প্রশ্ন তুলল। এখানকার বিভাগীয় প্রবেশ-পত্র নেই বলে নীচতলায় নামতে হল।

প্রবেশ-পত্র সহ নিয়ে যাওয়া হল উপরে—সেখানে একজন সার্জেন্ট কাকোপার্দোকে বয়স, ধর্ম, রাজনৈতিক মত ও অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করল। তাতেও নিষ্কৃতি নেই—সে পড়ল এক 'স্টাফ অফিসারের' খপ্পরে—যে

এ সাক্ষাতের সমীচীনতায় নিঃসন্দেহ নয়। সে কর্নেল মিডলটন-এর সঙ্গে সংযোগ সাধন করল। কর্নেল মিডলটন কাজে ব্যস্ত আছে মনে হওয়ায় তার সচিবের কাছে কাকোপার্দোকে দিতে হল জবানবন্দী। অবশেষে মিডলটনের কাছে আসতে পারল সে। সেখানেও যুক্তির আদানপ্রদান হল। কর্নেল সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করায় সম্মত হল, তবে সেনাপতির সম্মতি-লাভ সম্বন্ধে কথা দিতে পারলো না।

সেই মুহূর্তে সেনাপতি মার্ভিন ও তাঁর সহকারী লেফটেনাণ্ট বাইয়ার্ড 'লক্ষ্যভেদ' খেলায় মগ্ন ছিলেন। একটি মেহগনি কাঠের টেবিল হয়েছে লক্ষ্যস্থল—কারণ এর কাঠের উপরে নিক্ষিপ্ত ছুরি সহজেই গেঁথে বসে যায়। আঙুলে ধরে ছুরি কপালের কাছে দুবার দুলিয়ে ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করতে উন্মুখ হয়ে যেই ছুরি ছুড়তে গেছেন ঘরে পা ফেললো কর্নেল মিডলটন। তার প্রবেশ যেটুকু বিস্ময়ের আঘাত হানল তাতেই লক্ষ্যহারা হলেন সেনাপতি, ছুরি টেবিলের উপর পড়ল সশব্দে, গেঁথে বসল না। উত্যক্ত হলেন সেনাপতি।

'গোল্লায় যাও। মিডলটন, তোমাকে বলেছিলাম না দরজায় টোকা দিতে?'

'হ্যাঁ, স্যার। একজন বুড়ো ইতালীয়বাসী আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

'মিডলটন, তোমার হল কি? তোমাকে এ কথাও বলেছিলাম যে, আমি আর কোনও ইতালীয়বাসীকে দর্শন দেব না।'

'হ্যাঁ, স্যার। একে সাধারণের পর্যায়ে ফেলা যায় না। একে পাঠিয়েছে আমাদের এক সহকর্মী। আপনার কাজে লাগবে এরকম বার্তা নাকি ও এনেছে।'

'চুলোয় যাক্—নিয়ে এস লোকটিকে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন—যাও।'

বহু বিঘ্ন ডিঙিয়ে সার্থকতার উপকূলে ভিড়ল কাকোপার্দো—সম্মুখেই সেনাপতি। তার ক্রোধ সেনাপতির চেয়ে কম হবার কথা নয়। বয়সে সে সেনাপতির চেয়ে প্রায় কুড়ি বছরের বড়ই হবে। অতএব রাগ প্রকাশের অধিকার সেই পাবে প্রথম।

মেহগনি টেবিলের উপরে চোখ পড়তেই তার ক্রোধ ফেটে পড়ল। 'তুমি একজন বর্বর'—সে বলল।

এ ভাবে আলাপের সূত্রপাত করা কাকোপার্দোর পক্ষে সঙ্গত হয় নি। এমনিতেই সেনাপতি ইতালীয়-বিদ্বেষী, তার উপর মেজাজ ছিল খারাপ। তাঁর সুবিখ্যাত হুঙ্কারে তিনি বললেন: 'কি বললে?'

'আমি তোমাকে বর্বর বলেছি। কোন্ সাহসে তুমি আমার বন্ধু সালাতিয়েলো-র সুন্দর টেবিল ক্ষতবিক্ষত করেছ?'

তের বছর আগে সালাতিয়েলোর মৃত্যু হয়েছে—এ খবর জানা থাকলেও যুক্তি দেখাতে যেতেন না সেনাপতি। তাঁর মর্যাদা এমনভাবে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয় নি কখনও। দেয়াল চৌচির করা গর্জনে বললেন তিনি: 'হায় ঈশ্বর, এই বাঁদরটি কে, জানতে পারি?'

'১৫৭৫ খৃস্টাব্দে (আনুমানিক) এই টেবিলটি তৈরী হয়েছিল। ওহে বর্বর, তোমাদের দেশের অস্তিত্ব তখনও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। পার্মার ভিনচেনৎসিও বিয়াঙ্কি এর কারিগর। এ টেবিলের মূল্য পরিমাপ করা যায় না। শুয়োরের বাচ্চা না হলে কেউ এর এই দুর্দশা করে না।'

সেনাপতি চিৎকার করে বললেন: 'এই উন্মাদকে নিয়ে যাও এখান থেকে।' কর্নেল মিডলটন ও লেফটেনান্ট ঘরে এলেন ত্রস্তপদে। কাকোপার্দো-কে চেপে ধরে, ধাক্কা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিতে যাবে, সেনাপতি বিকট জোরে বললেন: 'দাঁড়াও, এই নির্বোধকে এখানে পাঠিয়েছে কে, মিডলটন?

'আমি ঠিক জানি না—কোনও একজন মেজর।'

'তুমি জান না? মিডলটন, তোমার জানাই কর্তব্য।'

কর্নেল মিডলটন কাকোপার্দো-কে জিজ্ঞাসা করল: 'আপনাকে এখানে পাঠালো কে?'

'আমার বন্ধু মেজর জোপোলো—তিনি বর্বর নন।'

কর্নেল মিডলটন বলল,: 'কোন্ অঞ্চলের শাসক এই মেজর?'

কাকোপার্দো বলল: 'আদানো—আমার বাস আদানোতে—সেখানকার শাসক উনি।'

'আদানো'—সগর্জনে বললেন সেনাপতি, 'এ জায়গার সঙ্গে কিসের যেন সংস্রব আছে? মিডলটন, আদানো-য় কী যেন ঘটেছিল, কী ঘটেছিল? কী বলত?'

'গাড়ী—গাড়ীর ঘটনা।' কর্নেল মিডলটন আদানোর কথা ভুলবে না জীবনে।

'গাড়ী? কিসের গাড়ী? গোল্লায় যাও। মিডলটন, হেঁয়ালী রাখ—সরল হও। কিসের গাড়ী বল।'

'আমরা যে গাড়ীটি তুলে খানায় ফেলে দিয়েছিলাম। যে গাড়ীর খচ্চরটি মেরেছিলাম গুলি করে।'

সেনাপতি মার্ভিন-এর গুপ্ত স্মৃতির উপর আলোক পড়ল—মুখের উপর ঘনিয়ে এল ছায়া। তিনি বজ্রনাদে বললেন: 'তা হলে ঐ মেজর-ই তোমায় পাঠিয়েছে? নামটি যেন কি? ঐ নামটি আমি মনে রাখতে চাই।'

মিডলটন বলল: 'জোপোলো।'

সেনাপতি মার্ভিন বললেন চেঁচিয়ে: 'জোপোলো। মিডলটন, লিখে রাখ ঐ নামটি—মনেও রেখ ভাল করে। মেজরটি একটি বাঁদর। এইবার মনে পড়েছে ঐ মেজর-কে। মিডলটন, বাঁদর নয় লোকটি?' সেনাপতি মার্ভিন সরবে বললেন: 'আমার মনে পড়েছে। এখন এই পাগল ইতালীয়ানটাকে দূর করে দাও। আর তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি মিডলটন—ভবিষ্যতে কোনও ইতালীয়-কে এখানে আসতে দিয়েছ কি দ্বিতীয় লেফটেনাণ্ট পদে অবনত হবে তুমি।' কর্নেল মিডলটন মেনে নিল আদেশ।

কাকোপার্দোকে টানতে টানতে আনা হচ্ছিল—সে ঐ অবস্থাতেই বলল: 'কিন্তু আমার কাছে বার্তা আছে। আমি বলতে পারি জার্মানদের আশ্রয়-স্থল। এটা জরুরী। জার্মানদের খবর আছে আমার কাছে।' কিন্তু সেনাপতির রোষ তখন তুঙ্গ-বিন্দুতে—কাকোপার্দোকে টেনে বাইরে এনে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হল। সে পথে কাউকে বলবার সুযোগ পেল না যে, জার্মানরা পিয়ারো-র ওধারে রয়েছে—জার্মানদের অবস্থানের বর্ণনা তার কাছ থেকে শোনবার জন্য দ্বাররক্ষীকেও ধারে কাছে পাওয়া গেল না।

। ১৪ ।

আড়ালে অপবাদ দিলেও সামনা সামনি মেজর জোপোলোকে ক্যাপ্টেন পারভিস দেখাত বন্ধুত্বের সমাদর।

দুজনের ভাষা অভিন্ন, তাছাড়া দুজনের পরিচয় এক-বাড়ীর দুই মেয়ের সাথে—তাই তাদের ঘনিষ্ঠতায় ফাটল ধরল না। বিদেশে দুজন প্রচণ্ড শত্রুর মধ্যেও 'ড্যামন ও পিথিয়াস'-এর সৌহার্দ্য গড়ে ওঠার পক্ষে এই একটি কারণই যথেষ্ট।

একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় তারা মেয়েদের বিষয় আলাপ করছিল।

বিদেশে আমেরিকার লোকেরা যেমন আলোচনা করে সেই রকম ছিল তাদের আলোচনার ধারা।

ক্যাপ্টেন বলল : 'ঐ কনিষ্ঠ মেয়েটি—ফ্রাঞ্চেস্কা—ওকে নিয়ে বেশ মজা করা যায়। জুটি হিসাবে ওটি খুব ভাল।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'আমার মনে হয় রাঙা-চুল মেয়েটিই বেশী তৈরি, পাকা।'

ক্যাপ্টেন বলল : 'ভালো জুটি পেলে আমার কাছে পাকাটাকা সব বাতিল!'

মেজর বললেন : 'অবশ্য এ জিনিষ রুচির উপর নির্ভর করে। যে যাতে স্বাদ পায়।'

ক্যাপ্টেন বলল : 'ঠিক বলেছ, ধন্যবাদ। আমি ছোটটির স্বাদ গ্রহণ করব। ওকে চিন্তা করলেই আমার কামনা হয় তীব্র। আজ রাত্রে ওদের ওখানে গেলে কেমন হয়?'

মেজর বললেন : 'চল যাই—মজাই হবে।'

ক্যাপ্টেনের প্রস্তাবে এত তাড়াতাড়ি সায় দিলেন মেজর—তাও উৎফুল্ল হয়ে! মেজর নিজেই অবাক হলেন—কেন এমন হল? এই মেয়েদুটির প্রতি ক্যাপ্টেনের মনোভাবে বিতৃষ্ণাই বোধ করেছেন মেজর। ক্যাপ্টেনের বিচারে এরা কদর্য—ইতালীয় তরমুজ, আঙুর এবং মদের মতই পণ্যদ্রব্য। কিন্তু মেজর ত এ চিন্তাধারার অনুগামী নন।

তবুও ক্যাপ্টেনের আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন সোৎসাহে! মন তাঁর পিছনে তাকাল : তোমাসিনো-র বাড়ীর সেই প্রমত্ত সন্ধ্যা, সেই চটচটে মিষ্টি খাবার, নিজের রাঙা রেশম-কোমল চুল সম্বন্ধে তাঁনার মন-খোলা স্বীকারোক্তি, মেজর পত্নীর প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর বকবকানি, গভীর রাত্রি পর্যন্ত আপন নিঃসঙ্গতার কথা ভাবা—সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন উদ্ভট মনে হয়।

কিন্তু বিস্ময়ের কারণ ছিল না। এই ত স্বাভাবিক।

প্রায় সব সৎ-প্রকৃতির দেশছাড়া মানুষই ঐ এক প্রবৃত্তির বশে আত্মসমর্পণ করে—সেখানে আমেরিকারবাসী, ব্রিটন, জার্মান, জাপানীর মধ্যে কোন ভেদ নেই। এ এক ধরনের নিঃসঙ্গতা—এর জাত আলাদা। মেজর ভালবাসেন নিজের পত্নীকে—তার বিরহ সত্যই মর্মান্তিক। এ শূন্যতাবোধ চলছিল অনেক-দিন ধরে। তার মধ্যে আবির্ভূত হল এক সামান্য রূপময়ী নারী—দেখালো সহানুভূতি—তিনি হলেন রূপমুগ্ধ। এ মোহ থেকেই বেদনার উৎপত্তি—পত্নীর

অভাববোধ বেড়ে গেল, তার কথাই বললেন ঐ মেয়েটিকে। তারপর নিরন্ধ্র একাকীত্বে তার সত্তা ডুবে গেল। এ থেকে মুক্তি পাবার জন্য কাছের মেয়েটির চিন্তা আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইলেন—সঙ্কোচ হলেও, অনিচ্ছা হলেও পেলেন না অব্যাহতি। মেজর জোপোলোর মানসিক অবস্থা ব্যতিক্রম নয়, নিয়ম—মন যখন সাথীহারা হয়ে হাহাকার করে ওঠে তখন সব মানুষই এমনি অন্তর্দ্বন্দ্বে হয় জর্জরিত। ক্যাপ্টেন পারভিসও স্বতন্ত্র নয়, স্বদেশে তাঁরও প্রেমের পাত্রী রয়েছে একজন, মেজরের সঙ্গে তার পার্থক্য শুধু ব্যক্তিত্বে।

এ দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষ অভিন্ন উত্তেজনা ও বাসনার রোমাঞ্চ নিয়ে সেই সন্ধ্যায় ৯নং ভিয়া ভিত্তোরিও ইমানুয়েলের বাসিন্দা তোমাসিনোর পরিবারের লোকদের হতচকিত করল। মেদবহুল রোজা বসবার ঘরের মেঝেতে বসে মুরগীর পালক ছাড়াচ্ছিল। রেডিও চলছিল—পাশে বসেছিল রোমবাসিনী বোনের দুটি ছোট মেয়ে। উজ্জ্বল রঙচঙে পায়জামা পরে ফ্রাঞ্চেসকা এবং তীনা মেঝেতে শুয়ে 'উন্ কুয়োরে ইন ত্রে' নামে একখানি সস্তা ইতালীয়ান উপন্যাস পড়ছিল। সদর দরজা তোমাসিনোই খুলে দিয়েছিল—অগ্রিম সংবাদ না দিয়েই অতিথিদের সে নিয়ে গেল ভিতরে—নিরেট কঠিন তার মুখ।

বাচ্চাদের কাকলি, মোটা রোজার মুখে ইংরাজীতে ঈশ্বরের নাম এবং বড় মেয়েদের সাদর সম্ভাষণ—সব মিলে উঠল কলরব।

ক্যাপ্টেন পারভিস আজ খেয়ে আসেনি এক ফোঁটা মদ—মেজরকে সে ভব্যতা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু পায়জামা পরা মেয়েদের দেখেই সে বলে ফেলল : 'মেয়েরা দেখছি শয্যায় যাবার জন্য প্রস্তুত! তা হলে যাওয়া যাক্—আর অপেক্ষা করে কি হবে?'

এর পরের কয়েক মুহূর্ত তারা সকলে মুরগীর পালক ছাড়াল। কাজ শেষে রোজা তোমাসিনোকে বলল : 'বাচ্চাদুটোকে শুইয়ে দাও বিছানায়।' ভ্রূকুটি করে তোমাসিনো বাচ্চাদের নিয়ে গেল। রোজা পালকগুলো ও পাখীটিকে নিয়ে গেল রান্না ঘরে।

ঘরে রইল দুটি পুরুষ আর দুটি মেয়ে। তীনা বলল : 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।' হাত বাড়িয়ে ধরল মেজরের হাত—চলল সে তার শোবার ঘরে। ক্যাপ্টেন পারভিসের শান্ত কণ্ঠ তাদের অনুসরণ করল : 'আমাকে ফেলে যেও না। আমি যে এ লাবণ্যময়ীর সঙ্গে আলাপ করতে পারি না। তোমরা যাচ্ছ কোথায়?' তার সংলাপে ছেদ পড়ল দুটি শব্দ দিয়ে : 'ভাগ্যবান লোক,

যাহোক বাব্বাঃ!' তারপর অগত্যা ইসারার ভাষায় সন্ধ্যার বিশ্রম্ভালাপ সার্থক করার সচেষ্ট হল।

তীনা বিছানার ওপর বসল। মেজর বসলেন প্রসাধন করার টেবিলের ধারের চেয়ারে।

তীনা বলল: 'মিস্টার মেজর, তোমার কাছে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।'

'বেশ'—বললেন মেজর। মেজর কিছুই অনুমান করলেন না—তবে তাঁর প্রত্যাশা ছিল যে তীনার অনুসন্ধান তাঁর মনোরঞ্জনই করবে।

'ইতালীর মাটিতে কতদিন যুদ্ধ চলবে বলে তোমার ধারনা?'

মেজর তুষ্ট হলেন না। তিনি বললেন—'এ বড় কঠিন প্রশ্ন। যুদ্ধের আলোচনা আমরা নাই বা করলাম। আমি ত সারাদিনই মেতে আছি যুদ্ধ নিয়ে—শুধু যুদ্ধ।'

তীনা বলল: 'কিন্তু একথা জেনে রাখার আমার বিশেষ দরকার রয়েছে যে। কতদিন যুদ্ধ স্থায়ী হবে মনে হয়?'

মেজর বললেন: 'আমি কি করে জানব, বল?' তাঁর স্বরে একটু বিরক্তির স্পর্শ। 'আমি যদি তা জানতাম তাহলে অভিযানের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেক কিছু আমার জানা থাকত। পরিকল্পনা জানা থাকলে সামরিক গুপ্ততথ্যও আমার সন্ধানে থাকত—এবং গুপ্ততথ্য জানা থাকলেও তোমাকে তা বলতে পারতাম না'—বললেন মেজর।

'তুমি আঁচ করতে ত পার, মেজর।'

'বেশ, আমার ধারণা আর দুমাস।'

'দুমাসেরও আর কত কাল পরে মুক্তি পাবে আমাদের ইতালীয় বন্দীরা?'

মেজর জোপোলোর কাছে তীনার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হল তক্ষুনি—এবং তা মোটেই উপাদেয় বোধ হল না। 'তোমার প্রিয় বন্ধু বন্দী হয়ে আছে?'

'সে আবদ্ধ, কি মৃত বা অন্য কিছু তা আমি জানি না—আমার দুঃশ্চিন্তা এখানেই। তাই ত তোমার কাছে কথাটা তুললাম। জিঅরজিওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ছিল।'

'আমি তোমার কি কাজে লাগতে পারি?'

'সে বন্দী কিনা সে খোঁজ সংগ্রহ করতে পারো না?'

'তুমি কি চাও আমি সব কারাগার ঘুরে ঘুরে সব বন্দীদের জিজ্ঞেস করি একে একে: তুমি কি আদানো-র তীনার প্রেমিক?'

'তোমার কাছে বন্দীদের নামের তালিকা নেই ?'

'তালিকা রাখার দায় আমার নয়। আমি আদানোর বেসামরিক শাসনের ভারপ্রাপ্ত।'

'মিস্টার মেজর, আমার সহায় হও। ওর কোন খবর না-জানা মৃত্যুর খবর পাওয়া থেকেও শোকাবহ।

'শত শত লোক প্রত্যেক দিন আমার দপ্তরে এসে এই একই প্রশ্ন করে। আমি তোমাকে বলেছি এ খবর আমার জানবার কথা নয়। তুমি কি বুঝছ না যে, এখন যুদ্ধ চলছে ? এখনও আমাদের একটি সংগ্রাম আসন্ন। যুদ্ধের এ সন্ধিক্ষণে যুদ্ধের কাজ বন্ধ রেখে বিচ্ছেদ-বিধূর প্রণয়ীদের স্বার্থে প্রশ্ন ও উত্তরের একটি বিভাগ আমরা খুলতে পারি না।'

''মিস্টার মেজর, আর নয়—আর কৌতুক সইতে পারছি না। তোমাকে আমার এত ভাল লেগেছিল যে ভেবেছিলাম—'

'এই জন্যই তোমার কাছে আমার এত সমাদর ? এই জন্যই তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠিয়েছিলে ? তোমার প্রণয়ীকে আমি যাতে খুঁজে বের করে দিই ?' মেজর এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে উঠে পড়লেন—দাঁড়িয়ে বললেন : 'আমার কর্মনীতি সম্বন্ধে ভুল ধারনা তোমার। আমার সঙ্গে কাজের কথা বলতে যদি চাও, বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে মিষ্টিমুখ করিয়ে ব্যর্থ হবে। এস আমার দপ্তরে—সকলের সঙ্গে তুমি সেখানে পক্ষপাতশূন্য ব্যবহার পাবে।'

মেজর ফিরে এলেন বসবার ঘরে। ক্যাপ্টেন পারভিস তখন তার দুহাতের আঙুলের সাহায্যে, আঙুল একবার নিজের দিকে তারপর ফ্রান্সেসকার দিকে নির্দেশ করে, ইঙ্গিতে হৃদয় বিনিময় করছিল।

'ক্যাপ্টেন, আমি বাড়ী যাচ্ছি।'

'কেন, এত তাড়াতাড়ি ? এই সন্ধ্যায় সবে সবে নেশাটা জমছে।'

'আমার আর এ সব ভাল লাগছে না। আমি বাড়ী চললাম।'

'আমি তোমার সঙ্গে না গেলে কিছু মনে করো না। আমি কি কখনও ভেবেছিলাম, আঙুল দিয়ে আলাপ বজায় রাখতে হবে ? তা এখন মন্দ লাগছে না। কাল দেখা করব তোমার সঙ্গে।'

মেজর প্রস্থান করলেন। পারভিস্ আলাপের ছিন্নসূত্র জুড়তে গেল। তীনা ঢুকল ঘরে অশ্রুসিক্ত চোখে। ফ্রান্সেসকাকে সে ইতালীয় ভাষায় বলল সব ঘটনা। রোজা ফিরে এসে মেজরের কথা জিজ্ঞাসা করল। এই সময় তোমাসিনো

ঘরে এলো—বাচ্চাদের সে রেখে এসেছে শয্যায়। ক্যাপটেন পারভিস-এর আঙুলের সাহায্যে গল্প বলায় ছেদ পড়লো—বাপ মাও যে বুঝে ফেলবে সে আলাপ। ফলে পারভিসও বিদায় নিল।

পরে নিজের উপরেই রাগ হোল মেজর জোপোলো-র, তীনার প্রতি শিশু-সুলভ অসংযম না প্রকাশ করলেই পারতেন। অন্যরকম মনোভাব আশা করাই ত অনধিকার চর্চা। প্রথম সন্ধ্যায় নিজের স্ত্রীর কথা বলে তীনার পথ তিনিই ত সুগম করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তীনার কাছে ক্ষমা চাইতেও মন সায় দিচ্ছিল না। সে জন্যই অনেক দিন তিনি তীনার সঙ্গে দেখাই করলেন না।

তীনা-ও যে তার মতই নিঃসঙ্গ মেজর তা জানতে পারলেন না। তিনি বুঝলেন না যে, নারীর নিঃসঙ্গতা এবং পুরুষের নিঃসঙ্গতার রূপ আলাদা নয়।

। ১৫ ।

সামরিক রক্ষী বিভাগের করপোরাল চাক্ শালট্জ লাল মদের নিন্দায় সোচ্চার হলেও এর উপর কেমন একটা আসক্তিও বোধ করে। এ বস্তুটিতে আকৃষ্ট তার দুই প্রিয়তম বন্ধু বিল ও পোলাকও। ঘন ঘন তারা এর মাদকতায় সাড়া দেয়।

এক ডলার মূল্যে একটি বোতল মদ দেয় কুড়ে ফাত্তার স্ত্রী কার্মেলিনা। এক রাত্রে তিন ডলার ব্যয়ে তিন বোতল মদ কিনে তারা ফিরল তাদের ডেরায়।

মদ ত নয়ই, এমন কি 'ভিনো' পর্যন্ত অত্যধিক পান করা সামরিক রক্ষীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না—কিন্তু করপোরাল চাক শালট্জ অন্য ধাতুতে গড়া। তার বন্ধু বিল ও পোলাক আদানো-র কর্মরত 'ইঞ্জিনীয়ার—সমর-বাহিনীর' কর্মী। চাক্ এবং আর কয়েকজন সামরিক-রক্ষীর সাথে একই গৃহে তারা আবাসিক।

জিভে লেগে থাকা সুরা আস্বাদের লোভে মদ খায় না চাক, বিল এবং পোলাক—অন্যান্য মদের সঙ্গে তুলনা করতে বা খাদ্যের পরিপোষক হিসেবেও ঐ মদ্যপান তারা করে না—তারা পান করে মাতাল হবার জন্য।

সুতরাং যেদিন রাত্রে তারা তিন ডলার দিয়ে তিন বোতল মদ সংগ্রহ করেছিল সেদিন তারা যে সন্ধ্যাবেলাতে-ই পান সুরু করবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? সন্ধ্যাতেই আরম্ভ করল নোংরা ঠাট্টা, উদ্ভট গান, বাকবিতণ্ডা—তারপর অশান্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল বেড়াতে। তাদের ভ্রমণ স্বতঃই হল কলরব-মুখর—ভ্রমণ হয় নি কিছুই, তারা বাড়ীর একাংশে পাক দিয়েছে বার বার। এটা টের পেয়ে তারা নিজেদের প্রকোষ্ঠে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত করল। এইবার হল বিপত্তি। বেড়াতে না গিয়ে ঘরে থাকলে ঝঞ্ঝাট হত না। ঘরে না ফিরে খানিকটা বেড়িয়ে এলেও তারা নিস্তার পেত—কারণ তা হলে ঘুরতে ঘুরতে তাদের দৃষ্টি হত ঝাপসা, আগ্রহ হত ক্ষীয়মান।

কিন্তু ঘরে ফিরতে গিয়েই পড়ল বিপাকে।

চাক্ শাল্‌ট্রজ বলল: 'এ যুদ্ধের কোনো মূল্য নেই।'

পোলাক বলল: 'বন্দ দাও, চাক্। তোমার শরীর খারাপ হয়েছে বোধহয়।'

চাক্ বলল: 'আরে না না, ভালই আছি। এ যুদ্ধ অর্থহীন।'

পোলাক বলল: 'যুক্তি দেখাও।'

বিল বলল: 'উনো, দুয়ে, ত্রে, কুয়াত্রো, চিংকুয়ে—এক দুই তিন চার পাঁচ।' এ ইতালীয় শব্দকটি সে নূতন শিখেছে—একরাত্রে সে এ পর্যন্ত নব্বইবার উচ্চারণ করল শব্দকটা।

পোলাক বলল: 'চোপরাও, বিল। চাক, প্রমাণ কর তোমার উক্তি।'

চাক্ বলল: 'মেজর জোপোলো-কে চেন তুমি? এ যুদ্ধের কোনও অর্থ হয় না।'

পোলাক বলল: 'টাউন হলের মেজরকে চিনি বৈকি। তার সঙ্গে তোমার উক্তির সম্পর্ক কি?'

বিল বলল নিজের খেয়ালে: 'চিংকুয়ে, চিংকুয়ে, চিংকুয়ে—পাঁচ পাঁচ পাঁচ।'

চাক্ বলল: 'সে কখনও মাতলামি করে না—ভাল মানুষ।'

পোলাক বলল: 'আমি তা জানি—অত্যন্ত সজ্জন।'

চাক্ বলল: 'এখানে যারা লড়াইয়ে ব্যস্ত সে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

পোলাক বলল: 'তার চেয়েও ভাল। খাঁটি মানুষ।'

চাক্ বলল: 'একেবারে খাঁটি নয়। সে মদ খায় না। কিন্তু সৎ, সাংঘাতিক রকম সৎ। এখানকার লোকগুলো তাকে যীশুখৃষ্ট মনে করে। এ শহরে এমন মহৎ লোক কখনও পা রাখে নি।'

পোলাক বলল : 'প্রমাণ দাও—এ যুদ্ধ অর্থহীন। কথা ঘুরিয়ে ফেল না।'

বিলের মুখে একই ইতালীয় শব্দ।

চাক বলল : 'বিল, থামাও তোমার গণনা। এ যুদ্ধ অর্থহীন—মেজরকে দেখেই বলছি।'

পোলাক বলল : 'যে মদ্যপান করে না তাকে দেখে যুদ্ধকে অর্থহীন কি করে বলা যায় ?'

চাক বলল : 'সে নিজেই বড় প্রমাণ। এ শহরে তার মত ভাল লোক নেই। আর তাকেই কিনা করা হল অপদস্থ। এই যুদ্ধের এই পরিণতি।'

পোলাক বলল : 'কে তাকে অপদস্থ করল—কে সেই শূকরীর বাচ্চা ?'

চাক্ বলল : 'করেছেন সেনাপতি মার্ভিন।'

পোলাক বলল : 'ছেড়ে দাও ওঁর কথা। এ আর নূতন কি—উনি ত সবাইকেই অপদস্থ করে থাকেন।'

চাক্ বলল : 'দেখ পোলাক, এ শহরে এমন যোগ্য লোক আর কেউ কখনও দেখে নি। এদের হিতৈষী সে—বোঝে এদের দরদ দিয়ে। তাকে কিনা বুড়ো মার্ভিন নামিয়ে দিলেন করপোরাল-এর পদে—আমার সমান স্তরে। এ সংগ্রামের মূল্য কি ?'

বিল গুণতে লাগল উল্টো দিক থেকে : 'চিংকুয়ে, কুয়াত্রো, ত্রে, দুয়ে, উনো—পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক।'

পোলাকের সংশয় গেল না। সে জিজ্ঞাসা করল : 'তুমি জানলে কি করে ?'

চাক্ বলল : 'আমি পত্রটি দেখেছি।'

পোলাক বলল : 'তাকে পদাবনত করার পত্র ?'

চাক্ বলল : 'না, তা নয়। যে পত্রটি যাচ্ছে তার জন্যই মেজরের হবে পদাবনতি। ট্রপানি ও আমি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম পত্রটি—কিন্তু ক্যাপ্টেনের হাতে পড়ে গেল। ও চিঠি বুড়ো বদমাসের চোখে পড়লেই মেজরের পদাবনতি নিশ্চিত।'

পোলাক বলল : 'হায় ঈশ্বর, এমন অনর্থ ঘটালো এই যুদ্ধ ?'

চাক্ বলল : 'সত্যিই অনর্থ ঘটিয়েছে।'

পোলাক বলল : 'চুলোয় যাক্। এ যুদ্ধ যে অর্থহীন তা তুমি প্রমাণ করেছ।'

চাক্ বলল : 'পচা, নোংরা, দুর্গন্ধ, অন্যায়, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।'

পোলাক বলল : 'যুদ্ধ নরক বিশেষ। যুদ্ধ একটি ভাল লোককে ধ্বংস করে।'

চাক্ বলল : 'মেজরকে আমি পছন্দ করি। হতচ্ছাড়া মানুষটা সত্যিই সাধু প্রকৃতির। সে অপদস্থ হোক তা আমার কাম্য নয়।'

পোলাক বলল : 'আমি মেজরকে স্বচক্ষে দেখি নি। তবে তুমি বলছ বলে আমি মেনে নিচ্ছি যে, সে অতি ন্যায়বান। তার মত লোকের মর্যাদা হানি করা অন্যায়।'

চাক্ বলল : 'তার জন্য আমাদের কিছু করতে হবে। এ করাটা আমাদের কর্তব্য।'

পোলাক বলল : 'চাক্, অনেক কথা ত বললে। এখন বল কি করব।'

চাক্ বলল : 'যা করলে মেজরের উপকার হয়, মেজরের তা প্রাপ্য!'

'তুমি একজন করপোরাল মাত্র—আমি আর বিল নগণ্য পি, এফ সি। আমরা চুনোপুঁটি—আমাদের কি ক্ষমতা?'

চাক্ বলল : 'আমরা ভাবতে থাকি।'

পোলাক বলল : 'বেশ, তুমি ভাবতে থাক।'

চাক্ বলল : আমার মোটা মাথায় কিছু আসছে না।'

বিল বলল : 'এক-দুই তিন। যদি এত ভালই হয় লোকটি তবে বিদায়-কালে আমাদের তাকে একটি ভাল উপহার দেওয়া উচিত।'

চাক্ চলল : 'এই প্রথম তুমি সুস্থ লোকের মতো কথা বললে বিল, আমরা একটি চমৎকার উপহার দেব।'

পোলাক বলল : 'কি দেওয়া যায়?'

চাক্ বলল : 'এ স্থির করাই কঠিন। মেজরের মত সম্মানিত ব্যক্তি—তার উপর বিদায় উপহার। মনোরম হওয়া চাই।'

পোলাক বলল : 'বিলের মাথায় খেলেছে এ প্রস্তাব। বিল, তুমিই পরামর্শ দাও।'

বিল উদাত্ত স্বরে বলল : 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ।'

চাক্ বলল : 'ওর দ্বারা কিছু হবে না। ও ওর সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে থাক্। পোলাক, উদ্ভাবন আমাদের দুজনকেই করতে হবে।'

পোলাক বলল : 'চল ঘরে ফিরে গিয়ে বোতল নিয়ে বসি—মাথা আমাদের খুলে যেতে পারে।'

চাক্ বলল : 'বেশ, চল, বুড়ো 'চার-চোখোর' বাড়ী যাই। সেখানে বসে ভাবা যাবে মদের বোতলে চুমুক দিয়ে।'

চাক, বিল ও পোলাক যে সুরম্য ভবনে থাকত তার মালিকের নাম কুয়াত্রক্কি। সে একজন বণিক—পুরুষানুক্রমে আদানোতে তার বিত্তশালী পরিবারের বাস। কাকোপার্দোর ভবন বাদ দিলে তার গৃহ-ই অনুপম। অভিযানের প্রথম দিন ঐ গৃহ সেনানিবাসের জন্য দখল করা হয়েছিল। প্রথমে কিছুদিন এখানে ছিল সেনা-হাসপাতাল—পরে ইঞ্জিনীয়ার ও সামরিক পুলিশের অধিকারে এসেছে গৃহটি। সব আসবাবপত্র কাগজে মুড়ে রেখে ফেলে গিয়েছিল সিনর কুয়াত্রক্কি—সামনে-কাঁচ তালা-দেওয়া আলমারি-র মধ্যে রেখে গিয়েছিল কিছু কাঁচের বাসনপত্র—আর ফেলে গিয়েছিল তাকের উপর কিছু বই। বড় বড় দেয়াল-চিত্র ঝুলছিল দেয়ালে। তাড়াতাড়ি সব জিনিষের ব্যবস্থা সে সেরে যেতে পারে নি। অবশ্য মেজর জোপোলো তাকে নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা করেছিল—বলেছিল যে, তার বাড়ী যত্ন সহকারেই রাখা হবে।

এ হেন বাড়ীর উপরতলায় তিন উন্মত্ত বীরপুরুষ তাদের শয়নঘরে উঠে গেল। প্রত্যেকে গুটিয়ে রাখা বিছানার মধ্য থেকে একটি করে বোতল বের করল। তারপর গলায় পানীয় ঢালতে ঢালতে চিন্তামগ্ন হল।

চাক্ বলল : 'চুমুর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা সেরে ফেল।'

পোলাকের উক্তিও অনুরূপ।

চাক্ বলল : 'মেজরের উপযুক্ত উপহার স্থির করা শক্ত।'

পোলাক বলল : 'অনেক সামগ্রীই মনে পড়ছে। কোনটাই তো মনঃপূত হচ্ছে না। লোকটি যে বলছ সভ্রান্ত—তাই ত মুস্কিল। মেজর বাজে লোক হলে এক্ষুনি উপহার বাতলে দিতাম।'

চাক্ বলল : 'এ যুদ্ধটাই বাজে—তাই বাজে ছাড়া কাজে লাগবার মত উপহার খুঁজে পাচ্ছ না।'

পোলাক বলল : 'আমি জবরদস্ত একটি উপহার ঠিক করে ফেলেছি। বল সত্যি করে—মেজর বিদায় নিচ্ছে ত ?'

চাক্ বলল : 'আমি সেই লিপি দেখি নি বুঝি ?'

পোলাক বলল : 'বেশ। ফাভার স্ত্রীর কাছ থেকে এক বোতল মদ দিলে কেমন হয় ?'

চাক্ বলল : 'দূর দূর ! পোলাক, তুমি জান ও জিনিষ জঘন্য। যতবার

এমদ তোমার পেটে যায় ততবার তোমার পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। তুমি কি চাও দশ মিনিট পর পর মেজর কলতলা যাক—তুমি কি এভাবে মেজরকে আদানো-ছাড়া করতে চাও?'

পোলাক বলল: 'তা চাই না। তা হলে সঙ্গে ধাতুচূর্ণ, ব্যথা উপশমের ওষুধও নয় দেওয়া যাবে। পেটে মোচড় পড়লে কোনও ক্ষতি নেই।'

চাক্ বলল: 'পোলাক, তুমি মাতাল হয়েছ। আমরা 'ভিনো' না দিলে পেটে মোচড় উঠবে কেন? তুমি কী যা তা বলছ?'

বিল বলল: 'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। তুমি এ বাড়ীর বুড়ো 'চার চোখো'-র কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পার উপহার। যদি কোমর সোজা করে দাঁড়াও তা হলে এ বাড়ীতেই দেখতে পাবে মনোজ্ঞ উপহার।'

চাক্ বলল: 'বিল, তোমার মাথা-ভর্তি বুদ্ধি গজগজ করছে—তবে আগে বলনি কেন? বুদ্ধি আছে কিন্তু সময়ে বেরোয় না।'

পোলাক বলল: 'ভালই হলো। একটা কিছু ধার করা যাক্।'

চাক্ বলল: 'তুমি হয়ত নিজেই বোঝ না তোমার পরামর্শ কেমন আভনব? শোন, এ মেজর ইতালীর লোক—কথা বলে এখানকার স্থানীয় লোকের মত স্বচ্ছন্দে। বুড়ো 'চার চোখো'র বাড়ীর সামগ্রী তার পছন্দ হবেই। বিল, তুমি যদি লক্ষপতি হতে—তবে ঠিক মনের মত জিনিষটি দেখিয়ে দিতে বড় লোকের মন নিয়ে।'

বিল বলল অসংলগ্ন ভাবে: 'এক আর তিনে চার। দুই আর তিনে পাঁচ। কী চমৎকার, আমি যোগ করতেও পারি।'

চাক্ বলল: 'একটি সামগ্রী বেছে আনি চল—তারপর বের হব।'

ত্রয়ী উঠল—তারা এখন চূড়ান্ত মাতাল। ঘর থেকে তারা অস্থির পদক্ষেপে এঁকে বেঁকে ঠিকরে বারান্দায় পড়ল—তারপর ঐ ভাবে চলে এল একটি বৈঠকখানার সম্মুখে।

পোলাক বলল: 'দেখ, দেখ। গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল স্টেশন-এর মত সাজানো। অনেক ইতালীয় আসবাবপত্র রয়েছে।'

চাক্ বলল: 'ভেতরে গিয়ে দেখা যাক্।'

পোলাক বলল: 'একটি চেয়ার দিলে কেমন হয়?'

চাক্ বলল: 'আবরণ খসিয়ে ফেলে দাও। ভাল বলেছ, চেয়ারই দেওয়া হোক।'

চাক্ ও পোলাক পিছলে চেয়ারের কাছে চলে গেল। ঝুঁকে পড়ল আবরণ খসাবায় জন্য—স্খলিত হাত গ্রন্থী হাতড়ে পেল না।

চাক্ ফন্দী দিল : 'তুলে ধরো চেয়ার। তলা থেকে দেখা যাক কোথায় গ্রন্থী আছে।'

অতএব তারা মাথার উপরে উঁচু করল চেয়ার। পোলাক পাক খেতে লাগল—চাকের মুষ্ঠি শিথিল হল। চেয়ার সশব্দে পড়ে গেল মেঝেয়। একটা পা ভেঙে গেল। বিল সেটা কুড়িয়ে নিল।

চাক্ বলল : 'চেয়ার বড় ফ্যাসাদ বাধাল। চুলোয় যাক্ চেয়ার—ওতে হবে না।' পোলাক এক কোণে মর্মর পাথরের বেদীর উপর পাথর খোদাই করা একটি আবক্ষ মূর্তি দেখতে পেল। জিজ্ঞেস করল : 'ওটা কার মূর্তি ?'

বিল স্পষ্ট বলল : 'গ্যারিবল্ডীর মূর্তি।'

পোলাক বলল : 'একটি গারিবল্ডী দেব তাকে।' সে কোণে চলে গেল—বেদীর উপর থেকে তুলল মূর্তিটি—ওদের দিকে বেসামাল দেহে আসতে গিয়ে ভারসাম্য হারালো। মূর্তিটি মেঝেতে পড়ে হল চূর্ণবিচূর্ণ।

পোলাক বাতিদানের উপর দিয়ে দেয়াল-লগ্ন একটি চিত্রের দিকে তাকাল—একটি স্থূলদেহ নগ্ন নারীমূর্তি। তার সুরামত্ত দৃষ্টিতে মূর্তিটি ধরা দিল লাবণ্য-ময়ীর মতো। সে বলল : 'একটি মেয়েছেলে উপহার দেওয়া যাক। মেজর মেয়েছেলে চান নিশ্চয়ই।'

অতএব ওরা তিনজন লেগে গেল ছবিটিকে নামাবার কাজে। চেয়ারের উপরে টাল সামলে দাঁড়াতে গিয়ে কাঁপতে লাগল নিজেরা—চেয়ারের পায়া এবং মেঝেতে লাগল ঠোকাঠুকি। ঐ অবস্থায় তারা ছবির নীচের দিকটা ধরে ছবিটিকে বন্ধনমুক্ত করল। কিন্তু আয়ত্বে রাখতে পারল না। ছবিটি পড়ে গেল—ছবির দেহ ধাক্কা খেল চেয়ারের পিঠে—স্থূলদেহ নারীমূর্তি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল।

পোলাক বলল : 'গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল স্টেশন গোল্লায় যাক। অন্য ঘরে দেখা যাক কি আছে ?'

ওরা খাবার ঘরে গেল। এক ধারে সামনে কাচ দেওয়া একটি আলমারী বসানো রয়েছে—ভিতরে তাকে তাকে বোঝাই কাচের জিনিষপত্র। ভেনিসে তৈরী।

চাক্ বলল : 'কয়েকখানি খাবার-পাত্র দেওয়া যাক।'

সে পাল্লা খোলার চেষ্টা করল—কিন্তু তাতে চাবি লাগানো।

সে বলল : 'বিল, দাঁড়িয়ে থেকো না। খুলে ফেল আলমারি। তোমার হাতে চেয়ারের পায়া ত রয়েছেই।'

বিল এগিয়ে এল—উঁচিয়ে ধরল চেয়ারের পায়া।

তারপর বলল : 'এক দুই তিন, আর'—তিনে এসেই কষিয়ে দিল পায়া।

আলমারির ডালা ভেঙে খুলে পড়ল মেঝেতে। ত্রয়ী মত্ত তরুণ শিহরিত দেহে এক একটি দ্রব্য মনোনীত করে তুলে নিল। কম্পমান হাত থেকে প্রথমে পড়ল বাটি, তারপর কাঁচের থালা, তারপর বড় হাঁড়ি। তাদের টানাটানিতে অবশেষে পুরো আলমারিটাই উলটে পড়ল—সব কিছু ভেঙ্গে চৌচির।

ত্রয়ীর অন্বেষণ থামল না—ঘর থেকে ঘরে চলল পরিক্রমা—পশ্চাতে পড়ে রইল ধ্বংসের চিহ্ন। তাদের নৈরাশ্য বেড়েই চলল—ভাল কিছু, মজবুত কিছু পাবার আশা হতে লাগল ক্ষীয়মাণ। মেজরের ভাগ্যে কিছু জুটল না বোধ হয়।

অবশেষে চাক্ বলল : 'এ যুদ্ধই দায়ী। এর জন্যই তুমি 'চার চোখো'-র বাড়ীতেও খুঁজে পেলে না কোনও উপহার।'

পোলাক বলল : 'এই রক্তখেকো যুদ্ধই সব অনর্থের মূল।'

বিল বলল : 'চল শোওয়া যাক।'

অগত্যা ওরা শয্যায় আশ্রয় নিল। পোলাক শুনল চাক্ কঁকিয়ে উঠছে। পোলাক বলল : 'কাঁদছ কেন চাক্? শরীর খারাপ লাগছে ?'

চাক্ ফুঁপিয়ে বলল : 'যুদ্ধ গোল্লায় যাক। অর্থহীন। অনিষ্টকর।'

পোলাক বলল : 'ঠিক বলেছ, অর্থহীন। চাক্, এবার ঘুমোও।'

। ১৬

সেদিন সকালবেলা মেজর জোপোলো দপ্তরে এসে দেখলেন দুজন আগন্তুক অপেক্ষা করছে। একজন হল কুয়াত্রক্কি—চাক্, বিল এবং পোলাকের ডেরার মালিক। অপর আগন্তুকের নাম লর্ড রানসিন—মিত্র-শক্তি অধিকৃত অঞ্চল শাসন-সংস্থার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সুতরাং কুয়াত্রক্কিকে অপেক্ষা করতে হল।

মিত্র শক্তির 'সামরিক সরকার' ছিল ইংরাজ ও আমেরিকানদের সংযুক্ত ব্যবস্থার অন্তর্গত। সেজন্য ইংরাজ ও আমেরিকার লোকেরাই শাসনের লাগাম হাতে পেয়েছিল—যুদ্ধের কর্তৃত্বের মত শাসন পরিচালনার ব্যাপারেও তারা মিলে মিশে কাজ চালাচ্ছিল। লর্ড রানসিন স্থান পেয়েছিলেন প্রায় শীর্ষে।

লর্ড রানসিনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—মাথায় কোঁকড়ানো রঙীন চুল। আলাপের সময় সঙ্গীর মুখের দিকে সোজা বড় একটা তাকান না। নস্ত গ্রহণ করেন। তিনি উপনিবেশ-বাদী, ইতালীয়দের দেখেন সেই চোখ দিয়ে। এ মনোভাবটুকু বাদ দিলে 'অধিকৃত অঞ্চল' শাসন বিভাগের তিনি একজন সুশাসক। নানা গুণের মধ্যে রয়েছে তাঁর অসীম উদ্যম। ঐদিন সকাল সাড়ে ছটাতেই পথে নেমেছিলেন তিনি—গমের ক্ষেতের মধ্যে আমেরিকানদের রেশনের ভাগ থেকে প্রাতরাশ সেরেছেন—তারপর এখানে এসে তাঁর প্রতিনিধি আদানোর শাসকের জন্য অপেক্ষা করে আছেন প্রায় পনের মিনিট। তিনি 'অধিকৃত অঞ্চলে'র শহরগুলি সফর করে তত্বাবধানে রাখেন—এবং অভিনব শাসন-বিধির দৃষ্টান্তগুলো চয়ন করেন প্রত্যেক শহর থেকে।

বেলা আটটা বেজে পাঁচ মিনিট। মেজর জোপোলো সসম্মানে স্বাগত জানিয়ে তাঁর দপ্তর-কক্ষে লর্ড রানসিন-কে এনে বসালেন।

'ভূতুরে বাড়ী'—মন্তব্য করলেন লর্ড।

লর্ড রানসিন অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপের সময় কদর্য ভাষা ব্যবহার করতেন। ইংরাজ হলে প্রয়োগ করতেন আমেরিকানদের অশ্লীল বুলি—এবং আমেরিকান হলে প্রয়োগ করতেন ইংরাজী অশ্লীল যা কিছু। ফলে, অনেকেই বুঝতে পারত না তাঁর বক্তব্য।

এই প্রথম একজন সাধুপ্রকৃতির লর্ডের সঙ্গে মেজরের হল কথাবার্তা। জামার উন্নত কলার, হাঁটু অবধি সট এবং টুপিহীন মাথা—উর্ধ্বতন কর্মচারীর এ বেশ মেজরকে অবাক করে দিল।

ডেস্কের অপর দিকে বসে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে লর্ড প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন মেজরকে। নিউইয়র্কের 'পরিচ্ছন্নতা বিভাগের' কেরানী, বর্তমানে মেজর, আজ নিজেকে বিশিষ্ট বলেই মনে করলেন।

আলাপের সূত্রপাতে কুয়াত্রক্কিও-র দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন: 'তোমার ঐ ইতালীয়ান বন্ধুকে বেশ কাহিল মনে হচ্ছে কেন?'

প্রাক্তন 'পরিচ্ছন্নতা-রক্ষা' বিভাগের কেরানী বললেন : 'লর্ড, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। অনুগ্রহ করে আরেকবার বলুন ?'

মহামান্য লর্ড বললেন : 'যাক্‌গে। জোপোলো, কি রকম কর্মসূচী এখানে অনুসরণ করছ ?'

প্রাক্তন কেরানী বলল : 'আমি নিষ্ঠার সঙ্গেই শাসন চালাচ্ছি, সুষ্ঠুভাবেই চলছে।'

লর্ডের মনে ধরল কথা কটি : 'সুষ্ঠুভাবেই চলছে।' লর্ডের মুখে স্মিতহাস্য। মেজরের উক্তি লিখে রাখলেন নিজের নোট-বইতে—ভবিষ্যতে খাটাবার জন্য।

'কি কি উল্লেখযোগ্য কাজ তুমি এখানে করেছ ?' জিজ্ঞাসু হলেন লর্ড।

অর্থ-দানের কথা প্রথমে তুললেন মেজর। সৈন্যদলে যে সব পরিবারের ছেলে যোগ দিয়েছিল ইতালীয় সরকার সে সব পরিবারের গৃহকর্তাদের মাথা পিছু দিনে আট লিরা এবং প্রত্যেক লোককে মাথা পিছু তিন লিরা সাহায্য দিয়ে আসছিল মিত্রশক্তির অভিযানের আগে। ঐ আর্থিক দাক্ষিণ্যের উপরে তারা নির্ভর করত। পুরানো হারে অর্থ-দান ব্যবস্থা আবার চালু করেছেন মেজর জোপোলো। উনি বলেন 'জন-সহায়তা'—এ নাম গণতন্ত্র-ঘেঁষা। টাকা তোলেন জরিমানা এবং মাল বিক্রীর লাভ থেকে। মেয়র, 'কারাবিনিয়ারি'-প্রধান এবং একজন নাগরিককে নিয়ে গঠিত একটি কমিটি 'জন-সহায়তা' পাবার মতো দুঃস্থদের নাম সুপারিশ করবে। এ বাবদ চুয়াত্তর হাজার লিরা বিতরণ করা হয়েছিল প্রথম দিনেই এ শহরে।

মহামান্য লর্ড বললেন : 'চমৎকার। অন্য কিছু আছে ?'

অর্থ সংগ্রহের কথায় মেজর তুললেন মসলিন-প্রসঙ্গ। একটি 'মুক্তি জাহাজ' ভিড়েছিল আদানো বন্দরে। যুদ্ধের সরঞ্জাম—মাটি সমান করার বাষ্পযান, পুল নির্মাণের যন্ত্র, অস্থাবর ছাউনি ও সমরাস্ত্র—সরবরাহ দিল ঐ জাহাজ। জাহাজের মধ্যে একটি ছোট কুটুরীতে মালবাহকরা দেখতে পেল ছ বস্তা সাদা মসলিন। জাহাজ-নিয়ন্তা ঐ মাল খালাস করতে চাইলেন—সম্মত হল না বন্দর-রক্ষক। বেওয়ারিশ মাল—যুক্তরাষ্ট্রের এক কোষাগারের ছাপ ছিল, তাই বোঝা গেল যে মসলিনগুলি নিখোঁজ বাণিজ্য-পণ্য। মেজর জোপোলো খবর পেয়েই শহরের লোকদের বস্ত্রাভাব মেটাবার জন্য 'বেসামরিক যোগান বিভাগে'র কর্তার কাছ থেকে মালগুলি ন্যায্য দরে বেচে দেবার অনুমতি নিলেন। চার বস্তা হাতে রেখে দু বস্তা বাজারে ছাড়লেন—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মসলিন হয়ে গেল নিঃশেষ।

মহামান্য লর্ড বললেন : 'চমৎকার ব্যবস্থা—তারপর আর কিছু ?'

মেজর এবার ওঠালেন শরণার্থী প্রসঙ্গ। অভিযানের প্রথম ধাক্কায় জংলা-পাহাড়ে পালিয়ে গেল শহরের প্রায় সব লোক—রইল পড়ে ছ সাত হাজার। কয়েকদিনের মধ্যেই শহরে প্রত্যাগতের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় বত্রিশ তেত্রিশ হাজার—শহর লোকে গিজগিজ। এদের মধ্যে ছিল ভিচিনামারে শহর থেকে সরে আসা বাস্তুহারা—কারণ, অভিযানের কদিন আগে থেকে 'মিত্রশক্তি' ভিচিনামারের উপর বোমাবর্ষণ করছিল প্রচণ্ডভাবে। মিত্রশক্তি 'ভিচিনামারে' পিছনে ফেলে অগ্রগামী হতেই এই শরণার্থীরা ফিরে যেতে চাইল নিজেদের ঘরে। কিন্তু যানবাহনের ঘাটতি। তখন একটি সুযোগ এল। একদিন পথ দিয়ে একটি 'জার্মান বাস' চালিয়ে যাচ্ছিল একজন আমেরিকান। সন্ধান নিয়ে মেজর জানলেন বাসটি ইঞ্জিনীয়ারদের অধিকারে। শরণার্থীদের ব্যবহারে লাগাবেন ভেবে বাসের কর্মচারীকে বললেন : 'তোমার এ বাসটি আমি সপ্তাহে একদিন কাজে লাগাতে চাই।' তার আপত্তি হল না—কিন্তু ব্যবহারও অনুমতি-সাপেক্ষ। আদানোর 'আঞ্চলিক সমর-কর্তা'র মত পাওয়া গেল। কিছুদিন পরে হৃষ্ট ও তুষ্ট একদল লোক বাসে চড়ে স্বগৃহে চলে গেল। কদিন পরে ভিচিনামারে প্রদেশের শাসনকর্তা কর্ণেল সারটোরিয়াস এ ব্যবস্থা জানতে পেরে বারণ করলেন মেজর জোপোলোকে—ব্যাহত হল শরণার্থী যাত্রা। মেজর জোপোলো বললেন : 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কর্ণেল সারটোরিয়াস নেশাগ্রস্ত।'

মহামান্য লর্ড বললেন : 'তোমার কি মনে হয় কর্ণেল অনিষ্টকর মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে ?' লর্ড আঙুল ডোবালেন তাঁর নস্যদানিতে।

মেজর বললেন : 'না না, আমি সে অর্থে বলছি না। আমি তাকে বলতে চাই মাথা-মোটা।'

'মাথা-মোটা, বাঃ, বেশ বলেছ।' কথা কটি টুকে রাখলেন তাঁর নোট-বইতে। তারপর বললেন : 'বলে যাও তোমার কাহিনী।'

মেজর বলে চললেন। আদানের লোকদের কাছে আমেরিকান শাসন আশীর্বাদ তুল্য। তাই স্বেচ্ছায় তারা শহরের বহির্প্রান্তে যে ছোট্ট আমেরিকান গোরস্থান রয়েছে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায় কাঁধে তুলে নিয়েছে। তারা সেটিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে তাতে সাদা রং মাখিয়ে দিয়েছে।

বুড়ো প্রস্তর-শিল্পী রাসো পাথরের বেদী স্থাপন করে চলেছে প্রত্যেকটি

কবরের উপর এবং প্রতি রবিবারে লোকেরা কবরের উপর ফুল ছড়িয়ে সেই সব তরুণদের স্মৃতি তর্পণ করছে যারা প্রাণ বলি দিয়েছে আদানো উদ্ধারের জন্য।

মহামান্য লর্ড বললেন : 'ভাবাবেগের কাহিনী নয়, অন্য কিছু বল।'

খাদ্য-সমস্যারও সমাধান হয়েছে। অভিযান আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেল স্টেশনের এক পাশে লাইনের উপর পাঁচ-কামরা বোঝাই গম পেয়ে যান। গম পিষে আটা বানিয়ে রাখেন শহরের জন্য—তা থেকে পার্শ্ববর্তী শৈলনগরগুলির অধিবাসীদের অনশনও নিবারণ করেন। তিনি একজন রুটির কারিগরকে মোটা রকম জরিমানাও করেছিলেন—কারণ সে বাজে রুটি বানাত, ধারে রুটি বেচতে চাইত না, বিজয়ী আমেরিকানদের 'লিরা' মুদ্রা নিতে চাইত না এবং ময়লা হাতে রুটি প্রস্তুত করত। তারপর থেকে সকল রুটির কারিগরের কাছ থেকেই উৎকৃষ্ট রুটি পাওয়া যাচ্ছে। মেজর জেলেদেরও পাঠিয়েছেন মৎস্য শিকারে। গত আট মাস পাস্তা থেকে বঞ্চিত ছিল শহরের লোক—তারা এখন পাচ্ছে সেই পাস্তা। খাদ্য এখন আর কোন সমস্যাই নয়।

সন্তুষ্ট হলেন লর্ড রানসিন। প্রতি দফায় নাকে দিচ্ছিলেন নস্য। এ দেখে মেজরের চোখ কোটর থেকে ঠিকরে বেরোবার উপক্রম হল। লর্ডের প্রশ্নবান এল : 'আর কিছু?'

হারকিউলিস-এর আস্তাবল সাফ করা আর এ শহর জঞ্জালমুক্ত করা একই রকম। সৌভাগ্যের কথা পরিচ্ছন্নতা-বিধানের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল মেজরের। আমেরিকানরা এ শহর দখল করবার পর একজন বৃদ্ধকে এর শ্রীরক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল; তার পক্ষে এ কাজ দুঃসাধ্য। সে শুধু পালাৎসো-র সামনেকার রাস্তার দুপাশের ফুটপাথ পরিষ্কার করতে পেরেছিল—সেখানে মেয়র নাস্তার আমলের জঞ্জাল পাহাড় হয়ে পড়ে ছিল। এখন মেজর জোপোলো গড়েছেন পয়তাল্লিশ জন কর্মীর একটি বাহিনী—তাদের অধিকারে রয়েছে আটটি ময়লা-সরানোর গাড়ী ও একটি জল ছিটোনোর ইতালীয় ট্রাক। প্রত্যেকদিন সকালে রাস্তায় জল দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় লর্ড বললেন : 'জল—একেবারে হৃদয় জুড়িয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা!' মেজর এই উক্তির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না—প্রশংসা বলে ধরে নিলেন।

মেজর বললেন : 'নিশ্চয়, লর্ড। এ শহরের দুর্গতির অবসান হয়েছে আমরা আসার পর। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আগে কি নিষ্পেষনে এদের দিন কেটেছে। অতীতের পদস্থ কর্মচারীরা ছিল এদের আতঙ্কের বস্তু—

বাহ্যিক আদবকায়দায় এরা হয়ে পড়েছিল অভ্যস্ত। সামান্য ত্রুটি হলেই এদের ধরে নিয়ে যাওয়া হত আদালতে এবং তার আগে কারাবিনিয়ারি-র জেরায় বিপর্যস্ত হয়ে এরা নাম বলত শেষে, উপাধি বলত আগে। সরকারী কাগজ পত্রই এর প্রমাণ—বলতে পারেন চীনাদের মত।

'আগের শাসনের থেকে বর্তমান শাসনে যে তারা নিঃশঙ্কায় ও আরামে আছে সে কথা আমার কাছে মুক্তকণ্ঠে বলেছে অসংখ্য লোক। আজ তারা পথে সম্মিলিত হয়ে আলোচনা করতে পারে অবাধে। তারা শুনতে পারে বেতার-বাণী। তারা জানে আমার কাছে পাবে ন্যায়-বিচার। তারা এই 'সিটি হলে' এসে যে কোনও সময়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারে। পূর্বতন মেয়র নাস্তার দপ্তর বসত বেলা বারটা থেকে একটা পর্যন্ত—সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে আবেদন করতে হত কয়েক সপ্তাহ আগে। আপনাকে পথের আবর্জনা দূর করার প্রচেষ্টার কথা প্রথমে বলেছি—শ্রীবিধানের আরও অনেক উপায় আছে—দরকার হলে সব প্রণালীই গ্রহণ করব।'

বর্ণনা একঘেয়ে হয়ে পড়ছিল। মহামান্য লর্ড ক্রমে একটু ক্লান্তি বোধ করছিলেন। বার বার নস্যদানী থেকে নস্য নিচ্ছিলেন—তাকাচ্ছিলেন জানলার বাইরে।

তিনি বললেন: 'চমৎকার কাজ, চমৎকার কাজ। আচ্ছা, অব্যবস্থা কি নেই এ শহরে যা দৃষ্টিকটু?'

'হ্যাঁ, আছে, লর্ড'—বললেন মেজর—'একটা বিষয়ে আছে।'

'জোপোলো, আমাদের এঞ্চলের সব শহরেই একটিও অন্ততঃ অব্যবস্থা থাকবারই কথা।'

'এটা ঠিক অব্যবস্থা নয় লর্ড। এমন কি আপনার কানে ব্যাপারটা বিশ্রীও লাগতে পারে।'

মৌজ করে একটিপ নস্য নিয়ে লর্ড রানসিন বললেন: 'বিশ্রীকে শ্রীতে রূপান্তরিত করাই আমার কাজ। জোপোলো, বল কি সেটি?'

'স্যার, এ শহর একটি ঘণ্টা লাভে ব্যগ্র।'

'ঘণ্টা? সেকি মেজর? আজ সকাল আটটায় শহরে বহু ঘণ্টার কলধ্বনি শুনে ত মনে করেছিলাম এখানে আরম্ভ হয়ে গেছে বড়দিনের উৎসব! তুমিও শুনে থাকবে।'

'হুঁ লর্ড। তবে এটি সাধারণ ঘণ্টা নয়।'

'একমাত্র নরকে গিয়ে তারা পেতে পারে অসাধারণ ঘণ্টা।'

'সাতশ বছরের পুরাণো ঘণ্টা। শহরের লোকদের সর্বাপেক্ষা সমাদরের বস্তু। মুসোলিনি এদের মণি-হারা করেছে।' মেজর এরপর বিবরণ দিলেন—ঘণ্টাটিকে খোলে পুরে, জাহাজে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; বন্দুকের নল তৈরী হবে এর লোহায়; ঘণ্টাটি উদ্ধারের অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল শহরের লোক; তিনি অনুসন্ধান করে জেনেছেন যে অনধিকৃত রাষ্ট্রে পড়ে আছে ঘণ্টাটি—হয়ত গালিয়ে ফেলাও হয়ে গেছে।

লর্ড রানসিনের উপনিবেশ-মেজাজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি বললেন: 'যে ঘণ্টাগুলি রয়েছে তাতেই এদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমাদের অতখানি ভাবপ্রবণ না হলেও চলবে। জোপোলো, এদের আমরা সুখের সাগরে স্নান করিয়ে দিতে পারি না। শৃঙ্খলা শিথিল করা ঠিক হবে না।'

'লর্ড, শৃঙ্খলা ও সুখের মধ্যে রাখীবন্ধন হওয়াই ত শ্রেয়।'

বিলম্বিত টানে এক টিপ নস্য নিয়ে বললেন লর্ড: 'যুবক, তোমার চেয়ে এ সব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা কিছু বেশী।'

'যতবার আমি এদের কিছু উপকার করেছি, এরা বিনিময়ে তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দিয়েছে।'

'তুমি আমায় কি করতে বল?'

'আমি ভাবছিলাম আপনার অব্যাহত ক্ষমতার সাহায্যে এদের জন্য একটি অনবদ্য ঘণ্টা যদি সংগ্রহ করা সম্ভব হত—এবং তা যদি হৃত ঘণ্টার মতই অনির্বচনীয় হত তবে তাই হত তৃপ্তিকর। নগণ্য ঘণ্টার সার্থকতা নেই কিছু।'

মহামান্য লর্ড বললেন: 'আমি যখনই গণ্য করবার মত কোন দ্রব্যের প্রয়োজন বোধ করি তখনই আবেদন-পত্র পাঠাই 'যুক্তরাষ্ট্র স্থলবাহিনী'র দপ্তরে। ওদের মাধ্যমে অনুপম দ্রব্যও পাওয়া সহজসাধ্য। যেমন ধরো—ওরা আমাকে সুন্দর একটি জিপগাড়ী দিয়েছিল—যোগাড় করে দিয়েছিল ধূমপানের পাইপ। কোথা থেকে এসেছিল জানো—স্কটল্যাণ্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্র হয়ে সোজা আলজিয়ার্সে, স্থলবাহিনীর সহায়তায়। তারপর ধরো, দাড়ি কামাবার বৈদ্যুতিক ক্ষুর—তাও একটি ওদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। কিন্তু ক্ষুরটি আমি ব্যবহার করতে পারছি না—ইতালীয়দের অপকৃষ্ট বিদ্যুৎশক্তির জন্য। যাক্, তুমি 'স্থলবাহিনী'র কাছে দরবার করো—এই আমার পরামর্শ।'

'লর্ড, স্থলবাহিনীতে আমার তেমন জানাশোনা লোক নেই। আপনার

কোনও বন্ধু বা পরিচিত আছে কি? এ সব মনোজ্ঞ সামগ্রীর জন্য আপনি কার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতেন?'

'তুমি পত্র পাঠাও আলজিয়ার্সের 'কোয়ার্টার মাস্টার' সেনাপতি উইলসন-এর কাছে। আমার চাহিদামত যে কোনও সামগ্রী সংগ্রহে সচেষ্ট থাকবে, এ কথা সে আমাকে দিয়েছিল। সে তোমাকে ঈপ্সিত ঘণ্টা পাইয়ে দেবে। জোপোলো, আমার নাম করে আবেদন জানাবে।'

মেজর জোপোলো লিখে রাখলেন সেনাপতি উইলসনের নাম ও ঠিকানা। মেজর বললেন: 'ধন্যবাদ লর্ড। এ পত্র কার্যকরী হবে বলে মনে হচ্ছে। এ শহরকে একটি ঘণ্টা উপহার দিতে আমি বদ্ধপরিকর।'

লর্ড রানসিন নস্য-র ডিবের ঢাকনা বন্ধ করে উঠে পড়লেন। 'জোপোলো, মনে হচ্ছে তুমি যেন ভোজবাজী করতে চলেছো। বজায় রেখো এ উন্মাদনা। সঙ্কটে পড়লেই আমায় ফোন করো।'—বলেই নিষ্ক্রান্ত হলেন লর্ড রানসিন; পশ্চাৎ থেকে শোনা গেল তাঁর আরামের হাঁচি, প্রায় মিনিট দশেক যা তিনি জীইয়ে রেখেছিলেন নাসারন্ধ্রে।

মেজর জোপোলোর দৃষ্টি প্রসারিত হল জানলা গলিয়ে—চরম সুখের আবেশ তাঁর মনে। তাঁর কৃতিত্ব আজ প্রশংসাধন্য। তাই আজ সুখ তাঁর দ্বিগুণ। কিন্তু এ সুখ ভোগে অকস্মাৎ ব্যাঘাত হল। কতকগুলি ইতালীয় শব্দের বর্ষণ এ পুলকের রোমন্থনের উপর টেনে দিল যতিচিহ্ন।

কুয়াত্রক্কি-র কণ্ঠস্বর।

'তোমরা গর্ব কর—তোমরা সুসভ্য। আমাদের উপকূলে নেমেছ, অনুগ্রহ করেছ—আমাদের তোমরা নাকি ত্রাণকর্তা! আমেরিকানদের সঙ্গে জার্মানদের পার্থক্য কোথায়? তোমার লোকেরা যে অপকর্ম করেছে জার্মানরাও এ শহরে তেমন অনাচার করেনি। আমার গৃহ আমি তোমাদের হাতে অর্পণ করেছিলাম নির্দ্বিধায়। আমি ভেবেছিলাম আমেরিকানরা সভ্য—তুমিও আশ্বাস দিয়েছিলে সেই রকম। তুমি কথা দিয়েছিলে গৃহস্বামীর মতই যত্ন নেওয়া হবে আমার গৃহের। তুমি মিথ্যাবাদী।'

ক্ষণপূর্বের প্রশংসার অনুগামী এই নিন্দা মেজরকে তীক্ষ্ণভাবে। বিদ্ধ করল কড়া স্বরে তিনি বললেন: 'কি চান আপনি? প্রলাপোক্তি সংবরণ করুন। বলুন আপনার আসল কথা।'

'কিছু প্রার্থনা নিয়ে আসিনি। আমি যা হারিয়েছি তা আর ফিরে পাব না। চেয়ে আমার কি লাভ?'

'কিছুই যদি চাইবার না থাকে আপনার, তা হলে আমার সময় নষ্ট করে দিচ্ছেন কেন?'

ব্যঙ্গে বিষিয়ে গেল কুয়াত্রক্কির ভাষা: 'আপনার সময় অত্যন্ত মূল্যবান—তাই না? তা হলে আমি সত্যই দুঃখিত, মহাপ্রভু।' এরপর তার ভাষা রোষদীপ্ত: 'আমি হারিয়েছি কতকগুলি সামগ্রী যেগুলি আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। কিছু ফেলে আসা দ্রব্য আনতে আমি গিয়েছিলাম আমার বাড়ীতে আজ সকালে। কি দেখলাম? দেখলাম আপনার বর্বর লোকেরা আমার প্রস্তরের আবক্ষ মূর্তিটি করেছে বিচূর্ণ। ফ্লোরেন্সবাসী ভাস্কর ক্যামিলিয়ানি-র হাতে তৈরী ষোড়শ শতাব্দীর শিল্পসম্পদ—এ কি মূল্য দিয়ে পাওয়া যায়? তারা ছিন্ন করেছে ভেনাসের চিত্র—এর শিল্পী ছিলেন গিঅরগিওন। এর কত মূল্য ধরবেন আপনি? যে কাঁচের পাত্র ভেনিসে-র বিবাহ বাসরে আমার নবপরিণীতা মায়ের কল্যাণ কামনায় পানীয় ধারণ করেছিল তা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওরা। আমার কাছে এগুলির দাম কত লিরা হবে বলে আপনার মনে হয়?'

কুয়াত্রক্কির কণ্ঠ বাষ্পাকুল—কথা অসংলগ্নও—সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল শেষের দিকে।

মেজর জোপোলো ক্রোধে জ্ঞানহারা হলেন। ফোনে ক্যাপ্টেন পারভিস-এর ডাক পড়ল। মেজর বলল: 'তোমার লোকদের দুষ্কর্মের খবর রাখ? তারা বন্য হয়ে উঠেছে কেন? এই সহৃদয় ভদ্রলোক তাঁর বাড়ী ও কিছু জিনিষপত্র আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ীটি ও দ্রব্যাদি তছনছ করার অর্থ কি? এ কি সুযোগের অপব্যবহার নয়? পনের মিনিটের মধ্যে তোমার দপ্তর-কক্ষে ঐ দুষ্কৃতকারীদের হাজির করাবে—আমার ইচ্ছা তাই।'

বিমূঢ় ক্যাপ্টেনকে নিঃশ্বাস ফেলতে না দিয়ে মেজর রেখে দিলেন ফোন।

মেজর জোপোলো ডেস্ক প্রদক্ষিণ করে ওপাশে কুয়াত্রক্কির পাশে এলেন—ক্রন্দনরত কুয়াত্রক্কির ঘাড়ে মমতায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন: 'কুয়াত্রক্কি, চলুন। আপনার বাড়ী গিয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখি আগে।'

দুজনে হেঁটে চলল ঐ অপূর্ব সুন্দর বাড়ীর উদ্দেশ্যে। তেতলার ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে ঐ লঙ্কাকাণ্ড মেজরকে দেখালো কুয়াত্রক্কি নিজে।

'এ দৃশ্য অসহনীয়'—মেজর বললেন : 'এ অপকীর্তির ক্ষমা নেই।' মেজর যেন সান্ত্বনা দিতে গেলেন—বুয়াত্রক্কি রাগে হতবাক্।

মেজর জোপোলো কুয়াত্রক্কি-কে নিয়ে গেলেন সামরিক পুলিশের সদর দপ্তরে। চাক, বিল এবং পোলাক-কে উপস্থিত রেখেছে পারভিস্। মেজর ঘরে ঢুকতেই তিন মূর্তিমান সামরিক রীতিতে দাঁড়াল।

মেজর বললেন : 'সহজভাবে দাঁড়াও। কিন্তু শোন যা বলি।'

তিন মূর্তিমান আরাম করে দাঁড়াল।

'তোমাদের যুক্তরাষ্ট্রে ফেরৎ পাঠানো উচিত। তোমরা কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছ? আমরা যে ভদ্রলোক তা এদের আর কোনও দিন বোঝাতে পারব? বড় বড় লোম গায়ে বুনোদের মত আচরণ করবার পর আমরা নিজেদের সভ্য বলে জাহির করব কি করে?'

পোলাক বলল : 'মেজর, আমরা কাউকে আঘাত দিতে চাই নি।'

মেজর বললেন : 'তোমাদের ইচ্ছা যাই থাক—তোমাদের কাজই গণ্য হবে।'

পোলাক বলল : 'আপনার প্রতি প্রীতির জন্য আমরা ওরকম করে ফেলেছি।'

'আমার জন্য তোমাদের এই কীর্তি—কি বলতে চাও তোমরা? এমন কুকর্ম আমার প্রত্যাশিত?'

পোলাক : 'আপনাকে দেব বলে আমরা সন্ধান করছিলাম একটি উপহার।'

পোলাক ভাবল চাক শালট্জ গত রাত্রে মেজর সম্বন্ধে যেমন প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল সেও যদি আজ তা অনুকরণ করে তবে তারা মুক্তি পাবে এই বিভ্রাট থেকে।

মেজর বললেন : 'ঈশ্বর জানেন—হঠাৎ আমাকেই বা উপহার দেবার সাধ তোমাদের হল কেন! আমি ত আগে তোমাদের দেখি নি।'

পোলাক বলল : 'আমরা সামরিক বিভাগের তালিকাভুক্ত কর্মচারী। আমরা আপনাকে দেখেছি।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'আমি জানতে চাই আমাকে উপহার দেবার কথা কেমন করে তোমাদের মনে উদয় হল—আর কেন-ই বা হল?'

পোলাক বলল : 'এটি বিদায়কালীন উপহার হবার কথা ছিল।'

মেজর বললেন : 'কে বিদায় নিতে যাচ্ছে?'

পোলাক বলল : 'করপোরাল শালটজ বললে কিনা—'

চাক্ শালটজ বলল : 'পোলাক, আমাকে বলতে দাও এবার।'

মেজর জোপোলো শালটজের দিকে ফিরে বললেন : 'তুমিই বল, এ সবের অর্থ কি ?'

চাক্ শালটজ বুঝেছিল এ জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। সে বলল : 'আমরা যে অন্যায় করেছি তার জবাবদিহি নেই। মেজর, আমরা প্রমত্ত ছিলাম। আমার মনে হয়, পোলকের নেশা এখনও সম্পূর্ণ কাটে নি।'

পোলক ঘুঁষি বাগিয়ে বলল : 'কেন, তুমি যে বললে.... ?'

মেজর জোপোলো বললেন : 'উপহার দানের ব্যাপারটা বুঝলাম না ত ?'

চাক্ বলল : 'সুরার প্রভাবে আমাদের মনে এই অকারণ অনুভূতি জেগেছিল যে, আপনার মত যোগ্যতম কর্মকর্তা আমরা আর কখনও দেখিনি—তাই আমাদের কর্তব্য আপনাকে একটি উপহার প্রদান করা। আমরা আরও ভেবেছিলাম যে, এ বাড়ীর মধ্যে যে সব সামগ্রী আছে তা থেকেই বেছে নেব একটি উপহার। আমরা জানতাম, আপনি ইতালীর লোক—মানে, ইতালীর সঙ্গে আপনার কিছুটা সম্পর্ক আছে। তাই এ বাড়ীর ভিতর থেকে সংগ্রহ করা কোনও ইতালীয় দ্রব্য উপহার হিসাবে আপনার মনোরঞ্জন করবে। এই হচ্ছে যথার্থ ঘটনা।'

মেজরের গলা খাদে নামল—তিনি বললেন : 'আমি ইতালীয়ান নই। আমি আমেরিকানই—তবে এজন্য যতটা গর্ববোধ করা উচিত ততটা গর্ববোধ আর এখন করতে পারছি না।' তারপর কুয়াত্রক্কির দিকে তাকিয়ে ইতালীয় ভাষায় বললেন : 'আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আপনি যা হারিয়েছেন অর্থে বা ক্ষমাপ্রার্থনায় তার ক্ষতিপূরণ হয় না। এ জঘন্য অপরাধ যারা করেছে তারা এখন অনুতপ্ত—তারা বুঝেছে তারা কতদূর হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছে। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে গতকাল নিজেকে আমেরিকান ভেবে আমি যে গৌরব বোধ করেছিলাম আজ তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে অনেকখানি। এরা যা করেছে তার জন্য ন্যায্য ও কঠিন শাস্তি এরা পাবে। আপনি ধ্বংসপ্রাপ্ত দ্রব্যাদির ক্ষতি-পূরণ দাবী করে আবেদন-পত্র পাঠান—আপনি মূল্য দ্বিগুণ করলেও আপনার উপরে দোষারোপ করব না। কুয়াত্রক্কি, এর বেশী আর ত কিছু করবার নেই।'

কুয়াত্রক্কি বলল : 'আমি আমেরিকানদের অনেককেই জানি না। কিন্তু মেজর, আজ জানলাম যে আপনার কাছ থেকে ন্যায়-বিচার পাব।'

মেজর বললেন: কুয়াত্রক্কি, আপনি এবার আসুন।' আমি কথা দিলাম এখন থেকে আপনার গৃহ সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।' কুয়াত্রক্কি চলে গেল। মেজর ঐ তিনজন যুবকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: এই ইতালীয় ভদ্রলোকের যে ক্ষতি করেছ সে সম্বন্ধে তোমরা অবহিত কি না আমি জানি না। তুলনা দিয়ে বলা যায় যে, তোমরা তার একটি অঙ্গচ্ছেদ করেছ। তোমরা যেগুলো ভেঙ্গে ফেলেছ সেগুলি ভদ্রলোকের পরম প্রিয় বস্তু ছিল। আমি ওঁকে বলেছি তোমরা কঠোর শাস্তি পাবে—যে কঠোর আঘাত ওঁকে দিয়েছ তোমাদের ঠিক তার সমান শাস্তি পেতে হবে।'

যুবক তিনজন সামান্য ভীত ও সন্ত্রস্ত হল।

মেজর বললেন: 'তোমাদের শাস্তি হল এই—এখন থেকে প্রতি মুহূর্তে তোমাদের বিবেক সজাগ রাখবে ঐ ভদ্রলোকের দুঃখের দিকে এবং এই বাড়ী ও তার সব কিছু তোমাদের মায়ের জিনিষ মনে করে পরিচ্ছন্ন রাখবে ও যত্ন করবে। ব্যস্, এবার তোমরা যেতে পার।'

চাক্ বলল: 'তাই হবে স্যার, ধন্যবাদ।'

পোলাক বলল: 'ধন্যবাদ।'

বিল বলল: 'ধন্যবাদ। আমরা বাড়ীর ভার নিলাম।'

পোলাক বলল: 'নিশ্চয় স্যার। আমরা নজর দেবই।'

বাইরে এসে চাক্ বলল: 'তোমাকে এই মেজর সম্বন্ধে যা বলেছিলাম তা ঠিক কিনা?'

পোলাক বলল: 'সেনাবিভাগে এমন লোক আর দেখিনি আমি।'

বিল বলল: 'মেজর, আমার মার সম্বন্ধে যে কথা বলল তাতেই আমি মুগ্ধ হয়েছি। মা তাঁর কাঁচের জিনিষের গর্বে আত্মহারা থাকতেন—মনে হচ্ছে গতরাত্রে আমি মায়ের সেই ভারী দামী কাঁচের বাসনগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করেছি।

| ১৭ |

বিরাশী বছরের ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেছে কাকোপার্দোর দেহের উপর দিয়ে। মার্ভিনের দুর্ব্যবহার তাই গায়ে মাখলেন না তিনি—আমেরিকানদের পরামর্শ দেওয়ায় ভাঁটা পড়ল না।

মেজর জোপোলো দুতিন দিন অন্তর তাঁর কাছ থেকে পত্র পেতে লাগলেন—তাতে অনেক অর্থহীন পরামর্শ থাকত, মেজর সম্পাদন করে ফেলেছেন এমন বিষয়েও বুদ্ধি দেওয়া হত। একদিন কিন্তু অর্থপূর্ণ একটি লিপি এল কাকো-পার্দোর কাছ থেকে।

'মাননীয় বেসামরিক শাসনবিভাগের কর্মকর্তা,

কয়েকটি বিষয় আপনার কাছে পেশ করছি। কয়েকমাস ধরে আদানোর সামান্য লোকেরা জলপাই-তেল ও অন্যান্য স্নেহ পদার্থের রেশন পাচ্ছে না—কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা তাদের পরিবারের জন্য ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য পাচ্ছে প্রচুর—এদের মধ্যে সামরিক ও বেসামরিক উভয় তরফের কর্মচারী সংশ্লিষ্ট।

এ অবস্থায় এখানকার অধিবাসীরা কালোবাজারের দ্বারস্থ হচ্ছে—আটশ গ্রামের দাম দিচ্ছে আশী লিরা। অথচ ফ্যাসী সরকার এক কিলোর দাম ধার্য করেছিল সাড়ে পনের লিরা।

গরীবের উপর এ অত্যাচার অপ্রতিহত থাকতে পারে না।

বিনীত,

কাকোপার্দো।'

কাকোপার্দোর চিঠিতে কালোবাজারের নিন্দা করা হয়েছে ফ্যাসীদের বেঁধে দেওয়া দরের ভিত্তিতে—এ তথ্যেই মেজর চিন্তিত হলেন। কালোবাজারের পরাক্রম সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন মেজর। খোঁজখবরও নিচ্ছিলেন। এবার তিনি হলেন সক্রিয়। যে ছবি প্রকাশ পেল তা শুধু উদ্বেগের নয়. মনে হলো, দুর্নীতি-পরায়ণ ফ্যাসীরা কালোবাজারের জন্য দায়ী নয়—যে সব ব্যবসায়ী আকাশ-ছোঁয়া দরে মাল বিক্রী করছে তারাও দায়ী নয়—আক্রমণকারী আমেরিকানরাই এর জন্য অপরাধী।

দুটো কারণে আদানো-তে কালোবাজার এবং তার অবধারিত পরিণতি মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্ট হতে দিয়েছে আমেরিকানরা। একটি হচ্ছে তাদের উদারতা। ইতালীয়রা মনে করেছিল যে সিগারেট ও মিষ্টি-খাবারের ভাণ্ডার নিয়ে ইতালীর মাটিতে পা দিয়েছে আমেরিকানরা। পথে পথে তারা প্রার্থনা করেছে সিগারেট এবং মিষ্টি-খাবার—আমেরিকানরাও দরাজ মনে বিলিয়েছে দ্রব্য। তারা খোলা টিন থেকেও 'সি-রেশন' দিয়েছে, টিনশুদ্ধও 'সি-রেশন' দিয়েছে। আর জিনিষ কেনবার সময় অম্লান বদনে দিয়েছে যে কোন মূল্য—ধারে কাছে ইতালী-ভাষী বন্ধু না থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের দর দিতেও কার্পণ্য করেনি। এটি হল দ্বিতীয় কারণ।

কালোবাজারের উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করলেন মেজর জোপোলো চারটি উদাহরণের সহায়তায়ঃ প্রথম, মদের কালো বাজারের উৎস কুড়ে ফাত্তার স্ত্রী কার্মেলিনার বাড়ী। অভিযানের প্রথম রাত্রে কার্মেলিনার কাছ থেকে যে প্রথম মদ কেনে সে হল করপোরাল চাক্ শাল্‌টজ। মেজর কার্মেলিনার কাছ থেকেই শুনেছিলেন যে, করপোরাল এক ডলার মূল্য দিয়ে চলে গিয়েছিল। শাল্‌টজ অবশ্য বলেছিল যে, ঐ মহিলা দরাদরি, হাঁকডাক, এমন কি পুলিশে সংবাদ দেবার ভয় দেখিয়ে অত দাম আদায় করেছিল। যাই ঘটুক, শাল্‌টজ এক ডলার দিয়েছিল। অভিযানের পূর্বে ঐ জাতীয় মদের মূল্য ছিল বিশ সেণ্ট।

দ্বিতীয় উদাহরণঃ চারজন সৈন্য একটি চুল-কাটার দোকানে ঢুকে ইঙ্গিতে চুল ছাঁটার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। এরা ইতালীয় ভাষা জানত না—যুক্তরাষ্ট্রের চুল-ছাঁটাইয়ের সমান মূল্য তারা দিয়ে ফেলল। প্রত্যেকে একটি করে পঞ্চাশ সেণ্টের মুদ্রাখণ্ড ধরে দিয়ে বলেছিলঃ 'ভাই, অবশিষ্ট তোমারই থাক্।' চুল ছাঁটাই-য়ের মাথা পিছু পারিশ্রমিক তিন সেণ্ট ছিল এতকাল। একটি সকালেই সামান্য কাজের বিনিময়ে নাপিত আয় করল দুশ লিরা। ফলে পরের তিন সপ্তাহ সে চুল-ছাঁটাইর কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়ে নিল—অর্থ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিমুখ রইল সে।

তৃতীয় উদাহরণঃ গণিকা-বৃত্তিতে কালোবাজার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। নবাগত সেনাবাহিনীর আবির্ভাবে স্বভাবতঃই দেহজীবিনীদের চাহিদা বেড়ে গেল। ভীরু মেয়েরা জংলা পাহাড়ে আত্মগোপন করায় সরবরাহ আরও হ্রাস পেয়েছিল। আমেরিকান অভিযানের প্রাক্কালে প্রত্যেক মেয়ের দর ছিল মাত্র পাঁচ লিরা। ইতালীয় ভাষায় অজ্ঞ আমেরিকান সৈন্যরা আন্তর্জাতিক ইঙ্গিতময়

ভাষার মাধ্যমে কাজ চালাতে গিয়ে মেয়েদের সামনে তুলে ধরত দু'আঙুল। প্রথম প্রথম দুর্বোধ্য হত এ দর-নির্দেশ—মেয়েরা মনে করত ওরা দু'লিরা দিতে চাচ্ছে—ফলে সম্মত হত না তারা। পরে কিন্তু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছিল মূল্য—সৈন্যরা দুশো লিরা মূল্য নির্ধারণ করেছে। বানিজ্য ফেঁপে উঠল—সঙ্গে কালোবাজার।

চতুর্থ উদাহরণ: খাদ্যের কালোবাজারই বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। চাষীরা তাদের আঙুর, তরমুজ ও তাজা তরকারী শহরের বাজারে আনত না—নিয়ে যেত সৈন্যদের ছাউনীর ধারে—বসে থাকত সীমানা-প্রান্তে সৈন্য-খরিদ্দারের প্রত্যাশায়। তপ্ত মধ্যাহ্নে তারা শীতল-ফল সাজিয়ে লুব্ধ করত আমেরিকান-দের এবং ন্যায্য দরের দশ থেকে বিশগুণ বাড়তি দরে বিক্রয় করত ফল। এ মনোবৃত্তির ছোঁয়াচ থেকে শহরের লোকও অব্যাহতি পেল না—সামান্য যে ফল বাজারে চালান আসত তা এরা কিনে নিয়ে বেচত গ্রামাঞ্চলের বোকা আমেরিকানদের কাছে।

কালোবাজার বন্ধ করতে না পারা গেলেও এর সম্প্রসারণ বন্ধ করবার জন্য মেজর তিনটি পন্থা গ্রহণ করলেন। বিনাকাজে আমেরিকান সৈন্যদের শহরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন। তাঁর আদেশে 'কারাবিনিয়ারি বাহিনী শহরের খাদ্য-দ্রব্যের বহির্গমন রোধ করল। বেশী দামে মাল বিক্রয় অথবা ওজনের কারচুপির জন্য জরিমানা ধার্য করলেন তিন সহস্র লিরা—একজন ইতালীয় চাষীর সারা জীবনের সঞ্চয়।

। ১৮ ।

সেনাপতি মার্ভিনের হুকুম নাকচ করে দিয়ে নূতন আদেশ জারী করার বিষয়টির উপর দৃষ্টি-আকর্ষণী বার্তা যাতে যথাস্থানে না পৌঁছায় তার জন্য সার্জেণ্ট ট্রপানি ভুল নাম লিখেছিলেন খামের পিঠে—কিন্তু তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হল। কারণ পত্রটি পড়ে ঐ ব্যক্তি তা রেখে এলেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ডেস্কের উপর।

এঁর নাম লেফটেনাণ্ট কর্নেল ডব্লিউ, ডব্লিউ নরিস—৪৯ সেনাবাহিনীর জি-১

কর্মকর্তা। কর্মব্যস্ত কর্ণেল নরিস মার্ভিনের আদেশের অংশটুকু পড়েই রক্তবর্ণ চিরকুটের বাঁ প্রান্তের শীর্ষে পেন্সিল দিয়ে লিখলেন : 'এর নকল ৪৯-সেনা-বাহিনীর বিভিন্ন ফাইলে থাকবে—যেমন নিয়ম। একটি বাড়তি নকল-পত্র পাঠাতে হবে কর্ণেল মিডলটনের কাছে—তাতে লেখা থাকবে : সেনাপতি মার্ভিনের জ্ঞাতার্থে।' মন্তব্য লিখে বহিমুর্খী ঝুড়িতে ফেলে রাখলেন বার্তাটি।

ঘণ্টা দুয়েক পরে একজন টেকনিক্যাল সার্জেন্ট কর্ণেল নরিসের ঝুড়ি খালি করে দিলেন এবং যথাসময়ে ঐ রক্তবর্ণ চিরকুট-বার্তার তিনটি নকল '৪৯-সেনা-বাহিনীর' ফাইলে সংরক্ষণের জন্য পাঠালেন—ঐ ফাইলের কবরে সেগুলি চির সমাধি লাভ করবে। নকলগুলির একটি যাবে সামরিক পুলিশ বিভাগে, একটি ঢুকবে ব্যক্তিগত ফাইলে এবং একটি অধিকৃত অঞ্চলের গোয়েন্দা বিভাগের ফাইলে। কর্ণেল মিডলটন এবং সেনাপতি মার্ভিনের জন্য যে নকলটি পাঠাতে চাইলো টেকনিক্যাল সার্জেন্ট, তার টাইপের পরিচ্ছন্নতা ও শুদ্ধতার দিকে প্রখর অভিনিবেশ দিতে গিয়ে লিপির বিষয়বস্তু সে লক্ষ্যই করল না।

চারটি নকলসহ রক্তবর্ণ চিরকুটটি রাখল ঝুড়িতে—ঝুড়িটি ফিরে আসবে কর্ণেল নরিসের টেবিলে।

কর্ণেল নরিসের সহকারী লেফটেনাণ্ট বাটার্স কৌতূহলপ্রিয়—কর্ণেলের ঘাড়ের উপর দিয়ে ঝুঁকে চিঠিপত্র পড়া তার স্বভাব। কর্ণেল এতে বিরক্তও হন। যুদ্ধ পরিচালনার হুকুমনামাগুলো রচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো জেনে নেবার জন্য সে উৎসুক হয়—উপ-সেনাধক্ষ্যদের দৃষ্টিতে আসার সবুর সয় না তার।

তার এ কৌতূহলের মূল্যও আছে। কর্ণেল নরিস অথবা টেকনিকাল সার্জেণ্টের চিঠিপত্র পড়ার অবহেলা পুষিয়ে দেয় লেফটেনাণ্ট বাটার্স।

রক্তবর্ণ চিরকুটটি যেদিন নকল করা হল সেদিন অতি প্রত্যূষে উঠলো সে—সতেজ তার চেহারা। পোষাক পরে, দাড়ি কামিয়ে প্রাতরাশের আগেই এলো কর্ণেল নরিস-এর ডেস্কের সামনে। ঝুড়ি থেকে চিরকুটের নকলগুলি তুলে পড়ে ফেললে বার্তা। তারপর নকলগুলি রক্তবর্ণ চিরকুটের সঙ্গে এঁটে নিজের ডেস্কের উপরে একটি ফোলিও-র মধ্যে রাখলো।

বেলায় কর্ণেল এক সম্মেলনে যোগ দিতে গেলে লেফটেনাণ্ট বাটার্স টেকনিকাল সার্জেণ্টকে ডেকে বলল : 'তুমি এ নকলগুলি পড়েছ?'

টাইপের অশুদ্ধতার চিন্তায় ভীত সার্জেণ্ট শুধু বলল : 'হ্যাঁ, স্যার।'

লেফটেনাণ্ট বলল : 'দেখ, ঐ মেজর ঠিকই করেছে।'

টেকনিকাল সার্জেণ্টের এ পত্র সম্পর্কে আবছা ধারণাও নেই—সে বলল : 'ঠিকই করেছে?'

লেফটেনাণ্ট বলল : 'নিশ্চয়। দেখলেই বোঝা যায় তার আদেশের যাথার্থ্য। কিন্তু এর নকল সেনাপতি মার্ভিনের হাতে পড়লে মেজরের কপালে দুঃখ আছে।'

নিজেকে বিপন্মুক্ত রাখার জন্য টেকনিকাল সার্জেণ্ট বলল : 'আপনার আশঙ্কা অমূলক নয়।'

লেফটেনাণ্ট বাটার্স বলল : 'এ নকলগুলি যে যে ফাইলে রাখবার রেখে দাও। সেনাপতির প্রাপ্য নকলটির দায়িত্ব নিলাম আমি।'

টেকনিকাল সার্জেণ্ট সম্মতি দিয়ে নকলগুলি নিয়ে নিল। লেফটেনাণ্ট বলল : 'এই মার্ভিন আমাকে একবার বিনা অপরাধে শাস্তি দিয়েছিল। আমি ওকে একদম পছন্দ করি না। তাই ভাবছি এ আদেশের জন্য মেজর যদি শাস্তি পায় ত তা হবে পরিতাপের বিষয়।'

'হ্যাঁ, স্যার'—বলল সার্জেণ্ট। তারপর ভ্রূকুটি করে বলল : 'আপনি আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবেন না ত? সেই যে সেবারের কথা মনে আছে ত—যেবার কর্ণেল নরিস-কে লেখা পি, আর, ও-র চিঠি হারিয়ে গেল?'

'না, তুমি দুর্ভাবনা করো না'—বলল লেফটেনাণ্ট।

কিন্তু সার্জেণ্টের দুর্ভাবনা ঘুচল না অনেকদিন—শেষে একদিন সাহস সঞ্চয় করে লেফটেনাণ্টকে জিজ্ঞাসা করল : 'স্যার, সেনাপতি মার্ভিনের জন্য লেখা যে নকলটি আপনার কাছে ছিল তার গতি কি করলেন? ফেলে দেন নি নিশ্চয়ই? কর্ণেল নরিস ও বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করতেও পারেন।'

'ফেলে দেবার সাধ আমার হয়েছিল, কিন্তু সাধ্য হয় নি। তাই আলজিয়ার্স-গামী পত্রবাহকের থলিতে পুরে দিয়েছি প্রতিলিপিটি। তুমি ত জান ঐ ডাক-পথে আমাদের কত চিঠিপত্র নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে আমি ভেবেছিলাম এভাবে—'

নিরুদ্বিগ্ন হলো টেকনিকাল সার্জেণ্ট—হেসে বলল : 'আকস্মিকভাবে যদি হারিয়ে যায়—যদিও নিখোঁজ করাই উদ্দেশ্য—কি বলেন?'

। ১৯ ।

মেয়র নাস্তা নিত্যনৈমিত্তিক স্বীকারোক্তি দিয়ে অনুতাপ প্রকাশের পর সার্জেণ্ট বোর্থের সামনে থেকে সেদিনও বেরিয়ে এল। পালাৎসোর সামনের রাস্তা পেরিয়ে পার্শ্বপথে গিয়ে উঠল। প্রতিদিনই পার্শ্বপথের উপরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অনেকে অপেক্ষা করে—একদল আড্ডা জমায়, একদল অভিযোগ জানায়—আর কিছু লোক অখ্যাত ও অপদার্থ আইনজীবীদের শরণ নেয়।

একটি ছোট দলের যুদ্ধের আলোচনায় যোগ দেবার সুযোগ খুঁজছিল মেয়র নাস্তা। এক ঝাঁকে বলল: 'গতকাল বিকেলে আমি ভেতরের কিছু খবর জেনেছি।'

মার্কুরিও সালভাতোরে-র সাহস এত বেড়ে গেছে যে সে বলে ফেলল: 'যে এখন মেয়র নয় তার কাছ থেকে আমরা সংবাদ জানতে চাইনি।'

একসময় ছিল যখন এরকম উক্তির জন্য পুরো এক বছর নাস্তা জেল খাটাতে পারত বক্তাকে। কিন্তু আজ সে বলল: 'কলরব-প্রিয় গাড়ী চালক তোমার বন্ধু আফ্রস্তির ছেলের দেওয়া এ সংবাদ। ছেলেটি অভিযানের প্রথম দিনেই গা ঢাকা দিয়েছিল—এখন ফিরে এসেছে। তোমরা ত তাকে চেন—সৎ ছেলে সে।'

মেয়রের ছিটোন বিষ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল। কুড়ে ফাত্তা বলল: 'সে যে সংবাদ দিয়েছে তা এমন কি গুরুতর—বলুন-ই না।'

'সে বলেছে আমাদের বন্ধু জার্মানরা প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।'

ফাদার পেনসোভেস্কিও বললেন: 'এ আর কি নূতন কথা। ওরা ভিচি-নামারে-র কাছেও আবার আক্রমণ হেনেছিল—কিছুই সুরাহা হয় নি ওদের। প্রতিহত হয়েছিল ওরা—আবারও হবে।'

মেয়র নাস্তা বলল: 'পাঁচ ডিভিসন উৎসাহী সৈন্য—সঙ্গে ২৯-প্যাঞ্জার বিমান বাহিনী এবং পিলসেনার ডিভিসন—সব মিলে চৌকস সামরিক শক্তি এবার হানা দেবে। তারা অব্যর্থ—বরং তারাই আমেরিকানদের সমুদ্রতীরে তাড়িয়ে দেবে।'

এ সংবাদের মর্ম না বুঝে কুড়ে ফাত্তা বলল : 'কবে হানা সুরু হবে? আমি চলে যাব পাহাড়ের আড়ালে।'

অতীতের মত রাসভারী হয়ে উঠল মেয়র নাস্তা, বলল :' আমি তোমাদের সে পরামর্শ দেব না। তবে আগামী ২৩শে ভোর চারটের সময় আক্রমণ আরম্ভ হবে। পঁচিশ থেকে আটাশের মধ্যে আমেরিকানরা মার খেয়ে সমুদ্রের ধারে পশ্চাদপসরণ করবে—একথা জেনে রেখ নিঃসংশয়ে।'

সরল মনের লোকেরা বিশ্বাসের কিনারায় এসে গেল। এ পার্শ্বপথে রোজ দাঁড়িয়ে থাকত লরা সোফিয়া—যদি জুটে যায় জীবন-সঙ্গী একটি স্বামী। আজও ছিল; সে বলল : 'তেইশ তারিখ—আগামী বুধবারই ত তেইশ তারিখ।'

মার্কুরিও সালভাতোরে পেয়েছিল ভাল ব্যবহার—আমেরিকানদের বিদায় নেওয়ার কথা সে বিশ্বাস করতে পারল না, বলল : 'হতেই পারে না—আক্রমণ আমেরিকানরা ঠেকিয়ে দেবেই।'

ঘোষক পর্যন্ত আক্রমণের সম্ভাবনা অস্বীকার করতে পারল না। সে শুধু মানতে চাইল না জার্মানদের সাফল্য।

মেয়র নাস্তা বলল : 'ফিরতি আক্রমণ রুখতে পারবে না আমেরিকানরা। তারা সজ্জন হতে পারে, দক্ষ যোদ্ধা নয়।'

ক্র্যাক্কির পরাক্রান্ত স্ত্রী মার্গারিটা রেগে গিয়ে বলল, 'মিথ্যাবাদী।'

মেয়র নাস্তা বলল : 'এ আমার অভিমত নয়। কলরব-প্রিয় গাড়ী চালক আফ্রন্তির ছেলের অভিমত। তার সততা তোমাদের অজ্ঞাত নয়। তার ধারণা আমেরিকানরা ভীরু যোদ্ধা। তার আরও ধারনা যে, আমাদের নিজেদের সৈন্যরাই ওদের পরাস্ত করতে সক্ষম।'

মার্কুরিও সালভাতোরের মুখ দিয়ে শুধু বেরল : 'আমার বিশ্বাস হয় না।'

মেয়র নাস্তা বলল : 'এ কথা সত্য। আফ্রন্তির ছেলে টিউনিসিয়ার রণাঙ্গনে লড়েছে। সে বলছে, এল গুয়েটার নামে এক রণক্ষেত্রে আমেরিকানরা আক্রমণ বজায় রাখে নি—তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল—হেরেও গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। ইংরাজ হয়ত লড়তে জানে—কিন্তু আমেরিকানদের সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নয়।'

পরাক্রান্ত মার্গারিটা বলল : 'নক্কারজনক মিথ্যাকথা।' বলল বটে কড়া ভাষায় কিন্তু ক্রোধের উত্তাপ নেই তেমন—।

নাস্তার কণ্ঠে মোহ ছড়ানোর প্রয়াস—এ ক্ষমতাও আছে লোকটির। এক সময়ে নিজের কর্মজীবনেও এ ক্ষমতা বলেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল—এ ক্ষমতা দিয়েই জনসাধারণকে ত্রাসের মধ্যে রেখেছিল, আজ আবার সেই ক্ষমতার প্রভাবেই আমেরিকানদের প্রতি ভরসা নষ্ট করা সহজ হয়ে পড়ল।

মেয়র নাস্তা বলল: 'আক্রস্তির মতে আন্তর্দেশীয় শাসনে আমেরিকানরা স্বৈরাচারী। উপকূল শাসনে উদারতা দেখানো স্বার্থতুষ্ট—কারণ সমুদ্র-সৈকত হাতে রাখতে হবে। ঐ উদারতা দেশের অভ্যন্তরে তারা বর্জন করেছে। নিগ্রো সৈন্যরা সাতজন ইতালীয় মেয়েকে দৈহিক নির্যাতন করতে পেছপা হয় নি। কিছু লুঠতরাজও চলেছে।'

কুড়ে ফাত্তা বলল: 'এখানে আদানোতে কুয়াত্রক্কিব বাড়ী লুঠ করেছে আমেরিকানরা—সেই রকম শুনলাম। অনেক ক্ষতিও করেছে তারা।'

মেয়র নাস্তা বলল: 'এ কথা সত্যি। গতকাল কুয়াত্রক্কির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

উৎসুক কণ্ঠে মার্গারিটা বলল: 'কি ঘটেছিল?' তার বাড়ীর পাশের ঘটনা। আদানো-তে যা কিছু লুণ্ঠিত হবে তা বলতে গেলে তার নিজেরই সম্পত্তির মত—তা ছাড়া গালগল্পের বিষয়বস্তুও করা যাবে এ ঘটনাকে।

মেয়র নাস্তা বলল: 'আমেরিকান দস্যুরা কুয়াত্রক্কির বাড়ির চারশ সত্তর হাজার লিরা মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট করে নিয়েছে—সম্পত্তির মধ্যে আছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আসবাবপত্র, দেয়ালচিত্র, ভাস্কর্যদ্রব্য ও কাঁচের তৈজসপত্র। ওরা বলেছে যে, ইতালীর শিল্পরীতি গ্লানিময়, অধঃপতিত। এর উদ্দেশ্য—আমেরিকার শিল্পরীতি চাপাতে চায় আমাদের উপরে। একথা আমেরিকান মেজরের—কুয়াত্রক্কির মুখ থেকেই শুনেছি।'

ঘোষক মার্কুরিও সালভাতোরে বলল: 'অবিশ্বাস্য। মিস্টার মেজর আমাদের সুহৃদ।' বিরক্ত হয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল সে। এত জোরে বলল যে, শব্দ পৌঁছে গেল পালাৎসোর মধ্যে।

মেয়র নাস্তা বলল: 'আস্তে। শুনতে পেলে মেজর সাজা দেবেন তোমাকে।'

মার্কুরিও বলল: 'আমাকে সাজা দেবেন কেন? আমি তার পক্ষেই বলছি।'

মেয়র নাস্তা ফিসফিসিয়ে বলল: 'উনি দুর্জ্ঞেয়। অসৎ চরিত্রও। মাঝি তোমাসিনোর মেয়েদের প্রলুব্ধ করতেও চেষ্টা করছেন। আমি প্রত্যক্ষদর্শীর

কথাই বলছি। কয়েকমাসের মধ্যেই তোমরা মেয়েদের স্ফীতদেহ দেখে প্রমাণ পাবে এ কথার।'

মার্গারিটা উপভোগ করছিল এ বাদানুবাদ। সে বলল: 'তোমাসিনোর মেয়েরা আমার অপরিচিত নয়। মিস্টার মেজরের সাহায্য ছাড়াই তারা স্ফীতদেহ হতে পারে'—বলেই হাসিতে ফেটে পড়ল।

মাথা নুইয়ে নমস্কার করে নাস্তা বলল: 'দেখ তোমরা—আমি এখন চললাম।' আলাপের এ পর্যায় তার পক্ষে অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল তাই ভঙ্গ দিয়ে বলল: 'চললাম। তেইশ তারিখের কথা বিস্মৃত হয়ো না।'

প্রত্যেকদিন সার্জেন্ট বোর্থের সম্মুখে অনুতাপ সেরে বাইরে এসে ঐ পার্শ্বপথে গল্প করতে থাকলো মেয়র নাস্তা—নূতন নূতন দলের কাছে ঐ একই বিষয় বলে চললো।

সার্জেন্ট বোর্থ সাবধানী কর্মী—সে বেশ কিছু দিন এ প্রচারে বাধা দিল না। চর লাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো—চরদের প্ররোচনায় নাস্তাও তার অলীক কাহিনী ফেনিয়ে তুলতে লাগল। বোর্থ অনুসন্ধান করে জানলো আক্রস্তির ছেলে অভিযানের গোড়ায় পলাতক হয়নি—'৯-কোর'-এর গোয়েন্দা বিভাগ থেকে ২৩ তারিখের জার্মান আক্রমণের আশঙ্কা সমর্থন পেল না। সে ক্যাপ্টেন পারভিস-এর সঙ্গে পর্যন্ত আলাপ করতে ছাড়লো না। তোমাসিনো-র মেয়েদের সঙ্গে মেজর জোপোলোর সংস্রব রটনার সত্যতা সম্পর্কে পারভিস বলল: 'মেয়েদের সঙ্গকামনার পিছনে মেজরের কুমৎলব কিছু আছে বলে মনে হয় না। সে ত শুধু কথার ফুলঝুরি ছড়ায়।'

বোর্থ তদন্ত-শেষে মেজর জোপোলোকে গিয়ে বলল: 'নাস্তাকে গারদে রাখা ছাড়া উপায় নেই, মেজর।'

মেজর বললেন: 'কি করেছে সে?'

'সে আমাদের বিরুদ্ধে গুজব রটাচ্ছে। এ কথা স্বীকার না করে পারছি না যে, তার প্রচারে দক্ষতা ও পদ্ধতি আছে।'

'কি জাতীয় গুজব?'

'সব ধরনের গুজব।' সে অনেক লোককে বুঝিয়ে ফেলেছে যে, আগামী সপ্তাহে বড় রকমের পাল্টা আক্রমণে জার্মানরা ব্রতী হবে। সে এও অনেককে বিশ্বাস করিয়েছে যে, আপনি শহরের দুজন তরুণীর সঙ্গে অন্যায় সম্পর্ক পাতিয়েছেন।'

মেজর লজ্জায় লাল হলেন, বললেন : 'এ কথা সত্য নয়।'

বোর্থ বললো : 'তা আমি জানি। তদন্তও করেছি। লোকে বলেছে মিস্টার মেজরের অভিসন্ধি খারাপ হলে শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারী হবেই হবে।'

মেজর বললেন : 'ও কথা থাক।'

বোর্থ বলল : 'লোকে বলছে, মেয়েগুলো নষ্ট প্রকৃতির নয়—কিন্তু এদের বুড়ো বাপ রুই-কাত্‌লা দেখলেই উদ্‌গ্রীব হয়।'

মেজর বললেন : 'বাজে বোকো না—' শৈশবের উত্যক্ত বালকের কথার প্রতিধ্বনি তাঁর কণ্ঠে। তারপর বিষয়ান্তরে গিয়ে বললেন : 'নাস্তাকে কবে গ্রেপ্তার করছ ?'

'সকালবেলা যখন সে অনুতাপ প্রকাশের জন্য দৈনন্দিন হাজিরায় আসে।'

মেজর বললেন : 'কিছুদিন ওকে যুদ্ধবন্দীদের গারদে রেখে দাও—একটু জিজ্ঞাসাবাদ না করে এখনই আফ্রিকায় পাঠানো হবে না। কারাগারে তাকে পুরে রাখলে আমি খুসীই হব।'

পরের দিন সকালবেলা সার্জেণ্ট বোর্থের কক্ষে আরও দুজন সামরিক পুলিশের কর্মচারীকে উপস্থিত দেখে আশ্চর্য হলো মেয়র নাস্তা। তবু আগের মতই সৌম্য কণ্ঠে বললো : 'মিস্টার সার্জেণ্ট, সুপ্রভাত।'

বোর্থ বলল : 'আজ কোন্ অপরাধের জন্য নাস্তা অনুতাপ প্রকাশ করবে ?'

মেয়র বলল : 'সার্জেণ্ট-ই ত তা রোজ বাত্‌লে দেন।'

'তাইতো, তাইতো। আচ্ছা ভেবে দেখা যাক্। আজকের অনুতাপের বিষয় হবে এই যে, নাস্তা তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে। আমেরিকান-দের বিরুদ্ধে কথা বলার পাপে আজ নাস্তা পাপী।' মেয়র নাস্তার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। বোর্থ দাঁড়াল। 'মিথ্যা গুজব উদ্ভাবনের পাপে তাকে অনুতপ্ত হতে হবে। আদানোর সাদাসিধে লোকদের জার্মান পুনরাক্রমণের মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার অপরাধে তাকে শাস্তি পেতে হবে।'

মেয়র নাস্তা মাথা ঘুরিয়ে দোরের দিকে তাকালো। বোর্থ ইসারা করলো সামরিক পুলিশ দুজনকে—তারা ঘরের মধ্যে এল।

'মেজর জোপোলোর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও নিন্দনীয় অপপ্রচারের জন্যও তাকে অনুতপ্ত হতে হবে—আর তার এ কথা জেনে দুঃখ হবে যে, আক্রস্তির ছেলের সম্বন্ধে যা সে বলেছে তা সর্বৈব মিথ্যা।' মেয়র নাস্তার মুখ কাগজের পাতার মত সাদা ও বিশীর্ণ দেখালো।

‘‘মিথ্যা কথা ! এসব মিথ্যা কথা !’

বোর্থ বলল : ‘আজ সকালে মেয়র নাস্তা উত্তেজিত হয়েছে। আজ অনুতাপ প্রকাশে সে বিবেচক হয়ে পড়েছে দেখছি। এ উত্তেজনার কারণ ?’

কারণ আজ মেয়র ধরা পড়ে গেছে। সে চেঁচিয়ে বলল : ‘মিথ্যা এ সব অভিযোগ। আমার শত্রুদের কারসাজি।’

বোর্থ বলল : ‘এ কি মিথ্যা কথা ? পালাৎসোর বিপরীত দিকের পার্শ্বপথে দাঁড়িয়ে পনের জন লোকের সামনে গতকাল সকালে বলেছিলে, আমেরিকানরা বড় ভীতু। জাহাজ থেকে পাড়ে আসবার ছোট ছোট ডিঙিতে তাদের জোর করে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল—তারা সমুদ্রের উপকূলে আসতে সাহস পাচ্ছিল না। এ কথা কি মিথ্যে যে....।’ সার্জেণ্ট বোর্থ গুপ্তচরদের মুখ থেকে শোনা দশটি বাক্যের উক্তিগুলো আবৃত্তি করে গেল! বোর্থের স্মরণশক্তি প্রখর। এ লোকটিকে ধরাশায়ী করে উল্লসিত সে। আর ভয়ের ভয়ঙ্কর রূপ দেখা দিল নাস্তার চোখে। নাস্তার বলা দশটি বাক্য আবৃত্তি করা শেষ হলেও মিথ্যা ভাষণ প্রতিরোধে নাস্তার কণ্ঠ সোচ্চার হল না।

সে এবার অন্তঃসারশূন্য উপহাস্যকর হম্বিতম্বি করে উঠল—এর মধ্যে পুরানো দিনের ক্ষমতাপ্রিয় নাস্তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল। সে বলল : ‘তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে, তোমাকে আমি গারদে পাঠাব।’

বোর্থ বলল : ‘না, এর উল্টোটাই হবে, মেয়র নাস্তা। আমিই তোমাকে গারদে চালান দেব।’

মেয়র নাস্তা বলল : ‘তুমি তা পারবে না। আমি কর্তৃপক্ষকে জানাব। তুমি দুঃখিত হবে। যখন তুমি শাস্তি পাবে—তোমার আক্ষেপ হবে তখন।’

বোর্থ বলল : ‘আশ্চর্য, জগতের মধ্যে যারা দুষ্কৃতকারী তারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করবে—একথা সত্যি তুমি বিশ্বাস কর ? আর এক দফা ভেবে দেখ এ বিষয়। তোমাকে আমরা আর একটি মাত্র সুযোগ দিচ্ছি। তুমি বন্দী হলে।’

ইংরাজীতে সামরিক পুলিশ দুজনকে বোর্থ বলল : ‘একে নিয়ে যাও, বড্ড গোলমাল করছে।’

সামরিক পুলিশের লোকেরা নাস্তার দুহাত চেপে ধরল। বোর্থ বলল : ‘মেয়র নাস্তা, তোমার দৈনন্দিন দর্শনলাভ থেকে আমি বঞ্চিত হলাম। আশা করি ছাড়া পেলে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবে। অবশ্য যদি ছাড়া পাও।’

মেয়র নাস্তা ঝাঁখের সঙ্গে বলল: 'তোমাকে আফশোস করতে হবে।'

সামরিক পুলিশ যুদ্ধবন্দীর গারদে নিয়ে গেল নাস্তাকে।

বেনেদিত্তিনি গীর্জার অপর ধারে যুদ্ধবন্দীদের খাঁচা—চারদিকে পাচিল দেওয়া অঙ্গনের একটি ছাড়া সব দরজায় খিল-বন্ধ এবং পাঁচিলের মাথা কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা।

মেয়র নাস্তা যখন সেখানে প্রবেশ করল তখন শ দুয়েক ইতালীয়ান ও জন বিশেক জার্মান সে গারদে আটক ছিল। ইতালীয়ানদের বেশীর ভাগ 'উপকূল-রক্ষা বিভাগের' অঞ্চলের লোক এবং কিছু আদানোর লোক। মেয়র নাস্তাকে দেখেই তারা অন্য শহরের বাসিন্দা তাদের বন্ধুদের ডেকে বলল: 'ঐ যে ফ্যাসী শূয়র ছানা আসছে। এর কথাই তোমাদের বলেছিলাম।'

ঐ মুহূর্ত থেকে খাঁচার বন্দীরা মেয়র নাস্তাকে 'ফ্যাসী শূয়র ছানা' বলে ডাকতে লাগল।

গারদের জীবনের আরম্ভ নাস্তার পক্ষে মধুর হল না। সেখানে রক্ষীদের প্রধান ছিল চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ইতালী-ভাষী 'টপ সার্জেণ্ট' একজন আমেরিকান। মেয়র নাস্তা তাকে গারদে প্রথম দেখেই দৌড়ে গিয়ে বলল: 'এ ভুল। আমাকে বন্দী করা উচিত নয়। ভুল করে আমাকে বন্দী করা হয়েছে।'

ব্রুকলিনের আঞ্চলিক ইতালী-ভাষাতে টপ সার্জেণ্ট ধীরে বলল: 'তাই না কি? তুমি নিজেও একটি ভুল সৃষ্টি। এখানে অনেকগুলো ভুল-জীব আছে। আমরা তাদের দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করাই। তুমি আমাদের হালের 'ভুল আবিষ্কার'—এ সপ্তাহে সাফাই করার সুবিধা তোমারই প্রাপ্য।'

গারদের জীবন নাস্তার পক্ষে মনোরম হল না। কারও কম্বল নেই—রাত্রে শীত প্রখর। শরীর গরম রাখবার জন্য তাই সকলে ঘেঁষাঘেঁষি করে শয়ন করে। কিন্তু কেউ-ই 'ফ্যাসী শূয়র ছানা'র পাশে শুতে চায় না। তার গায়ে নাকি বোঁটকা গন্ধ। সত্যিই তার গা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায় সারা সকাল—এ তার 'ভুল হওয়ার' পরিণতি। অবশেষে কথা বলার লোক পেলেন নাস্তা—ইতালী-ভাষী একজন জার্মান সে।

মেয়র নাস্তার কাছ থেকে জার্মানটি শুনল যে, নাস্তা এখনও আদানোর মেয়র। আমেরিকানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে বন্দী করেছে। জার্মানদের জয়লাভে তাঁর যথাসাধ্য তিনি করবেন—তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, অতএব

জার্মানদের সাহায্য তাঁর পাওয়া উচিত। জার্মানটি বন্ধুদের মেয়র নাস্তার প্রস্তাব জানাল। তারা তার পলায়নে সাহায্য করতে সম্মত হল।

কয়েকদিন মেয়র নাস্তা জার্মানদের সাথে চলাফেরা করল। তাঁর পলায়নের ঢিলেঢালা একটি পরামর্শ হল। তারা তাকে পাঁচিলের উপর তুলে দিতে পারে—তবে কাঁটাতারের উপর কিছুক্ষণ বসে থাকার সাহস এবং বার ফুট উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে পড়ার হিম্মতের উপর পলায়নের সাফল্য নির্ভর করে। মেয়র সব ঝুঁকি নিতেই রাজি হল।

একদিন মধ্যরাত্রে মেঘলা আকাশের সুযোগে জার্মানরা পিরামিডের আকারে নিজেদের গড়ে তুলল—মেয়র তাদের দেহ ভর করে পাঁচিলের মাথায় উঠল। অপেক্ষা করল বিড়ালের মত ওঁৎ পেতে। দেয়ালের নীচের রক্ষী টহল দিতে দিতে যেই অন্যপ্রান্তে গেল, অমনি নাস্তা লাফিয়ে পড়লো পাঁচিলের বাইরে মাটিতে। একটি হাঁটু জখম হল মাটিতে পড়ার সময় দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা লেগে—তবু মাটি থেকে উঠে নিঃশব্দে পালিয়ে যেতে পারলো।

যুদ্ধ-বন্দী গার্ডদের টপ সার্জেণ্ট পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় বোর্থকে জানালো মেয়র নাস্তার পলায়নের খবর।

সার্জেণ্ট বোর্থ সামরিক পুলিশের কাছ থেকে চেয়ে নিল একটি জীপগাড়ী ও করপোরাল শাল্টজকে। সার্জেণ্ট বোর্থ ইদানীং স্বেচ্ছা-গুপ্তচর এবং গুপ্তচরদের উপর নজর রাখবার গোয়েন্দা এত পেয়ে গিয়েছিল যে মেয়র নাস্তাকে খুঁজে বের করা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য হল না।

শীঘ্রই সে খবর পেল 'ভিয়া ফাতেমি'র এক গৃহে কিছুক্ষণ আশ্রয় নিয়েছিল নাস্তা। তারপর ভিয়া রোমার পথে শহর ত্যাগ করে গেছে। চাষীর পোষাক পরে নেবার জন্য 'কাসা দ্সাম্বানো'-র কাছে এক বাড়ীতে থেমেছিল। এর হদিস পাওয়া সহজ হয়েছিল—কারণ চাষীর পরিধানে নীল রঙের 'স্যুট'—নাস্তা যা পরে কদিন মাটিতে শয়ন করায় ধূলিধূসরিত হয়ে ছিল।

ভিচিনামারে রাস্তার অনেক জায়গায় তার গতিবিধির খোঁজ পাওয়া গেল। একজন চাষী তাকে গাড়ীতে করে কিছু পথ এগিয়ে দিয়েছিল। পাহাড়ে আত্মগোপন করবে না নাস্তা—কারণ অতীতের দুর্গতি সে ভোলে নি। যাবে ভিচিনামারে—সেখানে তার বন্ধুরা সম্ভবতঃ তাকে লুকিয়ে রাখবে।

প্রায় বেলা সাড়ে দশটার সময় ভিচিনামারের তিন মাইল আগে সার্জেণ্ট বোর্থ তাকে তুলে নিল গাড়ীতে।

পথে সমস্ত সকালটা আনাগোনা করছে অনেক জীপগাড়ী। তাই সার্জেণ্ট বোর্থের গাড়ী যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তার কোনও শঙ্কার উৎপত্তি হয় নি—এমন কি চাষীদের উচ্চারণের অনুকরণে 'সুপ্রভাত' বলে হাত তুলে সৌজন্যও দেখাল।

সার্জেণ্ট বোর্থ ভেঙচি কেটে বললো : 'সুপ্রভাত, চাষীপ্রবর।'

মেয়র নাস্তা তখনও বোর্থকে চিনতে পারে নি—তাই আবার বলল : 'সুপ্রভাত।'

বোর্থ চীৎকার করে বলল : 'ওহে চাষী, তুমিই একমাত্র কৃষক যার চোখে হাতলবিহীন চশমা দেখলাম।'

মেয়র নাস্তা চিনল এবার বোর্থকে। গ্রেপ্তার, গারদের কয়েকদিনের জীবনযাত্রা এবং পলায়নের প্রয়াস মেয়র নাস্তার স্নায়ুর উপরে ভারস্বরূপ—যেটুকু জোর অবশিষ্ট ছিল, বোর্থকে দেখে তাও আর রইল না। ভগ্ন-মন নাস্তা ঘুরে দাঁড়িয়ে মাঠঘাট পেরিয়ে ছুটতে লাগলো ত্রস্তপদে এবং আর্তস্বরে চেঁচাতে লাগলো। তার অবস্থা কতকটা বিস্ফোরণের মধ্যে অপেক্ষমান সৈন্যের মত।

জীপ থেকে মন্থর পদে এগোলো বোর্থ মাঠের ভেতর দিয়ে। মেয়র নাস্তা পাক খাচ্ছিল মাঠে—বোর্থের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চায় সে। বোর্থ যখন তাকে ধরে ফেলল তখন সে পরিশ্রান্ত—খুঁড়িয়ে চলছিল এবং আতঙ্কে চোখ হয়ে পড়েছিল ঘোলাটে।

বোর্থ তাকে প্রায় বয়ে নিয়ে এল জীপে। মেয়র নাস্তা ভয়ে জড়িত স্বরে বলল : 'আমাকে গুলিবিদ্ধ যদি করতে চাও—পেছন থেকে মেরো না। বল আমাকে, বল, আমাকে কি মেরে ফেলতে চাও? আমি জানতে চাই। আমি জানতে....' সার্জেণ্ট বোর্থের চড় পড়ল নাস্তার গালে—কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মুখ নীরব হল।

যখন জীপে তাকে বসানো হল এবং জীপ চলতে লাগল, সে বলে উঠলো : 'আমাকে পেছন থেকে গুলি করো না। আমাকে সামনে থেকে গুলি করো। আমি তোমাদের কেনা গোলাম হয়ে থাকব। আমি বন্দুক দেখতে চাই মরবার সময়। আমি যা জানি সব তোমাকে বলব—আমি বিরোধীদের নাম বলে দেব। পেছন থেকে তাগ কর না।'

বোর্থ বলল : 'আমি ত সামনের আসনে বসে আছি। আমি তোমাকে পেছন থেকে গুলি করব কেমন করে?'

কিন্তু মেয়র নাস্তা ত আর যুক্তির ধার ধারছিল না। সে বলল: 'আমি গোপন তথ্য ফাঁস করবো তোমার কাছে। উপ-মেয়র ডি আর্পা বিশ্বাসঘাতক। তাকে বিশ্বাস করো না, তার ওপর নজর রেখো। কিন্তু আমাকে পেছন থেকে গুলি করো না। আমাকে আগে বল—আমাকে কি তোমরা মেরে ফেলবে? দলিলপত্র-কর্তা বেলাঙ্কা সম্বন্ধে সাবধান। সে আমাদের পক্ষে নয়—জনসাধারণের পক্ষে। আমি তোমাকে সব বিরোধীর নাম বলে দিতে পারি। দয়া করে পেছন থেকে আমাকে গুলিবিদ্ধ করো না।'

যাদের নামে মেয়র নাস্তা অভিযোগ আনছে তারা অতীতের ফ্যাসী-বিরোধী। মেয়র নাস্তা এদের বিশ্বাস না করতে ফ্যাসীদের যুক্তি দিয়েছিল। আজ অবস্থার পরিবর্তনে তাদের কথা তুলে বোর্থের কাছে পাগল বলে পরিচিত হল; বোর্থ বুঝল সবই, এও বুঝল যে নাস্তা ভয় পেয়েছে। বোর্থ তাই মেয়র নাস্তার মুখ বন্ধ করে হাত বেঁধে দিল পেছনে। চোখ তার খোলাই রইল মনের শঙ্কা বিস্তার করবার জন্য, কিন্তু সে চোখে কোনও ভাষাই আর নেই। কাকোপার্দোর গন্ধকের কারখানার পাশ দিয়ে যখন জীপ যাচ্ছিল বোর্থ ঘড়িতে সময় দেখল। বেলা প্রায় বারটা। মেজর জোপোলো এ সময় হয় মধ্যাহ্ন-ভোজের টেবিলে অথবা খাবার দোকানে আসার পথে। চালককে 'আলবের্গো দেই পেসকাতোরি'-তে যাবার আজ্ঞা দিল বোর্থ।

এখন দ্বিপ্রহর। 'আলবের্গো দেই পেসকাতোরি'-র পাশের রাস্তার উপর 'ডোপো লাভোরো' ক্লাবগুলিতে রেডিও শোনার জন্য অনেক লোকের ভীড়। তারপর আবার মধ্যাহ্ন-ভোজের সময়। বোর্থের জিপের পেছনের আসনে একটি লোককে রজ্জুবদ্ধ দেখে পথচারীরা গাড়ীটিকে ছেঁকে ধরল—বন্ধুদেরও ডাক দিল। তারপর তারা বোর্থের উদ্ধার করা বামাল দেখে নাস্তাকে চিনে ফেলল। এতদিন পরে প্রতাপশালী মেয়রের বদ্ধ-মুখ দেখে তারা হাসি ও ব্যঙ্গে মুখর হয়ে উঠল।

এ হৈ চৈ মেয়র নাস্তাকে আরও আতঙ্কিত করে ফেলল—সে নড়াচড়া করে পেছন দিকে ফিরতে চাইল।

বোর্থ চায়ের দোকানে ঢুকে দেখতে পেল মেজর জোপোলোকে। বোর্থের সঙ্গে দোকানের বাইরে এসে জোপোলো হাত তুলে জনতাকে শান্ত করতে চাইলেন। বোর্থকে তিনি বললেন:

'মুখ-বাঁধা অবস্থায় ও আমার কথা বুঝতে পারবে?'

বোর্থ বলল : 'এ আপনার বিরল আনন্দ। আপনি কথা বলছেন, কিন্তু ও উত্তর দিতে পারছে না।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'এখানকার অধিবাসীদের তুমি কলঙ্ক। এ দেশের লোক সজ্জন—কিন্তু তোমার মধ্যে সততার বিন্দুমাত্র নেই। এ জগতে তোমার মত স্বার্থপর লোকেরই প্রাচুর্য বেশি।'

মেজর জোপোলোর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ—তাঁর ভাষার শব্দ-সম্ভার। এ অলঙ্কৃত ভাষার মধ্যে তিনি ঢেলে দেন তার ঐকান্তিকতা ও আবেগ—ইতালীয় শ্রোতারা তা শোনে বিমুগ্ধ আনন্দে। নাস্তা ছাড়া সকলেই অভিভূত হল—উচ্চরবে বলল : 'মেরে ফেলুন। মেরে ফেলুন!'

মেজর জোপোলোর আন্তরিকতা ও ভাবাবেগ অকস্মাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল তাঁরই উপরে—নিজেই তাল সামলাতে পারলেন না। কারণ জনতার আস্ফালনের গর্জনে জ্ঞান হারাল নাস্তা। মেজর বুঝলেন, একজন অচৈতন্য লোককে কথায় বিহ্বল করার প্রয়াস কতখানি হাস্যকর।

বোর্থের মুখ থেকে একটি বাক্যই শুধু বের হলো : 'ওকে আফ্রিকায়-ই পাঠাতে হবে।'

তারপর—আদানো-র জনতার উল্লসিত চীৎকারের মধ্যে বোর্থ ও তার খোঁড়া সঙ্গী গাড়ীতে করে বেরিয়ে গেল।

। ২০ ।

চিত্রকর লোজাকোনোর তুলির তৎপরতা আদানো শহরের মনের অভিব্যক্তির নিদর্শন। শহরের প্রাণ-প্রবাহের জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে লোজা-কোনো-র কর্মপ্রবাহের ছিল এক আশ্চর্য অন্তরঙ্গতা। শহরে আশার সঞ্চার হলে লোজাকোনো-র তুলি সচল হত—শহরে মেঘ ঘনিয়ে এলে লোজাকোনো-র তুলি আলস্যে দিত গা এলিয়ে।

লোজাকোনো-র শিল্পকৃতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। গৃহের ছবিও সে আঁকতে পারত, আবার সন্ন্যাসীর মূর্তিও তার তুলিতে রূপ পরিগ্রহ করত। সকল গীর্জার দেয়াল-চিত্রেই তার তুলির টান পড়েছে—আবার মোটা বেসিলের

দু চাকার গাড়ীতে উৎকীর্ণ স্থূলদেহ পবিত্র পুরুষদের ছবিগুলো বহন করছে তার শিল্পকর্মেরই স্বাক্ষর।

শুভ্রকেশ লোজাকোনোর তুলি যখন কর্মমগ্ন হত তখন থেকেই যন্ত্রণা তার অনুগমন করত। প্রথমে সৃষ্টির আর্তি, তারপর শিল্পকর্মের সমালোচনা-প্রসূত বেদনা। তার অঙ্কন অনুপম, শহরের লোকের প্রীতিধন্য। কিন্তু তবুও আদানোর লোক তার কোন ছবিকেই প্রথমে সমালোচনা না করে বরণ করত না।

মেজর জোপোলোর আবির্ভাবের সামান্য আগে সাময়িক কর্মহীন লোজাকোনো আবার তুলি হাতে তুলে নিয়েছিল। অনেকদিন তার ডান হাত অবসর পেয়েছিল, দেশের লোকের মনে ও দেহে অবশতার জড়তা শিকড় বিস্তার করেছিল। আরম্ভটা তাই নীরস, স্থূলভাব নিয়েছিল। কিন্তু অচিরেই শহরের স্বস্তি তার হাতে আবেগ এনে দিল। তার অঙ্কন-শৈলী বিচিত্ররূপে বিকশিত হল—অভূতপূর্ব এ শিল্পকৃতি অমরত্বের অধিকার পেয়ে গেল।

'আলবের্গো দেই পেসকাতোরি'-র সামনে বোর্থের গাড়ীকে কেন্দ্রে রেখে একদল লোক যেদিন আহ্লাদে সরব হয়েছিল সেদিন সেই সকালে বন্দরের 'মোলো পোর্তে'-র ধারে লোজাকোনো-র চিত্রণ নীরবে উপভোগ করছিল ছোট্ট একটি দল। দলের সকলেই জেলে ও তাদের পরিবারের লোক; নৌকোর পিঠে লোজাকোনোর-র তুলির আঁচড়ে জেগে উঠছিল নানা নাম ও রূপ।

লোজাকোনো-র অঙ্কনটুকু সারা হলেই বন্দর ছাড়বে নৌকাগুলো। পাটাতন-গুলোরথাপে থাপে এঁটে দেওয়া হয়েছিল মদের বোতলের ছিপির মত। খোল থেকে শামুক-গুগ্‌লি ও শ্যাওলা ঝেড়ে ফেলা হয়েছিল—সেখানে সীসের রঙের বর্ণাঢ্যতা বিরাজ করছিল সুদৃঢ়ভাবে—মেজর জোপোলো-র দৌলতে নৌ-বিভাগের কাছ থেকে মাঝিরা পেয়েছিল তামার তার এবং কিছু শনের দড়ি।

লোজাকোনো-র কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় তারা অধীর। মাঝি আন্নেল্লোর নৌকো চিত্রায়িত করছিল লোজাকোনো। আন্নেল্লো বলল: 'ভাল আঁকতে জানলে কি হবে, লোজাকোনো বড় মন্থর।'

শুভ্রকেশ চিত্রকর বলল: 'তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে চিত্র নষ্ট করতে বলছ?'

আন্নেল্লোর তিন সহকারীর একজন বলল: 'এর উত্তর দেবার

আগে আপনার কোনও চিত্র অসুন্দর হয়েছে কিনা তার প্রমাণ দিতে হবে।'

অঙ্কন থামিয়ে লোজাকোনো অপেক্ষামান মাঝিদের দিকে তাকাল, তারপর রাগ করে বলল : 'দেখ, ঐ রকম বিশ্রী 'শুশুক' আর দেখনি কখনও।'

আন্নেল্লো বলল : 'এমন কিছু বিশ্রী হয় নি। বরং আপনি দেরী করলে প্রাণীটি সমুদ্র-গর্ভে অন্যদের সান্নিধ্যলাভে বঞ্চিত হয়ে নিসঃঙ্গতার বেদনায় মরে যাবে। লোজাকোনো, আপনি নিশ্চয়ই জানেন এই সামুদ্রিক প্রাণী দল-ভক্ত। আপনি নির্জনে কোন শুশুককে খেলতে দেখেছেন?'

লোজাকোনোর ধৈর্য অটুট রইল না—সে বলল : 'ও সাথী পেয়ে যাবে—মিস্টার মেজর চেপে বসবেন ওর পিঠে। তুমি চুপ করো এখন। আমাকে আঁকতে দাও।'

আন্নেল্লোর সহকারী মারেণ্ডিনো বলল : 'আচ্ছা, আঁকতে থাকুন—তবে অত আস্তে নয়।'

বৃদ্ধ চিত্রকর মন দিল চিত্রাঙ্কনে। আন্নেল্লোর নৌকোর পাশে বাঁধা ছিল তোমাসিনোর নৌকো। পিছনের পাটাতনের উপর হাতের মধ্যে মুখ রেখে সে বসেছিল। বিমর্ষভাবে বলল : 'এত চিত্রাঙ্কনের কোনও সার্থকতা আমি দেখছি না। এটা ছেলেমানুষী। তীনার জন্ম হল যেবার সেবার নৌকোর নাম রাখলাম 'তীনা'। পুরাণো হলেও নামের গা থেকে যেসব ফুল লতাপাতা ঝুলছে তা যথেষ্ট সুদৃশ্য। নূতন ছবি ফোটালেই কি আমরা কৃতার্থ হব? ত্রাণকর্তা যীশুর আবির্ভাব হয়েছে মনে করেছ?'

আন্নেল্লো উচ্চৈঃস্বরে বলল : 'কি হল? মুখ গোমড়া কেন? বায়ুর প্রকোপ নাকি? আনন্দ কর, মাছ ধরতে যাচ্ছি কতদিন পরে।'

তোমাসিনোর বিরক্তি পুঞ্জীভূত হয়েছে, সে বলল : 'আগামী শতাব্দীতে যাত্রা আরম্ভ করো। এ শতাব্দীতে আঁকা শেষ হবে কি?'

আন্নেল্লোর নৌকোর পাশ থেকে মাথা উঁচিয়ে লোজাকোনো জোরে বলল : 'থামো তোমাসিনো। তোমাদের ধৈর্যচ্যুতির কারণ অন্য। কুড়ি বছর আগে আমি যা আঁকতাম তা এখনও তোমাদের ভাল লাগে। নূতন কিছু রূপকর্ম তাই তোমাদের তৃপ্তি দিতে পারছে না।'

তোমাসিনো বলল : 'আমাকে যদি এই টিলে চিত্রকরের জন্য আর একটি দিন অপেক্ষা করতে হয় তা হলে আমার নৌকোর গা থেকে তীনা নাম এবং

ফুল-লতা-পাতা মুছে ফেলব সীসের রঙ বুলিয়ে—তারপর একলা ভেসে পড়ব দরিয়ায় নামহীন নৌকো ছেড়ে দিয়ে।'

মিস্টার মেজরের অবয়ব আঁকতে লাগল লোজাকোনো। ছোট্ট জনতা বিশদভাবে দেখবার জন্য ঘন হয়ে এল। মেজরের টুপির আয়তন বড়ো করার কষ্টকর কল্পনা তার মাথায় জাগল—টুপি প্রায় তাঁর মুখ ঢেকে ফেলল: অবশ্য টুপিটি আমেরিকান ধরনের।

আন্নেল্লো বলল: 'ছবির পা বড় ছোট হয়ে গেছে। মিস্টার মেজরের পা লম্বা।'

মারেণ্ডিনো বলল: 'আমি বলতে যাচ্ছিলাম পা লম্বা হয়েছে।'

লোজাকোনো বলল: 'অর্থাৎ পা নির্ভুল হয়েছে।'

আন্নেল্লোর অপর এক সহকারী—নাম স্কনৎসো। সে বলল: 'মেজরের পিঠ অমন কুঁজো নয়।'

লোজাকোনো বলল: 'বাহনটির গতির তালে মেজরের দেহ সামনে ঝুঁকেছে।'

আন্নেল্লোর স্ত্রী বলল: 'ত্বকের রঙ বড্ড ফর্সা হয়েছে। মেজরের গায়ের রঙ ইতালীয়ানদের মত—অত ফর্সা নয়।'

লোজাকোনো বলল: 'তোমার বুদ্ধি ভোঁতা—তাই শ্বেত-চর্মের রূপকল্প ধরতে পারলে না।'

লোজাকোনো-র চিত্রের এ ধরনের সমালোচনা প্রথমে হত-ই। সমালোচনার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট। লোজাকোনো-র অঙ্কন তারা ভালবাসে না এমন নয়—তারা মনের চিন্তাশৈলী জানতে চায়। ভবিষ্যতে নৌকো দেখিয়ে ঐ আন্নেল্লো-ই দর্শককে বলবে: 'মেজরের ঝুঁকে পড়া দেখেই বুঝতে পারছ কত জোরে যাচ্ছে ঐ শুশুক। দেখছ মেয়রের গাত্রবর্ণ কি রকম ধবধবে! কারণ কি বল ত? মিস্টার মেজরের সঙ্গে আমেরিকানদের শ্বেতাঙ্গের মিল দেখানো হয়েছে।'

লোজাকোনো-র চিত্র-কর্ম একদিন সমাপ্ত হল—সকলের মুখেই প্রশংসার বাণী। একজন শুধু মন্তব্য করল—একজন মানুষকে পিঠে নিয়ে জল থেকে অতটা উঁচুতে লাফিয়ে উঠা শুশুকের পক্ষে সহজসাধ্য হবে না—এবং আর একজন 'আমেরিকানো' নামের নৌকোটির নাম আর একটু নীচের দিকে লেখার পক্ষে রায় দিয়ে দিল। লোজাকোনো তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে বলল: 'প্রথম উচ্চতা স্ফূর্তির পরিচয় বহন করছে—এবং অপর উচ্চতা প্রমাণ করছে যে,

'আমেরিকান' নামটি এ দেশের বরণীয় এবং তা সম্ভব হয়েছে মিস্টার মেজরের ঐকান্তিকতায়।' এ যুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করল সকলে।

পরের দিন নৌকোগুলি মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ল। মেজর জোপোলো জাহাজ-ঘাটায় উপস্থিত ছিলেন যাত্রাকালে। মাছ পাওয়ার সম্ভাবনায় শহরের লোক সেদিন উচ্ছ্বসিত হয়েছিল।

সেদিনের শিকারে তিন হাজার ত্রিশ পাউণ্ড মাছ ধরা পড়ল—পরিমাণও উৎসাহব্যঞ্জক, মাছের জাতও উঁচু স্তরের। মাঝিদের মধ্যে চারটি শ্রেণীতে মাছ ভাগ করার রেওয়াজ ছিল—সর্ববৃহৎগুলোর দর পাঁচ লিরা, তার চেয়ে ছোটগুলির দর চার লিরা, মাঝারীগুলির তিন লিরা এবং ক্ষুদ্রতমগুলির দর এক লিরা। প্রথম দিনের অর্ধেক মাছই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

দ্বিতীয় দিনে মাছ পাওয়া গেল প্রায় পঁয়ত্রিশ শ' পাউণ্ড।

তৃতীয় দিনে প্রায় তিন হাজারের উপরে গেল পরিমাণ।

মাছের বাজারে দাঙ্গা লাগার উপক্রম হল। 'আলবের্গো দেই পেসকাতোরি'-র মৎস্য রান্নার পারদর্শিতা বহু দিনের। ঐ দোকানে মাছের ব্যঞ্জনের লোভে ভিড় লাগল, সময়ের অভাবে অনেকেই ফিরে যেতে বাধ্য হল। জেলেদেরও আনন্দ হয়েছিল অপরিসীম। মৎস্য শিকার আবার সুরু করতে পারাতেই তাদের আহ্লাদিত হবার কথা। আহ্লাদ তাদের চরম হবার কারণ, মাছ তারা মেরেছে প্রচুর, নৌকোগুলি ফিরেছে অক্ষতদেহে এবং আয় তাদের আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় তোমাসিনোর সঙ্গে দেখা করল কয়েক জন জেলে।

আন্নেল্লো বলল: 'তোমাসিনা, মিস্টার মেজর আমাদের মাছ ধরার পথ সুগম করে দিয়েছেন। আমাদের কি উচিত নয় তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আসা?'

তোমাসিনোও জীবনে এত সুখী কখনও হয় নি। তাই বলে তার মুখে হাসি ফুটল না বা প্রফুল্ল মনে উত্তরও দিল না। সে বলল: 'গৃহিনী রোজা-র চাপে পড়ে একদিন পালাৎসো-য় গিয়েছিলাম। আর নয়—আমি ও স্থানকে ঘৃণা করি।'

যুবক স্কনৎসো বলল: 'তুমি যদি বল তবে আন্নেল্লো যেতে পারে। মেজরকে ধন্যবাদ দিয়ে আসা কর্তব্য। আজ মাছ ধরতে যাবার পথে এ ব্যাপারটাই আমরা আলোচনা করছিলাম।'

আন্নেল্লো যাওয়ার প্রস্তাবে তোমাসিনো তুষ্ট নয়। সে বলল : 'জেলেদের প্রধান কি আন্নেল্লো ?'

রুনৎসো বলল : 'না তা নয়। তুমি যদি যেতে না সম্মত হও—তবে....?'

'এ বন্দরের সর্বোৎকৃষ্ট জেলেডিঙির নাম তীনা'—বলল তোমাসিনো। বিরস মুখে বললেও মনোভাব গর্ব ও আত্মপ্রসাদে পূর্ণ। সে আরও বলল : 'মিস্টার মেজরকে ধন্যবাদ দিতে যাওয়ার অধিকার তারই যার নামের সঙ্গে এ নৌকোর নাম জড়িয়ে আছে।'

এ প্রস্তাব সব মাঝিরই মনঃপূত হল—কিন্তু আন্নেল্লো বলল : 'বেশ, তাই হোক। তবে একটি কথা, মেজরকে বলবার জন্য মেয়েকে যখন বুদ্ধি দেবে তখন আমরা উপস্থিত থাকব।' সে ভেবেছিল, বুড়ো মেয়েকে হয়ত এমন কিছু শিখিয়ে দিতে পারে যা মেজরকে আহত করবে।

সবাই দল বেঁধে তোমাসিনো-র বাড়ী গেল। তীনাকে পাওয়া গেল বাড়ীতে। তোমাসিনো বলল : 'আদানোর জেলেদের বাসনা যে, তুমি তাদের প্রতিনিধি হয়ে মেজরের কাছে যাও....।'

তীনা লজ্জারক্তিম মুখে প্রস্তাব নাকচ করল ; অবাক হল সকলে।

আন্নেল্লো জানতে চাইল : 'কেন যেতে চাইছ না ? আমাদের মতে মিস্টার মেজরের কাছে একজন সুন্দরী মেয়ের বার্তাবাহক হয়ে যাওয়া চমৎকার পরিকল্পনা। মাছের দুর্গন্ধ গায়ে নিয়ে যাওয়া খুব তৃপ্তিকর নয়।'

তোমাসিনোর আঁতে ঘা লাগল—সে রেগে বলল : 'অনেক জেলের গা থেকে তোমাসিনোর চেয়ে বেশী দুর্গন্ধ বেরোয়।'

আন্নেল্লো বলল : 'আমি কাউকে উদ্দেশ্য করে বলিনি। ভুলে যেও না আমাকে পাঠানোর প্রস্তাবও হয়েছিল—এবং স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আমার গা থেকেও দুর্গন্ধ ছড়ায়।'

মুখ গোমড়া করে তোমাসিনো বলল : 'সে কথা সত্যি।'

তীনা বলল : 'আমার যেতে ইচ্ছা নেই।'

তোমাসিনো তেড়ে উঠে বলল : 'আমাকে অনিচ্ছা সহকারে যেতে হয়েছিল মেজরের কাছে একদিন—তোমার মার যুক্তি মেনে নিয়ে। আজ সেই যুক্তি দিয়েই তোমাকে যেতে বলছি মেজরের কাছে—একে পিতৃ-আজ্ঞা বলতে পার।'

তীনা মাথা নত করে বলল : 'তুমি যখন আজ্ঞা দিচ্ছ....।'

আন্নেল্লো পরে বলেছিল অন্য সকলের কাছে যে, এই আদেশ শিরোধার্য করার মধ্যে তীনার যাবার ব্যগ্রতাই প্রকট হয়েছিল।

তোমাসিনো বলল : 'তুমি বলবে যে, মাঝিরা মাছ ধরতে যেতে পারছে বলে খুসী হয়েছে।'

আন্নেল্লো বলল : 'আর বলবে যে, আমরা তাঁর কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ।'

মেরেণ্ডিনো বলল : 'নূতন দড়াদড়ি পাইয়ে দেওয়ার জন্যও আমরা রইলাম ঋণী।'

স্কনৎসো বলল : 'আমাদের জালে এত মাছ আটক হওয়ার ব্যাপারে তাঁর হাত যদি থেকে থাকে তার জন্যও তিনি ধন্যবাদার্হ।'

তোমাসিনো বলল : 'বলবে এসব। কিন্তু ব্যঙ্গের কারণ হয়ো না।'

বেশ জোর দিয়েই তীনা বলল : 'বাবা, উদ্বিগ্ন হবেন না—আমি হাস্যাস্পদ হবো না।'

পরের দিন সকাল আটটায় মিস্টার মেজরের সঙ্গে দেখা করতে গেল তীনা। দসিতো তাকে পথ দেখিয়ে পৌছে দিল মেজরের ডেস্কের সামনে।

উদ্ধত ভঙ্গিতে তীনা বলল : 'আপনি বলেছিলেন আমার কোনও কাজ থাকলে যেন আপনার দপ্তরেই আসি। কাজেই এসেছি।'

মেজর জোপোলো হাতের ইঙ্গিতে দসিতোকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর বললেন : 'তোমাকে ও কথা বলেছিলাম বলে আমার আক্ষেপের অন্ত নেই। সে সময় থেকেই আমি মনোকষ্টে আছি।'

তীনা বলল : 'সত্যি বলছেন ?'—তার গলার স্বর কোমল। পরক্ষণেই রূঢ় ভাবে বলল : 'দুঃখিত হওয়াই ত উচিৎ। আপনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়েছিলেন সেদিন।'

মেজর বললেন : 'আমি মানছি সে কথা। আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত। তুমি যা জানতে চেয়েছিলে তার সন্ধান আমি নিচ্ছি।'

তীনার স্বর সম্পূর্ণ কোমল : 'গিঅরগিওর বিষয় বলতে চাচ্ছেন ? খোঁজ পেয়েছেন তার ? সে কি বন্দী ?'

'এখনও জানতে পারি নি। তবে অল্পকালের মধ্যেই বন্দীদের খবর তোমাকে দিতে পারব।'

'পারবেন বলে আমারও বিশ্বাস, মেজর। আশা করি সুসংবাদই হবে।'

'তীনা, সুসংবাদ আমারও কাম্য।'

'মিস্টার মেজর, ধন্যবাদ নিন। আপনার হস্তচুম্বন করছি।'

তীনার হস্তে সত্যিকারের একটি চুম্বন এঁকে দিতেও যে মেজরের আপত্তি নেই, একথা অস্পষ্টভাবে ভাববারও সময় পেলেন না। মেজর—দেখলেন তীনা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। সারা পথ লঘুপদে উড়তে উড়তে বাড়ী ফিরল তীনা। তোমাসিনো প্রশ্ন করল—'জেলেদের নিবেদন মেজরের কাছে পেশ করেছো তো?'

তীনা বাবাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, বৃদ্ধের দুগালে চুমু খেয়ে বলল, 'ধন্যবাদ জানিয়েছি বৈকি।' তোমাসিনোও মেয়েকে আলিঙ্গন করে বিষণ্ণ কণ্ঠেই বলল : 'ছোট্ট তীনা, পাগলী মেয়ে। খামখেয়াল তোর আজও গেল না।'

। ২১ ।

এররান্তে গাইতালো অব্যবস্থিত-চিত্ত। অন্যভাবে বলা যায় যে, তাৎক্ষণিকের ঘটনা তাকে এমন পেয়ে বসে যে, অন্য বিষয় মনে কোনও দাগ রাখতে পারে না। অতীত তার মনে ভবিষ্যতের জন্য কোনও প্রতিক্রিয়ার বীজ উপ্ত করে না।

সেনাপতি মার্ভিনের আদেশে তার শান্ত খচ্চরটি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলে সে আর একটি খচ্চর পেয়ে গেল। এটি একরোখা ও উদ্ধত হলেও এররান্তে কাজে ও আনন্দে কোনও অসুবিধা বোধ করল না। খচ্চর একটি লাভ করাই তার পক্ষে মুখ্য তখন। একদিন অপরাহ্ন গড়িয়ে যাবার পর এররান্তে খচ্চরের গাড়ীতে বসে শহরের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। শহরের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা 'ভিয়া উমবের্তো প্রথম' নামে রাস্তার উপর সমবেত হয়েছিল 'কারামেল'-খাবারের জন্য। রোজ-ই এ সময়টা আমেরিকান সামরিক যান-বাহনের ভিড় চরমে দাঁড়ায়। গাইতালো ঠিক তখনই ওখানে এসে গেল।

আর পর পর কয়েকটি ঘটনা দ্রুত ঘটে গিয়ে এই সময় এক অঘটন ঘটাল।

পরে কয়েদখানায় সেগুলো ভেবে দেখবার অনেক অবসর সে পেয়েছিল। চোখের সামনের বেগবান ঘটনাগুলো মনের পটে প্রতিহত হয়ে সৃষ্টি করল একটি ভ্রমাত্মক ছবি—কর্মচঞ্চলতার ছবি, এক বিভ্রান্তিকর চিন্তার বিলাস!

উমবের্তো প্রথম-এর অদূরে 'রোস্‌সো নদী'-র উপরের পুল চোখে পড়ল এররান্তে-র। সেখানে একবার আঘাত পেয়েছে সেখানে পরে এলে ঘোড়া যেমন সচকিত হয় এররান্তেও তেমনি সচকিত হল। ঐ পুল যতবার এররান্তের দৃষ্টিপথে এসেছে ততবারই অতীতের স্মৃতি, গুলিবিদ্ধ খচ্চরের ছবি মনে জেগে ওঠায় সে শিউরে উঠেছে।

তারপর পুলের উপর দিয়ে সে সোজাসুজি আসতে দেখল কতকগুলি উভচর ট্রাক-কে। উভচর গাড়ীগুলি তাকে আকৃষ্ট করে। হালে পুরো একদিন সমুদ্র বেলাভূমিতে বসে সে দেখেছিল গাড়িগুলোর কাজ। আদানোর পশ্চিমে পাঁচ মাইল দূরের এ সৈকতে গাড়ীগুলি বালি ফুঁড়ে এগিয়ে গিয়ে জলে নামছিল—জল কেটে যাচ্ছিল অদূরে সমুদ্রগর্ভে ভেসে থাকা মালবাহী জাহাজ-গুলির পাশে এবং আবার ফিরে এসে বেয়ে উঠছিল তীরে উভচর প্রাণীর মত। জলের চেয়ে ডাঙ্গায় এগুলিকে বেশী ভারী এবং বিকট-দেহী দেখায়। এররান্তে ভালবেসে নাম দিয়েছে—'সাঁতারু বৃদ্ধ'। উভচর গাড়ীগুলি পুল পেরোতেই সে ভাবল : 'সাঁতারু বৃদ্ধ' ঐ আসছে।

ট্রাকের গা থেকে সরে এসে দৃষ্টি ঠিকরে পড়ল কারবিনিয়ারি-প্রধান গরগানোর দেহে। রাস্তার মাঝের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সে যান-বাহন নিয়ন্ত্রণ করছিল। এররান্তে মনে মনে বলল : দুহাত এবং মুখ এক সঙ্গে ক্রিয়াশীল ওর—সাধারণের চাইতে তিন গুন তাড়াতাড়ি ও কথা বলতে পারে। তবুও গরগানোকে পছন্দ করি না আমি।

এ অতৃপ্তিকর চিন্তায় মন বসল না বেশীক্ষণ—এররান্তের কানে ঢুকল অনেক শিশুর কলকাকলী : 'কারামেল! খাবার! খাবার!' মনের মধ্যে ঝঙ্কার তুলল শিশুকণ্ঠ। শিশুরা তার বড় প্রিয়—'সাতারু বৃদ্ধের' চেয়েও।

মন্থর মনের নির্দেশে এররান্তের চোখ ফিরল ঐ শব্দের দিকে। পার্শ্ব পথের উপরে সুখকর দৃশ্য—শিশুদের সমাবেশ।

মন তার গণনায় নিরত হল। প্রায় পঞ্চাশটি শিশু পার্শ্বপথের উপরে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিল—তার মধ্যে জন ছয় সাত বয়সে বড় ও লম্বা—তারাই দলের সর্দার, তারাই ছিল পুরোভাগে। আর সকলে গাদাগাদি করে স্বেচ্ছায় দাঁড়িয়েছিল পিছনে। নীল রঙের সাজে কাকোপার্দোর নাতির মত বড়লোকের শিশুদের পাশে ছিন্নবাস দরিদ্র শিশুরাও মিশে গিয়েছিল। কলহাস্যে খাবার প্রার্থনা সকলের মুখে—যেন অবিলম্বে প্রত্যাশিত খাবার পিছলে

নেমে যাবে তাদের জিবের গা বেয়ে। কিন্তু মন লক্ষ্য করল না তার খচ্চরের গতিবিধি। আকস্মিক খেয়ালেই হোক বা প্রভুর মত শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই হোক খচ্চরটি আড়াআড়িভাবে রাস্তায় বেঁকে স্তব্ধ করে দিল তার গতি।

রাস্তা ধরে আসছিল 'সাঁতারু বৃদ্ধ'। দু-হাত গারগানোর-র কড়া নজর যান-বাহনের দিকে। রাস্তার খানিকটা জুড়ে নিস্পন্দ এররান্তের খচ্চর—এবং বাহ্যজ্ঞানহারা এররান্তের দৃষ্টি শিশুদের উপর নিবদ্ধ। এররান্তে-র একপেশে মন চিন্তার জাল বুনে চলল: 'শিশু হতে পারলে কি মজাই না হত! মোটা ক্র্যাক্সির ঐ মোটাসোটা ছোট ছেলেটি, বোকা এবা-র ঐ শীর্ণ ছেলেটি কি খুসী! এবার মলিন-বেশ ছেলেটি ধনী গন্ধক-ব্যবসায়ীর দামী সাজে সজ্জিত ছেলেটির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকারভাবে—কি সুন্দর! বুড়ো কলরব-প্রিয় আক্রস্তি সেদিন সোরগোল তুলে আমাকে বোঝাচ্ছিল গণতন্ত্রের অর্থ। আমি নাকি ও তত্ত্ব বুঝব না—আমার বুদ্ধি নাকি শ্লথগতি! আজ যদি সে এখানে থাকত! এই শিশুরাই ত প্রকৃত গণতন্ত্রবাদী, শৈশবই খাঁটি গণতন্ত্র।' এ ধরনের ভাব মনে খেলে যাওয়ায় তার নিজের ব্যক্তিত্বের খাতির নিজের কাছেই বেড়ে গেল।

অকস্মাৎ এররান্তের চিন্তাস্রোত ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেল। এররান্তের অস্পষ্ট চর্মচক্ষে একটি উর্দি ঝল্সে উঠল—মনে হল তার খচ্চরের মাথায় সবেগে ধেয়ে এল উর্দি—তারপর খচ্চরের মাথা একপাশে হেলতে লাগল টান পড়ে। খচ্চর সরবে পিছু হটল।

পশুর আর্ত চীৎকার তার মনে আলো ফেলল—পথের ধারে তার প্রিয় খচ্চরের মৃতদেহ সে আলোয় ভেসে উঠল। এররান্তে বেঁচে থাকতে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না।

সে লাফিয়ে নামল গাড়ী থেকে। তার খচ্চরের মাথার দিকে তেড়ে আসতে দেখল একটি অস্বচ্ছ উর্দি-পরা দেহকে। আন্দাজে উর্দিপরা ভাসাভাসা দেহের মস্তকে সে হানল চেটোর আঘাত। হাত পড়ল কিছুর উপরে, ক্রুদ্ধ গর্জনও সে শুনতে পেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে তার সম্বিৎ ফিরে এল। 'দু-হাত' গরগানোর হুঙ্কার আবার শোনা গেল: 'অপদার্থ! গোবরের গাদা! রাস্তা থেকে সরো, দেখছ না ট্রাকগুলি আসছে? জান না রাস্তা আটকে দেওয়া সন্ত্রাসবাদী কাজ? রাস্তা বন্ধ করেছ বলে তোমাকে গুলি করা হতে পারে?' এররান্তে-র একপেশে মন

বিচিত্র কৌতুকে মেতে উঠল। তার ক্রোধ মাঝপথে হঠাৎ স্তিমিত হল—সে ভাবল : 'দেখ চেয়ে 'দু-হাতে'র দিকে! একসঙ্গে দুদিক সামলাতে চাইছে—কথাও বলছে এবং আমার খচ্চরকে ধরবারও চেষ্টা করছে। কিন্তু হাত দিয়ে খচ্চরকে আয়ত্বে আনা এবং হাতের ভাষায় কথা বলা—একত্রে দুটো কাজ সম্ভব নয়। তাই কোনটিই সার্থক হচ্ছে না।'

কিন্তু সত্যিই যখন কথা বলা বন্ধ রেখে খচ্চরের দিকেই মনোযোগ দিল গরগানো তখন আবার এররান্তের মন ফিরে গেল নিজের কর্তব্যে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল গরগানোর উপর। তার চেটোর তলদেশের আঘাত গরগানোর বাঁ চোখের তলায় এসে লাগলো। পরবর্তী অনেকদিন কালশিটের চিহ্ন ছিল সেখানে।

যন্ত্রণায় ও রাগে আবার গর্জে উঠল 'দু-হাত'। কিন্তু সে যুক্তি প্রদর্শন করল না। সে খচ্চরের লাগামের ঘোড়া ধরে রাস্তার ধারে টেনে আনতে চেষ্টা করল। খচ্চর বাগ মানল না—সম্ভবতঃ এখানকার হৈ চৈ স্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত অনড় থাকার পণ করেছে সে।

'দু-হাত' অসমর্থ হয়ে খচ্চরের পশ্চাৎদিকে পদাঘাত করল।

এররান্তেও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। 'দু-হাতের' পশ্চাতে পদাঘাত করে শোধ নিল।

গরগানো আবার গর্জে উঠে খচ্চরের মাথায় আঘাত করল।

এররান্তেও পাল্টা আঘাত হানল গরগানোর মাথায়।

গরগানোর আর্ত-গর্জন শান্ত হলো না। সে খচ্চরের কান মুঠোতে ধরে টেনে সরিয়ে দিতে চাইল।

এররান্তেও 'দু-হাতে'র কান দুটো কষে ধরল। খচ্চরের কানের মত ধরা সুবিধার না হলেও ঐভাবে টানতে লাগল গরগানোর কান।

দুটো জানোয়ারের সঙ্গে এ অসম সংগ্রামে গরগানো পরাস্ত হত। কিন্তু এই সময় উভচর ট্রাকগুলি থেকে দৌড়ে এল কয়েকজন আমেরিকান সৈন্য। একজন সৈন্য গরগানো-কে সরিয়ে দিল একধারে। তিন জন সৈন্য খচ্চরটিকে রাস্তার একপাশে টেনে আনতে সক্ষম হল। এররান্তেকে রাস্তা থেকে বের করে দিতে চার জনে হিমসিম খেল। কাজ সাঙ্গ করে সৈন্যরা ফিরে গেল তাদের উভচর গাড়ীতে। তারা পথ খোলা পেয়েছে।

বড় একটি ভিড় জমে গেছে তখন। এবার গরগানোর কর্তৃত্ব জাহির করার

পালা। সে ভিড়ের মধ্যে একজনকে অনুচ্চ কণ্ঠে আদেশ দিল পালাৎসো-য় ছুটে গিয়ে ছ'জন কারাবিনিয়ারি-র রক্ষীকে ডেকে আনতে। তারপর সে এররান্তে-কে আলাপে ব্যস্ত রেখে দিতে চাইল। ইতিমধ্যে তার অনুচর-রা এসে পড়বে।

'দেশদ্রোহী, সন্ত্রাসবাদী'—এক মুষ্টির উপর আর এক মুষ্টির আঘাত ফেলে চীৎকার করে বলল সে।

'হত্যাকারী! সব কর্তা-ব্যক্তিই ঘাতকের দল!' এররান্তেও পেছ-পা নয়।

নিজের গলার উপর দিয়ে আঙুল চালিয়ে গরগানো বলল: 'হত্যাকারী? তুমি সামরিক যান-বাহনের গতিরোধ করে কতজন আমেরিকান তরুণের প্রাণ নিতে গিয়েছিলে?'

একপেশে মনের অধিকারী এররান্তে গলা ফাটিয়ে বলল: 'ঘাতক, খচ্চরের হত্যাকারী।'

'কার খচ্চর নিহত হয়েছে?'—হাত ও আঙুল উর্ধ্বে ছড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসু-র ভঙ্গিতে বলল গরগানো: 'এখানে ত কোনও মৃত খচ্চর দেখা যাচ্ছে না, যাচ্ছে কি?'

এররান্তে দেখতে পেল যে তার খচ্চর বেঁচেই আছে। কাছে গিয়ে তার নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত পরীক্ষা করল। তার সঙ্কল্প ছিল খচ্চরের গায়ে একটা আঘাতের চিহ্ন-আবিষ্কৃত হলে সে সেই রকম ক্ষত 'ভুই-হাত'-এর দেহে এঁকে দেবে।

গরগানো এররান্তের পরীক্ষার সময় পাশে পাশে রইল যাতে সে ভেগে না পড়ে। বলল: 'মৃত খচ্চর কি নিঃশ্বাস নেয়? মৃত খচ্চর কি জোয়ালের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে? মৃত খচ্চর ঐ রকম নাক দিয়ে শব্দ করে?'

যথাসময়ে ছজন 'কারাবিনিয়ারি'-র লোক উপস্থিত হল। গরগানো বলল: 'মূর্খ গাড়ী চালক। তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল!' বলেই সে ডান হাতের মুষ্টি দিয়ে চেপে ধরল নিজের বাঁ হাতের মণিবন্ধ। ছজন অনুচর ঘিরে ফেলল এররান্তে-কে। গরগানো অবাক হল কারণ গাড়ী চালক বাধা দিল না একটুও। সে শুধু তার খচ্চরকে দুটো কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সে খচ্চরের পাশে গিয়ে তার চোয়াল ধরে আদর করল—এবং তাকেই বলল: 'মিস্টার মেজর, স্থির হও। যাঁর নামে তোমার নাম রাখা হয়েছে তিনি ন্যায়বান মানুষ—লোকে তাই বলে। অল্পকালের মধ্যেই তুমি মিলতে পারবে তোমার প্রভুর সঙ্গে।'

। ২২ ।

কাকোপার্দোর বার্তা-প্রেরণ হিমানী-প্রপাতের মতো অশেষ ও অজস্র ছিল। তার মধ্যে অপর আর একটি পত্র মেজরকে আকৃষ্ট করল। পত্রে ছিল ঃ

'আদানো-র এলাকার মধ্যে সমুদ্রসৈকত থেকে দু-এক কিলোমিটার দূরে সমুদ্র গর্ভের অগভীর জলে ডুবে আছে মোটর-জাহাজ 'আনৎসিয়ো'—জলের উপরে মাস্তুল-শীর্ষ জেগে রয়েছে।

হিটলারের মিত্র, বৈদেশিক কূটনীতি-দপ্তরের মন্ত্রী, মুসোলিনি-জামাতা গালেয়াৎসো চিয়ানো এর প্রকৃত মালিক।

আদানো থেকে কৃত্রিম ও খনিজ তেল নিয়ে এবং ভিচিনামারে থেকে দশ হাজার টন কাঁচা গন্ধক তুলে ত্রিয়েস্তে-র পথে যাত্রার জন্য আদানোর উপকূলের ধারে জাহাজটি সময়-সঙ্কেতের অপেক্ষা করছিল। শত্রু-পক্ষের সাবমেরিন লক্ষ্য করেছিল সবই—দুটি টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হয়েছিল মোটর-জাহাজটি। প্রথমটির আঘাতে গন্ধকের ধোঁয়া কুণ্ডলীকৃত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষ নাবিক এঁকেবেঁকে নক্ষত্রবেগে জাহাজটিকে চালিয়ে এনেছিল উপকূলের কাছে অগভীর জলে—কিন্তু শেষরক্ষা হয় নি। দ্বিতীয়টির আঘাত পড়েছিল 'প্রপেলারের' চোঙের তলায় অমোঘভাবে। আদানো ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলির বৈষয়িক জীবনে ঐ মালগুলির মূল্য যথেষ্ট।

বন্দরে বর্তমানে একটি ভাসমান জেটি রাখা হয়েছে, জানতে পারলাম। ইংরেজ-বিমানের বোমা নিক্ষেপে জলমগ্ন একখানি জেলে নৌকা উদ্ধার করেছে ঐ জেটি।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বর্জন করে এ জলভাগের নৌ-অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে জেটির সাহায্যে 'আন্‌ৎসিয়ো'-কে ওঠাবার বন্দোবস্ত করতে আপনাকে অনুরোধ করছি। 'আন্‌ৎসিয়ো'র অভ্যন্তরে যে সামগ্রী পাওয়া যাবে তা এখানকার জীবনযাত্রায় অপরিহার্য! আমার পক্ষে বক্তব্য হচ্ছে, আদানোর লাভ ও মুক্ত মানবসমাজের স্বার্থে আমি গন্ধক-দ্রব্য বেচে দিতে প্রস্তুত।

ভবদীয়,

এম, কাকোপার্দো।

'আদানো-র লাভ' শব্দ দুটি বিশেষ লক্ষ্য করার মত। জরিমানা ও নানা পরিকল্পন থেকে যে অর্থাগম হচ্ছিল তা থেকে 'জন-সহায়তা'-র খরচ পোষানো যাচ্ছিল না—মেজর একটু বেকায়দায় পড়েছিলেন। নৌ-বিভাগ 'আন্‌ৎসিয়ো'-কে তুলে দিতে রাজী হলে ঐ মাল বিক্রী করে মেটাতে পারতেন 'জন-সহায়তা'র ব্যয়। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন-কে মৃদু ভীতি প্রদর্শন করে জেলেদের মৎস্য-শিকারের জন্য অনুমতি আদায় করার পর আর মেজর তার সঙ্গে কথা বলার অবকাশ পান নি। ফোনে সংযোগ স্থাপন করে স্থির করে নিলেন যে, ইতিপূর্বের সংলাপের প্রকরণ ত্যাগ করে নূতন কৌশল নেওয়াই শ্রেয়।

কেণ্ট-ইয়েন কণ্ঠ বাঙ্‌ময় হল: 'লিভিংস্টোন বলছি—আদানো বন্দর থেকে।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'ওহে ক্যাপ্টেন, আমি জোপোলো কথা বলছি। দেখ ভাই, এ শহরের অনেক লোক আমাকে জানিয়েছে যে, তারা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। এ কথাটা তোমাকে বলবার জন্যই ফোনে তোমাকে ডেকেছি।'

কেণ্ট-ইয়েন কণ্ঠে সন্দিগ্ধভাব: 'হঠাৎ, কারণ কি জানতে পারি?'

মেজর বললেন: 'মাছ খেতে পাচ্ছে বলে আর কি? তুমি অবাক হবে শুনে যে, এ শহর কি রকম উপকৃত হয়েছে। বহু লোক আমার কাছে এসে নৌ-অধ্যক্ষের প্রতি তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে গেছে। তুমি ছাড়া আর কে সেই নৌ-অধ্যক্ষ? আজ সকালবেলা শহরের বর্তমান মেয়র বেলাঙ্কা ব্যক্তিগত পত্র লিখে তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছেন।'

লেফটেনাণ্টের মন থেকে সন্দেহের কুয়াশা সরে গিয়ে আগ্রহ দেখা দিল: 'সত্যি বলছ!'

মেজর জোপোলো বললেন: 'হ্যাঁ, আমি তাঁর হয়ে ধন্যবাদ জানানোর দায়িত্ব নিয়েছি। আমি নিজেও তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ বরাদ্দ 'সি-রেশনের' জায়গায় তাজা মাছ পেলে আনন্দ উথলে ওঠে, ভাই।'

লেফটেনাণ্টের গলায় অমায়িক স্বর: 'তা যা বলেছ। 'সি-রেশন' অখাদ্য বললেই চলে।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'প্রত্যেকদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় পাতে

পড়ছে মাছ। প্রতিটি গ্রাসের সঙ্গে নৌ-বিভাগকে দিচ্ছি ধন্যবাদ। ভাগ্যিস নৌবিভাগ জেলেদের সমুদ্রে মাছ ধরতে দিয়েছিল!'

লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন ফাঁদে পা দিল। সে বলল: 'গত রাত্রে নৌ-বিভাগের ক্লাবে কিছু মাছ এসেছিল। বেশ সুস্বাদু। তুমি বোধহয় জান না, আমি এখানে গড়ে তুলেছি একটি ছোট সংঘ। একটি ছোট বাড়ী নিয়েছি—অন্ধকূপ বলতে পার—তবে পদস্থ কর্মচারীরা আড্ডা দিতে আসে, মন্দ কি?' তারপর কেন্ট-ইয়েল কণ্ঠ সংগোপনে চুপি চুপি বলল: 'কিছু স্কচ্ মদ জোগাড় করেছি। এসো না একদিন—ভাগ পাবে।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'এ আর বলতে—নিশ্চয় যাব। মদ পেলে আমার ছাড়ার অভ্যাস নেই।'

লেফটেনাণ্ট বলল: 'আমারও একই ইচ্ছা। এই নোংরা পরিবেশে দম বন্ধ হয়ে আসে।'

আদানো শহরের দুর্নাম মেজর জোপোলো সইতে পারেন না। কিন্তু উপায় কি—তাঁর যে দায় রয়েছে? তিনি বললেন: 'বড্ড একঘেয়ে লাগছে—সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।'

লেফটেনাণ্ট বলল: 'বিরক্তিকর বলেই খালাশ? জায়গাটার প্রকৃত স্বরূপ কী বলবো? মান্ধাতার আমলের এই দেশটা যদি জোলাপ খায়, তবে তার মল-নির্গমনের রাস্তা হচ্ছে আমাদের এ-জায়গাটা।' মেজর জোপোলো এ উক্তির গূঢ় রসিকতা ধরতে না পারায় হাসলেন না। শুধু বললেন: 'তোমরা, নৌ-বিভাগের লোকেরা মজায় দিন কাটাবার উপায় করে নিয়েছ।'

লেফটেনাণ্ট বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল: 'আমরা মনে করি, আরামে থাকাটা কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না।'

মেজর বললেন: 'মাছের সমস্যাটা সমাধান করায় ইতালীয়দের মধ্যে তোমার জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছে।'

লেফটেনাণ্ট বলল: 'কি আর এমন করেছি? ওদের আরও সাহায্য করতে পারলে খুসীই হব।'

'যাক্, অশেষ ধন্যবাদ····। আচ্ছা, ফোন রাখবার আগে বলছি—কথাটা মনে পড়ল কিনা তাই। সেদিন আমার কানে এসেছিল একটা সংবাদ। আচ্ছা দেখ, ঐ পথে যদি উদ্যোগী হও তা হলে তুমি এদের অনেক হিতসাধন করতে পার—এবং তোমার কাছে তা হলে অনেক লোককেই ঋণ স্বীকার করতে হবে।'

'কি উপায়ে?' ক্ষুধাজীর্ণ ট্রাউট মাছ যেমন জীবন্ত টোপ দেখলে ভেসে ওঠে তেমনিভাবে বলল লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন।

'বন্দরের পুব দিকে অগভীর সমুদ্রবক্ষে মাথা তোলা মাস্তুলগুলি দেখেছ? গন্ধক ও অন্যান্য সামগ্রী সমেত জলমগ্ন হয়ে রয়েছে একটি মোটর-জাহাজ। শহরে ঐ সব বস্তুর প্রয়োজন অফুরন্ত। আমি ভাবছিলাম—তোমার ভাসমান জেটির যেদিন কাজ কম থাকবে সেদিন তাকে ঐ জাহাজটিকে জল থেকে তোলার কাজে লাগাতে পার। শহরের লোক ভোগ করতে পারে মালগুলি—এবং তোমার নাম এত ছড়িয়ে পড়বে যে, হয়ত এ পদ ছেড়ে তোমাকে নিতে হবে মেয়রের পদ।'

লেফটেনাণ্ট বলল: 'মতলবটি চমৎকার। অনুমতি নিতে হবে। তবে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। ধন্যবাদ—বুদ্ধিটি অপূর্ব।'

মেজর বললেন: 'ডেকেছিলাম তোমাকে ধন্যবাদ দিতেই। একদিন তোমার নাচ মদের আসরে যাচ্ছি কিন্তু।'

'নিশ্চয়—যখন খুসী।'

ফোনের রিসিভার রেখে লেফটেনাণ্টকে মত বদলাতে হল। যে মেজরকে সে অপদার্থ ভাবত, নীরস ভাবত, তাকে তার আজ মনে ধরল; কোনও লোকের সঙ্গে না মিশলে তাকে বোঝা যায় না।

। ২৩ ।

আলজিয়ার্সে 'কোয়ার্টার মাস্টার'-এর কক্ষস্থলে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটি চিঠি পড়ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উইলিয়ম বি, উইলসন। কক্ষের অপর প্রান্তে 'স্টার্স এণ্ড স্ট্রাইপ্‌স' পত্রিকা পাঠে নিবিষ্ট ছিল তাঁর অধস্তন সহকারী একজন কর্নেল।

এ কোণ থেকে উচ্চকণ্ঠে দক্ষিণ দেশীয় উচ্চারণের টান বজায় রেখে সেনাপতি বললেন কর্নেলকে: 'হ্যাম, এক আবদারের বিষয় শোন। এই ইংরাজ নবাবরা ভেবেছে কি? আমাদের কিনে রেখেছে নাকি?'

হ্যাম নামক কর্নেল পত্রিকা থেকে মুখ তুলে বলল: 'রসিকপ্রবররা করেছে কি?'

সেনাপতি বললেন: 'এইমাত্র এ চিঠিটা পেলাম। একজন আমেরিকান মেজরের লেখা—যত বাজে কথায় ভরা। ইংরাজ বশংবদরাই যন্ত্রী, যন্ত্র ঐ আমেরিকান মেজর। আমাদের ওপর চাপ দিতে চায়—কথার ফুলঝুরি ছড়িয়েছে।'

হ্যাম বলল: 'বাস্তবিক—কথায় ওরা কিন্তু চৌখস।'

সেনাপতি চিঠি পড়া শুরু করলেন: 'মেজর জেনারেল মহামান্য লর্ড রানসিন-এর উপদেশে আমি এই পত্র লিখছি আপনাকে'—থামলেন সেনাপতি। কর্নেল-কে বললেন: 'এই ভুঁইফোড় রানসিন যত নষ্টের গোড়া। কি হয়েছিল বলছি। একবার আলেক্তি-তে ওর সঙ্গে আলাপ। স্বাভাবিক সৌজন্যে বিদায় নেবার সময় বলেছিলাম: কোনওদিন আপনার কাজে লাগলে বাধিত হব। নিছক ভদ্রতা আর কি।'

ও বলেছিল: 'কত সময় কত অভাব অনুভূত হয়। আমেরিকানদের সবই আছে। আপনাদের দ্বারস্থ আমাকে হতে হবেও বা।' তারপর দুসপ্তাহ পার হল না। আমার উক্তি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটি জিপ প্রার্থনা করে বসল। মিত্রশক্তি অধিকৃত অঞ্চল শাসনে সুবিধে হবে ভেবে অনেক কাঠখড় পুরিয়ে ওকে পাইয়ে দিলাম একটি জিপ। সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ-লিপির সাথে চেয়ে বসল একটি ধূম পানের পাইপ—পাইপ ছাড়া তার জীবন দুর্বিসহ। পাঠালাম

একটি পাইপ। অবিলম্বে তাকে সংগ্রহ করে দিতে হল বৈদ্যুতিক খুর। তারপর সে লিখল যে, তার অধীন কর্মচারীরা 'চুয়িং গাম'-এর জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছে—এক বাক্স পাঠালাম তাদের চর্বন-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতে। ওর স্পর্ধা দেখ! এক পেটি স্কচ-মদও দাবী করে বসেছিল—স্কচ্ চালান যাচ্ছিল কিনা যুক্তরাষ্ট্রে। 'রাম ও জিন' মদ রেশন থেকে পাচ্ছিল বটে কিন্তু তাতে প্রাণ ভরে না লর্ডের। সেইদিন মনস্থির করেছিলাম—আর কখনও গ্রাহ্য করব না ওর আবদার। চাকরী গেলেও না।'

'এ দফায় কি চাহিদা?'

'উনি চাইছেন না এবার—চাইছে মেজর। এ জন্যই আমি আগুন হয়েছি। সব লোককে সুপারিশ বিতরণ করে বেড়াচ্ছেন। উনি ভেবেছেন আমি দোকান খুলে বসেছি—এবং লোকের উদ্ভট খেয়াল অনুযায়ী সামগ্রী যোগান দিয়ে যাব অবিরাম।'

'বললেন না তো লোকটি কি জিনিষ চাইছে?'

'হা ঈশ্বর! মেজর চাইছে একটি ঘণ্টা।'

'কি কাজে লাগবে? তাজ্জব কাণ্ড!'

মেজর লিখেছে: 'হৃত ঘণ্টার স্থলে একটি ঘণ্টা এখানকার লোকের প্রাপ্য। এদের ঐতিহ্যবোধ ও নীতিবোধ মর্যাদা লাভ করবে—আমার বিবেচনা তাই নির্দেশ দেয়।' দেখ হ্যাম, সাতশ বছরের পুরনো ঘণ্টার ইতিহাস আমার অবিদিত। কিন্তু সে বিষয় আমার কাছে গৌণ। মুখ্য হল এই ইংরাজ প্রবরের আচরণ—ওর মাইনে-করা চাকর যেন আমরা।'

হ্যাম ঊর্ধ্বতন প্রভুদের সব কথাতেই 'হ্যাঁ' বলতে এবং অধঃস্তন কর্মচারীদের কথায় 'না' বলতে অভ্যস্ত। সে বলল: 'হ্যাঁ—আমি বুঝেছি আপনার কথার অর্থ।'

'হ্যাম, এই ইংরাজ-রা সব সময় মফতে চলতে চায়—বিনা খরচে কাজ হাসিল করতে চায়। লক্ষ্য করো—ফাঁক পেলেই আমেরিকান মেসে পাত পাড়বে। এই যে 'ধার এবং লীজ' বন্দোবস্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের লেখাপড়া হয়েছে, এ তো যুক্তরাষ্ট্রের দান ছাড়া কিছুই নয়। তুমি কি ভেবেছ ইংরেজ ঋণ শুধবে কোনও দিন? মুখেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না।'

কর্নেল বলল, 'আমারও তাই সন্দেহ।'

'তারা শুধবে না। এ যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল অনুধাবন করলে দেখবে

সর্বত্র কর্ণধার ইংরেজ। হ্যাম, ইংরেজ সাম্রাজ্য নিরঙ্কুশ রাখবার জন্য আমরা যুদ্ধজয় করছি।'

কর্নেল বলল: 'আমারও অনুমান সেইরকম।'

'না হ্যাম, ঐ ঘণ্টা পাবার জন্য আমি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল খুঁড়ে তল্লাস করতে পারব না। ঐ হাড়হাবাতে ইংরাজটি পেয়েছে কি? সাত শ বছরের পুরনো ঘণ্টার সন্ধানে দিক্-বিদিক চষে ফেলব? না হ্যাম, আমার দ্বারা হবে না। লিখে দাও এ কথা ঐ মেজরকে। বুঝেছ, হ্যাম?'

'হ্যাঁ, স্যার। কি লিখব বলুন?'

'লিখে দাও যে, সাত-শ' বছরের পুরনো ঘণ্টার কোনও ভাণ্ডার যুক্তরাষ্ট্র-সেনাবিভাগের অধিকারে নেই। আরও লেখ যে, বৃদ্ধাবস্থা মেজরের স্মরণ থাকে যেন। মেজরকে বুঝিয়ে লেখ যে, সে যেন এই ধূর্ত ইংরাজদের চোখে চোখে রাখে—নইলে এ যুদ্ধের ফল ওরাই গ্রাস করবে।'

'এখুনই লিখে দিচ্ছি, স্যার।'

। ২৪ ।

মেজর জোপোলো বিকেলগুলি কাটাচ্ছিলেন বিচারকের ভূমিকায়। উপভোগ করছিলেন আদানোর অধিবাসীদের উপর তাঁর সুবিচারের প্রতিক্রিয়া—এবং তা সম্ভব হচ্ছিল কারাবিনিয়ারি-প্রধান গরগানোর উৎসাহে। গরগানো মামলা এমন সুচারুভাবে সাজিয়ে দিচ্ছিল যেন সে বাদীপক্ষ। মেজরের বিচার-পদ্ধতি চিত্তাকর্ষক। ছলে, বলে এবং কৌশলে সত্য উদ্‌ঘাটন করতেন—সুন্দর, সহজ, সরল, সত্য।

তিনি বলতেন: 'আমি সত্যসন্ধ—আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত আমি প্রতীক্ষা করব না'—এবং অপরাধী পূর্বপরিকল্পিত মিথ্যাভাষণ পরিহার করে খাঁটি ঘটনা বিবৃত করে ফেলত স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

প্রতি সোমবার বিকেল তিনটেয় আরম্ভ হত শুনানী।

কোনও এক সোমবার অপরাহ্নে গরগানো তার প্রথম আসামীকে মেজরের কক্ষে ঢুকিয়ে বলল: 'সহজ মামলাগুলির আগে নিষ্পত্তি হোক।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'তোমার হাতে কয়েকটি জটিল মামলাও আছে নাকি ?'

তর্জনী উঁচিয়ে রাগতস্বরে বলল : 'একটি মাত্র।'

মেজর বললেন : 'এ সপ্তাহে জরিমানা বাবদ মোটা অর্থই আসবে তা হলে ?' কৌতুক করলেও, আদানো-র হিতৈষী মেজর কৃপণ হয়ে পড়েছেন—এবং প্রত্যেক সোমবারে তাঁর ঈগল চক্ষু সজাগ থাকে জরিমানার পরিমাণের প্রতি।

গরগানো দৃঢ়স্বরে বলল : 'আমারও সেইরকম আশা। যাক্, প্রথম মামলা গ্রহণ করুন।'

মেজর আসামীর নাম, বয়স, জন্মস্থান লিখে নিলেন—নারী কি পুরুষ তাও লিপিবদ্ধ হল। মেজরের আজ্ঞানুযায়ী জিউসেপ্পে আসামীকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিল যে, সে সত্য বলবে—নিখাদ, সম্পূর্ণ সত্য। গরগানো অপরাধের বিষয় পড়ে শোনাল। মদ্যপান করে মত্ত লোকটি জনসমক্ষে দৃষ্টিকটু দৃশ্যের অবতারণা করেছে।

মেজর লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। দরিদ্র সে—মদ্যপানের অর্থ সে পেল কোথায় ? স্ত্রীর কাছ থেকে। স্ত্রী পেল কোথায় ? 'জন-সহায়তা' বিভাগের কাছ থেকে। দানের অর্থে মাতাল হওয়া কি হেয় কাজ নয় ? সে নিজেকে দোষী অথবা নির্দোষ জ্ঞান করে ? দোষী। মেজর বললেন : 'ভাল কথা। তুমি অত্যন্ত গরীব—জরিমানা দিতে অপারগ। দু মাসের জন্য দান-ভাতা থেকে বঞ্চিত হবে অথবা এক মাসের জন্য হাজত বাস করবে—একটি শাস্তি বেছে নাও।'

ইতস্তত না করে দান-ভাতার লোকসান স্বীকার করে নিল লোকটি।

মেজর বললেন : 'অর্থ-সাহায্য ছেড়ে দেওয়া তোমার পক্ষে যদি সহজ হয়, তা হলে ঐ দানের উপর তুমি নির্ভরশীল নও।' গরগানোকে নির্দেশ দিলেন তালিকা থেকে লোকটির নাম বাদ দিতে।

গরগানো দ্বিতীয় মামলা সোপর্দ করল।

এ মামলার আসামী মহিলা। সে চড়া দামে এবং ওজনের কারচুপি করে বিক্রী করেছিল ছাগলের দুধ। মহিলা অস্বীকার করল সব অভিযোগ। মেজর বললেন যে, তিনি সত্য কথা জানতে চান। সততা প্রকাশে তার মঙ্গল—নইলে পরিণামে অমঙ্গল। সে স্বীকৃতি দিল যে, সে সামান্য কম ওজন দিয়েছে। মেজর

বললেন যে, যে মহিলা তার দুধের ক্রেতা তাকে ডেকে আনা হবে। তার সাক্ষ্য যদি আসামীর জবানবন্দীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে তবে আসামীর জরিমানা বেড়ে যাবে তিনগুণ। সে এবার স্বীকার করল যে, ছ'লিরার পরিবর্তে সে নিয়েছে আট লিরা। প্রথম মামলার আসামীর চেয়ে এ মহিলা দরিদ্রতর—কিন্তু এর ত্রুটি আরও গুরুতর। মেজর মহিলাকে তিন হাজার লিরা জরিমানা করলেন—এক সপ্তাহের মধ্যে জরিমানা দিতে হবে।

তৃতীয় মামলা চৌর্যাপরাধের। আসামী কৃষক। অভিযোগে বলা হল যে, সে তার খামারবাড়ীর পাশে অবস্থিত সৈন্য-শিবির থেকে কিছু সিগারেট চুরি করেছে। মেজর জোপোলো আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিলেন। সে বলল যে, কয়েকজন সৈন্য তাকে এক টিন সিগারেট দিয়েছিল। জ্যাকেটের পকেটে সিগারেট রেখে সে বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল। মেজর জোপোলো সৈন্য-শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করে জ্ঞাত হলেন সৈন্যবিভাগের বক্তব্য। লোকটি অপহরণ করেছে দুটিন সিগারেট ও কিছু 'সি-রেশন।' মেজর সত্য-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করলেন—উপদেশ দিলেন সত্যাবলম্বী হতে। তার দুর্বার প্রশ্নে দিশাহারা লোকটি স্বীকার করল অপরাধ। মেজর একশ লিরা জরিমানা সহ জোরালো ভাষণ দিয়ে নিষ্পত্তি করলেন মামলার।

'এবার আমার উল্লেখযোগ্য মামলাটি উপস্থাপিত করছি'—উঠে দাঁড়িয়ে গরগানো বলল। গরগানোর বিচারে এররাস্তে ও তার খচ্চরের গাড়ীর মামলাটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

এররাস্তের শপথ নেওয়ার পালা শেষ হল। মেজর অভিযোগ শুনতে চাইলেন। এররাস্তেকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মেজরের মুখোমুখি হয়ে গরগানো বলল: 'আমেরিকার সামরিক কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য আসামীকে আমি অভিযুক্ত করছি। আমি মনে করি, এরকম গুরুতর মামলা আমরা ইতিপূর্বে হাতে পাই নি।'

মেজর বললেন: 'গরগানো, সে বিচারের ভার আমার। অভিযোগ বিবৃত কর।'

গরগানো নাটকীয় মুহূর্তের ঝড় বইয়ে দিল বিচারকক্ষে। তার অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠল 'ভিয়া আম্‌বার্টো প্রথম'-এর রাজপথের কাহিনী—এররাস্তে ও তার খচ্চরের গাড়ী কি ভাবে যান-বাহন চলাচলে বাধা দিয়েছিল তার হুবহু বর্ণনা। 'দু-হাত' উপাধিধারী গরগানোর লাফ-ঝাঁপ, কটু শপথ ও এররাস্তের

প্রতি মুষ্টিতর্জনে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠল। অভিনয় গাঢ় হতে লাগল— দসিতোকে নিতে হল খচ্চরের ভূমিকা। দসিতোকে সাংঘাতিক ভাবে আক্রমণ করলো সে—অভিনয়ের ভঙ্গিতে। এবং মুষ্ট্যাঘাতের পর মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত হয়ে পাক খেতে খেতে পেছিয়ে এল—সবটাই ভান করে। এররাস্তের ভূমিকায় কেউ নামল না—কিন্তু নিজের কম্পমান স্খলিত দেহের বেসামাল ভাবের মধ্যে গরগানো ফুটিয়ে তুলল এররাস্তের নেপথ্য ভূমিকা।

আমেরিকানদের উভচর গাড়ীগুলিকে পথে আট্‌কে দিয়ে এররাস্তে সৈন্যদের কি ভয়াবহ পরিণামের দিকে ঠেলে দিয়েছিল তার কাল্পনিক ছবি আঁকল গরগানো। নিজেই সে শিউরে উঠল—তার শরীর হিম হয়ে গেল— তরুণ আমেরিকানদের মৃত্যুর চিন্তায় বার বার তার দেহে প্রাণের স্পন্দন গেল থেমে। ঐ নির্বোধ গাড়ীচালক একটি মর্মান্তিক পরিস্থিতি ঘটাতে চলেছিল। গরগানো বলে চলল—অভিনয়ও থামল না। এররাস্তে তার কর্তৃত্ব সমীহ না করে জনতার চোখে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। জনসাধারণের ব্যঙ্গাত্মক কোলাহল নিজের মুখের ধ্বনি দিয়ে দৃশ্যমান করে দিল গরগানো—এ গাড়ী-চালকের জেদই তার কর্তৃত্বকে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। মেজরকে এ অপরাধের গভীরতা উপলব্ধি করতেই হবে কারণ প্রায় পঞ্চাশটি শিশুর দৃষ্টিতে পড়েছিল এ ঘটনা। আইন ও কর্তৃত্বের ঐ অসম্মানের সাক্ষী হয়ে তারা বড় হবে—তাদের মনে কি অবজ্ঞা বাসা বাঁধবে না? অভিনেতা গরগানো ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে 'কারামেল! কারামেল—খাবার, খাবার!' বলে ছুটোছুটি করতে লাগল—পথের দৃশ্য উন্মোচিত হল ঘরে।

নাটকের শেষ অঙ্কে গরগানো আবার আক্রমণ করল দসিতোকে, আঘাত খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে পিছু হঠল, জনতার অনুকরণে ব্যঙ্গে ফেটে পড়ল—এবং কড়িকাঠের দিকে হাত তুলে ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলল যে, এতবড় অপমান তার জীবনে এই প্রথম। বর্ণনার রূপ থেকে ঘটনার রূপ স্বচ্ছ হয়ে প্রতিভাত হল মেজরের কাছে। গরগানোর মনের অস্বস্তিকর উদ্বেগের সঙ্গে জড়িত বলেই এ অপরাধকে সে মারাত্মক মনে করেছে। মেজর মামলা সম্বন্ধে মন স্থির করেও গাড়ীওয়ালাকে তার বক্তব্য বলতে দিলেন। এররাস্তের বৃত্তান্তও সুদীর্ঘ। শ্লথগতি, বেদনাদায়ক এ কাহিনী বিষাদকরুণ সুষমায় আবৃত। যে কোন একজন ইতালীয় চাষীর জীবন-আলেখ্য এতে বিধৃত—এররাস্তের মত সব চাষীই যে অনেক কাল বাস করেছে ত্রাসের রাজ্যে।

এররাস্তে আরম্ভ করল তার বৃত্তান্ত ঃ 'মিস্টার মেজর, আমি গরীব। আমার একটি শকট আছে আর এ শকটটিই আমার সম্বল।'

ঘরের আশে পাশে চোখ বুলিয়ে নিল—ভেবে দেখল।

সে বলে চলল ঃ 'আমার স্ত্রী মারা গিয়েছিল ম্যালেরিয়া রোগে। অত্যন্ত রাসভারী ছিল সে। আঠার বছর তার মুখে হাসি দেখিনি। তবে মাংস চমৎকার রাঁধতে পারত সে। ম্যালেরিয়া তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।' এররাস্তে বিরাম নিল। স্মৃতিশক্তি তার দুর্বল—মনকে অনুসন্ধানী আলো ফেলতে হয় স্মৃতির মণিকোঠায়।

'বাসস্থানটির প্রতি আমার অনুরাগ নেই। শোবার আগে প্রতিদিন রাত্রে মেজে থেকে ছাগলাদি সরিয়ে দিতে হয়। চারটে ছাগলের সঙ্গে একই ঘরে থাকি আমি। অভিযানের আগে ঘরে আরও ভীড় ছিল। বোমায় নিহত হয়েছে পাঁচটি ছাগল। তাদের মৃত্যুতে আমি কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু মনকে প্রবোধ দিয়েছি ঃ ঘর পরিষ্কারের কাজ কমে গেল।'

গাড়ীর মালিক নীরব হল—অনেক সময় কেটে গেল। গরগানো বলে উঠল ঃ 'অবান্তর কথা থেকে প্রসঙ্গে এস, বোকা গাড়োয়ান।'

মেজর জোপোলো বললেন ঃ 'গাড়োয়ান, তোমার যেমনভাবে ইচ্ছা, বলে যাও।'

এররাস্তের কাহিনী এগিয়ে চলল ঃ 'এখনও আমি হদিস পেলাম না, কেন তারা গুলী করে মেরে ফেলল আমার বাহনটিকে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম গাড়ীর মধ্যে। সম্ভবতঃ মদের মাত্রা একটু বেশী হয়েছিল। কিন্তু এ ধরনের পান-দোষ সব গাড়োয়ানেরই আছে। কিন্তু আমি ত কখনও শুনি নি যে কোনও খচ্চরকে গুলী করে মারা হয়েছে। অথচ আমার গাড়ীর ডান চাকা সারিয়ে দেবার কথা ত কেউ ভুলল না। মিস্টার মেজর, আমি এ ব্যাপার বুঝলাম না।'

আজই প্রথম মেজর টের পেলেন যে, সেনাপতি মার্ভিনের রোষে এররাস্তেকেই তার প্রিয় খচ্চরটি আহুতি দিতে হয়েছে। এর জবাব জানা নেই মেজরের—অবশ্য গাড়োয়ান প্রত্যাশাও করেনি কোন জবাব।

সে বলতে লাগল ঃ 'মিস্টার মেজর, অনেক ব্যাপারই আমার মগজে ঢোকে না। আমি যৌবনে ছিলাম সুদর্শন—অন্ততঃ আমার স্ত্রী তাই বলত—তার মুখে তখন হাসি লেগে থাকত। মিস্টার মেজর, বলতে পারেন, আমার রূপ কুৎসিত

কেন হয়ে গেল ? তার হদিসও আমি পাই নি। আমার মুখশ্রী মুছে গেল কেন ?'

একটু বিরতি—চিন্তামগ্ন এররান্তে।

ছিন্নসূত্র জোড়া দিয়ে পুনরায় বলল: 'সামরিক পোষাকে ভারী সুন্দর দেখাত আমার ছেলেকে। নিহত হবার পর বিকৃত হয়েছিল সে সৌন্দর্য। পা দুখানা এবং আধখানা মাথা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। তার ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে শুনেছিলাম। আচ্ছা, আপনিই বলুন—আমাকে এ ভাবে বর্ণনা দেওয়ার কি দরকার ছিল তার ?'

গরগানোর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, বেরিয়ে এল শব্দের বন্যা: 'আমরা দোষী গাড়োয়ানের বিচার করছি। সামরিক যান-বাহনের পথ-রোধ করার অপরাধে সে অপরাধী। মিস্টার মেজর, এ অবান্তর কাহিনী আমরা বসে বসে শুনব ?'

মেজর জোপোলো বললেন: 'হ্যাঁ, গরগানো—আমার মতে আমাদের শুনতে হবে। গাড়োয়ানের মামলার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে।'

ঊর্ধ্বে দু-হাত তুলে আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া দেখিয়ে গরগানো বলল: 'তাই হোক। আপনি বিচারক।'

মেজর বললেন: 'গাড়োয়ান, বল তোমার কাহিনী।'

এররান্তে বলল: 'এ লোকটির প্রতি আমার বিরাগ আছে। আমার মনে হয় অত্যন্ত হাত ছোঁড়ে লোকটি। ভগবান ত কথা বলবার জন্য আমাদের মুখ দিয়েছেন, তবে ? বহুকাল ধরে ও আমার অপ্রিয়। যেদিন ও আমার স্ত্রীর মুখে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছিল সেদিন থেকেই। তার অনেক আগেই হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল আমার স্ত্রীর।' এররান্তে রুষ্ট গরগানোর উপর থেকে চোখ সরিয়ে এনে রাখল মেজরের দিকে। একটু থেমে বলল: 'আমি সেদিন খেলাম তাজা একটি তরমুজ। ফ্যাসি আমলের পর ঐ প্রথম তাজা ফলের আস্বাদ পেলাম। আমি ওটি চুরি করেছিলাম। কি করব ? সব ভাল জিনিষ যে বেশী দামে বিক্রী হচ্ছে আমেরিকানদের কাছে। ছাগলের দুধ ছাড়া আর কিছুই জুটছে না গাড়োয়ানের ভাগ্যে। ছাগলের সঙ্গে মন্দর গাটছড়া বাধা। ছাগলের দুধ পাচ্ছি —এবং তার সাথে সহ্য করছি ছাগলের নাদি।'

সে দম নিয়ে বলল: 'আমেরিকানদের পেলাম—আর তার সঙ্গে বোধহয় মেনে নিতে হবে ক্ষুধা।'

অনেকক্ষণ বিরতির পর আবার বলল : 'আমার কাছে ক্ষুধা অসহনীয় হত না যদি স্ত্রীর হাসির শব্দ একবারটি শুনতে পেতাম।' আর একবার থেমে বলল : 'আপনাদের আগমনের পর আমার কানে এসেছে অনেক হাসির শব্দ। শিশুদের মধ্যেই এর প্লাবন বেশী। সেদিন অপরাহ্নে আমি রাস্তায় নিথর হয়ে পড়েছিলাম, শুনছিলাম শিশুদের কলকণ্ঠ। কিন্তু কেন—কেন আমার মন পড়ে রইল শিশুদের কোলাহলে? এর সদুত্তর এখনও খুঁজে ফিরছি। আর তাই ত 'সাঁতারু যুদ্ধ' যে সার বেঁধে এগিয়ে আসছে তা লক্ষ্য করি নি ভাল করে।'

'কি নাম বললে, গাড়োয়ান?'

'আমেরিকান যে গাড়ীগুলি সাঁতার কাটতে পারে আমি তাদের বলি 'সাঁতারু যুদ্ধ'।'

'ও, উভচর যানের কথা বলছ? হ্যাঁ, তারপর।'

'শিশুদের মধ্যে হাসির জোয়ার এসেছে। আরও কিছু দেখলাম ওদের মধ্যে যা আগে দেখি নি। শিশুদের মেলায় সেদিন বিকেলবেলা এর্বার রুগ্ন বাচ্চা ছেলে ছোট্ট কাকোপার্দো-র হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। এর মানে আপনি বোঝেন কিনা তা আমি জানি না। মিস্টার মেজর, এর্বা আমার মতই গাড়ী চালক—শুধু আমার তুলনায় বেশী বোকা। আর কাকোপার্দো সকলের পরিচিত।'

মেজর বললেন : 'আমি জানি কাকোপার্দো-রা বিত্তবান।'

'এর্বা-র সমান বোকা হলেও একটি বিষয় আমার নজর এড়ায়নি। শিশুদের যথার্থ কর্ম প্রকাশ্যে দেখা যায়—অতি সহজে। বড়দের অনুরূপ কর্ম ফল্গু স্রোতের মত অদৃশ্য থাকে। শিশুদের মনে যে ভাব কোনও এক সময়ে ক্রিয়াশীল থাকে বড়দের মনেও তার আলোড়ন ওঠে—সঙ্গোপনে থাকে বলে আমরা তা দেখতে পাই না। আমি বাচ্চাদের হাসি এবং হাত ধরাধরির মধ্যে তাদের মনোভাবের সঙ্কেত পেয়েছি। কিন্তু তবুও—' এররাস্তে স্তব্ধ হল। তার নীরবতা এ দফায় ভঙ্গ হবে বলে মনে হল না। মুখে তার চিন্তার ভ্রূকুটি।

'এবং তবুও—কি বলতে চাও, গাড়ীচালক?'

'কিন্তু তবুও আমি যুক্তি খুঁজে পাই না—বুঝতে পারি না, কেন ওরা আমার খচ্চরটিকে গুলী করল। কয়েদখানায় বসে আমি ভেবেছি, বুঝেছি : 'সাঁতারু যুদ্ধ' আমার দৃষ্টিপথে পড়েনি ভাল করে—এবং দুঃখের বিষয় যে, আমি অজান্তে

বাধা সৃষ্টি করে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার বাহনটির গুলীবিদ্ধ হওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।'

এই মুহূর্তে সেনাপতি মার্ভিনের প্রতি মেজরের মন ঘৃণায় কুঞ্চিত হল। তিনি বললেন : 'হ্যাঁ—একটা ব্যাখ্যা মিলবে। কিন্তু তা সুখকর নয়। তুমি মানব-চরিত্রের রহস্য জানতে চাও ছাত্রের মত। তা আমি বুঝেছি। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ মানুষ ভুল করে প্রায়ই। একটি মানুষের ভয়াবহ ভুলের ফসল হল ঐ খচ্চরহত্যা। আমার পক্ষে এ বড়ই আক্ষেপের কথা—কারণ ঐ হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন একজন আমেরিকান।'

অভিভূত এররান্তে পিঠ চুলকোতে লাগল—তারপর বলল : 'এটি তা হলে ভুল! —এ তাহলে ভুল……!' তার চোখ অশ্রুপূর্ণ হল। অস্বস্তিকর অবস্থার মোড় ফেরাবার জন্য মেজর গরগানোকে বললেন : 'গরগানো, এ মামলা বাতিল করাই বাঞ্ছনীয়। তোমার ক্ষোভ হবে—আমি সেজন্য দুঃখিত। এ লোকটি যা বলল, তার পরেও একে শাস্তি দেওয়া ন্যায়সম্মত হবে কি?'

গরগানো প্রতিবাদ করে বলল : 'দেরীর জন্য আমেরিকান সৈন্যরা মারা যেতে পারত।'

মেজর বললেন : 'এ আশঙ্কা অমূলক। দোষ যদি হয়ে থাকে তাহলে বলব—শিশুদের হাসির প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দেওয়াটাই ওর দোষ।'

ভাবাবেগ কাটিয়ে উঠল এররান্তে—বলল : 'আরও হাসির বস্তু আছে।' তারপর গরগানোর দিকে তাকিয়ে বলল : 'আমার খচ্চর-যান সম্বন্ধে এ লোকটির উক্তি আমার কাছ থেকে শুনলে আমার স্ত্রীও হেসে উঠত। দুর্ভাগ্য যে, সে ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে। আপনারা—আমেরিকানরা আজ এ দেশে জাহাজ থেকে নেমেছেন—আজ সে নেই। বেচে থাকলে আজ তার হাসি আবার দেখতে পেতাম—এমন কি খচ্চরের প্রতি ভুল করা সত্ত্বেও। মিস্টার মেজর, আমার মন এ কথাই বলছে।'

। ২৫ ।

মেজর জোপোলো ও তীনা তোমাসিনোর কক্ষের একপাশে বসেছিল। অন্যান্য সকলে হাসি ও গল্পে ঘর সরগরম করে তুলেছে।

ওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মেজর বলছিলেন: 'কি হয়েছিল, বলি শোন। গত সপ্তাহে একদল বন্দী এল আমাদের কাছে। এক অদ্ভুত নির্দেশলিপি তারা প্রত্যেকে বয়ে আনল। লিপিতে লেখা ছিল: পত্রবাহকের বাড়ীর কাছে যে যুদ্ধবন্দীদের গারদ আছে তার কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হোক। স্বাক্ষর করেছে নবম-কোর-এর কোন অধিকর্তা। ইতালীয় সমস্ত বন্দীদের মুক্তিদানের কথা আমরা শুনি নি। নিশ্চিত হবার জন্য খোঁজখবর নিতে হল।

'নবম কোর-এর ভদ্রলোককে একটি পত্র পাঠালাম। আজ সকালে তার উত্তর পেয়েছি। সে লিখেছে যে, নূতন পন্থা গ্রহণ করেছে কর্তৃপক্ষ। সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ইতালীয় বন্দীদের মুক্ত করে দিলে জনসাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকবে। দু-চারজন অসংযত পদস্থ কর্মচারী জার্মানদের আনুগত্য বজায় রাখবে ঠিকই। কিন্তু বেশির ভাগ শহরে এতে যা উপকার হবে তাতেই ঐ ক্ষতিটুকু পুষিয়ে যাবে।'

তীনার মন উদ্বেল হল, সে বলল: 'কখন আপনি বন্দীদের ছেড়ে দিচ্ছেন?'

মেজর বললেন: 'এই দলের বন্দীদের বাসস্থান অনুসারে আগে বিভক্ত করে ফেলতে হবে। তারপর পাঠাতে হবে তাদের বাসস্থান-সংলগ্ন 'গারদ'-ঘরে। ভিচিনামারের বাসিন্দা বন্দীর সংখ্যা অনেক—তাদের পাঠাতে হবে ঐ প্রদেশের গারদে। সপ্তাহ খানেক লাগবে বলে মনে হয়।'

তীনা বলল: 'আপনি হালে কয়েদকক্ষে গিয়েছিলেন কি?'

মেজর বললেন: 'হ্যাঁ, আজই ত গিয়েছিলাম।'

'আদানোর অনেক লোক বন্দীদের মধ্যে আছে?'

'দেখলাম অল্প কয়েকজনকে।'

'মিস্টার মেজর, কারও সঙ্গে আলাপ করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছিলাম।'

'আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি— ?'

'তীনা, সে এ দলের মধ্যে নেই। তালিকায় তার নাম অনুপস্থিত। আদানোর কয়েকজন বাসিন্দাকে প্রশ্নও করেছিলাম। তারা তার কোনও সংবাদ জ্ঞাত নয়। আমি তাকে খুঁজতেই বিশেষ করে গারদে গিয়েছিলাম।'

তীনা বলল : 'মিস্টার মেজর, আপনাদের দয়া অসীম।'

তিনি বললেন : 'ইতিপূর্বে বড় রূঢ় হয়েছিলাম।' রূঢ়তার কারণ বলার ইচ্ছে হয়েছিল। বলতে চেয়েছিলেন যে, একজন নিঃসঙ্গ মানুষ উদারতার ধার ধারে না—তা ছাড়া তীনার কার্যসিদ্ধির হাতিয়ার হতে তাঁর মন সায় দেয় নি। কিন্তু বলা তাঁর হল না। তীনাই বাদ সাধল।

সে বলল : 'যে কোনও একটি বন্দীশিবিরে আমার গিঅরগিওকে পাওয়া যাবে বলে কি আপনার ধারনা ?'

মেজর বললেন : 'এ তথ্য বলার উপায় নেই।' অতি অকস্মাৎ মেজরের কণ্ঠ শীতল হয়ে উঠল।

'কবে আমি জানতে পারব ?'

'আগামী সপ্তাহের কোনও সময়ে। যতটা সাধ্য ততটা বলেছি। এটুকুও বলা আমার উচিত হয় নি।'

'সতর্ক থাকবেন—আবার কঠোর হয়ে পড়ছেন কিন্তু'—তীনা বলল হেসে, তার হাসিতে জ্বালাতন করার প্রয়াস।

মেজরও হাসলেন—বললেন : 'রূঢ় হওয়ার কারণ আছে বৈ কি। তবে তা আমি ভাঙব না।'

আদানো-য় জনপ্রিয় হওয়ার আকাঙ্খা জোপোলোর অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে গেল। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে বিচার করতে লাগলেন সব জনহিতকর কর্ম। আমেরিকানরা সমাদর পাক তা চাইলেও শুধু সে ইচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে কাজ করছিলেন না—সকলের প্রীতিভাজন হওয়াই ছিল তাঁর মুখ্য বাসনা। এ আকাঙ্খার উলঙ্গ প্রকাশ তাঁর কাম্য ছিল না। পিঠে হাত বুলিয়ে, তোষামোদ করে এবং অন্যান্য প্রচলিত সস্তা উপায়ে অর্জন করতে চান নি জনপ্রিয়তা। তিনি প্রকৃত পক্ষে রাজনীতিক ছিলেন না।

কিন্তু নিজের প্রতিটি কার্যে, প্রতিটি সিদ্ধান্তে ফেলতেন সতর্ক পদক্ষেপ—পাছে জনপ্রিয়তার গায়ে কোনওরূপ আঁচ লাগে। শহরের বাসিন্দা ও শহরের কর্মচারীদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সামান্যতম তৃপ্তির চিহ্নও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে

যেত না। এবং শিকারীর অব্যর্থ চোখে জন-বিরূপতার কারণও হত উদ্ভাসিত।

এজন্যই একদিন সকালে আর্দালী দ্‌সিতো যখন জানালো যে শহরের কর্মচারীরা এক সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে মিলতে চায় তখন তাঁর মন উদ্বিগ্ন হল। ভাবলেন হয়ত তাঁর কোন কাজে অসন্তোষের উদ্রেক হয়েছে।

তিনি বললেন 'দ্‌সিতো, এখনই আমার সময় হবে। ওরা একত্র হতে পারলেই হল।'

অনতিকাল মধ্যে তারা আসতে সুরু করল। মেয়র বেলাঙ্কা যথারীতি এল সর্বাগ্রে। বহু বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করায় বেলাঙ্কা-র মুখের ওপর বিষাদের ছায়া ঝুলত সব সময়ে। আজ তা আরও ঘন হয়েছে—লক্ষ্য করলেন মেজর। দ্রুত অথচ আনত দেহে হাড়গিলের আকৃতি সহকারী মেয়র দার্পা ঢুকল এরপর—জন্তুর মত ছোট চোখে লেগে ছিল দুঃখের আভাস। মেজরের বিশ্লেষণ থেকে কারও মুখ বাদ পড়ল না। কোষাধ্যক্ষ তাল্লিয়াভিয়াকে সচ্ছল দেখালেও দুশ্চিন্তারহিত দেখাচ্ছিল না। পৌর-সচিব পান্তোলেয়নের মুখের পেলবতা একটু শুকিয়ে গেছে। স্বেচ্ছাসেবক স্বাস্থ্য-অধিকর্তা সিনোরা কার্মেলিনা সিন্নাতো-র প্রশস্ত ঊর্ধ্বাঙ্গের সুঠাম পেশীবাহুল্য ও কর্ম-সামর্থ্য তার মুখে এনে দিয়েছে ভাবলেশহীনতা। কারবিনিয়ারি-র লেফটেনান্ট রটোণ্ডোর মুখ সাদা দেয়ালের মত অর্থশূন্য। শহরের সর্বাপেক্ষা ফিটফাট মানুষ শহরের শ্রীবিধায়ক সাইত্তা প্রসাধনের প্রলেপে মুখ চক্‌চকে করে এলেও বিষণ্ণতা মুছে ফেলতে পারে নি। কারবিনিয়ারি-প্রধান গরগানোর মুখের অভিব্যক্তির অর্থ নিরূপণে মেজর বেশী ব্যগ্র হলেন—কারণ এররান্তের বিচারপবে তার ক্ষোভ হওয়াও সম্ভব। গরগানোকে একটু কঠিন দেখালো। দলের মুখপাত্র মেয়র বেলাঙ্কা। সে বলল: 'মিস্টার মেজর, আমাদের একটি প্রার্থনা আছে।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'প্রার্থনা পূরণের চেষ্টা করব।'

বৃদ্ধ বলল: 'আপনার অপ্রীতিকর হতে পারে।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'আমার কোন কাজ আপনারা সংশোধন করতে বলছেন কি?'

তর্জনীদ্বয় মেজরের দিকে প্রসারিত করে 'দু-হাত' নামধারী গরগানো বলল: 'আপনি যে কাজ করেনইনি তেমন কিছু আমরা বলতে চাই।'

সকলে এ মন্তব্যে হেসে উঠল। মেজর আরও অস্বস্তিবোধ করলেন।

তিনি বললেন : 'আমি হয়ত করতে ভুলে গেছি।' কোষাধ্যক্ষ তাল্লিয়াভিয়া বলল : 'না।' ওয়েস্ট-কোটের গায়ে বুড়ো আঙুল জোড়া আটকে রেখে সে বলে চলল : 'আপনি ভোলেন নি। এটি করণীয় তা আপনার অজ্ঞাত ছিল। এ কর্তব্যের কথা আপনার মনে ওঠে নি—চিন্তার এ দৈন্যের জন্য আমরা চটে গেছি।'

সকলে আবার হেসে উঠল। মেজর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এরা খোশ মেজাজেই রয়েছে—কিন্তু মেজরকে প্রতারিত করবার জন্য বিমর্ষতার মুখোস পড়েছে। মেজরও নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখলেন।

তিনি বললেন : 'আসল কথাটা বলুন। আপনাদের রাগের কারণ হওয়ার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।'

সিন্নোরা কার্মেলিনা স্পিন্নোতা ঝাঁপিয়ে পড়লেন ডেস্কের সামনে এবং গম্ভীরভাবে তাকালেন মেজরের দিকে। এপাশ ওপাশ করে দুই হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যে বৃত্ত সৃষ্টি করলেন এবং তার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন মেজরের সারা মুখে। তারপর অন্যদের জিজ্ঞাসা করলেন : 'কোন্ দিক থেকে নেওয়া সুবিধাজনক—পাশ থেকে না সামনে থেকে?' সিন্নোরা কার্মেলিনার মত মহিলাও যে সুরসিক হতে পারে মেজরের তা ধারনার বাইরে। গাম্ভীর্যের ওড়না চড়িয়ে সেও কিনা লাফালাফি করে চলেছে। সহকারী মেয়র কর্কশ গলায় বলল : 'পেছন থেকে।'

আবার সমস্বরে হাসির জোয়ার বয়ে গেল।

মেজর জোপোলো বললেন : 'আমার মুখের উপরে উপহাস করা বন্ধ করুন। পেছনে হাসলে আমার বলবার কিছু নেই। এটি কর্মস্থল—এখানে হাসি চলবে না।'

বৃদ্ধ বেলাঙ্কা বলল : 'আমরা মোটেই আপনাকে ঠাট্টা করছি না। আদানো-র প্রয়োজনের কথাই বলতে চাইছি আমরা।'

'সেটি তাহলে পেশ করুন।'

'মিস্টার মেজর, আপনাকে আজ্ঞা দিচ্ছি বলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ভিয়া ফাভেমি-র তেইশ নম্বর বাড়ীতে আপনাকে একবার যেতে হবে—তেতলায় উঠে স্পাতাফোরো-র সঙ্গে দেখা করবেন। সে আপনাকে বলে দেবে আপনার কর্তব্য।' বুড়ো বেলাঙ্কা এ ভাবে কথা শেষ করল।

'সে নিশ্চয়ই বলে দেবে।' গরগ্গ্যানোর কথায় সকলের কণ্ঠে হাসির রোল উঠল।

বুড়ো বেলাঙ্কা বলল: 'স্পাতাফোরো-কে আপনার তত্ত্ববাগীশ বলে মনে হবে।'

সিন্নোরা কামোলিনা স্পিন্নাতো বলল: 'অনেকে তাকে রূঢ় বলে।' সকলের হাসি ছিটিয়ে পড়ল। বেলাঙ্কা বলল: 'আপনি তার কথায় কিছু মনে করবেন না। সে যেমনটি বলবে আপনি তা পালন করবেন।'

মেজর বলল: 'আমি এ সব রহস্য ভালবাসি না। তবে আমি যাব। ঠিকানাটি কি যেন?'

বৃদ্ধ বেলাঙ্কা বলল: 'ভিয়া ফাভেমি-র তেইশ নম্বর বাড়ী। তেতলায় দেখা পাবেন স্পাতাফোরো-র। তার আচরণ ক্ষমা করবেন।'

মেজর নাম ঠিকানা টুকে নিয়ে বললেন: 'কোন সময় যাব আমি?'

বৃদ্ধ বেলাঙ্কা বলল: 'সে আপনার সুবিধা মত।'

একদল দুষ্টু ছেলের মত আদানো-র দলবদ্ধ কর্মচারীরা বেরিয়ে গেল মেজরের দপ্তর কক্ষ থেকে।

মেজর বিশেষ উন্মুখ হতে চান নি। মধ্যাহ্ন ভোজের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর গেলেন ভিয়া ফাভেমি-তে।

অন্য সব বাড়ীর মত তেইশ নম্বর বাড়ীটিও তে-তলা এবং ধূসর বর্ণের পাথরে তৈরী। কাঁচের ডালা লাগানো একটি বাক্সাকার খাঁচা সদর দরজার পাশে আটকানো। আধারের মধ্যে রয়েছে খান পাঁচেক পূর্ণাকৃতি স্থিরচিত্র—শোভন চেহারাগুলি পশ্চাদপটভূমি থেকে দূরত্ব রক্ষা করায় মনে হচ্ছিল যেন তাদের মাথাগুলি ভাসছে খণ্ড মেঘের মত। বাক্সে ফাটল ধরায় বৃষ্টির জল ও ধূসর-ধূলিকণা ছবিগুলির গা বেয়ে নেমেছে। একটি ছবি তীনার, তার চুল ছিল তখন নিকষ কৃষ্ণবর্ণ।

সদর দরজায় অর্গল দেওয়া ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে মেজর উঠলেন তে-তলায়। একটি দরজা পেলেন—দারুণ তার ভগ্নদশা, সংস্কারের অভাব। চৌকাঠ থেকে দরজার একটি পাল্লা খুলে এসে ঝুলছিল। নড়বড়ে দরজায় টোকা দিলেন মেজর।

নিরুত্তর—আবার টোকা দিলেন। তখনও কোন সাড়া না পাওয়ায় মেজর ভিতরে প্রবেশ করলেন।

অন্ধকার ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠ পেরিয়ে এলেন একটি বড় ঘরে। ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি পুরানো ছবি তোলার ঘর।

ঘরের মাঝখানে একটি বিপুলায়তন ফটো তোলার ক্যামেরা—কাঠামো কাঠের—ধূলিসমাচ্ছন্ন। তার পাশে দীর্ঘ একটি চারপায়া টুল। টুল ও ক্যামেরার মধ্যে সেতু সৃষ্টি হয়েছে উর্ণনাভের জালে এবং তাও পুরু হয়েছে ধুলো ও পোকামাকড়ের মৃতদেহের স্তূপে। ক্যামেরার মুখবরাবর ঘরের অপর প্রান্তে বসানো রয়েছে ভ্রমণোত্থানে রক্ষিত লোহা ও কাঠ দিয়ে তৈরী বেঞ্চের মত একটি আসন। পিছনে টাঙানো ছিল অস্পষ্ট দেওয়ালচিত্র—রোমের সেণ্ট পিটার্স স্কোয়ারের এক বিসদৃশ ছবি। মেজেতে পড়েছিল একগাদা কাষ্ঠ-নির্মিত ফিল্ম-পেটি—এবং কোণে ঢিপি হয়েছিল ডেভলপ-করা পরিত্যক্ত বিচ্ছিন্ন ফিল্ম-খণ্ডগুলি।

সবশেষে যে বস্তুটির উপর তাঁর চোখ এসে পড়ল তা পুরাণো কাপড় ও মাকড়সার জালে বোনা একটি মনুষ্যদেহ। একটি জানালার তলায় মেঝের উপর সে শুয়ে ছিল। মেজর তাড়াতাড়ি কাছে এলেন—দেহটি মৃত বলে মনে হয়েছিল তাঁর। কাছ আসতেই শবদেহ কথা কয়ে উঠল: 'চলে যান এখান থেকে। নিজের মুখ দেখতে ইচ্ছে হলে আরশীর সামনে যান।'

মেজর জোপোলো বলল: 'আমাকে স্পাতাফোরো-র সাথে দেখা করতে বলা হয়েছে। তুমি কি সেই লোক?'

লোকটি বলল: 'আমার নামই স্পাতাফোরো।'

মেজর বললেন: 'আমায় কি করতে হবে?'

স্পাতাফোরো সখেদে বলল: 'হে ঈশ্বর, দাম্ভিক লোকদের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার কর। ....ওখানে বেঞ্চের উপরে আসন গ্রহণ করুন।' বেঞ্চের খানিকটা জায়গা থেকে ধুলো ঝেড়ে বসে পড়লেন মেজর। তবুও মেঝে থেকে গা তুলল না স্পাতাফোরো। শুয়ে শুয়েই বলল: 'আপনিও স্বতন্ত্র নন। স্বদেশের সকল লোকের মুখের তুলনায় নিজের মুখখানিকে সুন্দরতম মনে করেন। মুখখানির ছবি তুলে, ফ্রেমে এঁটে তাকের উপরে রাখতে চান নিজের নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে। বিরক্তিকর।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'তোমার কথা দুর্বোধ্য। তোমার কিছু করণীয় থাকলে দেরী করো না। আমার সারাদিন এভাবে কাটাবার অবসর নেই।'

বুড়ো লোকটি শিথিলভাবে দেহ তুলতে লাগল। তার হাঁটুর অস্থিসন্ধিতে শব্দ ধ্বনিত হল। সে বলল: 'দম্ভও, আবার তাড়াতাড়িও আছে। ওহে দাম্ভিক মানুষ, এত তাড়া কিসের? ছবিটুকু তোলার সময় দেবেন না?'

ক্যামেরার পার্শ্ববর্তী টুলের কাছে মন্থরপদে গেল স্পাতাফোরো।

সে সন্তর্পণে বসল—মাকড়সার জালে নাড়া লাগতে সে দেবে না।

স্পাতাফোরো বলল: 'এ কর্মে অনেক দিন লিপ্ত আছি। আশি, নব্বই কি একশো বছরও হতে পারে—হিসেব রাখি নি। মুখ সৃষ্টি করে চলেছি, মুখের অধিকারীরা যাতে নিজেদের মুখ দেখতে পায়। একটি গোটা জীবন বয়ে গেল এ কর্মে। বাঃ! কি আশ্চর্য!'

টুল থেকে নেমে মেজরের সম্মুখে গেল বুড়ো লোকটি। সে বলল: 'এই মুখ! কি কুৎসিৎ!'

মেজর জোপোলো নিজের মুখের প্রতি অত্যধিক আসক্ত ছিলেন না। তবে তিন দিন অন্তর গোঁফ ছাঁটতেন—পক্ষকালের মধ্যে একবার নাসারন্ধ্রের চুল উপড়ে ফেলতেন এবং নিয়মিত মাথার চুল কেটে জল দিয়ে পরিষ্কার করতেন। মুখের যত্নও নিতেন—এবং সবিনয়ে মনে করতেন যে তাঁর মুখ শোভাহীন নয়। সুতরাং লোকটির দ্বারা নিন্দিত হয়ে মেজর বললেন: 'ওহে বৃদ্ধ, যদি আমার ছবি তোলাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে নিন্দা বন্ধ রেখে চটপট ছবি তুলে ফেল। আমি আমেরিকান স্থলবাহিনীর মেজর। এ শহরের কয়েকজন লোক আমাকে পাঠিয়েছে। বোধহয় আমার ছবি তুলে রাখবার জন্য তাদের এ নির্দেশ। ইচ্ছে থাকলে কাজটি সেরে ফেল।'

বুড়ো লোকটি বলল: 'তা হলে তুমি একজন আমেরিকান। আমেরিকার লোককে এত কদাকার বলে জানতাম না। আমার ধারণা ছিল তারা দীর্ঘকায় এবং ফর্সা।'

ধীর পদক্ষেপে ক্যামেরার পেছনে চলে গেল বুড়ো লোকটি। ক্যামেরার ডগা থেকে তুলে নিল একখণ্ড কাপড়—এককালে তার রঙ ছিল কালো, এখন ধুলো জমে জমে হয়েছে ধূসর। দেহ নুইয়ে সে মাথা ও ক্যামেরার উপরে বিছিয়ে নিল ঐ কাপড়। তারপর ক্যামেরার গহ্বরের মধ্যে উঁকি দিল। কাপড়ের তলা থেকে ভাঙা গলার আওয়াজ শোনা গেল: 'উল্টো চেহারাতে আপনাকে সমান কুশ্রী দেখাচ্ছে। সাধারণতঃ দেহের উল্টো আকার আমার ভাল লাগে—কিন্তু আপনার বেলায় তা হচ্ছে না। দেহের ঊর্ধ্ব মুখ দক্ষিণ অংশ

বা নিম্নমুখী দেহ—কোথায়ও শ্রীর বালাই নেই। থুতনি মাংসল, ঠোঁট পুরু, আপনার দেহ উল্টে দিয়ে কোন্ ত্রুটিটায় তালি দেব জানি না।'

অবশেষে বুড়ো কাপড়ের তলা থেকে বেরিয়ে এল। মাকড়সার জাল প্রদক্ষিণ করে বসল এসে টুলে। ক্যামেরার চোখ বন্ধ করবার বাল্‌বে হাত দিয়ে বসে রইল।

সে আপন মনে বকে চলল: 'বাঃ, কুৎসিৎ লোক আবার সুদর্শন হবার হাস্যকর চেষ্টা করছে দেখছি। ঠোঁটের উপর জিব বুলিয়ে চকচকে এবং তেল-তেলে করছে! অ্যাঁ! স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী বিস্ফারিত করে চোখ দুটোকে জ্বলজ্বল করে ফেলছে। বাঃ! মার্বেলের গুলির মত দেখতে হবে, না? আংশিক স্মিত হাসি ফোটাবার চেষ্টা—প্রাণহীন মিথ্যে হাসি!' কর্কশ অপরিচ্ছন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বৃদ্ধ স্পাতাফোরো।

উত্যক্ত মেজর কিছু বলতে পারলেন না। ভয় হলো বুড়ো যদি 'শাটার' টিপে দেয়। মেজর ক্রমে ক্রমে লাল হয়ে উঠছিলেন—ফলে তাঁকে আরও নিথর দেখাচ্ছিল।

স্পাতাফোরো বলছিল: 'বেশ মজার ব্যাপার হলো এই যে, পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে দর্পী। মেয়েরা আরশীর সম্মুখে অনবরত দাঁড়াচ্ছে, চুলে চিরুনী লাগাচ্ছে—প্রসাধন-চর্চা করছে—তারা কম গর্বিতা। কিন্তু অহমিকায় আকণ্ঠ ডুবে আছে পুরুষ। আপনি নিজের কথা কি ভাবছেন? ভাবছেন, ময়ূরের মত আপনি কান্তিমান!'

অবশেষে শাটার-বালব টিপে দিল লোকটি।

অসীম স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন মেজর—একটু আগে যা বলবেন ভেবেছিলেন তা আর বলা হল না তাই।

'ফিলম্' পালটে আর একখানি ছবি তোলার অপেক্ষায় বসে রইলেন মেজর।

কিন্তু বুড়ো লোকটি বলল: 'ওহে কুরূপ যুবক, বসে আছেন কেন? ছবি-দানের উপর আধ ডজন নিজের ফটো রাখবার সাধ আছে বুঝি?'

মেজর বললেন: 'ছবি যারা তোলে তারা সচরাচর দু-তিনখানিই তোলে—যাতে একটি নিখুঁত ছবি পাওয়ার আশা সফল হয়।'

স্পাতাফোরো বলল: 'আমি সে পথের পথিক নই। এ ঘৃণ্য ব্যবসায়ে সুদীর্ঘকাল কাটিয়ে এত অভ্যস্ত যে একবারের বেশী আমার পরখ করতে হয় না। ব্যস্, শেষ। ভগবানকে ধন্যবাদ।'

মেজর এক মুহূর্ত আর রইলেন না। পালাৎসো-য় সিঁড়ির উপরের চাতালে দেখা হল মেয়র বেলাঙ্কা ও সহকারী মেয়র ডি, দার্গার সঙ্গে।

হেসেই বললেন মেজর: 'ভিয়া ফাভেমির তেইশ নম্বর বাড়ীতে আপনাদের বন্ধুর সঙ্গে মোলাকাৎ হল।'

বেলাঙ্কা বলল: 'সে নিশ্চয়ই আপনাকে কদাকার বলেছে?'

'হ্যাঁ, বলেছেই ত।'

দার্গা হাসি চেপে ফেলল অতি কষ্টে। বেলাঙ্কা বলল: 'এক কথা ও সবাইকে বলে। এমন কি শহরের সেরা সুন্দরী তোমাসিনোর মেয়ে ফ্রাঞ্চেস্কা-কেও কুশ্রী ও দাম্ভিক বলতে কসুর করে না। পাগল। মাথা খারাপ।'

তীনার পরিবর্তে ফ্রাঞ্চেস্কাকে সেরা সুন্দরী বলায় মেজর এবার স্পাতা-ফোরোর প্রতি বিরক্তিভাব সরিয়ে এনে বুড়ো বেলাঙ্কার উপরে বর্ষণ করলেন: 'ঐ মাথা-পাগলা বুড়োর কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন কি উদ্দেশ্যে? আমার ছবি কেন চান আপনারা?'

বুড়ো বেলাঙ্কা বলল: 'দেখবেন এমন নয়ন-বিমোহন ছবি আর দেখেন নি।'

বেলাঙ্কা তাকাল দার্গার দিকে—দৃষ্টি বিনিময় হল। তারপর প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লো দুজনে।

। ২৭ ।

মোটর-জাহাজ 'আন্‌ৎসিয়ো' উদ্ধারের প্রকল্প পুরোপুরি লেফটেনান্ট লিভিংস্টোনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন বিচক্ষণ মেজর জোপোলো। লেফটেনান্টের অগ্রগতি দর্শনীয়। একুশ তারিখের মধ্যে ভাসমান জেঠিটিকে কাজে লাগাল এবং চব্বিশ তারিখের মধ্যে সমাধা করল উত্তোলনকর্ম। সাতাশ তারিখের মধ্যে 'আন্‌ৎসিয়ো' থেকে মাল খালাসের জন্য শ্রমিকদল প্রস্তুত হল।

সাতাশ তারিখে দশটা পঁয়তাল্লিশের সময় দলনেতা শ্রমিকদের কাজ বুঝিয়ে দিল। চল্লিশজন শ্রমিকের মধ্যে কয়েকজন অপদার্থ লোকও ছিল। আদানো-তে নানা দিকে কর্মচাঞ্চল্য বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিক সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়েছিল।

আদানোর বাইরে থেকেও শ্রমিক নিতে হল—এমন কি কুঁড়ে ফাত্তাও কাজ পেল। বহু বছর পরে ফাত্তা আলস্য ঝেড়ে ফেলতে চাইল।

কথার শেষে দলনেতা জানাল যে, মাল ওঠাবার যন্ত্রগুলি বাষ্পশক্তি সঞ্চয় করা পর্যন্ত মিনিট পনের সময় শ্রমিকরা বিরাম ভোগ করবে।

শ্রমিক-দলের একজন বিদেশীকে সবার থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে হল। সুদর্শন, ভার-বহন বিভাগের কর্মীদের মত চোখের কোণে খাঁজ নেই—আর সে বলছিল বিশুদ্ধ ইতালীয় শহুরে ভাষা। মুখে তার মনোহর হাসি ও চালচলন আকর্ষণীয়। দলপতির উপদেশ শেষ হলে চার জন শ্রমিকের সঙ্গে আলাপরত বিদেশী ফাত্তাকে বলল: 'শুনেছ একটি সংবাদ?'

চারজনের একজন বলল: 'কি সংবাদ?'

'জার্মানদের পুনরাক্রমণের কথা। যা শুনেছি তার জন্য সকাল থেকে আমার ভয় ভয় করছে।'

'কি শুনেছ?' বলল আর একজন।

'সত্যি বলে বিশ্বাস হয়। তেইশ তারিখে সুরু হয়েছে এবং আজ সকালে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছুতে যাচ্ছে। জার্মানরা ঠেলে নিয়ে আমেরিকানদের ফেলে দেবে সাগরের বুকে।'

ফাত্তা নিজের কদর জাহির করার জন্য অত আলস্য আঁকড়ে রইল না। সে বলল: 'ওহো, এ তো আমার শোনাই আছে।' চারজনের মধ্যে আদানোর বাসিন্দা একজন বলল: 'কুঁড়ে ফাত্তা, এ খবর কোথায় শুনলে তুমি?' ফাত্তার উদাসীন অজ্ঞতা জানা ছিল লোকটির।

ফাত্তা বলল: 'ভাবতে দাও আমাকে। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। কয়েদ হবার আগে এ খবর দিয়েছিল মেয়রু নাস্তা। সে বলেছিল যে, তেইশ তারিখে হানা সুরু করে পঁচিশ থেকে আটাশ তারিখের ভিতরে জার্মানরা আমেরিকানদের তাড়িয়ে দেবে সমুদ্রবক্ষে।'

আদানোর একজন বাসিন্দা বলল: 'নাস্তা মিথ্যুক। আমেরিকানরা তাকে পাঠিয়েছে আফ্রিকায়। ঠিকই করেছে।'

বিদেশী বলল: 'এমনও তো হতে পারে যে তার খবর সত্য। এবং শহরে যাতে আতঙ্ক না ছড়ায় তা ঠেকাবার জন্যই হয়ত আমেরিকানরা তাকে সরিয়ে দিয়েছে আফ্রিকায়।'

ফাত্তা মাথা ঘামাতে চায় না—সে না ভেবেই বলল: 'হ্যাঁ, তাও হতে

পারে।' অপর একজন বলল: 'আমেরিকানরা জার্মানদের জল্পনার বিষয় জানবে কি করে?'

বিদেশী বলল: 'ওদের গুপ্তচর রয়েছে—রয়েছে অনুচর।'

ফাত্তা ভারিক্কী চালে বলল: 'তা সম্ভব। অনেকদিন আগে এ আক্রমণের কথা আমি শুনেছি।'

বিদেশী বলল: 'পঁচিশ তারিখ থেকে আটাশ তারিখের মধ্যে আক্রমণ ঘটবার সম্ভাবনা—তুমি বললে, তাই না? আজ সাতাশ তারিখ—আমার খবরের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আমার অনুমান—আজ সেই সন্ধিক্ষণ।'

আদানোর একজন বাসিন্দা বলল: 'কি ঘটনা তুমি প্রত্যাশা করছ?'

বিদেশী বলল: 'সে অবস্থার কথা ভেবেই তো উদ্বেগ বোধ করছি। যাক্, এর আলোচনা না হওয়াই ভাল।'

একজন বলল: 'কেন? বলই না?'

বিদেশী বলল: 'তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে না—আমেরিকানদেরও মঙ্গল হবে না। এ দুশ্চিন্তা একলা আমারই থাক।'

বিদেশী যে চতুর তা বলাই বাহুল্য।

চারজনের একজন বলল: 'আমরাও উদ্বেগ বোধ করছি। ফাত্তা ইন্ধন দিয়েছে তোমার সংবাদে। যা শুনেছ বল—উদ্বেগ এক বিষয়ে রাখা বরং ভাল। সাত পাচ ভাবতে হয় না।'

বিদেশী বলল: 'ঐ ভয়াবহ সংবাদ শোনাতে ভরসা হয় না।'

সবাই সমস্বরে বলল: 'দোহাই, বলে ফেল—বলে ফেল।'

ধূর্ত বিদেশী হস্তীমূর্খ ফাত্তাকে গুজব ছড়াবার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল। ফাত্তাকে দেখিয়ে বলল: 'ও যখন আগে শুনেছে এ সংবাদ—তখন সবটুকু শোনার অগ্রাধিকার আছে ওর।'

বিদেশী ফাত্তাকে নিয়ে গেল একান্তে। অন্য কজন দূর থেকে দেখল যে, বিদেশীর অনুচ্চ বাণী শুনে ফাত্তার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। বিদেশী ফাত্তার সঙ্গ ত্যাগ করে ঢুকে গেল মজুরদের জমায়েতের মধ্যে।

ফাত্তা সোজা তাদের পাশে এসে দাঁড়াল এবং গর্জে উঠল সঙ্গে সঙ্গে: 'এগারোটার সময় আদানো বন্দরের উপর বিমান থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছুঁড়ে দেবে।'

ক্ষণকাল মাত্র—শ্রমিকের দল উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল

কারণ গুজব ছড়িয়ে পড়েছে বাষ্পের মত। সকলের মুখে এক বোল: 'বিষাক্ত গ্যাস····এগারোটা····বিমান····গ্যাস।'

'এগারো-টার মিনিট দুয়েক আগে সরল ইতালীয় মজুররা ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়ল। এ সময় দলনেতার চীৎকার গমগম করে উঠল। আর একটু পরেই কাজ সুরু হবে! মাল ওঠাবার যন্ত্রগুলি প্রায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে—ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এবার কাজে লাগবার পালা সমাগত।

ছোট ছোট দলের মধ্যে দুজনের আলাপের নূতন বিষয় হল এই গুজব। এগারোটা বাজল। তিন মিনিট পরে মজুররা নিজ নিজ কর্মস্থলে যাবার জন্য যেই পা বাড়িয়েছে সে সময়ই আকাশের বুকে শোনা গেল একটি বিমানের শব্দ।

এটি প্রত্যহের ডাক-বাহী বিমান—বেলা এগারটার সময় আদানো বন্দর পার হয়। এর যাত্রা শত্রুর দালালের অজানা নয়, ইতালীয় শ্রমিকেরও গ্রাহ্য করার কথা নয়। আজ একটু দেরীই হয়েছে। শূন্যে উড্ডীয়মান বেলুনগুলির সীমা ছাপিয়ে প্রায় হাজার ফিট উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল বিমানটা। 'আন্‌ৎসিয়ো'র পার্শ্বস্থ মজুরদের দৃষ্টি প্রসারিত হল উর্দ্ধাকাশে—বিদেশী ফাত্তার কাছে এসে বিড় বিড় করে বলল: 'ঐ বিমানটির কথাই বলেছিলাম।'

ফাত্তা খবর চাউর করে দিল—বাস্তবিকই জনতার উঠল হৃদ্‌কম্পন। নিজেরা কেউ কেউ বলাবলি করল: 'আমরা করব কি?'

কেউ কেউ বলল: 'বন্দরই আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। আমরা লক্ষ্যস্থলের মাঝে পড়ে গেছি!'

কিছু লোক প্রশ্ন তুলল: 'গ্যাস ছাড়বার জন্য বোমা ছোড়া হয় কি? না কি বিষবাষ্প ছিটিয়ে দেবে আমাদের উপর?'

বিদেশীর বিষবাষ্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কিছুটা সম্ভবতঃ আছে। সে জনতার ক্রমবর্দ্ধমান ভীতি চরম পর্যায়ে আরোহনের অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর হঠাৎ শূন্যে হাত উৎক্ষিপ্ত করে আর্তকণ্ঠে বলল: 'আমি ঘ্রাণ পাচ্ছি। হে ঈশ্বর, আমি যে গন্ধ পাচ্ছি।'

কথার শেষে সে শহর অভিমুখে ছুটল।

মজুরদের আতঙ্ক উত্তাল হল—দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারা হয়ে দৌড়ল তারা। বুড়ো ফাত্তাও পিছু ধরল। ১৯৩২ সালের পর এই প্রথম ছুটল সে—সেদিন ঈশ্বরের নামে ফাত্তাকে অনুনয় করেছিল তার স্ত্রী, দাই ডেকে আনতে।

কে একজন কঁকিয়ে উঠল: 'বাঁচতে চাও তো জলে নাম!' প্রায় জন

আষ্টেক লোক লাফিয়ে পড়ল সমুদ্রে। এদের মধ্যে দু'জন সাঁতার জানত না—তাদের উদ্ধার করতে হল।

কুঁড়ে ফাত্তা যে সবল লোকটির পাশে পাশে দৌড়চ্ছিল তার নাম দ্‌সিংগোনে।

ভীত দ্‌সিংগোনে বলল: 'আমাদের উপায় কি? কি করব আমরা?'

ফাত্তা বলল: 'খুব জোরে দৌড়নো ঠিক হবে না। শক্তি ক্ষয় করলে চলবে না। আমাদের অনেকটা পথ ছুটতে হতে পারে।'

অতএব তারা গতি কমালো।

দ্‌সিংগোনে আবার জিজ্ঞেস করল: 'বল না ভাই, আমাদের করণীয় কী?'

পুরোবর্তী একজনকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে যেতে দেখে ফাত্তা বলল: 'মুখের উপর রুমাল চাপা দাও। তাহলে বিষাক্ত বাষ্প নাকে ঢুকতে পারবে না।'

দুজনেই রুমালের আবরণে মুখ ঢেকে ফেলল।

রুমাল-ঢাকা অবস্থায় দ্‌সিংগোনে প্রশ্ন করল: 'গন্ধ পেয়েছ কিছু?'

ফাত্তা আত্মপ্রচারের ঢঙে বলল: 'নিশ্চয়। স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের সঙ্গে গন্ধ পেয়েছি।'

ছুটতে ছুটতেই দ্‌সিংগোনে বলল: 'গন্ধ কিসের মত?'

'কাকোপার্দোর গন্ধক শোধনের কারখানার ধোঁয়ার মত প্রায়।'

ত্রিশ ফিট নিঃশব্দে গিয়ে দসিংগোনে বলল: 'কাকোপার্দোর গন্ধক-কারখানার ধোঁয়ার গন্ধ নয় ত?'

ফাত্তা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল: 'বিষাক্ত বাষ্পের গন্ধ।'

দ্‌সিংগোনে-র তখনও হাঁপ ধরেনি। সমর্থ দ্‌সিংগোনে ভাবল, বাষ্পের জন্য দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ফাত্তার।

'তোমার কোনও ক্ষতি হয় নি তো?' ফাত্তাকে বলল সে।

ফাত্তা বলল: 'এত জোরে যাওয়া উচিত নয়। বিষাক্ত বাষ্প সম্ভবতঃ দম নষ্ট করে দেয়। শক্তি বাঁচানো উচিত আমাদের।' এবার শুধু বড় বড় পা ফেলে চলল সে।

তারা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তার গায়েই ফাত্তার বাড়ী পড়ল। তীর বেগে ধাবমান মজুরদের পদশব্দে আকৃষ্ট হয়ে বাড়ীর দোরে এসে দাঁড়িয়েছিল ফাত্তার স্ত্রী কার্মেলিনা। সে বিপত্তির কারণটা জানতে চেয়েছিল ধাবমান কয়েকজন শ্রমিকের কাছে। তারা রুমাল-ঢাকা স্বরে বিষাক্ত বাষ্পের ঘটনা শুনিয়েছিল। কার্মেলিনা সন্দিগ্ধমনা—প্রথমে তার অবিশ্বাস হল—তবে তাকেও পরিবর্তন

করতে হল মনোভাব! সে বিস্ময়াহত উচ্ছ্বাসে বলল: 'হে যিশুর মা মেরী, এ কি কাণ্ড! আমি কি ভুল দেখছি! ঐ আমার স্বামী ছুটছে যেন!'

সত্যি—ফাত্তাই ছুটে আসছিল দ্সিংগোনের পাশাপাশি, স্ত্রীর দিকে।

নিজের মনে বলল কামেলিনা: 'নিশ্চয় ভয়ানক কিছু ঘটেছে—তা নইলে ফাত্তার ছুটবার কথা নয়। বিষাক্ত বাষ্পের ব্যাপারটা হয়ত ভিত্তিহীন নয়।'

ফাত্তা কাছাকাছি এলে কামেলিনা পথে নেমে ছোট ছোট লাফে তার পাশে এল।

'এমন কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটলো যে তুমিও দৌড়চ্ছ?'

জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছিল ফাত্তার—সে বলল: 'বাষ্প। বিষাক্ত। জার্মান।'

দ্সিংগোনে একটুও ক্লান্ত হয় নি। বুঝিয়ে দিল: 'বন্দরে কাজ করবার সময় আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম। কিছু লোক ঘ্রাণ পেয়েছে—গন্ধক-পোড়া গন্ধ। আমার মতে— ও গন্ধ গন্ধকের ধোঁয়ার।'

কামেলিনা বলল: 'কে বলেছে বিষাক্ত বাষ্পের কথা?'

দ্সিংগোনে বলল: 'একজন আগন্তুক। জার্মান আক্রমণের কথা সেই-বলছিল।'

কামেলিনা বলল: 'ফাত্তা, তুমি আর জোরে ছুটো না—তুমি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।'

ফাত্তার মুখে সব রক্ত এসে জমেছিল—সুতরাং সে সুযোগ পেয়েই গতি আরও মন্থর করে ফেলল।

কামেলিনা বলল: 'বিষ-বাষ্পের কথা আমার বিশ্বাস হয় না।' ঐ সময় এমন কয়েকটি দৃশ্যের অবতারণা হল যে, কামেলিনারও মনে বিশ্বাসের অঙ্কুরোদ্গম হল। রাস্তার উপর বুত্তাফুত্তকো নামে একটি লোক বমন করছিল—তাকে ঘিরে দাড়িয়েছিল ছোট একটি দল। আসলে কাজে যাবার আগে এক বোতল মদ গিলে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পরে ঠোঁট নাড়বার সামর্থ্য হলে সে বলল: 'বাষ্প—বিষ বাষ্প।'

দলটি উবে গেল—বিষ-বাষ্পের প্রথম বলি স্বচক্ষে দেখে ত্রস্তপদে পালাল তারা।

একজন তরুণ মজুর—নাম লো ফাসো—কদিন আগেও ছিল 'অরফ্যানেড' র্জার' সেবক; গীর্জার ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়াই সে শ্রেয় মনে করল। শহরের

লোক অসময়ে এবং একটিমাত্র গীর্জার ঘণ্টা ধ্বনি শুনে আতঙ্কিত হল—আরও আতঙ্কিত হল তারা যারা জ্ঞাত ছিল বাষ্পের কথা। অজ্ঞ পথচারীরা ধাবমান লোকদের কাছে সংবাদ যেচে ফিরছিল। ফলে অল্প কালের মধ্যে শত শত লোক উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল প্রকৃত ঘটনার সন্ধানে। এদের দেখেই কার্মেলিনা-র মন ঝুঁকল বিশ্বাসের দিকে।

মার্কোরিও সালভাতোরের কানে উঠল বিষ-বাষ্পের রটনা। কর্তব্য-বোধে উদ্বেলিত হয়ে ঘোষক ঊর্ধ্বশ্বাসে পৌঁছল পালাৎসো-র এবং সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠে কাটা দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকে মই বেয়ে উঠল ঘড়ি-ঘরে। অবশেষে প্রাচীন ঘণ্টাটি যেখানে দুলত তার তলায় যে পাদপীঠ রয়েছে তার উপর দাড়াল ঘোষক। সিংহনাদে ঘোষণা করল: 'বাষ্প! বিষ-বাষ্প! আদানো-র বাসিন্দারা শুনে রাখ—সাবধান, নাক চাপা দাও!'

শহরের দুই-তৃতীয়াংশ লোকের কানে বেজে উঠল সে নির্ঘোষ। কার্মেলিনা নিঃসন্দেহ হল তখন। অন্যান্য স্ত্রীলোকের মত সে সভয়ে কেঁদে উঠল: 'বাষ্প! বিষ-বাষ্প!'

ফাত্তা তখনও শ্বাস টানছিল: 'আস্তে, আস্তে।'

কার্মেলিনা ভাবল—বিষবাষ্পের প্রভাবে ফাত্তার বুঝি নাভিশ্বাস উঠেছে; আসলে পেটের বায়ুর প্রকোপে পর্যুদস্ত হচ্ছিল ফাত্তা। কিন্তু চিন্তান্বিত কার্মেলিনা মরাকান্না জুড়ে দিল: 'বাঁচাও! বাষ্পে আমার স্বামীর প্রাণ যাচ্ছে! ওষুধ দাও! বাঁচাও!'

লম্বা লম্বা পা ফেলে পিয়াৎসা অভিমুখে এগোল কার্মেলিনা, ফাত্তা ও দসিংগোনে। সেখানে ইতিপূর্বেই সমবেত হয়েছিল একগাদা ভয়চকিত মানুষ। ফাত্তা কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল মাটিতে—রুমাল দিয়ে বাতাস দিতে লাগল দসিংগোনে, পাশে বসে পড়ল রোরুদ্যমানা কার্মেলিনা। সামনের প্রাঙ্গণে এ রকমের দৃশ্যের ছড়াছড়ি। ঠিক সেই সময়ে পালাৎসো-র ঝুল-বারান্দায় এসে দাড়ালেন মেজর জোপোলো—হাত তুলে জোরগলায় নিস্তব্ধ হতে বললেন সকলকে। কিন্তু তাঁর কথা কেউ শুনতে পেল না—সারা প্রাঙ্গণ জুড়ে তখন উদভ্রান্ত কোলাহল।

মেজর ঘোষককে ডেকে আনবার জন্য পাঠালেন দসিতোকে; ঘড়ি-ঘর থেকে ঘোষকের কণ্ঠ বিরামহীন ঘোষণায় লিপ্ত ছিল। তার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট

হয়েই মেজর বারান্দায় এসেছিলেন। দসিতো ছুটে গিয়ে ডেকে আনল মাকুরি ও সালভাতোরে-কে।

ঘোষক বুল-বারান্দায় হাজির হলে মেজর সজোরে বললেন : 'ওদের শান্ত হতে বল।'

ঘোষক সিংহনাদে বলল : 'থাম তোমরা—চুপ কর। মিস্টার মেজর বাষ্প সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলবেন।'

ক্রমে ক্রমে কলরব প্রশমিত হল।

মেজর বললেন : 'বিষাক্ত বাষ্পের কোনও অস্তিত্ব নেই। এটি একটি সস্তা গুজব।'

বৃদ্ধ বেলাঙ্কা মেজরের পাশে এসে বলল : 'মিস্টার মেজর, আপনি স্থির নিশ্চিত এ বিষয়ে? এদের নিরুদ্বিগ্ন করার পর যদি আবিষ্কৃত হয় যে, সত্যিই বিষ-বাষ্পের আক্রমণ হয়েছে তখন নিদারুণ সঙ্কটে পড়তে হবে কিন্তু।' আতঙ্কের ছোঁয়াচ লাগানোর ক্ষমতা অসীম—তাই বেলাঙ্কার মত দৃঢ়-স্নায়ু লোকও এর স্পর্শমুক্ত হতে পারে নি।

জনতা ইতিমধ্যে সোরগোল তুলল : 'আপনি জানলেন কেমন করে?.... ক্লান্ত মরণাপন্ন....আমি ঘ্রাণ পেয়েছি।'

মার্কুরিও সালভাতোরেকে মেজর বললেন : 'এদের কিছু সময় শান্ত হতে বল। আমি ফোন করে জেনে নিচ্ছি।'

ঘোষক স্তব্ধ করল জনতাকে।

লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোনকে ফোনে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন মেজর : 'হ্যালো, ক্যাপ্টেন, কেমন আছ ভাই?'

লেফটেনাণ্ট আপ্যায়নের ভাষায় উত্তর দিল : 'চমৎকার চলছে। কবে এসে মদের আসরে যোগ দিচ্ছ বল?'

মেজর বললেন 'একদিন হঠাৎ এসে হাজির হব। তোমাদের ওদিকে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে কি?''

কেণ্ট-ইয়েল কণ্ঠ একটু থতমত খেয়ে বলল : 'আরে বল কেন—সে এক মজার ব্যাপার। সেই মোটর-জাহাজখানি উদ্ধার করছিলাম—মনে আছে তো?'

মেজর বললেন : 'নিশ্চয়ই। তোমার বিচক্ষণতার তারিফ করতে হয়।'

কেণ্ট-ইয়েল কণ্ঠে কিন্তু আত্মপ্রসাদের স্বর ফুটল না : 'তা বটে। কিন্তু আজ সকালে মাল খালাসের কাজে নিযুক্ত হবার পর হঠাৎ মজুররা কাজ থামিয়ে

পালিয়ে গেল। আমি কি উপবুক্ত মজুরী দিই না? ব্যাপার কি? এই হনুমানগুলোর মরজি ধরতে পারি নি। তোমার কি মনে হয়?'

পালাৎসোর বাইরে জনতা ক্রমেই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ছিল, গুঞ্জন উঠল তাদের মধ্যে। ঘোষক আবার স্তব্ধ করল তাদের।

মেজর বললেন: 'ওখানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে কি?'

'দুজন ভুঁইফোড় জলে পড়ে গিয়েছিল—সাঁতার জানত না। তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়ে আনা হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে।'

'এমন কিছু ঘটেছে কি যা থেকে তোমার মনে হতে পারে যে ওরা বিষ-বাষ্পের শিকার?'

'কি বলছ? মাথা খারাপ হল নাকি? আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করার অর্থ কি?'

'না ক্যাপ্টেন, তা নয়। তোমার শ্রমিকদের পালানোর কারণ কি জান? কোন কুচক্রী রটিয়েছিল যে বিষ-বাষ্পের আক্রমণ হতে চলেছে। এবং তাই ওরা দিশাহারা হয়ে পড়েছিল।'

'সত্যি বলছ? যাক্, আমার কোন ত্রুটি নয় তা হলে?'

'ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তোমার মজুরদের কাজে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'খাসা কথা। ধন্যবাদ ভাই। একটা বোঝা মন থেকে নেমে গেল।'

মেজর বললেন: 'এত তাড়াতাড়ি কাজ সেরে এনেছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ। নৌবিভাগ চেষ্টা করলে অসাধ্য সাধন করতে পারে।'

লেফটেনাণ্ট বলল: 'আরে, এ এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। আজ বিকেল বেলা এস না। পানীয় ভাগ করে খাওয়া যাবে।'

'তুমি যদি বল তো যাব বৈকি। একটা সমস্যা নিয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শও করা যাবে। তুমিই একমাত্র লোক দেখছি যে এদিকে কিছু কাজ করাতে পারে।'

লেফটেনাণ্ট বলল: 'সাধ্যমত সাহায্য করব বৈকি। সাড়ে পাঁচটায় কথা রইল।'

মেজর বললেন: 'ছ-টায় ঠিক যাব। ছ-টার আগে বেরোতে পারব বলে মনে হয় না।'

'ছ-টাই হোক। ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন।'

ফোন রেখে লেফাটনাণ্ট লিভিংস্টোন নিজের মনে মাথা নেড়ে ভাবল : প্রথম দর্শনে লোক চেনা যায় না।

ঝুল-বারান্দায় ফিরে গিয়ে মেজর বললেন : 'আমি খাঁটি খবর পেয়েছি যে বিষ-বাষ্পের আক্রমণ হয়নি এবং তার আশঙ্কাও নেই। তোমরা নিরাপদ।'

চতুর্দিকে অবিশ্বাসের কলরব।

মেজর বললেন : 'দেখ, আমি লম্বা লম্বা শ্বাস টানছি এবং তাতে শরীরে কোনও কুফল প্রকাশ পাচ্ছে না।' মেজর গোটা দুই তিন প্রলম্বিত শ্বাস নিলেন ও ফেললেন।

একটি কণ্ঠের উচ্চরব শোনা গেল : 'ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া সহজ। বিপদ ত পথের উপর।'

মেজর বললেন : 'বেশ, পথেই নামছি। তোমাদের মধ্যে থেকে আমি আমার কথার প্রমাণ দেব।' তিনি রাস্তায় নেমে গেলেন—ওখানে দাঁড়িয়ে একই প্রক্রিয়ায় নিশ্বাস টেনে ফেললেন। স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবদের দাক্ষিণ্যে ফাত্তা ইতিমধ্যে নিঃসংশয় হয়েছে যে, সে বিষবাষ্পের কবলে পড়েছে। সে জোরে বলল : 'কোমর থেকে সমস্ত নিম্নাংগ আমার অবশ হয়ে গিয়েছে।' মেজর জোপোলো বললেন : 'কুঁড়ে ফাত্তা, তোমার ব্যাপারটা নূতন নয়। কারণও অজানা নয়।' জনতা উল্লসিত হল।

একজন মজুর বলল : 'ভিয়া বারিনো ও ভিয়া ডোগানা-র সংযোগস্থলে আমি যে ঘ্রাণ পেয়েছি········'

মেজর বললেন : 'বেশ, আমার সঙ্গে এস—দেখছি পরখ করে।' ভিয়া ডোগানা ধরে ভিয়া বারিনো-র সঙ্গমস্থলে এলেন মেজর, পশ্চাতে বিশাল জনতা। বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে গভীর ভাবে নিঃশ্বাস টেনে মেজর বললেন : 'খান তিনেক বাড়ী পরেই মাছের বাজার—তুমি পেয়েছ আঁসটে গন্ধ; অন্য কিছু নয়।'

অপর একজন শ্রমিক বলল : 'আমি গীর্জার পাশে ভিয়া ভিত্তোরিও এমানুয়েলে এবং ভিয়া ফাভেমি-র সংযোগস্থলে গন্ধ পেয়েছিলাম যে।'

সেখানেই তারা উপস্থিত হল—মেজর বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন এবং চীৎকার করে বললেন : 'গন্ধকের কারখানার ধোঁয়া ঢুকেছিল তোমার নাকে—আর কিছুই নয়। তাকিয়ে দেখ, রূপালী ধোঁয়া আমাদের দিকে উড়ে আসছে।'

অপর একজন বলল : 'আমি 'পিকৃকোলো' গলির মধ্যে পেয়েছি গন্ধ।'

এবার মেজর আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না—গলা ফাটিয়ে বললেন :

'সারাটা সকাল ধরে গন্ধ শুঁকে শুঁকে শহর চষে ফেলতে পারব না আমি। এখানকার সব গন্ধই আমার পরিচিত। তুমি যে গন্ধের সম্বন্ধে বলছ তা বোধহয় ঘোড়ার গুয়ের।'

অন্য একজন মজুর বলল: 'কিন্তু আক্রমণের কেন্দ্র ছিল আদানো বন্দর। সেখানেই ছড়িয়ে ছিল বিষ-বাষ্প।'

অতএব মেজরকে বন্দরে যেতে হল। বন্দরের বিভিন্ন স্থানে প্রলম্বিত শ্বাস-গ্রহণ ও পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে শেষে তিনি এসে পড়লেন মোটর-জাহাজ 'আঞ্জিয়ো'র ধারে। নিঃশ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের উপর যবনিকা টেনে বললেন: 'তোমাদের মধ্যে কারা কাজে ফিরে যেতে চাও?'

দু'জন ছাড়া সকলেই কাজে যোগ দিল। একজন সেই নবাগত বিদেশী—ততক্ষণে অন্তর্ধান করেছে। অপর জন কুঁড়ে ফাত্তা—তার ধকল গেছে যথেষ্ট।

। ২৮ ।

আলজিয়ার্সের 'সেণ্ট জর্জ হোটেলের' তেতলার একটি কক্ষ। ৯১৭-নং সামরিক ডাক ও তার দপ্তরের প্রথম শ্রেণীর প্রাইভেট কেরানী এভারেস্ট বি বাণ্টো খাম খুলে পড়ছিল অন্য লোকের 'বিজয়'-চিহ্নিত পত্র। ডাক-কেরানী বাণ্টো যুদ্ধের প্রাক্কালে 'ভারমণ্ট'-এর গ্রীণটন ডাক অফিসে কেরানীর কাজ করত। গ্রীণটনে থাকাকালেও আমেরিকার বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে সে মাথা ঘামাত।

সে বলল: 'বুঝলে ভায়া, এ যুদ্ধে জয়লাভের কোন উপায় আমি দেখছি না।' অপর কেরানী সার্জেণ্ট ওয়াল্টার ফ্রাঙ্ক আর একজনের 'কোলিয়ার' পত্রিকায় মনোসংযোগ করেছিল। সে বলল: 'তোমার জ্বালার কারণ কি?'

বাণ্টো বলল: 'শোনো এ চিঠির বক্তব্য: আমরা এই ব্যাঙ-খেকো ফরাসীদের আর নেবু-খোর ইংরাজদের আমাদের সব তৈরী জিনিস জুগিয়ে যাব নাকি? সান্তা ক্লজ-এর উদারতা সংবরণ করবার সময় এসেছে। শুনলে ভায়া?'

সার্জেণ্ট ফ্রাঙ্ক বলল: 'হায় ঈশ্বর! এতে হয়েছে কি? আমার ত ফরাসীদের গাড়ী চেপে বেড়াতে দেখলেও গা গুলিয়ে ওঠে। আমার দেশের

লোক ওদিকে দেশে খাবার সংগ্রহ করতে যাবার সময়ও গাড়ী চড়তে পায় না।'

'ওয়াল্টার, তোমার এ মনোভাব মোটেই শুভ নয়। এ ভাবে চললে পৃথিবীতে আমাদের মিত্র-সংখ্যা হ্রাস পাবে।'

'চুলোয় যাক মিত্রের দল।'

'বলছ কি? এতো স্বার্থপরতা।'

'আমি ঠিকই বলছি—মিত্ররা গোল্লায় যাক।'

কেরানী বাণ্টো 'বিজয়'-চিহ্নিত পত্রটি খামে পুরে নির্দিষ্ট খোপে রেখে দিল। অপর একটি চিঠির থলির তার-গ্রন্থি ছিন্ন করে চিঠিগুলি ভাগ করে রাখল বিষয়বস্তু অনুযায়ী। খাম-ছাড়া এ চিঠিগুলির অধিকাংশই মনোরম বিষয়ে ভরা।

বাণ্টো বলল: 'দেখেছ ওয়াল্টার, আমরা কাগজ-কলমের কাজে কেমন আসক্ত: দেখ, রণাঙ্গনের পুরোভাগ থেকে এসেছে কত চিঠি—ওরা লড়বে কি করে? আমার বোধগম্য হচ্ছে না যে কেমন করে আমরা জিতব এ যুদ্ধে।'

সার্জেণ্ট ফ্রাঙ্ক একটি ছোট গল্প পড়ার চেষ্টা করছিল—বিরক্ত হয়ে বলল: 'চিঠিপত্র নিয়ে তোমার বিড়ম্বনার কারণ কি বাপু?'

'ভায়া, এ চিঠিটির দুর্গতির কথা শোন। আমরা কতখানি অযোগ্য তা টের পাবে। এ পত্র ৪৯-সেনাবাহিনীর কোন পত্র-প্রেরক ৪৯-সেনাবহিনীর অপর কোন লোককে লিখেছে—ইতালীর একই অঞ্চলে ঐ বাহিনীর ঘাঁটি। সেই চিঠি কিনা পাঠিয়ে দিল সোজা আলজিয়ার্সে। কি ভয়ানক অব্যবস্থা!'

বাণ্টোকে নকল করে সার্জেণ্ট ফ্রাঙ্ক বলল: 'এ আর বলতে—কি ভয়ানক অব্যবস্থা!'

'ওয়াল্টার, এ চিঠির কি ব্যবস্থা করব?'

সার্জেণ্ট ফ্রাঙ্ক কড়া ভাষায় বলল: 'আমার বয়ে গেছে বলতে। রেখে দাও অন্য চিঠিগুলির ভীড়ের মধ্যে।'

বাণ্টো বলল: 'তা কি হয়?'—ওয়াল্টারের অভিসন্ধি শুনে সে মর্মাহত হল। আঘাত কাটিয়ে উঠে বলল: 'ঠাট্টা রাখ। ওয়াল্টার, পথ বাতলাও।'

'আমরা সচরাচর যা করি সেই পন্থা নাও। দরকারী না হলে ময়লা কাগজের ঝুড়িতে ফেলে রাখ।'

'ওয়াল্টার, তা যুক্তিসঙ্গত হবে না।'

'তোমার যুক্তি চুলোয় যাক্। তুমি না বললে, বড্ড বেশী কাগজ-

পত্রের কাজ বেড়ে গেছে? একটি চিঠির ঐ গতি হলে কি আর এ গেল?'

'যদি দরকারী হয়।'

'পড়ে দেখ—কি বিষয়ে লেখা।'

'লেখা রয়েছে: জ্ঞাতার্থে। বিষয়—আদানো-র যানবাহন। চিঠিতে সেনাপতি মার্ভিন-এর আদেশ লিপিবদ্ধ আছে—তারপর জনৈক মেজর জোপোলো-র পাল্টা আদেশের উল্লেখ রয়েছে।'

'কি বল্লে? সেনাপতি মার্ভিনের আদেশ? ফেলে দাও। ব্যাটা শয়তান!'

'না বাবা, আমার অত সাহস নেই'—বলে রণাঙ্গনে পুরোভাগ-গামী থলিতে চিঠিটি রেখে দিল বাণ্টো।

সার্জেণ্ট ফ্রাঙ্ক বলল: 'আমাকে উত্যক্ত করো না এখন। আমি গল্প পড়ছি।'

ডাক-কর্মী বাণ্টো বেছে বেছে রাখতে লাগল চিঠিপত্র। কয়েক মিনিট পরেই নীরবতা ভঙ্গ করে বলল: 'শোন ভায়া, শোন। এ চিঠির মধ্যে একজন ক্যাপ্টেন-কে স্বদেশে ফেরৎ পাঠাবার প্রস্তাব রয়েছে—তার স্বভাব নিন্দনীয়। বল দেখি, আমাদের জয়ের আশা সুদূরপরাহত নয় কি? আমার ত তাই মনে হয়।'

। ২৯ ।

কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায় সময় মেজর জোপোলো পা ফেললেন নৌ-ক্লাবে।

বাড়ির উপরতলার ঘরে লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোনের আসর। সেখানে তখন বসেছিল জন বারো পদস্থ কর্মচারী। বন্দর-কর্ম-কর্তা, তার সহকারী, বন্দর-যোগাযোগ-কর্তা, 'মাইন, পাল ও জাল'-কর্তা, 'এস, সি' নৌকার কর্মচারী এবং বানিজ্য-তরী সহায়ক একটি 'ডেস্ট্রয়ার'-জাহাজের কর্মী—সকলেই লেফটেনাণ্টের কাছে মেজরের সপ্রশংস পরিচয় সম্ভবতঃ পেয়েছিল একটু আগেই। লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন এখন সকলের সঙ্গে মেজরের আলাপ করিয়ে দিতেই সবাই সাদরে স্বাগত জানাল।

'কি মদ খাবে বল?'

মেজর জোপোলো বিশেষ মদ্যপায়ী নন—জিজ্ঞেস করলেন: 'কি কি মদ আছে তোমার?'

'স্কচই বেশী। কিছু বুরবোঁ, দুচার বোতল জিন এবং লেফটেনাণ্ট কমাণ্ডার রবার্টসন-এর আনা একবোতল রাম। স্থানীয় ধেনো মদও পাবে যদি একান্তই চাও—তবে কেউ ঐ মাল খেতে চাইছে শুনলে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।'

মেজর বললেন: 'সবাই যা খাচ্ছে তা খাওয়া যেতে পারে।'

লেফটেনাণ্ট বলল: 'সকলে এক জিনিষ খাচ্ছে না। স্কচ্ খেয়ে দেখবে নাকি?'

'তোমার কাছে ওইটেই যদি বেশী থাকে, তাই দাও।'

লেফটেনাণ্ট মেজর জোপোলোর পাত্রে ঢেলে দিল খানিকটা স্কচ্ মদ। মিশ্রণ চড়া হওয়ায় প্রথম চুমুকেই কাশতে লাগলেন মেজর।

লেফটেনাণ্ট বলল: 'সত্যি তুমি যাদু জান। এত তাড়াতাড়ি ঐ হনুমান-গুলোকে আজ সকালে কাজে ফিরিয়ে আনলে কেমন করে?'

'আমাকে বংশীধর বা পাইড-পাইপার বলতে পার। সারা সকাল নাক-বাঁশী দিয়ে সুর-সাধনা করেছি।' বিষ বাষ্পের আক্রমণ যে নিছক গুজব তা প্রমাণ করতে সারা শহর ঘুরে ঘ্রাণ নিতে হয়েছে মেজরকে—এ গল্প সকলে উপভোগ করে মেজরের প্রয়াস সমর্থন করল।

তারা আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা করল—বলল বোমারু বিমানের বোমায় বিধ্বস্ত ডেস্ট্রয়ার-এর কাহিনী। ইতালীর নৌ-বাহিনীর কথাও উঠল। তারপর মেজর জোপোলো দ্বিতীয় দফায় মদ্যপান সুরু করলেন। এ সময় আলোচনা হচ্ছিল মিত্রশক্তির ব্যাপক অভিযানে নৌ-বাহিনীর গৌরবময় ভূমিকা।

একজন পদস্থ কর্মচারী বলল: 'শত্রু-রাজ্যে প্রথম অবতরণের দিনটি অবিস্মরণীয়। অসংখ্য বন্দর থেকে অগণিত জাহাজ নানা গতি ও নানা পথে রওনা দিয়েছিল একযোগে একলক্ষ্যে। কি করে এটা সম্ভব হল তা দুর্জ্ঞেয়।'

অপর একজন কর্তা বলল: 'আমি শুনেছি, যাত্রারম্ভের নির্দিষ্ট মুহূর্তের ঠিক দশ মিনিট আগেই প্রত্যেকটি জাহাজ স্ব স্ব ঘাঁটিতে ছিল অপেক্ষমান।'

মেজর জোপোলোর মত স্থিরমস্তিষ্কের লোকেরও জিহ্বায় অসংযত বিলোলতা: 'হ্যাঁ, মশায়, আমি নৌবিভাগকে আমার অভিবাদন জানাচ্ছি।' টুপির বদলে উঁচু করলেন মদের গ্লাস।

লেপটেনান্ট কমাণ্ডার রবার্টসন বলল : 'ভগবানকে ধন্যবাদ। এই সর্বপ্রথম স্থলবাহিনীর লোককে গুণগান করতে শুনলাম নৌবাহিনীর।'

মেজর বললেন : 'এ অঞ্চলে নৌবাহিনীর অসাধ্য কিছু নেই। আপনারা জানেন না এই লিভিংস্টোনের সাহায্য না পেলে আমার কি দুরবস্থা হতো।'

লিভিংস্টোনের মুখ রাঙা হলো ; সে বলল : 'মেজর, নাম করার মত এমন কিছু করিনি।'

মেজর লিভিংস্টোনকে বলল :'আমাকে ও মাল দিও না।' তারপর অন্যদের দিকে ফিরে বলল : 'স্থল-সৈন্যবিভাগে কিছু চেয়ে পাঠালেই তারা বলবে লিখে আবেদন পেশ করতে। অথচ এই লিভিংস্টোন—'

লিভিংস্টোন বলল : 'আরে, শোনো, আজ সকালে তুমি কি যেন একটি বিষয় উত্থাপন করবে বলছিলে আমার কাছে।'

'করব বলেই তো ভেবেছি। তোমার কাজগুলি যখন সফল হচ্ছে—ভাবলাম—'

স্নিগ্ধকণ্ঠে অথচ গুরুত্ব দিয়ে লিভিংস্টোন বলল : 'একান্তে পাশের ঘরে যেতে চাও ?'

মেজর বলল : 'আরে না—গোপন কিছু নয়। এখানে খোলাখুলিভাবেই বলতে পারি।'

আদানো-র সাত শ' বছরের পুরানো ঘণ্টার কাহিনী—ঘণ্টাটি কিভাবে আত্মসাৎ করেছে ফ্যাসীরা এবং বিকল্প ঘণ্টা সংগ্রহের চেষ্টা তিনি কি ভাবে করেছেন তার সবিস্তার কাহিনী মনোজ্ঞ করে পরিবেশন করলেন মেজর। দু'দফা মদ্যপান তাঁর মনে এনেছে সহজ স্বচ্ছতা, হাল্কা মেজাজ। শহরবাসীর নূতন ঘণ্টার এ কামনা অর্থহীন মনে হবে—কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, ঘণ্টাটি আদানোর কাছে মুক্তি-প্রতীক। মেজর সকলকে বুঝিয়ে দিলেন যে পালাৎসো-র ঘড়ি-ঘরের চূড়া থেকে যতদিন ঐ ঘণ্টার মধু-ক্ষরা ধ্বনি না ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ততদিন আদানো-র বাসিন্দারা নিজেদের প্রকৃত স্বাধীন বলে মনে করবে না।

মেজর এ-ও বোঝাতে সমর্থ হলেন যে, নামমাত্র একটি ঘণ্টায় কার্যসিদ্ধি হবে না। ঘণ্টার গুণাবলীও নির্দেশ করলেন : উচ্চাংগের অর্থবহ ধ্বনি থাকবে—থাকবে না এক ফোঁটা ফুটো বা ফাটল—আর ইতিহাস আশ্রয় করে ইতালীয়দের ঐতিহ্যের বাহক হবে।

গল্পের আবেদন শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রভাবিত করল। নৌ-সৈন্যবিভাগ ঐতিহ্য-ভক্ত। বাজে হলেও খুঁটিনাটি নিয়ম সেখানে প্রচলিত। জাহাজের 'কোয়ার্টার ডেক'-কে সেলাম করা, খাবার ঘরে কে আগে আহার্য পাবে তা ক্ষুদ্রাকৃতি রৌপ্য চাকতি দেখে স্থির করা, ক্যাপ্টেনের বিচার পরিষদ-কে মাস্তলের সম্মুখে স্থান গ্রহণ করতে বলা, কাব্যিক শ্রুতিমধুর আদেশ-দান: 'ঝাড়ুদার সব, তোমাদের ঝাড়ু ধারণ কর—অগ্র থেকে পশ্চাৎ পর্যন্ত মার্জনা সমাপন হোক'—এ সব বিধি-পালনে অভ্যস্ত নৌ-কর্মীরা ঘণ্টার উদ্দেশ্য অনুধাবন করল এবং বিগলিত হল।

মেজর জোপোলো উপসংহারে বললেন: 'এটুকুই আমার বলার ছিল। লিভিংস্টোন, এদের ওই আদত ঘণ্টাটি সংগ্রহ করে দেবার মত এমন তীব্র আর কোন আকাঙ্খা আমি জীবনে অনুভব করিনি।'

নৌ-সেনাধ্যক্ষ রবার্টসন প্রথম মুখ খুললেন: 'এ রকম একটি ঘণ্টার সন্ধান করতে আমাদের পারা উচিত।'

রবার্টসনের যোগাযোগ-কর্তা বলল: 'নৌ-সেনাবিভাগে ঘণ্টার ছড়াছড়ি।'

লিভিংস্টোন বলল: 'নিখুঁত ঘণ্টা হওয়া চাই।'

মেজর জোপালো বললেন: 'হ্যাঁ, ঐ বৈশিষ্ট্যটি ভুললে চলবে না, নিখুঁত হবে। আদানো-র বাসিন্দাদের বৈচিত্র্যময় ঘণ্টাই উপহার দিতে চাই।'

নৌ-সেনাধ্যক্ষ রবার্টসন আসন ছেড়ে উঠলেন—পায়চারী করতে করতে বললেন: 'ভাবতে দাও—পারব মনে হচ্ছে। মেজর, তোমার মনের মত ঘণ্টার সংস্থান করে দিতে পারবো বোধহয়।'

মেজর জোপালো বললেন: 'আপনি কি আশা করেন যে, আপনি সফল হবেন?'

সেনাধ্যক্ষ বললেন: 'সম্ভাবনা আছে।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'তা যদি থাকে আমি নৌ-বিভাগের উপরই নির্ভর করব।'

সেনাপতি বললেন: 'মেজর, কি পন্থায় সম্ভব হতে পারে বলছি, শোন। 'কোরেল্লি' নামে একটি ডেস্ট্রয়ার-জাহাজ আছে। ইতালীয় সন্তান, আমেরিকার নাগরিক ক্যাপ্টেন কোরেল্লি-র নামে ঐ জাহাজের নামকরণ। তোমরা নৌ-কর্মীরা চেন এ জাহাজটিকে। দেখ, সব ডেস্ট্রয়ারেই জাহাজী-ঘণ্টা থাকে একটি করে। ঘড়ির সময় জ্ঞাপন করবার জন্য সু-উচ্চ ও সুস্পষ্ট ধ্বনি বেজে

ওঠে ঐ ঘণ্টাগুলি থেকে—যাতে জাহাজের সর্বপ্রান্তে তা হয় শ্রুতিগোচর। 'স্টিভেনসন' জাহাজে বসে জাহাজী ঘণ্টা শুনতে আমি যত ভালবাসি বোধহয় পৃথিবীতে আর কিছুর উপর আমার এত প্রীতি নেই। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, সমগ্র জাহাজটির চেয়ে আমার ঘণ্টার প্রতি টান বেশী—তা ছাড়া, এ যুদ্ধের সময় ঘণ্টা বাজানো কমিয়েও দেওয়া হয়েছে। আমি ভাবছি জাহাজী-ঘণ্টাই এ শহরের উপযুক্ত। তাই 'কোরেল্লি'-র কথা তুললাম—কোরেল্লি এই অভিযানে যোগ দিতে আসছে—তার ঘণ্টাটি আমি পেয়ে যেতে পারি।'

মেজর জোপোলো জানলার বাইরে তাকিয়েছিলেন—চিন্তামগ্ন। তিনি বললেন: 'জাহাজী-ঘণ্টা উপযুক্ত হতে পারে।'

সেনাপতি রবার্টসন বললেন: 'কোরেল্লির এদিকে আসার কারণ কি জান? নৌ-বিভাগের মত যা তাই বলছি। ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন কোরেল্লি ভূমধ্যসাগরে বিগত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল—ইতালী তখন ছিল আমাদের মিত্র।'

যোগাযোগ-কর্তা বলল: 'আমরা সেদিন এ বিষয় আলোচনা করছিলাম। ব্র্যাডস্ সব তথ্য জানে। রেড্ কি যেন বলেছিল ব্র্যাড্স্?'

রেড্ বলল: 'আমি মন দিয়ে শুনিনি। ইউ-বোট-এর আক্রমণ থেকে একটি ইতালীয় জাহাজকে অব্যাহতি পেতে সাহায্য করতে যাওয়ার মত কিছু একটা হবে।'

যোগাযোগ-কর্তা পাদপূরণ করে বলল: 'তারপর পালিয়ে আসা। আমার অনুমান—অকেজো বলে কোরেল্লি-কে এখানে পাঠানো হচ্ছে।'

সেনাপতি রবার্টসন বললেন: 'মেজর, যোগাযোগ শুভ বলেই মনে হয়।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'শুভই হবে আশা করি।'

কৃতিত্ব রবার্টসনের করায়ত্ত হয়ে যায় দেখে লিভিংস্টোন সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করল: 'কোরেল্লি-জাহাজ ঘণ্টা সমর্পণ করবে আমাদের? আপনি আপনার ঘণ্টাটি ভালবাসেন—পারবেন সেটির মায়া ত্যাগ করতে?'

সেনাপতি রবার্টসন বল্লেন: 'যথাযথ আবেদন পেলে এরকম পরমপ্রিয় দ্রব্যও দান করতে পারতাম। আশাব্যঞ্জক হচ্ছে 'কোরেল্লি'-র বর্তমান কর্তা টুট ডাউলিং। 'নৌ-বিদ্যালয়ে' সে ছিল আমার সতীর্থ—ফুটবল মাঠে আমার বদলী খেলোয়াড়-ও হত। আমি তার একবার দেখা পেলে নিশ্চয়ই পারব তাকে বশে আনতে।'

যোগাযোগ-কর্তা বলল: 'একটু ভাবতে দিন। যতদূর মনে পড়ে গত রাত্রে আমি যখন সঙ্কেতবর্তা তর্জমা করছিলাম তখন দেখেছিলাম 'কোরেল্লি'-র উল্লেখ। আপনার স্মরণ আছে, স্যার?'

সেনাপতি রবার্টসন বললেন : 'হ্যাঁ, ঠিব বলেছ। নামটি দেখেছি—জাহাজটির বর্তমান গতিবিধি ও ভবিষ্যত কর্মসূচীর তথ্যও আছে। তোমার বার্তাটি সব মনে আছে ?'

যোগাযোগ-কর্তা বলল : 'সম্ভব নয় স্যার। অনেকগুলি জাহাজের বিবরণ ছিল। 'কোরেল্লি' নামটিই শুধু মনে আছে।'

সেনাপতি রবার্টসন বললেন যোগাযোগ-কর্তাকে : 'ফার্লে, জাহাজে গিয়ে আদেশ-পত্রটি নিয়ে আসতে পার না ? আমাদের সাহায্যের নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তা জেনে যেতে পারত মেজর। ডকে যদি জাহাজে যাওয়ার নৌকা না পাও তুমি আমার নিজস্ব ডিঙ্গি ব্যবহার করতে পার।'

ফার্লের প্রস্থান ও পুনরাবির্ভাবের মধ্যে সকলে নানা প্রসঙ্গে মেতে রইল। মেজর বিশেষ যোগ দিলেন না। তিনি তখন মানসচক্ষে দেখছিলেন একটি দৃশ্য : সুমধুর স্বরে আদানো-র ঘণ্টা বেজে চলেছে। সামনের প্রাঙ্গণে শহর ভেঙ্গে পড়েছে। ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি দিচ্ছেন খুব সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ—তাতে আছে ঘণ্টার অর্থ এবং তাদের স্বাধীনতার অর্থ।

ফার্লে আদেশ-লিপি নিয়ে ফিরল। বলল : 'স্যার, এটি অত্যন্ত গোপনীয়—ইংরাজদের ভাষায় চূড়ান্ত গোপনীয়।'

সেনাপতি রবার্টসন মনে মনে পড়লেন বার্তাটি। তিনি বললেন : 'আচ্ছা দেখছি। কোরেল্লি—কোরেল্লি—এই পেয়েছি নাম।' তার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হল। মুখ তুলে মেজরকে বললেন : 'মেজর, তোমার ঘণ্টা আমরা যোগাড় করে দেব।'

মেজর জোপোলো গাত্রোত্থান করলেন : 'বড় আনন্দ হল। এমন কর্মতৎপরতা অপ্রত্যাশিত। আপনি যদি পারেন....'

সেনাপতি রবার্টসন বললেন : 'মেজর, আমাকে ভার দাও। লিভিংস্টোনের কাছ থেকে বিশদ বৃত্তান্ত আমি জেনে নেব।'

লিভিংস্টোনকে উদ্দেশ্য করে বললেন মেজর জোপোলো : 'তোমাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই।'

লেফটেনান্ট লিভিংস্টোন বলল : 'আরে—সবই সেনাপতির কর্মদক্ষতায় হল। তবে তুমি যেমনটি চেয়েছ তেমনটি হতে চলেছে বলে আমি খুসীই হয়েছি।'

মেজর জোপোলো নিমেষের মধ্যে প্রস্থান করলেন।

সেনাপতি রবার্টসন বললেন, : 'ঐ অবস্তুটা যদি মনে করে থাকে যে নৌ-

সেনাবিভাগের যোগ্যতা আছে তবে ওকে আরও বিস্ময়ে বিস্ফারিত হতে হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে ওকে এনে দেব ঘণ্টাটি। 'কোরেল্লি' আগামী পরশু নোঙর ফেলছে ঐ বন্দরে। ঐ যে নামটি, যার আদ্যক্ষর 'ভি'—আমি ঠিক উচ্চারণ করতে পারি না।'

লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোনও অশুদ্ধ উচ্চারণে বলল : 'ভিকিনামারে।'

সেনাপতি বললেন : 'হ্যাঁ, এখানে জাহাজ খালাস হবার অবসরে চট করে একবার চলে যাবো ঐ বন্দরে আর হয়তো আমাদের সঙ্গেই নিয়ে আসতে পারবো ঘণ্টাটি।'

লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোন বলল : 'আপনি কি বাস্তবিকই ঘণ্টাটি সংগ্রহ করতে পারবেন?'

সেনাপতি হেসে উঠলেন : 'টুট ডাউলিং-এর কাছ থেকে? তাকে একটু তাতিয়ে দিলেই কার্যোদ্ধার হবে।'

। ৩০ ।

মেজর জোপোলোর সম্মানে মজলিশের পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছিল দুটি কারণে। এক, মেজরের প্রতি আদানোর লোকের স্নেহ—আর, তোমাসিনোর একটি মেয়ের সাথে নিরিবিলিতে ক্যাপ্টেন পারভিস-এর সময় কাটানোর লালসা।

একদিন বিকেলবেলা সামরিক পুলিসের মধ্য ঘাঁটিতে এসে দোভাষী জিউসেপ্পে দেখা করল ক্যাপ্টেন পারভিসের সঙ্গে। জিউসেপ্পে দুপক্ষকেই সমানভাবে তুষ্ট করে চলেছিল। সে জিজ্ঞেস করল : 'ক্যাপ্, কেমন কাটাচ্ছেন?' পারভিস্‌কে সে 'ক্যাপ' বলে সম্বোধন করত কারণ শেষ অংশটুকু উচ্চারণ করতে গেলেই হোঁচট খেত তার জিহ্বা।

ক্যাপটেন বলল : 'ভালই আছি।'

'আদানো ভাল লাগছে?'

'চমৎকার।'

'একটু আমোদ প্রমোদ চাননা?'

'কে না চায় ?'

'আপনি ফ্রাঞ্চেসকা-র কাছে আর তো যান না ?'

'জিউসেপ্পে, গিয়ে লাভ কি ? পরিবারের সব লোক ঘাড়ের উপরে লেপ্টে থাকে।'

'তা পুরোপুরি খাঁটি কথা নয়। আপনি সরাসরি চেষ্টা করেন নি।'

'তা ছাড়া—মেজরের ঐ রাঙা চুল মেয়েটির প্রতি মোহ রয়েছে। মেজরের মত সৎ ছেলেকে আমি জটের মধ্যে ঠেলে দিতে পারি না।'

'আপনি দায়ী হবেন কেন ? আপনি তো পাক খাচ্ছেন ফ্রাঞ্চেস্কা-র চারপাশে।'

'না জিউসেপ্পে, মেজর বেশ জড়িয়ে পড়েছে। আমি সঠিক জানি না—সেও এ বিষয়ে নীরব। তবে আমি আঁচ পেয়েছি। আমি যদি মেয়েদের আশে-পাশে ঘুরপাক খাই তবে জানবে তা শিকারের লোভে। কিন্তু নিজেকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল।'

'আপনি বলতে চান মিস্টার মেজর প্রেমে পড়েছেন ?'

'আমি নিশ্চিত নই। পড়ার সম্ভাবনা।'

'কেন তা হবে ? আমোদের স্বাদ নিলেই তো পারেন মেজর—প্রেম করতে যান কেন ?'

'আমোদ উপভোগ আমিই বা করব কি করে ? পরিবারের একপাল লোক, মায় তুমি, থাকবে চারপাশে। তারপর ঐ ভয়ঙ্কর মিঠাই এবং পাগলী বুড়ি। ঐ পরিবেশে আর যাই হোক আমোদের আস্বাদ পাওয়া যায় না। না, জিউসেপ্পে, ছোট মেয়ের সাথে ভাব জমাতে হলে একটু অন্তরাল আমার চাই বাপু।'

'আমি সংযোগ ঘটিয়ে দেব। সুযোগ করে দেব।'

'আমি নিঃসন্দেহ হতে পারছি না।'

'আপনি জেনে রাখুন, বন্দোবস্ত আমি করে দেব। আপনাকে ভিতরের কথা বলছি। তোমাসিনোর এই মেয়েরা—এরা কেউই সতী নয়। তিন মেয়ের কেউ পবিত্রতার ধার ধারে না। এদের বাড়ীতে দুটো ছোট বাচ্চা মেয়ে আছে দেখেছেন ?'

'ও, ঐ শিশু দুটির কথা বলছ ?'

জিউসেপ্পে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। 'ওরা আর এক বোনের সন্তান। সে কেমন তা আপনি জানেন না'—বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

'তুমি বলতে চাও সে বার দুয়েক জালে জড়িয়েও ক্ষান্ত হয় নি ?'

'সে রোমে পালিয়েছে, সে নষ্ট হয়ে গেছে'—জিউসেপ্পে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে আবার চোখ মিটমিট করল। তারপর আবার বলল : 'দুবোনের কেউ নিষ্কলঙ্ক নয়। আপনি মজা লুটতে পারেন।'

'কেমন করে ? কি বন্দোবস্ত তুমি করবে ?'

'একটি মজলিশের আয়োজন করা যেতে পারে।'

'সেখানেও তো এক দঙ্গল লোক থাকবে। না, ও চলবে না—নিরিবিলি চাই।'

'মেজর সম্বন্ধে কি করা যায় ?'

'হ্যাঁ, ওর সম্বন্ধে ভাবতে হবে। জিউসেপ্পে, ও অদ্ভুত লোক। মাঝে মাঝে ওকে নিরুত্তাপ মনে হয়—আবার মাঝে মাঝে ওকে ভাল না বেসে পারি না। সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজের পংক্তিতে ও আমাকে বলছিল যে, ওর প্রধান কামনা ইতালীর লোকের প্রীতিলাভ। আমার প্রস্তাব কি জান ? ওর সম্মানে মজলিশের আয়োজন করা আমাদের কর্তব্য। অথবা এমন পন্থা আমরা অবলম্বন করব যাতে এখানকার ইতালীয়রা ওর জন্য এক মজলিশের ব্যবস্থা করে।' জিউসেপ্পে ইংরাজীতে কথা বলে—সেজন্য ক্যাপ্টেন পারভিস্ তাকে ইতালীর লোক বলে ভাবতেই ভুলে যেত।

'জিউসেপ্পে সব ঠিক করবে।'

'বেশ জমাট আসর হওয়া চাই। মেজর থাকবে—থাকবে বুড়ো গন্ধকের কারবারী—আর যোগ দেবে কয়েকজন সুন্দরী মেয়ে।'

'জিউসেপ্পে সব ঠিক করে রাখবে।'

'আর কিছু মদ। শ্যাম্পেন মদ পাওয়া যায় না ?'

'জিউসেপ্পে সব ভার নিচ্ছে—ভাববেন না।'

'বেশ বড় আসর হলে একজন ক্যাপ্টেন এবং একজন মহিলা সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়তে পারে—কি বল, পারবে না ?'

জিউসেপ্পের চোখ ছোট হল।

'আমি ছোট আসর ঘৃণা করি কেন জান ? কেউ বাইরে গেলে সকলের চোখে পড়ে যায়। বড়, অনেক বড় আসর চাই—গতানুগতিক হলে চলবে না।'

জিউসেপ্পে বলল : 'কত লোক আপনার চাই, ক্যাপ ?'

'আমি কি বলব? এখানকার ইতালীয়দের সাথে বসে এর মীমাংসা করো। যা খরচ লাগে আমি দেব। আমার অনুচররা যে বাড়ীতে থাকে ওখানেই বসতে পারে আসর। কুয়াত্রক্কি-র বাড়িতে অনেক ঘর পড়ে আছে—খালি ঘর, শোবার ঘর—শয্যা বিছানোও আছে। বুঝলে কিছু জিউসেপ্পে?' এবার ক্যাপ্টেন পারভিসের চোখই অর্থপূর্ণ হল।

জিউসেপ্পে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে নাগাদ মজলিশ বসবে?'

'যত তাড়াতাড়ি হয় ততই সুবিধা। আগামী শুক্রবার ঠিক করবে।'

'জিউসেপ্পে তাই ঠিক করবে।'

ফলে দু'তিনদিন পরে মেজর জোপোলো ডাকের চিঠিপত্রের মধ্যে পেলেন একটি নিমন্ত্রণপত্র। ইতালীয় ভাষাতে লেখা লিপিতে বলা ছিল: 'আদা'নার বাসিন্দাদের এই সমিতি আগামী উনত্রিশে জুলাই রাত্রি আটটা তিরিশে 'ভিয়া উমবার্তো প্রথম' রাস্তার ৭১নং বাড়ী 'ভিলা রোসা'তে মহামান্য মিস্টার মেজর ভিক্টর জোপোলোর সঙ্গ-সুখ কামনা করে তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক মজলিশে।' ডেস্কের উপরে দোয়াত-দানির খাঁজে মেজর আটকে রাখলেন পত্রটি—মাঝে মাঝে তাকাতে লাগলেন চিঠির ভাষার দিক—বিশেষতঃ '....তাঁর সম্মানে আয়োজিত....' কথা কটির দিকে।

। ৩১ ।

যেদিন বন্দীরা মুক্তিলাভ করল সেদিন আকাশ সূর্যের আলোয় ঝলমল, আদানো শহর আনন্দতরঙ্গে উচ্ছল।

মেজর জোপোলোর পথ-মার্জনার যানটি ভিয়া উম্‌বের্তো প্রথম নামে রাস্তার আবর্জনা সাফ্ করে 'কোর্সো ভিত্তোরিও এমানুয়েল-এ সবে ঢুকল—চালকের আসনে বসে ছিল ছিমছাম সাজে পথ-ঝাড়ুদারদের সর্দার সাইত্তা। প্রস্তর-পাটা খচিত বিধৌত রাস্তা ঝকঝকে হল—অশ্বময়ের দুর্গন্ধ মুছে গেল সকালের বাতাস থেকে।

গৃহে ফেরার মনোরম দিন!

'ভিয়া উমবের্তো প্রথম' বরাবর মুক্ত বন্দীরা এগিয়ে আসছিল। ভূমিশয্যার জন্য তাদের সামরিক পোষাক ময়লা হয়েছিল—এবং অনেকের মাথায় ও মুখে গজিয়েছিল চুল ও দাড়ি।

একবারটি তারা জাপুল্লার রুটির দোকানের পাশে দাঁড়াল—তারপর যখন পিয়াৎসা-প্রাঙ্গনের দিকে চলল তখন তাদের প্রত্যেকের হাতে আধখানা উপাদেয় রুটির টুকরো। তারা সু-উচ্চ কণ্ঠে গাইছিল ঃ' 'বাড়ী ফিরছি ! বাড়ী ফিরছি !'

তাদের হাঁটায় তাল ছিল না। অনেক চলার নিয়ম তারা মেনেছে—পরিদর্শনের সময় সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে, কুচকাওয়াজ করেছে, একসাথে দাঁড়িয়ে গুলী ছুঁড়েছে এবং গুলীর সম্মুখীন হয়েছে। আজ তারা ঘরে ফিরছে—তাদের মুখে হাস্যরোল আর কলোচ্ছ্বাস, নেই কোন বন্ধনমানার তাগিদ।'

যুদ্ধে যারা মেতে উঠে তাদের মনে থাকে ঘরে ফেরার কামনা। ইতালীর তরুণদের এ ঘৃণ্য যুদ্ধের আশ মিটেছে—তাই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তারা অবিশ্বাস্যভাবে উৎফুল্ল হয়ে পড়েছিল। তারা চারদিক খুঁটিয়ে দেখছিল—শিশু-সুলভ বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে। মুসোলিনীর জাঁকালো বিজ্ঞপ্তিগুলির উপরে পড়েছে রঙের পোছ। রাস্তাঘাটগুলি পরিচ্ছন্ন—রুটিগুলি আগের চেয়ে সুখাদ্য। ভিয়া ফাভেমি হয়ে 'ভিয়া উমবার্তো প্রথম'-এ বাঁক ঘুরতেই তাদের কানে এল এক মহিলার গান। অশ্বময়ের ঘ্রাণ আগের মত আর কটু নয়—বরং নূতনত্ব পেয়েছে সে গন্ধের ঘ্রাণ।

গৃহাগতের কাছে সব দিনই তৃপ্তিকর। কিন্তু এই দিন ও এই পরিবর্তিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঘরে ফেরা আরও সুখকর। তারা গেয়ে চলল ঃ 'ফিরছি ঘরে, ফিরছি ঘরে !'

বন্দীদের মুক্তির বার্তা পূর্বাহ্নে প্রচার করা হয়নি। একমাত্র তীনাকে একটু আভাস দিয়েছিলেন মেজর—সেও ফাঁস করেনি। তবুও তাদের আগমনের অনেক আগে রাষ্ট্র হয়েছিল তাদের মুক্তির বার্তা—বাদল-মেঘের আগে ঝোড়ো বাতাসের মত।

শহরের অপর প্রান্তের মহিলারা বন্দীদের আগমনের অস্পষ্ট ধ্বনি শুনে সহজাত বুদ্ধিতেই বুঝে নিয়েছিল ব্যাপার ! তারা অন্য মহিলাদের কাছে রটিয়ে দিল খবর। পালাৎসোর সম্মুখের পার্শ্বপথ থেকে যারা তাদের 'ভিয়া ফাভেমি' হয়ে 'ভিয়া উমবার্তো প্রথমে' বাঁক নিতে দেখল তারা মুক্ত বন্দীদের দিকে ছুটে

না গিয়ে অন্যান্য বন্ধুদের খবর দিতে গেল আকুল হৃদয় সংহৃত করে : প্রাণ মাতানো খবর—আদানো-র ছেলেরা ঘরে ফিরছে!

যে সব মেয়েরা গুঞ্জন শুনেছিল, যে সব মেয়েরা আগমন প্রত্যক্ষ করছিল এবং যারা আহূত—সকলে এসে জড় হল পালাৎসো-র সামনের পার্শ্বপথে—তারপর দেখতে লাগল ঐ আগমন দৃশ্য।

যুদ্ধ পুরুষদের এনে দেয় ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা—নারীদের কাছে এনে দেয় বিচ্ছেদ ব্যথা—নিঃসঙ্গ শয্যার বিনিদ্র বেদনা ও বক্ষ জুড়ে বিরহের হাহাকার। যুদ্ধের সময় অনেক মেয়ে ছেলেদের চিঠি পায় না অনেক দিন। যারা পায় তাদের চিঠিতে হয়ত থাকে যুদ্ধের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির খবর—মন হয় আরও উদ্বেল। যাদের আছে কচি ছেলেমেয়ে তাদের একটি বাচ্চা যখন মার কোল ঘেঁষে সলজ্জ ও ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে : 'বাবা, আমার বাবা কোথায়?'—তখন নিরুদ্ধ-উত্তর মহিলাদের দীর্ঘশ্বাস চেপে যেতে হয়।

পালাৎসো-র সম্মুখের পার্শ্বপথে যারা অপেক্ষা করছিল তাদের দিন কেটেছে আতঙ্কে—তাদের পুরুষরা আহত অথবা আরও মারাত্মক বিপদের কবলে।

নিরাপদ সংসারে জীবনে যে সব নারী স্বামীদের সঙ্গে সবসময় তর্ক করেছে, অধৈর্য দেখিয়েছে আজ তারা ভুলে গেল সব বিভেদ আর বিতণ্ডা ; ভাবতে লাগল মাধুর্যভরা মুহূর্তগুলি। কারও মনে পড়ল—মধ্যরাত্রের সুষুপ্তি ভেঙ্গে দিয়ে শিথিল দেহে শয্যার উপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসত একটি লোক এবং মাথা নাচিয়ে হেসে উঠত একটি নারী।

কেউ ভাবল—চেনা ধূমপানের গন্ধ এবং কেউ ভাবল—বোতল থেকে নির্গত মদের একটি পরিচিত শব্দ। মেয়েরা দাঁড়িয়েছিল উৎকণ্ঠায় উন্মুখ হয়ে—কারো হাত গলায়, কারও হাত চূর্ণ কুন্তলে।

পুরুষরা হেঁটে আসতে আসতে দেখল মেয়েদের—তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল না। তাদের সুখ তখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে—তারা মেয়েদের দিকে পা ফেলছিল ধীরে ধীরে। পুরুষ ও নারীদের মধ্যে ব্যবধান কমে এসে শ পাঁচেক গজে সীমিত হল—এবার মেয়েরা চলা সুরু করল। প্রথমে মন্থরপদে, পায়ের জড়তা কাটাবার জন্য—ক্রমে গতি বাড়ল, গলা এগিয়ে গেল এবং চোখ অনুসন্ধিৎসু হল—তারপর সান্নিধ্যে আসার কামনায় পা বাড়াল এবং অবশেষে অর্থহীন উচ্চরোল তুলে দৌড়ে গেল। পুরুষরা ছুটল না—মেয়েরা ছুটে চলল ওদের দিকে। দু'পক্ষের সুখ সমতুল্য। একটি জায়গায় পার্থক্য—পুরুষরা প্রায়

সকলেই নিশ্চিত ছিল যে তাদের নারীরা আসবে অভ্যর্থনা করতে, নারীরা কিন্তু তাদের পুরুষদের আগমন সম্বন্ধে অতটা নিঃসন্দেহ ছিল না।

যে সব নারী জানত তাদের পুরুষদের বিয়োগের কথা তারা ছুটছিল অন্যের সুখের ভাগ নিতে এবং হয়তো অনেকের সন্দেহেরও। যারা সন্দেহের দোলায় দুলছে তারা যে তাদের চেয়ে সুখী। ভীড়ের মধ্যে তীনাও ছিল। মেজরের কাছ থেকে শোনার পর এ দিনটি তার কাছে অপ্রত্যাশিত নয়—সে প্রস্তুত থাকত এ দিনের জন্য। অস্পষ্ট কলরব তাকে এখানে টেনে এনেছিল।

এমন সুশোভন পরিচ্ছদে তীনা আর সাজেনি কখনও—নীলাম্বরী পরিধেয়, রোম থেকে পাঠানো বোনের উপহার। চুলে চিরুণী বুলিয়ে বুলিয়ে বাড়িয়েছে তার চাকচিক্য—জ্বলে উঠেছে খাঁটি রাঙা চুলের আভা।

আধো দরদ, আধো শঙ্কা নিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে সে পর্যবেক্ষণ করছিল মুক্ত বন্দীদের। সামনের মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে ভাল করে দেখবার জন্য করছিল ঠেলাঠেলি।

মেজর জোপোলোও রাস্তায় নেমেছিলেন। আদানো-র লোকদের সুখের অংশীদার তিনিও হতে চান। তা ছাড়া তীনার উদ্‌গ্রীব ভাব তাঁরও মনে জাগিয়ে দিল ব্যগ্রতা—হয়ত জিওরজিও ওদের মধ্যে থাকতেও পারে।

নিজের দপ্তর-কক্ষের ফরাসী-দ্বারপথে রাস্তার প্রথম গুঞ্জরণ শুনেই দ্রুত পথে এসে পড়েছিলেন মেজর—তারপর মেয়েদের শোভাযাত্রা সুরু হবার আগেই জোরে জোরে পা চালিয়েছিলেন। সেজন্য মেয়েদের দৌড়ের পর্যায় যখন এল মেজর তখন প্রায় নাগাল পেয়েছেন বন্দীদের।

মেজরকে দেখতে পেয়েই সোল্লাসে তারা চেঁচিয়ে বলল: 'এসেছেন আমেরিকান!' আলিঙ্গন ও চুম্বনের প্লাবন বয়ে গেল মেজরের দেহের উপর দিয়ে—তাঁর মুখে লেপটে গেল রুটির গুঁড়ো।

যুদ্ধের শেষ পর্বের উত্তাল উন্মাদনা এই দৃশ্যে বিধৃত। যে সব মানুষকে বাছাই করে মাসের পর মাস শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল নৃশংস অপরাধ ও নরমেধ যজ্ঞের হোতার ভূমিকা নিতে তারাই এখন অতীত শত্রুর প্রতি হয়েছে স্নেহপ্রবণ। স্ত্রীলোকেরা এসে গেল নিকটে। একাংশ দর্শন পেল তাদের পুরুষদের, তারা কম্পিতকণ্ঠে কান্না জড়ানো স্বরে ডাকল তাদের নাম ধরে। আর মাত্র দশটি পদক্ষেপের ব্যবধান—অবশেষে তাদের মন্থরতার হল অবসান, পুরুষরাও ছুটল।

ও-প্রান্তের জনতা হয়ে গেল একাকার।

উন্মাদনায় ভরা এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য! দম্পতীর আলিঙ্গন—নরনারীর হাসি, কান্না, অনুচ্চ সম্ভাষণ, চীৎকার, বন্য আবেগ ও আদরে মুখরিত হল মিলনপর্ব।

স্বামীহারা কিছু নারী প্রথম যে পুরুষদের সান্নিধ্যে এল তাদের ধরল বেষ্টন করে—পেতে চাইল সেই আস্বাদ যার তারা কাঙাল। কিন্তু পুরুষরা তাদের আদর প্রত্যাখ্যান করে খুঁজতে লাগল আপন প্রিয়াদের। অনেকে খুঁজেই পাচ্ছিল না তাদের আপনজনদের—এক জুটি থেকে অন্য জুটি অতিক্রম করে ত্রস্তপদে অনুসন্ধান করছিল—কখনও নাম ধরে ডাকছিল, কখনও লোকের কাছে খবর নিচ্ছিল এবং কখনও দেখা মুখগুলির উপর বারবার সন্ধানী দৃষ্টি ফেলছিল। এই হতভাগিনীদের মুখ ক্রমেই শুকিয়ে গেল এবং শেষকালে তারা কাঁদতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয় এরং গলা ছেড়ে কাঁদল না, কাঁদল নীরবে—শুষ্ক গাল বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল অশ্রুধারা।

তীনাকে কিন্তু জুটির পর জুটি অতিক্রম করতে হল না। অল্পকালের মধ্যেই তার নজরে এল। ঘটনাচক্রে মেজর জোপোলো তখন তীনার খুব কাছে দাঁড়িয়ে।

যুবকটি তার আলিঙ্গনবদ্ধ নারীটিকে ত্যাগ করে তীনার দিকে এগিয়ে এল, দাঁড়াল তার সামনে ও মাথাটা নাড়াল। আর কিছুর দরকার ছিল না। তীনা বুঝতে পেরেছিল। জনসমক্ষে যে সকল বিধিনিষেধ মেনে চলার দায়িত্ব 'জোপোলো-র প্রতি জোপোলো-র নির্দেশনামা'য় নিজে লিপিবদ্ধ করেছিলেন নিজের জন্য, তা এই মুহূর্তে বিস্মৃত হলেন মেজর জোপোলো। কয়েক পা গিয়ে তীনার হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে। শীতল হাত শিথিল হয়ে পড়ে রইল তাঁর হাতের মধ্যে, মেজরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার কোনও হুঁস ছিল না।

তীনা জিজ্ঞাসা করল যুবকটিকে : 'কি ঘটেছে?'

সে বলল : 'তীনা, আমি পরে সব বলব। এই সময় কিছু বলতে চাই না—অনুরোধ করো না।'

মেজর জোপোলো যুবককে বললেন : 'চলুন একত্রে 'আলবের্গো দেই পেসকাতোরি'-তে মধ্যাহ্ন ভোজ সারা যাবে।'

যুবক মেজরের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিও তুলল না। সে বলল : 'বেলা বারটার সময় তীনাকে নিয়ে আসবেন। আমি সব কথাই তখন ওকে বলব।' সে তীনার গালে চুম্বন করল।

চুম্বনের সাথে সাথে তীনা কাঁদতে সুরু করল—নিজের দু'হাতের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে নীরবে ফুঁপিয়ে চলল।

জনতা ঐখানেই অনড় হয়ে রইল অনেকটা সময়। পুরুষরা ঐ ভাবেই বলে চলল নিজেদের নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী। জুটিরা জুটির সঙ্গে মিলল—তার থেকে বিভক্ত হয়ে হল ছোট ছোট আলাপী দলে পরিণত। যে সব নারী দেখা পেল না পুরুষদের, তারা একলা ফিরে গেল ঘরে। পিতা পুত্রের দেহ বুকে নিলেন। কিছু লোক পিতা হবার আকাঙ্খায় সাত তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল বধূদের নিয়ে। নিষ্কর্মা ও কৌতূহলী কিছু লোক রয়ে গেল—যোগ দিল ভীড়ের সাথে। কুমারী লউরা সোফিয়া ঘুরে বেড়াতে লাগল জনতার মধ্যে—মনে আশা ছিল যে, যুদ্ধে ব্যস্ত থেকে সৈন্যদের মনে যে উদগ্র কামনা পুঞ্জীভূত হয়েছে তা তার অনুকূলে আসবে। কিন্তু তার ভাগ্য প্রসন্ন নয়। মেজর জোপোলো তীনাকে তাড়া দিলেন না। চোখের জল ফেলতে দিলেন। এক সময় অশ্রু নিঃশেষ হল—নিঃশ্বাস ভারী ও গভীর হয়ে পড়ল। সারাক্ষণ মেজর ধরে ছিলেন তীনাকে—কোনও সময় কাঁধে হাত রাখলেন, কোনও সময় হাতের উল্টোপিঠ রাখলেন ওর অনাবৃত বাহুলতার উপর। মেজর তাকে জানাতে চাইলেন যে তার পাশে একজন রয়েছে।

শেষে তীনাকে বাড়ীতে রেখে এলেন। বেলা বারটার কিছু আগে আনতে গেলেন মেজর। ইতিমধ্যে তীনা সামলে নিয়েছে। চোখ লাল থাকলেও, আত্মসম্বরণ করেছে সে। 'আলবার্গো দেই পেসকাতোরি'-ত এল ওরা। জিঅরজিও-র বন্ধু নিকোলো তার বান্ধবীকে নিয়ে আগেই বসে অপেক্ষা করছিল। নিকোলোর পরিধানে বেসামরিক বেশ। তীনা ও মেজর ওদের সঙ্গে যোগ দেবার পর এসে উপস্থিত হল ক্যাপ্টেন পারভিস্। পারভিসের আগমন অপ্রত্যাশিত নয়—কেন না মেজর এবং ক্যাপ্টেন একত্রে সচরাচর ভোজন করে থাকে। ভোজের সাথীর জন্যই মেজরকে পরে অনুতাপ করতে হয়েছিল। কিছুসময় আহার পর্ব চলল নীরবে। তীনা নিকোলোর সামরিক জীবন সম্বন্ধে দুটি একটি কথা জিজ্ঞেস করল। নিকোলো উত্তরে বলল যে, সময় তার খারাপ কাটেনি। ক্যাপটেন পারভিস নূতন ময়নাটির নেপথ্য সংবাদ চাইল মেজরের কাছে—একটু আধটু ফষ্টিনষ্টি করবার চেষ্টা করল নবাগতার সাথে। পারভিসের আচরণে নিকোলো অস্বস্তি পাচ্ছিল—মেজর তা ঝেড়ে ফেলার জন্য নিকোলো-কে মৃদু সৌজন্যে বললেন যে, সে যেন পারভিসের ঠাট্টা গায়ে না

সাথে। মোটের উপর আলাপ প্রায় কিছু হলই না বলা যায়—অথবা যা হল তা অর্থহীন।

ফল পরিবেশন হবার পর সহসা তীনা বলল: 'নিকোলো, কি ঘটেছিল, বল।'

তীনার প্রশ্নেরই সে প্রতীক্ষা করছিল—এবার বলল: 'শোভন কিছু নয়। যুদ্ধ ব্যাপারটাই বিশ্রী।'

তীনা বলল: 'তা আমি জানি। বৃত্তান্তটুকুই বলে যাও।'

নিকোলো বলল: 'আমাকে ঐ ভাবেই বলতে হবে, তীনা। আমার যা মনে আছে তাই বলব—আমি তোমার কাছে মিথ্যে করে বলতে তা পারি না। এ ঘটনার মধ্যে মনোরম কিছু নেই।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'মনে হয় কখনোই এর মধ্যে মনোরম কিছু থাকে না।'

নিকোলো বলল: 'থাকবার কথাও নয়।'

ক্যাপ্টেন পারভিস ইতালীয় ভাষা জানে না, বলল: 'তোমরা কি গল্প ফেঁদে বসলে? আমাকে রসে বঞ্চিত করো না।' মেজর পারভিসকে অগ্রাহ্য করাই মনস্থ করলেন। তখন সে নিকোলোর বান্ধবীর দিকে আড়চোখে তাকাতে শুরু করল। তীনা বলল: 'নিকোলো, আমার বিষয় সে জানতে চেয়েছে?'

নিকোলো বলল: 'তা হলে প্রথম থেকে বলি শোন।'

তীনা বলল: 'তাই বল।'

মেজর জোপোলোর মুখের দিকে সরাসরি চোখ রেখে বলল নিকালো: 'জিঅরজিও-র কাহিনী বড় জট পাকানো, এ যুদ্ধের প্রতি ইতালীয়দের মনোভাবের সাথে ঐ কাহিনী একসূত্রে গাঁথা—হয়ত যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কোনও লোকের মনোভাবের সাথেও ঐ কাহিনী গ্রথিত। কোনও প্রতিযোগিতা-মূলক ক্রীড়ায় জয়লাভ যে করতে চায় তার মনোভাবের সাথেও ঐ কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। বুঝতে পারছেন, এর জটিলতা?'

মেজর জোপোলো বললেন: 'আমার বোধগম্য হবে। আমার বাবা-মা ফ্লোরেন্সের অধিবাসী ছিলেন।'

আশ্চর্য, তীনাও মন্তব্য না-করে পারে না: 'উনি বুঝবেন।'

নিকোলো বলল: 'আমি নিজে বুঝেছি কিনা তাতেও সন্দেহের অবকাশ

রয়েছে। বিপত্তি-র সুরু টিউনিসিয়াতে 'বেজা' রণাঙ্গনের লড়াই থেকে। হৃদয়ের এ ব্যাধি সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়ল সৈন্যদের মধ্যে। যে মন সংগ্রামমুখী হবে তা হল সংগ্রামে বীতরাগ—যা কঠোর হবার কথা তা হল কোমল। গোলন্দাজবাহিনীতে এ চিত্ত-বিক্ষেপ প্রবল আলোড়ন তুলল।'

তীনা বলল : 'সে আমার নাম করেছিল তোমার কাছে?'

ইচ্ছে করেই তীনাকে সহানুভূতি দেখানোয় বিরত হলো নিকোলো। সে বলল : 'সুরু থেকে পারম্পর্য বজায় রেখে বলতে দাও। তীনা, কাহিনীর পূর্ণ ছবি তুমি অনুধাবন করতে পারবে।'

সে বলল : 'তাই বল।'

নিকোলো বলল : 'গোলন্দাজ বাহিনী বড় ভয়ানক জিনিষ। কথায় বলে একজন গোলন্দাজের পক্ষে হাঁচি দেবার মহূর্তটিও তার মৃত্যু লগ্ন; যখন পাশ দিয়ে একটি গোলা নক্ষত্রবেগে উড়ে যায়, সামরিক সংশয়ে মন অভিভূত হয়ে পড়ে—গোলার আঘাত থেকে পরিত্রাণ পেলে বুঝতে পারা যায় যে, এক মহূর্ত দেহে প্রাণ ছিল না। প্রত্যহ এবং দিনের পর দিন অসংখ্যবার এ মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে বাঁচা যায় না। ঘণ্টায় কুড়ি বার হিসেবে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে দিনের পর দিন কেউ যদি হাঁচতে থাকে তা হলে তার দুর্দশা সহজেই অনুমেয়। শুধু হাঁচির সঙ্গে কোনও আতঙ্ক জড়িত নয়—তবুও তা প্রাণান্তকর।'

ক্যাপ্টেন পাবভিস্ এক ফাঁকে নিকোলোর বান্ধবীকে বলল : 'কল্যাণী, নগ্ন নৃত্য তোমার ভাল লাগে?'

কিন্তু সে তখন নিবিষ্ট ছিল গল্প শোনায়।

ক্যাপ্টেন বলল : 'চুলোয় যাক্। এই হতচ্ছাড়া ভাষায় আমাকে দেখছি পাঠ নিতেই হবে। 'ভিনো' মদের বোতলটি এদিকে দাও ত মেজর।'

নিকোলো বলল : 'জিঅরজিও ছাড়া সকলের মধ্যেই দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তন এসেছিল।'

জিঅরজিও-র নাম শুনে তীনার মন চঞ্চল হলো।

নিকোলো বলল : 'জিঅরজিও আমাদের সঙ্গে তর্ক করত সব সময়। জীবন দিয়ে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। মানরক্ষা করার কথাও সে বলত। সে আরও বলত : 'যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে তোমাদের যদি মানুষকে পশু বলে মনে হয় তবে এও স্মরণে রেখ যে পশুরাও মরণপণ করে পরস্পর লড়াই করে।' ও প্রায়ই একটি কথা বলত : 'তুমি কখনও দু'টো কুকুরের মারামারির কারণ

ভেবে দেখেছ ?' মেজরের দিকে ফিরে সে উত্থত করল ঐ প্রশ্ন : 'স্যার, আপনি এ কথা ভেবেছেন কখনও ?'

মেজর : 'না তো, ভেবে দেখি নি।'

নিকোলো বলল : 'কিন্তু এটা একটা চিন্তার বিষয় তাতে সন্দেহ নেই।'

তীনা নিজের চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বলল : 'আমার বিষয় ও কি কোনও দিন আলাপ করে নি ?'

নিকোলো এর জবাব এড়িয়ে গেল। সে বলল : 'কুকুরের দ্বন্দের তুলাদণ্ডে বিচার করলে যুদ্ধকে খানিকটা বিবেচনার গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেলা যায় অবশ্য। যাই হোক জিঅরজিও তার যুক্তিতে অটল। তাই তর্ক করলেও আমি তাকে প্রশংসা করতাম। আমি যুদ্ধবর্জনের প্রস্তাব দিলাম তাকে। সে পলায়নে সায় দিল বটে কিন্তু নিষ্ঠুরতা বর্জন করল না। তার প্ররোচনায় দুজন জার্মানকে হত্যার কাজে আমি তাকে সাহায্য করলাম—তার মতে, তাদের পরিধেয় আমাদের প্রয়োজন, তা নইলে নাকি আমরা ধরা পড়ে যাব। পোষাক যাতে বেমানান না হয় সেজন্য দেখে শুনে শিকার মনোনীত করতে হয়েছিল।

নিকোলোর বান্ধবী এই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করল : 'টিউনিসিয়া পরিত্যাগের আগের রাত্রির ঘটনা তীনাকে বল।'

নিকোলো বলল : 'জার্মানদের হত্যা করার পূর্ব-মুহূর্তে আমি পিছিয়ে যেতে চাইলাম। আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমি যুক্তি প্রদর্শন করেছিলাম : জার্মান হত্যা কাপুরুষতা, হেয় কাজ। অসম্মানজনক। সে পাল্টা যুক্তি দেখিয়েছিল : যুদ্ধে পদকের সংখ্যার উপর কারও মর্যাদা নির্ভর করে না—তা ছাড়া পুরস্কার বিতরণ ন্যায়পথেও হয় না। জাতির সেবায় কে কতটুকু করল তার উপর গড়ে, ওঠে মর্যাদার ইমারত। দুটো জার্মানকে হত্যা করলে ইতালীর ক্ষতি হবে না, উপকারই হবে।' অর্থাৎ তখন যুদ্ধ যে পর্যায়ে এসে পড়েছিল তাতে আমাদের আরও প্রাণ নেওয়া উচিত ছিল। তার বিবেচনায় আমাদের সম্মুখে একটিই প্রকৃষ্ট পথ উন্মুক্ত—দেশের আগামী সংগ্রামের জন্য নিজেকে টিঁকিয়ে রাখা ; যুক্তি মানতে বাধ্য হলাম। সন্তর্পণে একটি জার্মান সৈন্য শিবিরে ঢুকে দুজন জার্মানকে লক্ষিগত করে ততোধিক সন্তর্পণে হত্যাকাণ্ড সারলাম। তারপর খেয়া পার হয়ে পালিয়ে গেলাম সিসিলিতে।'

মেজর বলল : 'খেয়ায় কোনও বিপাকে পড়ো নি ? তোমরা জার্মান জান ?'

নিকোলো বলল : 'জিঅরজিও একটু আধটু জানত। কোনও ক্রমে একটি

ইঞ্জিনীয়ার দলের সাথে জুটে গেলাম। তারাও তখন প্রাণ বাঁচাতে ব্যগ্র। কোনও জিজ্ঞাসাবাদ হলো না।'

জোপোলো বললেন : 'সমুদ্রপথে আক্রান্ত হয়েছিলে কি?'

'আমরা রাতের আবরণে বিনা আক্রমণে পাড়ি দিলাম। মাত্র দশঘণ্টার যাত্রা।'

ক্যাপ্টেন পারভিস্ বলল : 'তুমি কি সারা বিকেল এদের সঙ্গে ইতালী ভাষায় বকে কাটাবে? এই ছোট্ট তন্বীর সাথে আমাকে ভিড়িয়ে দাও না।'

মেজর বললেন : 'ক্যাপ্টেন, একটি গল্প বলছে ছেলেটি।'

ক্যাপ্টেন বলল : 'ওর গল্প শোনবার জন্য আমার শরীর গরম হয় নি। আমি জানতে চাই এই রূপবতীকে এতদিন কোথায় আড়াল করে রেখেছিলে?'

মেজর জোপোলো উপেক্ষা করলেন পারভিস্‌কে; সে আরও খানিকটা মদ গলায় ঢেলে দিল।

নিকোলো বলল : 'ভাগ্যের পরিহাস দেখুন। খেয়া এসে ঠেকল আদানোর অদূরে সমুদ্রতীরে।'

তীনা বলল : 'বাড়ী চলে এলে না কেন? সেও তো আমার কাছে সোজা চলে আসতে পারত।'

নিকোলো বলল : 'কিন্তু আমাদের আগমনের অর্থ দাঁড়াল পশ্চাদপসরণ। তাই ভিচিনামারে-র এপারের পার্বত্য অঞ্চলে সেনাপতি আব্বাডেস্পর সৈন্যদলে যোগ দিলাম। ঠিক এই সময় টিউনিসিয়ার পতন হলো। আমরা পালিয়ে আসতে পেরেছি সময়ে—সেজন্য পেলাম প্রশংসা এবং সার্জেন্টের পদ। জিঅরজিও সিসিলি আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খোসমেজাজেই ছিল। সৈন্যরা প্রতিরোধের ভান করে আত্মসমর্পণে উন্মুখ হলে জিঅরজিও তাদের উদ্বুদ্ধ করতে লাগল : ইতালীর সুদীর্ঘ কালের মর্মবেদনার কথা শোনাল তাদের—শোনাল গ্যারিবল্ডী, ম্যাৎসিনি ও কাভুর-এর দেশপ্রীতির উপাখ্যান। ইতালীর বর্তমান পরাজয়ের কথা যারা তুলল তাদের সামনে তুলে ধরল ডানকার্কের পরের ইংল্যাণ্ড-র ছবি। একরাত্রে একজন প্রগল্‌ভ লোক বলল : 'ফ্যাসিবাদ অনিষ্টকর—এর সমর্থনে যুদ্ধ করে কি লাভ?' বিতর্কের উত্তরে জিঅরজিও বলেছিল : 'ফ্যাসিবাদ-কে পাপ ভাবছ—বিগত একুশ বছর এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করোনি কেন?'

মেজর বলল : 'জিঅরজিও কি ফ্যাসিপন্থী?'

তীনা এর জবাব দিল সক্রোধে : 'না, সে ফ্যাসিবাদী নয়।'

নিকোলো বলল : 'না সে ফ্যাসিবাদী নয়—এটাই তো মজার ব্যাপার। একদিন এই আদানো-তে তাকে কারাবাস বরণ করতে হয়েছিল ফ্যাসিবিরোধী বলে। অথচ ১৯৪০ সালে মুসোলিনির ডাকে সারা দিয়েছিলো সেই প্রথম।'

তীনা বলল : 'বল, কি ঘটলো তারপর?'

নিকোলো : 'বলছি। উপকূল এলাকায় বিপর্যস্ত হয়ে আমাদের সৈন্যদল পেছিয়ে এল মারেনিসেটা-য়। সেদিনটা চৌদ্দই জুলাইয়ের রাত্রি। শোনা গেল পরদিন সকালে আমাদের আঘাত হানবে আমেরিকানরা। শহরের পূব প্রান্তের এক বাড়ীর উঠোনে পাতা হয়েছিল আমাদের শিবির। বার্তা পেয়েই সৈন্যরা মেতে উঠল। বাড়ীর মধ্যের মদের কুঠুরী থেকে একদল সৈন্য বের করে আনল মদ। ক্যাপ্টেন পারভিস্ মদ শব্দটি শুধু ধরতে পারল—বলল : 'কি মজা! একটি ইতালীয় শব্দ আমি জেনেছি। মদ। আচ্ছা, আমাদের যে শব্দটির আদ্যক্ষর 'স' তা ঐ খুকী বোঝে কি? সহবাস কথার অর্থ ও জানে কি?'

মেজর জোপোলো ক্যাপ্টেনের অসংলগ্ন উক্তি ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

নিকোলো বলল : 'সৈন্যরা মদ্যপানে গা ঢেলে দিল। পরের দিন তারা বন্দী হতে চলেছে। তাদের কাছে এ যুদ্ধের উপরে যবনিকাপাত হয়ে গেল। অতএব শেষবারের মত স্ফূর্তি করায় অপরাধ কি? জন কুড়ি সৈন্য বদ্ধ মাতাল হয়ে গেল। দেওয়ালের গায়ে তারা ছুঁড়ে মারতে লাগল বোতল। জিঅরজিও ক্ষেপে গেল। সে এদের উন্মত্ততা বন্ধ করতে সক্রিয় হলে আমি তাকে বোঝাতে চাইলাম যে, প্রমত্ত মানুষের বধির কানে যুক্তি নিষ্ফল হবে।'

জিঅরজিওর পরিণামের আঁচ পেলেন মেজর। বললেন : 'অবশিষ্ট গল্পটুকু তীনাকে না শোনালে নয়?'

নিকোলো বলল : 'জিঅরজিওর খাতিরে বলা প্রয়োজন। তাছাড়া আমি আগেই তীনাকে বলেছি—এ কাহিনী সুখকর নয়।'

তীনা বলল : 'বলে যাও।' সে কিন্তু মেজরের মত আসন্ন পরিণতির কথা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না।

নিকোলো বলল : 'আমি তাকে নিবৃত্ত করতে পারলাম না। তার গায়ে ছিল আমার চেয়ে বেশী জোর। তার উপরে আমার প্রভাবও ছিল কম। সে মাতালদের মধ্যে ছুটে গেল। তারা আগুন জ্বেলে রেখেছিল—তাও সামরিক

নিয়ম-বিরুদ্ধ। আগুনের আলোয় দাঁড়িয়ে সে উচ্চকণ্ঠে তাদের মাতলামি করতে বারণ করল। এ মাতালগুলো এই একটি যুদ্ধেই লড়ছিল—যুদ্ধভীতি দূর হয় নি তাদের মন থেকে—তার উপরে মদের নেশা তো আছেই। একজন একজন করে বোতল ছুঁড়ছিল—আর সকলে অট্টহাসি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করছিল। দাঁড়িয়ে বোতল ছুঁড়বার আগে কেউ বলছিল : 'ব্যাঙের বাচ্চা মসোলিনি নিপাত যাক্'—কেউ বলছিল : 'কামুকী কুকুরী এড্ডা চিয়ানো নিপাত যাক্।' জিঅরজিও তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল, কিন্তু বৃথা—হয় তারা শুনতে পাচ্ছিল না, নয় উপেক্ষা করছিল। জিঅরজিওর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল—সে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হল।

তীনা উপলব্ধি করছিল ক্রমে ক্রমে—সে হাত দিয়ে মুখ চাপা দিল, তার দৃষ্টি হল বিস্ফারিত।

নিকোলো বলল : 'বোতলের লক্ষ্যস্থল ঐ দেওয়ালের পাশে ছুটে গিয়ে সে চীৎকার করল : থাম, থাম! তোমরা দেশদ্রোহী! মেরীর নামে অনুরোধ করছি মাতলামি বন্ধ কর।

'আমোদের রসভঙ্গ হল—একমুহূর্ত তাই মাতালরা নীরব হল। প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠতেই একজন চেঁচিয়ে বলল : 'কি বাবা! স্বয়ং বেনিটো মসোলিনি এখানে হাজির!' যেন বড় একটি কৌতুক—সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ল। আরেকজন বলল : 'যুদ্ধে ক্ষয়ে গিয়ে দেহ তার খর্ব হয়েছে।' আবার মাতালদের মধ্যে হাসির বান ডাকল। অপর একজন বিকারগ্রস্ত মাতাল—'আমি ওকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি'—বলে জিঅরজিওর দিকে বোতল ছুঁড়ে মারল।

তীনা মাথা নীচু করে বলল : 'না না, অমন করে বলো না, বলো না।'

নিকোলো বলল : 'প্রথম বোতল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দেয়ালে লাগল। ভাঙা কাঁচের টুকরো-য় জিঅরজিওর মুখ রক্তাপ্লুত হল। সত্যি সাহসী বলতে হবে জিঅরজিওকে—সে অটল রইল। তীনা, তোমার গর্ব করার আছে।'

তীনা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল : 'হাঁ, তার জন্য আমি গর্বিত—সত্যি সে আমার গর্বের বস্তু।'

নিকোলো বলল : 'আমি তাকে চলে আসতে বললাম। কিন্তু সে গ্রাহ্য করল না। সে যন্ত্রনা-কাতরকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওদের বলল : আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। মানুষ হিসেবে গণ্য হতে হলে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতেই হবে। মাতাল-গুলো একে একে পালা করে বোতল ছুঁড়ে দিল তার দিকে। এখন কিন্তু তাদের মুখে শ্লেষের লেশ নেই। জিঅরজিও তাদের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন করেছে—

তাদের মুখে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে—জিঅরজিওর প্রাণ নেবে তারা। তবে ওরা অত্যন্ত মত্ত হয়েছিল—ওদের তাগ ঠিক হবার কথা নয়। কিন্তু লাগল—তৃতীয় বোতল পড়ল তার ডান কাঁধের উপর। বোতলটি ভাঙ্গলও না, তাকে ফেলেও দিল না—তবে ব্যথা সে নিশ্চয়ই পেয়েছিল। কিন্তু তবুও সে নিরুদ্যম হল না—জড়-মস্তিষ্কের কাছে আবেদন জানিয়ে চলল।'

মেজর বললে : 'ভয়াবহ পরিস্থিতি বলতে হবে।'

নিকোলো বলল : 'প্রথম আঘাত লাভের পরই তার স্বর পর্দার পর পর্দা ছাপিয়ে উর্ধ্বগতি হল—যন্ত্রনা পেয়েছিল বলেই বোধহয় ধর্মের নাম নিয়েও চিৎকার করছিল সে। মাতালদের শর-সন্ধান কিন্তু অব্যাহত রইল। কতকগুলি বোতল দেয়ালে লেগে গুঁড়িয়ে গেল—কাঁচচূর্ণে ক্ষতবিক্ষত হল জিঅরজিওর মুখ ও হাত, ছিন্ন হল পরিধেয় এবং রক্তে সিক্ত হল পোষাক। দ্বিতীয় বোতলটি তার তলপেটের পাশে এসে লেগেছিল—এর প্রচণ্ডতায় তার আর বাক্‌স্ফূর্তি হল না। মূক মানুষটির নিকটবর্তী মাতালের দল—দূরত্ব কমিয়ে ছুঁড়তে লাগল বোতল। আরও ব্যবধান কমাল। তীনা, আর শুনবে?'

তীনা বলল : 'আমাকে শুনতে হবে, নিকোলো। তুমি বল।'

নিকোলো বলল : 'এক সময় সে লুটিয়ে পড়ল জ্ঞান হারিয়ে। মাতালরা বোতল দিয়ে তাকে পিটিয়ে চলল। মেজর, ওরা তখন ক্ষিপ্ত। যুদ্ধের কথা, বিমান-হানার কথা, এমন কি মদ্যপানের কথা—সব কথা ওরা বিস্মৃত হয়েছিল। ওরা তখন ইতালীবাসী নয়—মানুষও ওদের বলা যায় না।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'সন্ত্রস্ত যে কোনও সৈন্যদলের মধ্যে এ ঘটনা বিচিত্র নয়।'

নিকোলো ধন্যবাদ দিয়ে বলে চলল : 'আমার কাছে একটি পিস্তল ছিল। মৃত জার্মান দুজনের কাছ থেকে হাতিয়ে ছিলাম আমরা দুজনে দুটি পিস্তল। আমি ঐ দৃশ্য আর সইতে পারলাম না—একটি গুলী শূন্যে ছুঁড়লাম। লোকগুলি সামান্য হকচকিয়ে গেল—তারা থামল না। তাই সোজা ওদের একজনের কাছে চলে গেলাম। পিস্তলের বাঁট দিয়ে তার মাথায় কষিয়ে দিলাম এক ঘা। ধরাশায়ী হল সে। আমার চেয়ে দীর্ঘাকৃতি একজন বোতল তুলল আমার দিকে। আমি তার মুখ ঘেঁষে আর একবার টিপলাম পিস্তলের ঘোড়া। ছুঁড়তে উদ্যত বোতলের গুলী লাগায় ভগ্ন বোতলের ধাক্কায় তার হাত রক্তাক্ত হল—সে

কঁকিয়ে উঠল। এবার সবাই ভাবল, বোধহয় আমি খুন করতে যাচ্ছি তাদের—তারা উর্ধ্বশ্বাসে পিঠটান দিল।' তীনার চোখে ফুটে উঠল প্রশ্ন।

নিকোলো বলল: 'সে তখনও বেঁচে। দু'একটা কথাও বলল। যেটুকু সাধ্য করলাম—কিছু ফল হল না। ততক্ষণে অনেক রক্তক্ষরণ হয়ে গেছে।'

প্রত্যাশাহীন আকুতি তীনার কণ্ঠে: 'আমার নাম ধরে ডেকেছিল?'

নিকোলো বলল: 'তীনা, এ যুদ্ধে নিহত বহু লোকের পাশে থেকে দেখেছি কেউই মৃত্যুকালে নারীর নাম উচ্চারণ করেনি। পুরুষের প্রকৃতিই ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তারা বরং খাদ্যের কথাও বলে এবং শপথ নেয় ঈশ্বরের নামে—কিন্তু নারীর নাম মুখে আনে না। আমার মনে আছে জিঅরজিও কুমারী মেরীর স্তোত্রের দুএকটি কলি মুখে এনেছিল। আমাকে তার মাথা একপাশে সরিয়ে দিতে বলেছিল আয়াসের জন্য—যখন সরিয়ে দিলাম, সে তাতে স্বস্তি পেল। ফলে তার ইচ্ছায় আবার আগের অবস্থায় সরিয়ে দিয়েছিলাম তার মাথা। ঠিক তারপর সে মারা গেল।'

মাথা ঝুলে পড়ল তীনার—বলল: 'যুদ্ধে প্রাণ গেলে আক্ষেপ থাকত না।' তীনার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিকোলো বলল: 'যুদ্ধেই তো প্রাণ গেল। জিঅরজিওর নিজস্ব যুদ্ধ। আমার গুলীর শব্দে উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মচারী অকুস্থলে এলেন। তাঁরা ভাবলেন মদ্যপায়ীদের অন্যতম সে—অতএব তার কপালে পদক জুটবে না। কিন্তু তীনা, আমি জানি, তার মত নির্ভীক মৃত্যু আর কোনও ইতালীয় এ যুদ্ধে বরণ করেনি। আমাকে দেখ! ঐ মাতালদের সঙ্গে আমিও পরের দিন সকালবেলা ধৃত হলাম। এজন্য আমার লজ্জার অন্ত নেই—ঐ মাতালদের লজ্জা হওয়ার কথা—সব ইতালীয়দেরই এ জন্য লজ্জা বোধ করবার কথা। আমরা এমন নির্বীর্য—আমাদের এ কলঙ্ক আমাদের দেশকে যেভাবে আঘাত দিয়েছে তার পরিণাম কাটিয়ে উঠতে অনেককাল যাবে। এই অপগত শৌর্য ফিরে পেতে হলে জিঅরজিওর মত সুসন্তানের নাম মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল করে রাখতে হবে। আমরা তার ইচ্ছামত প্রাণপণ করে যুদ্ধ করতে পারি নি বলেই তার মত যারা অম্লানবদনে প্রাণ বলি দিয়েছে তাদের কথা মনে রাখব—ভুলব না। এই একমাত্র পথ আমাদের।'

মেজর জোপোলোও সান্ত্বনা দিতে চাইলেন তীনাকে: 'এ কথাই খাঁটি।'

নিকোলো মেজরকে বলল: 'আমরা বিভ্রান্ত। আমাদের সামনে কোনও

ব্রত নেই—এ যুদ্ধের এমন কোন আবেদন আমাদের মনে অনুভূত হচ্ছে না যাতে সাড়া দিতে পারি আমরা। আচ্ছা, আপনাদের লোকেরা আকর্ষণ বোধ করে কি ?'

মেজর জোপোলো বললেন : 'লক্ষ্য আমাদের ঠিকই আছে। অসৎ লোকদের বিনাশ করতে হবে আমাদের। জার্মানদের মধ্যে কিছু অসৎ লোক আছে—তোমাদের মধ্যেও আছে এবং স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আমাদের মধ্যেও আছে। ব্রত বা লক্ষ্যের বিষয় কিছু সঠিক বলতে পারছি না—জানি না আমাদের সৈন্যরা এ বিষয়ে মাথা ঘামায় কিনা। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ঐ প্রশ্নটিই আমাকে অশান্তি দিচ্ছে।'

নিকোলো বলল : 'আমিও ভেবে পাই নি, অশান্তি আমারও রয়েছে। জিঅরজিও হচ্ছে ব্যতিক্রম।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'সত্যিই সে তাই। আমাদের পক্ষের লোক হলেও তাকে ব্যতিক্রমই মনে করতাম।'

ক্যাপটেন পারভিস্ : 'দেখ মেজর, ঐ জানোয়ারটা তোমার বান্ধবীর হাত ধরে বসে আছে। লেজ মলে ওকে তোমার শিক্ষা দেওয়া উচিত।' তার কথা কারও কানে গেল না।

মেজর জোপোলো তীনাকে তার বাড়ী পৌঁছে দিলেন। বিকেল বেলাটা তার সঙ্গেই কাটালেন। তাঁর নম্র-স্নিগ্ধ সাহচর্যে ছিল সহানুভূতির প্রলেপ। তীনার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হচ্ছিল। তীনার দৃষ্টি মাঝে মাঝে পড়েছিল মেজরের মুখের উপর—তাতে কৃতজ্ঞতাবোধের দীপ্তি। মেজরের হৃদয়ও বিচলিত হচ্ছিল।

একসময় মেজর তীনাকে বললেন : 'আজই অপরাহ্ণে কথাটি বলা শোভন কিনা তা আমার বিবেচনায় কুলুচ্ছে না। তবু আমাকে বলতেই হবে। তীনা, না থাক—আমি প্রতীক্ষাই করব—অন্যসময়ে, অন্য একদিন বলব।'

তীনা তাঁর চোখে চোখ রাখল—তাতে ভাষাও ছিল। মেজর অর্থ করল নিজের মনোমত : তীনা যেন নিরাশ হল—সে যেন আজই শুনতে চেয়েছিল। তীনা মৃদুকণ্ঠে বলল : 'বেশ, পরেই একদিন—'

তিনি বললেন : 'শুক্রবার দিন মজলিশের উৎসবে বলব তোমাকে।'

সে পুনরাবৃত্তি করল : 'শুক্রবার।' তারপর অন্যদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে

সে বলল : 'ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত, জানেন—কোনও দিনই ঠিক বুঝতে পারিনি, আমি জিঅরজিওকে ভালবাসতাম কিনা। আমি ওর গুণমুগ্ধ। ওকে আমি সমীহও করতাম। নানা ভাবে ও আমার কাছে ছিল অপরিহার্য। কিন্তু ওর দেহে কোনও উত্তাপ ছিল না, মন ছিল অত্যন্ত একগুঁয়ে। এখনও ভেবে কুল পাচ্ছি না—' সে আবার কেঁদে ফেলল।

। ৩২ ।

লোজাকোনোর অঙ্কন-ঘর। একটি মাত্র খোপ—তার দেয়ালে ছোট্ট ছোট কটি জানলা—নামেই চিত্রশালা। শহর-কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল দাঁড়িয়ে দেখছিল শুভ্রকেশ চিত্রকরের অঙ্কন—মুখে তাদের নানা সমালোচনা।

বুড়োর সামনে দুটি ছবি-দান—একটিতে তার অসম্পূর্ণ অঙ্কন এবং অপরটিতে খেয়ালী স্পাতাফোরো-র তোলা মেজর জোপোলোর ছবি বিধৃত। ফোটোতে মেজরের হুবহু মূর্তি—এবং প্রতিকৃতিও ইতিমধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য পেয়েছে।

অভ্যাসমত দুহাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের মধ্যে দুটি বৃত্ত সৃষ্টি করল গরগানো—এবং নিজের দুচোখের দৃষ্টি ঐ বৃত্তপথে প্রসারিত করল। সে বলল : 'ছবির চোখ দুটি যেন কেমন কেমন। মোটামুটি মুখখানায় খুঁত নেই—কিন্তু চোখদুটি মিস্টার মেজরের চোখের সঙ্গে মিলছে না।'

বুড়ো লোজাকোনো বলল : 'চিত্র এখনও সমাপ্ত হয় নি।'

উপ-মেয়র দার্পা তার হাড়গিলের মত ক্ষীণকণ্ঠে বলল : 'নাকটি কি গোফের উপর থিতিয়ে বসবে ঐ রকম স্বচ্ছন্দে? নাকের ধার নেই—ভোঁতা হয়ে গেছে।'

শহরের মালিন্য মুক্ত করার ভারপ্রাপ্ত মার্জিত-বেশ সাইত্তা নিজের সাদা পরিধেয় রঙের ছিটেফোঁটার স্পর্শ থেকে বাঁচাতে বাঁচাতে বলল : 'পশ্চাৎপট আর একটু পরিষ্কার হলে সুন্দর হত না কি?'

শুভকেশ চিত্রকর ঘুরে দাঁড়াল সমালোচকদের দিকে—তারপর বলল : 'শেষ হয়নি। এখনও শেষ হয়নি। ওহে কমকর্তার দল, আপনাদের মোটা মাথায় একথার অর্থ বোধ হচ্ছে না?'

উপস্থিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রধান হিসেবে এর জবাবের দায়িত্ব কাঁধে তুলে

নিল দার্পা : 'লোজাকোনো, আমরা কালা নই। ছবিটি যাতে নিখুঁত হয় তোমার তুলিতে এবং এর উদ্দেশ্য সার্থক হয় তার তদারক করতে আমরা এসেছি আদানো-র বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে।'

গরগানো কাঁধ টান করে হাত দুটি বাড়িয়ে দিল, চেটো রইল উন্মুক্ত। ঐ ভঙ্গিতে ছবি দেখিয়ে বলল : 'ওহে বুড়ো, আঁকা সুরু কর।' লোজাকোনো চিত্রাঙ্কণে মনঃসংযোগ করল। তুলি বুলোতে বুলোতে গজগজ করতে লাগল।

সে বলল : 'বহুকাল পরে আমি এমন একটি প্রতিকৃতি আঁকবার সুযোগ পেয়েছি যা আমি শ্রেষ্ঠতম শিল্পকৃতির স্তরে উন্নীত করতে চাই। কিন্তু তার কি উপায় আছে? রূপায়নে লেগেছি, ছবির প্রতি প্রীতির সঞ্চার হয়েছে—তুলি আমার হাতের মধ্যে সৃজন-কুশল হবার জন্য উদ্‌গ্রীব। তারপরই এই অন্তরায়। কমকর্তারা এলেন—তাদের অঙ্কন শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান কতটুকু—আমার রাস্তাঘাট সাফ করার জ্ঞানের চেয়েও কম—।' তার কণ্ঠে বিজাতীয় উপেক্ষা ফুঁসে উঠল। রাস্তা ঝাড়ুদার সাইত্তা তার সাদা পরিধেয় হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল—বলা যায় না, ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ যদি ছিটিয়ে দেয় একদলা রঙ। বক্তব্যে ছেদ টানল চিত্রকর : 'ছবি শেষ হয়নি তবু এরা সমালোচনায় ব্যাপৃত।'

গরগানো হাতের বৃত্ত দিয়ে উঁকি মেরে বলল : 'কি আর এমন বলেছি। চোখ দুটি এখনও মিস্টার মেজরের মত হয় নি—এই তো?'

দার্পা বলল : 'আমি শুধু বলেছি নাকটি ঢিলেঢালা—একটু বেশী এলিয়ে পড়েছে। যেন নিস্পন্দ, ঘুমন্ত।'

সাইত্তা বলল : 'পশ্চাৎপটের পরিচ্ছন্নতা বিধানের কথা বলা কি সমালোচনা করা হলো?'

লোজাকোনো বলল : 'আমি আগেই বলেছি ছবি অসমাপ্ত। সারা হলে দেখবেন আপনাদের মনোমত হবে।'

দার্পা সামর্থ্যের অতিরিক্ত জোরে বলল : 'মিস্টার মেজরের পছন্দই আসল।'

বুড়ো চিত্রকর বলল : 'তিনি পছন্দ করবেন—আমি কথা দিচ্ছি।'

গরগানো বুকের উপরে দুহাত ন্যস্ত করে বলল : 'তাঁর যদি পছন্দ না হয় তা হলে এ উপহারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। বুড়ো, তুমি জান এ চিত্রার্ঘ্যের উদ্দেশ্য?'

ক্লিষ্টকণ্ঠে লোজাকোনো বলল : 'জানি—কেন এ উপচার।'

বুড়ো তরে বাক্‌শৈলী বুঝতে পারবে এ ছিল গরগানোর আশাতীত। সে বুকের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল : 'তা হলে....'

পক্ককেশ বৃদ্ধ এদের তিনজনের দিকে আবার ফিরে বলল : 'তা হলে আমাকে একলা থাকতে দিন। তা হলে এ লোকটির প্রতি আপনাদের অন্তরের ভাষা ফুটিয়ে তুলতে পারব এ আলেখ্যের অবয়বে।'

গরগানো বৃত্তে চোখ রেখে বলল সন্দেহের দোলায় দুলে : 'চোখ দুটি....'

চিত্রকর বলল : 'চোখ দুটি পরিপূর্ণ রূপ পায়নি। শিথিল নাকও তাই— অপরিচ্ছন্ন পশ্চাৎপটও তাই। ওহে ঝাড়ুদার, শুনে রাখ। বিভিন্ন রঙের ব্যঞ্জনা বিচার করবার জন্য আমি পশ্চাৎপটকে অবলম্বন করি। রাস্তা অশ্বময়-মুক্ত করার প্রকরণ সম্বন্ধে আমি কি পরামর্শ দিতে যাই?'

সাইত্তা পরিধেয় টেনে ধরে বিরূপ কণ্ঠে বলল : 'না-আ-আ।'

'তবে তো চুকেই গেল'—বলেই অঙ্কনে মন দিল চিত্রকর। আলোক-চিত্রের মুখটিকে উদ্দেশ্য করেই যেন এর পরের কথাগুলি বলল চিত্রকর : 'আমার অঙ্কন ক্ষমতার সবটুকু আরোপ করে এই ছবিটির প্রতিকৃতি রমণীয় করে তুলব। এ ছবি অঙ্গসজ্জায় ও সৌকর্যে পরম-রূপময় হয়ে উঠবে তুলির শেষ টানে।' শেষ বাক্য দৃঢ় প্রত্যয়-পূর্ণ—সমালোচকদের স্বার্থেই বলল। সে বলেই চলল। সমালোচনার জবাবদিহির মাধ্যম সমালোচকদের পরিতৃপ্ত করল। নিরাবরণ করল তার মানস-লোক—মেলে ধরল আলোছায়ার বর্ণালীতে জড়ানো তার আকাঙ্ক্ষা-পুষ্ট কল্পনার মূর্তি।

বুড়ো আরও বলল : 'মিস্টার মেজরের প্রাণস্পন্দনে জীবন্ত হয়ে উঠবে এই চিত্র। চোখে জ্বলবে সামান্য বিলোল কটাক্ষ—যা আমি দেখেছি তাঁর চোখে তার নিদর্শন—তরুণী-প্রীতির নিদর্শন' গরগানোর দিকে প্রখর দৃষ্টি ফেলে বলল : 'তা বলে মনে করবেন না চোখে তাঁর আর ভাষা থাকবে না।'

থামল না চিত্রকর : 'গোফ এমন বিন্যস্ত থাকবে যে চেহারায় ফুটে উঠবে গর্বের ছাপ—সামান্য—যেটুকু না থাকলে সুবেশ ব্যক্তিত্বকে মানায় না— এবং যা থাকলে সামনে যতবার আরশী পড়বে সে একবার দেখে নেবে নিজেকে।'

দার্পা জোর দিয়ে বলল : 'এগুলি মূল্যহীন বাজে বিষয়—মহৎ ছবির মহৎ গুণের কথা বললে কোথায়?'

লোজাকোনো বলল : 'মাঝে মাঝে আপনাকে আমার বাজে লোক বলে মনে হয়। সামান্য উপাদান থেকেই মহৎ উপাদান গড়ে ওঠে জানবেন। এখনও সম্পূর্ণাঙ্গ হয়নি ছবিটি। অসমাপ্ত বিষয়ে নাক গলাবার প্রবণতা একমাত্র

কর্মকর্তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখছি। কিন্তু তাঁরা বোধহয় টের পান না যে নাকগুলো ভোঁতা—সেগুলি অসাড়।'

দার্পা বলল : 'যা বলছিলে তাই বল।'

'থুতনিতে জেগে থাকবে শক্তি, কানে সজাগ চেতনা, চুলে পারিপাট্য,—গালে সহানুভূতির উত্তাপ। আপনারা মুগ্ধ হবেন। তিনিও হবেন'—বলল বৃদ্ধ চিত্রকর।

দার্পা বলল : 'বড় উপাদান—বড় উপাদানের উল্লেখ করলে না তো?'

চিত্রকর বলল : 'সম্পূর্ণ ছবিটি চোখের সামনে প্রকাশিত হলেই মুখ্য উপাদানগুলি আপনাদের চোখে প্রতিভাত হবে। তার আগে নয়। লোকটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হবার আগে যেমন আপনারা চিনতে পারেন নি তাকে ঠিক তেমনি।....'

দার্পা নাচার—সে আবার বলল : 'লোজাকোনো, তোমার চিন্তা ব্যক্ত কর—কি সে উপাদান?' সমালোচকদের মুখে সমালোচনা আর নেই—শুধু অনুসন্ধিৎসা।

বুড়ো বলল : 'আঙ্গিকের শ্রেষ্ঠ ব্যঞ্জনাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট, অপরগুলি তার সঙ্গে সংবদ্ধ। ব্যক্তির মুখে জাজ্বল্যমান থাকবে একটি ইচ্ছা—যা শহরের বাসিন্দাদের সুখ বিধানে সদাই উদ্যত। এটিই মুখ্য। সকল কর্মকর্তার মুখে সে ইচ্ছা প্রদীপ্ত থাকলে আর তারা অসম্পূর্ণ ছবি দেখে চিত্রকরদের সমালোচনা করতে চাইত না।'

গরগানো ছবির দিকে কটাক্ষপাত করে বলল : 'আমার মনে হয় চোখ সংশোধিত হয়ে যাবে।'

দার্পা বলল : 'অসাড় নাক সম্পূর্ণ হয়নি বলেই চোখকে পীড়া দিচ্ছে। সম্পূর্ণ হলেই মুছে যাবে অসাড়তা।'

সাইত্তা বলল : 'চিত্রকর, পশ্চাৎপট ব্যাখ্যা করে দিলেন বলে আমি আনন্দিত। অশ্বময় সম্বন্ধে আপনার কোনও পরামর্শ আছে?'

লোজাকোনো বলল : 'আমার পরামর্শ একটি মাত্র। তা হল—আমাকে নির্জনে কাজ করতে দিন। কবে আপনারা ছবিটি পেতে চান?'

দার্পা বলল : 'আগামী শুক্রবার বিকেলবেলা তাঁর হাতে তুলে দিতে চাই এ উপহার। তাঁর সম্মানে আয়োজিত সান্ধ্য মজলিসের প্রাক্কালে এটা দেবার ইচ্ছা আমাদের—ঐ দিনটি পুরোপুরি তাঁর নিজস্ব হয়ে উঠুক—একান্তভাবে তাঁর।'

শুভ্র-কেশ চিত্রশিল্পী বলল ঃ 'অঙ্কন সমাধা হবেই। আপনাদের পরিতুষ্ট করবে সে ছবি—আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।'

। ৩৩ ।

সেনাপতি মার্ভিন সর্ববিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকার পক্ষপাতী। সারা বিশ্বের কর্মপ্রবাহের সঙ্গে যেমন তিনি সংযোগ রক্ষায় যত্ন নেন—তেমনি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখেন সৈন্যবিভাগের সঙ্গে।

সুতরাং প্রত্যেকটি প্রভাতেই সহচর লেফটেনান্ট বাইয়ার্ডকে পড়ে শোনাতে হত বিভিন্ন পত্র, পত্রিকা ও সংবাদ। সোমবার, বুধবার ও শুক্রবারে আলজিয়ার্স থেকে ডাকের থলি পৌঁছে যেত—তা থেকে অনেক পত্র মার্ভিনের কর্ণগোচরে আনত বাইয়ার্ড।

সেদিন সোমবারের সকাল। 'স্টার্স এণ্ড স্ট্রাইপ্‌স' পত্রিকা থেকে লেফটেনান্ট আর্নি পাইল-এর রচনা পড়ছিল—শ্রোতা মার্ভিন। তারপর ক্রমান্বয়ে 'রিডার্স ডাইজেস্ট' থেকে উদ্ধৃত হল জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সঙ্কলন-নিবন্ধ এবং 'ইনফ্যান্টি জার্নাল' থেকে বিভিন্ন আধুনিক সমরাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ। আরও অনেক পাঠ্য বিষয় মার্ভিনের শ্রুতিতে তুলে ধরল লেফটেনান্ট—রণাঙ্গনের সদর-দপ্তর প্রেরিত তিনটি পরিস্থিতি-পত্র, একটি পত্রিকায় সেনাপতি মার্ভিন-এর সম্বন্ধে লেখা একটি রচনাকে কেন্দ্র করে কয়েকজন গুণমুগ্ধের পত্র এবং টিউনিসিয়া অঞ্চলের এক যুদ্ধ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-সচিব সিমসনের লেখা প্রশংসা পত্র। প্রশংসা পত্রটি এসেছিল কদিন আগে। কিন্তু লেফটেনান্ট বাইয়ার্ড বুদ্ধি করে রোজ একবার ঐ পত্রটি পড়ে শোনাত।

জ্ঞাতব্য-পর্ব সারা হলে সেনাপতির স্ফূর্তি হত সীমাহীন। তারপর বাইয়ার্ড বিভিন্ন সমর-কর্তার কর্ম-লিপি পাঠ সুরু করলেই সেনাপতির মুখ ক্রমশঃ থমথমে ভাব ধারণ করত।

কর্ম-লিপিগুলি সবসময়েই দুঃসংবাদ বহন করে আনত। সেদিন সকালেও কয়েকটি অনুরূপ সংবাদ ছিল। প্রথমতঃ সঙ্কেত-বার্তা প্রেরণের টেলিফোনের তার হারিয়ে গেছে একটি অঞ্চলে—ফলে একটি বিভাগ সংযোগ শূন্য হয়েছে।

দ্বিতীয় সংবাদ : একটি সেনাদলের ঠিক পশ্চাতে বাষ্প-ভাণ্ডার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে—তা হলে জ্বালানীর জন্য ট্রাকগুলিকে আর দূরে পাড়ি দিতে হবে না। তৃতীয় সংবাদ : বন্ধুভাবাপন্ন বিপক্ষের সেনাদলের উপর বিমান হানা দিচ্ছে শূন্য থেকে। এরকম আরও অসংখ্য। কতকগুলি শোনবার পর জলদগম্ভীর স্বরে সেনাপতি পাশের ঘরে উপবিষ্ট কর্ণেল মিডলটন-কে উত্তর সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। আর কয়েকখানার জন্য হুঙ্কার ছেড়ে বললেন : 'ওরা গোল্লায় যাক্। সব অপদার্থের পাল। নেতিবাচক জবাব লিখে দাও।'

অপর একটি কর্ম-লিপি হাতে নিয়ে পড়ল লেফটেনাণ্ট বাইয়ার্ড : 'সেনাপতি মার্ভিনের জ্ঞাতার্থে....ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিষয় : খচ্চর-যান, আদানো শহর।'

সেনাপতি কলকণ্ঠে বললেন : 'চুলোয় যাক খচ্চর যান।'

লেফটেনাণ্ট বাইয়ার্ড পড়ল : '৮৯-ডিভিসনের সেনাপতি মার্ভিনের ১৯শে জুলাইয়ের আদেশ অনুযায়ী খচ্চর-যানগুলিকে শহরে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য রোসো নদীর উপরের পুলের ওধারে এবং কাকোপার্দো গন্ধক-শোধন কারখানার পাশে পাহারা বসানো হল। আজ্ঞা পালন করা হল....'

সেনাপতি বললেন : 'ঠিক। যানগুলিকে আটকে রাখ। উকুনের মত ইতালীয়রা এই ব্যাপক অভিযান বানচাল করে দিতে চায়। এ আদেশ পালন করাই চাই।'

লেফটেনাণ্ট বাইয়ার্ড গরগর করে পড়ে চলল : 'বিশে জুলাই পাহারা প্রত্যাহার করা হল—মেজর—'

লেফটেনাণ্ট বাইয়ার্ডের হঠাৎ খেয়াল হল—এ কি পড়ছে সে? অসমাপ্ত বার্তাটি রেখে দিয়ে পরবর্তী পত্র তুলে নিল। কিন্তু সেনাপতি গর্জে উঠলেন : 'ওটি শেষ কর—শেষটুকু পড়।' নিরুপায় লেফটেনাণ্ট পড়ল : 'মেজর জোপোলো-র আদেশে, কারণ যানগুলি আদানো শহরের পক্ষে অপরিহার্য এবং শহর—'

শেষটুকু শোনার আর ধৈর্য রইল না সেনাপতির।

'জোপোলো'—মেঘমন্দ্র স্বরে উচ্চারণ করলেন নামটি—তাঁর মুখের উপরে নেমে এল দূর পাহাড়ের বুকের ধূম্রজাল।

সেনাপতি মার্ভিনের স্মৃতিশক্তি সজাগ হত বিচিত্র প্রকৃতিতে।

চাৎকার করে ডাকলেন তিনি : 'মিড্‌লটন! এ ঘরে এস।'

কর্ণেল প্রবেশ করল।

'মিডলটন, মনে পড়ে জোপোলো নামটি? রক্তচোষা, বানর, শূয়রের বাচ্চা জোপোলোকে মনে পড়ে?'

ক্লান্তিমাখা মুখে মিড্‌লটন বলল: 'হ্যাঁ, স্যার। যান-বাহন।'

সেনাপতি মার্ভিন গম্‌গম্‌ স্বরে বললেন: 'আমার কিছু কিছু মনে আছে। ঐ হনুমানের পরিধানে সেদিন সামরিক পোষাক ছিল না। তোমার স্মরণ হচ্ছে? ওর পরনে ছিল ফিকে লাল রঙের ট্রাউজার এবং খাকীর জামা। মিড্‌লটন, মনে পড়েছে?'

কর্ণেল মিডলটন বলল: 'না স্যার, আমি ভুলে গেছি।'

সেনাপতি উচ্চকণ্ঠে বললেন: 'যাক্‌, আমার ভুল হয় নি। অতি বাড় বেড়েছে—আর আমি ওকে সহ্য করব না। ছোট মুখে বড় কথা। মিড্‌লটন, ও কি করেছে, শুনেছ?'

শ্রান্তকণ্ঠে মিডলটন বলল: 'না, স্যার।'

'নিপাত যাক্‌। তার এতবড় স্পর্ধা যে, ঐ খচ্চর-যানগুলিকে শহরে আসবার অনুমতি দিয়েছে। পচা শহরটির কি যেন নাম?'

লেফটেনাণ্ট বাইয়ার্ড বলল: 'স্যার, নাম আদানো।'

'হ্যাঁ—আদানো—ছোট মুখে বড় কথা।'

কর্ণেল মিডলটন বলল: 'হয়ত এমন অনিবার্য কারণ ঘটেছিল যার জন্য তাকে দিতে—'

'মিড্‌লটন, থামো। তুমিও স্বাধীনচেতা হয়ে পড়ছ।'

কর্ণেল মিড্‌লটন বলল: 'হ্যাঁ স্যার।'

লেফটেনাণ্ট বলল: 'বার্তায় লিখেছে যে, যানগুলি শহরের বিশেষ দরকার এবং গাড়ীর অভাবে শহর অচল।'

সেনাপতি দাঁড়িয়ে পড়লেন: 'চুলোয় যাক্‌। মিড্‌লটন, ঐ খুদে বানরকে আর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।'

শ্রান্ত স্বর বলল: 'হ্যাঁ স্যার।'

'আজ্ঞাপত্র লিখে ফেল। ইতালীয় বানরকে ঐ শহর থেকে থেকে ডেকে পাঠাও। কি যেন শহরের নাম?'

লেফটেনাণ্ট বাইয়ার্ড বলল: 'আদানো—স্যার।'

'আলজিয়ার্সে গিয়ে সাক্ষাৎ করুক—নূতন কর্ম-পদের জন্য। পৃথক একটি পত্র পাঠাও আলজিয়ার্সে—তাতে ওকে ফিরিয়ে দেবার কারণ ব্যাখ্যা করে

দাও। ওই খুদে ভুঁইফোড়কে এমন কাজে জুতে দেব যে, বাছাধন বুঝবে মজা। আজই কাজ সেরে ফেল। মিডলটন, তোমার ঢিলেমি চলবে না, বলে দিচ্ছি—চট্‌পট্‌ সেরে ফেল।'

ক্লান্ত কণ্ঠে মিডলটন বলল : 'আচ্ছা, স্যার।'

। ৩৪ ।

সম্বর্ধনা-সভার আগের দিন। জেলে আন্নেল্লো ও তার সহচররা মাছ ধরতে ধরতে সভা সম্বন্ধে বাক্যালাপ করছিল।

'মেরেস্তিনো, যাচ্ছ নাকি ?'—জিজ্ঞাসা করল আন্নেল্লো।

মেরেস্তিনো সরাসরি উত্তর দেবার লোক নয়—বলল : 'আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছি।'

আদানোর জেলেদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ স্কন্‌ৎসো বলল : 'আমি তো যাবই। তুমিও চলো না, মেরেস্তিনো। আমরা জেলেরা ভাগ্যবান। নিমন্ত্রিত অতিথিরা সকলেই কর্তাব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত লোক। আমরা শুধু তোমাসিনোর জন্যই—'

আন্নেল্লো বলল : 'আর তোমাসিনোর মেয়েরা কুরূপা নয় বলে।'

স্কন্‌ৎসো বলল : 'বোধহয় তাই'—এবং দুষ্টুমিভরা হাসি হাসল।

জেলেরা জাল গুটিয়ে টেনে তুলল—এবং লম্ফমান জ্বলজ্বলে মাছগুলোকে ঝাঁকানি দিয়ে পাশের খোলে রেখে দিল। মাছগুলি পাঁচ-লিরা ও চার-লিরা মূল্য-স্তরের।

স্কন্‌ৎসো বলল : 'জেলেদের এটি সুবর্ণ সুযোগ—বিরল ভাগ্য। মেরেস্তিনো, হাতছাড়া করো না।'

মেরেস্তিনো বলল : 'ভেবে দেখতে হবে আমাকে।'

তারা আবার জাল ছড়িয়ে দিল জলে। চালকের চাকা ধরে রইল মেরেস্তিনো—নৌকো সরে যেতে লাগল জালের কাছ থেকে দূরে। জেলেরা ধীরে ধীরে জাল টেনে চলল—স্কন্‌ৎসো সামনের গলুই-য়ের উপর শায়িত অবস্থায় চেয়ে রইল দড়িপথের ফুটোর মধ্য দিয়ে। তার চোখে পড়ল—গলুই-য়ের মুখ জল ভেদ করে যাচ্ছে এবং তার ডগার প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ জলের উপর দিয়ে ভেসে

চলেছে। ভূমধ্যসাগরের বুকে নির্মল একটি দিন—অতল নীলাম্বু রাশি নিস্তরঙ্গ।

গলুয়ের গাত্রে লোজাকোনোর আঁকা শুশুক-সওয়ার মিস্টার মেজরের ছবির উপরেও স্কনৎসোর চোখ পড়ল। চিত্রটিও জল চিরে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বাস্তবিকই মনে হচ্ছে একটি লোক জলের উপর দিয়ে শুশুকের পিঠে চেপে পাড়ি দিচ্ছে।

স্কনৎসো বলল: 'রাঙা চুল মেয়েটিকে ভালবেসেছে না কি মিস্টার মেজর? আমি শুনলাম, মুক্ত বন্দীরা যেদিন ফিরে এল, অথচ জিঅরজিও ফিরলো না সেদিন মেজর তাকে বক্ষলগ্ন করেছিল।'

মেরেস্তিনো বলল: 'আমার মাথা গলাবার দরকার কি বাপু।'

আন্নেল্লো বলল: 'মেজরের প্রেম সম্বন্ধে আমিও নিশ্চিত।'

স্কনৎসো বলল: 'সভাতে কাল রাত্রে সবই স্পষ্ট হবে।'

আন্নেল্লো বলল: 'মেরেস্তিনো, আমরা পার থেকে বড্ড বেশী দূরে চলে যাচ্ছি—নয় কি?'

মেরেস্তিনো বলল: 'মানচিত্র দেখে বলছি।'

স্কনৎসো বলল: 'ও তোমাসিনোর নৌকোর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখছে। বুড়ো তোমাসিনো এত সশব্দে জাল ঝাঁকায় যে মাছ সব সরে পড়ে। তোমাসিনোর মেজাজ বড় রুক্ষ। সম্ভবতঃ মাছের উপরেই তার রাগ—আর তাই ঝপাৎ ঝপাৎ করে নাড়া দেয় জাল। মেরেস্তিনো, তোমাসিনো-র কাছ থেকে ফাঁকে থাকতে চাইছ—তাই না?'

মেরেস্তিনো বলল: 'মাছের উপর তোমাসিনোর রাগ নেই।'

আন্নেল্লো বলল: 'দূরে গিয়ে কাজ নেই। মানচিত্রে যে সীমারেখা দেওয়া আছে তা পেরিয়ে গেলে বিপন্ন হবার সম্ভাবনা—আমাদের সাবধান করে দিয়েছে।'

মেরেস্তিনো মানচিত্র দেখল—পার ঘেঁষে এবং পার থেকে দূরে যাতায়াতের জলভাগ পরীক্ষা করে সে বলল: 'একটুখানি—সমুদ্রের ভিতরে একটুখানি সীমা পেরিয়েছি।' তারপর গতি-নিয়ন্ত্রণের চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে পিছিয়ে এল—তোমাসিনো-র নৌকোকে পাশ কাটাল তির্যক ভাবে।

স্কনৎসো বলল: 'আমি নিজে অবশ্য রাঙা-চুল মেয়ের চেয়ে ছোট মেয়েটিকে পছন্দ করি বেশী। চুলের রঙ নকল না হওয়াই আমার কাছে বাঞ্ছনীয়।'

আন্নেল্লো ঃ ‘স্কন্‌ৎসো, তোমাসিনোর একটি মেয়েও তোমাকে আমল দেবে না।’

স্কন্‌ৎসো ঃ ‘চেষ্টা করলে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি বৈকি।’

স্কন্‌ৎসো-র স্বর নকল করে আন্নেলো বলল ঃ ‘চেষ্টা করলে....পারি বৈ কি।’

তারপর বলল ঃ ‘এমন ভাব মাথায় তোমার এল কি করে? উটের মত তো তোমার নাক।’

স্কন্‌ৎসো বলল ঃ ‘তুমি কেন ভাবছ যে তোমাসিনোর মেয়েদের মন গলানো কষ্ট সাপেক্ষ? মেরেস্তিনো, তোমার মত কি?’

মেরেস্তিনো বলল ঃ ‘যে সব জেলের নাক ফুলো ফুলো—আমার ধারনা তাদের নাকের ফুটোয় লেগে থাকে মাছের আঁসটে গন্ধ। ফলে প্রায়ই সঙ্গিনীর নাকে অজ্ঞাতসারে তারা ঢেলে দেয় ঐ দুর্গন্ধ। যাক্‌, জাল টেনে তোলার সময় হয়েছে—তৈরী হও।’

ওরা তিনজন উঠে পড়ল এবং জাল টেনে তুলতে লাগল।

স্কন্‌ৎসো বলল ঃ ‘ভারী বোধ হচ্ছে—এ খেপ ভাল মাছই পড়েছে।’ আরও কিছু মাছ তারা শিকার করল।

আন্নেল্লো বলল ঃ ‘বড় আলসেমি আসে। এক গাদা ছোট মাছ মারায় উৎসাহ জাগে না। মেরেস্তিনো, তুমি কি বল?

মেরেস্তিনো বলল ঃ ‘খোলে না পুরে আমি মাছগুলোর স্তর-ভাগ করি না।’

জাল যত সঙ্কুচিত হতে লাগলো ততই তারা অনুভব করল যে, ছোট ছোট মাছ ছাড়াও জালে অন্য ফিছু আটকা পড়েছে।

স্কন্‌ৎসো বলল ঃ ‘লোজাকোনো-র ছবি দেখে বোধহয় আকৃষ্ট হয়েছে কোন শুশুক। লোজাকোনোর শুশুক হয়ত মাদী—তাই মদ্দাটি প্রলুব্ধ হয়েছে। এ হয়ত ওদের মিলন-ঋতু।’

আন্নেল্লো বলল ঃ ‘সুবিধে বোধ হচ্ছে না। সেই সেবারের মত মনে হচ্ছে—সেবার মদভর্তি বিরাট এক ঝুড়ি তুলেছিলাম।’

মেরেস্তিনো স্পষ্ট কথার মানুষ—সে বলল ঃ ‘আমাদের জালে সচরাচর ধরা পড়ে না এমন কিছু ধরা পড়েছে মনে হয়।’

জালের যখন সবে মাথা জেগেছে তখন লোকটি জালকে প্রদক্ষিণ করে ফেলেছে। ঝুলন্ত জাল পিছনের গলুই ঘেঁষে ওঠানো হচ্ছিল। জালের

অধিকাংশ পাটাতনের উপরে উঠে যাবার পর স্কন্‌ৎসো বলল : 'একটু থামো। দেখে নি কি আছে জালের তলায়—তারপর তুললেই হবে।' গলুইয়ের উপরে সটান হয়ে সে দড়ি-পথের ফুটো দিয়ে উঁকি দিল জালের মধ্যে। সে যা দেখল আর দ্বিতীয়বার তা তাকে দেখতে হয় নি।

তার চোখের সামনে নীল জল। শুশুকারূঢ় মিস্টার মেজরের প্রতিবিম্ব জলের গায়ে। গলুইয়ের ডগার আশেপাশে ফেনা-রাশি। জলের গা বেয়ে যাওয়া নুয়ে-পড়া জালের তলদেশ—তার অভ্যন্তরে এক গাদা মাছ—বদ্ধ জায়গায় দিশাহারা হয়ে ছিদ্রপথে পরিত্রাণ পাওয়ায় সচেষ্ট। তার চোখেও আর পড়ল একটি গোলাকার ধাতব পদার্থ, দেহে বড় বড় কাঁটা—আটকে ছিল জালের শেষ প্রান্তে।

'থাম' উচ্ছ্বসিত চীৎকারে বলল স্কন্‌ৎসো—'জাল তোলা থামাও।'

ততক্ষণে বড় দেরী হয়ে গেছে। নৌকোর মৃদু অগ্রগতি এবং জেলেদের সশ্রম শ্বাস প্রশ্বাসের প্রতিক্রিয়ায় নৌকোর গলুই এগিয়ে গিয়ে স্পর্শ করল মাইন। বিস্ফোরণের শব্দ শহরের বুকে গিয়ে ধাক্কা দিল। চাষী ও মজুর বধূরা মনে করল ইঞ্জিনীয়ারদের কাজের জায়গায় ঐ শব্দ সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু জেলে-বধূরা ঊর্ধ্বশ্বাসে উপকূলে ছুটে এল এবং তাকাল সমুদ্রের দিকে। দূর থেকে নৌকোগুলির অস্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করল তারা—দেখল পাঁচখানা নৌকো জড়াজড়ি করে রয়েছে সমুদ্রে।

বিস্ফোরণের শব্দে চকিত হয়ে তোমাসিনো মুখে ফিরিয়ে দেখল আন্নেল্লোর নৌকো যেখানে ছিল সেই থানটা। ভাগ্যক্রমে তার জাল তোলা হয়ে গিয়েছিল। সে ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে গেল। নজরে পড়ল ভগ্ন কাঠের টুকরো, মরা মাছের দল—আর নজরে পড়ল ভাসমান আন্নেল্লো ও মেরেস্তিনো-র মৃতদেহ এবং স্কন্‌ৎসোর দেহের কয়েকটি খণ্ড।

সম্পূর্ণ মৃতদেহ দুটি তোমাসিনো এবং তার সহচরেরা তুলে নিল তাদের নৌকোয়। ততক্ষণে অন্যান্য নৌকোগুলি ভিড়েছে গায়ে গায়ে।

অন্যান্যদের চীৎকার করে ডেকে তোমাসিনো বলল : 'তোমরা মাছ ধরতে থাক। তীরের দিকে সরে যাও। আমি নিয়ে যাব আন্নেল্লো ও মেরেস্তিনো-র মৃতদেহ।'

অন্য একটি নৌকো থেকে একজন জোরে বলল : 'আর স্কন্‌ৎসো ?'

'স্কনৎসো'—মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল তোমাসিনো। তারপর ভাসমান দেহখণ্ডগুলির দিকে না তাকিয়ে বলল: 'নিখোঁজ।'

তোমাসিনো দিক-নির্ণয় যন্ত্রের সাহায্যে মানচিত্র অনুযায়ী নৌকোর অবস্থান স্থির করে নিল—সে বড় সাবধানী।

তার একজন সহচর বলল: 'স্কনৎসো অদৃষ্ট বড় খারাপ। আগামীকাল রাত্রির সম্বর্ধনা-সভায় যোগ দেবার ওর কত আগ্রহ ছিল। গত তিনদিন ওর মুখে আর অন্য কথা ছিল না। আহা!'

তোমাসিনের অপর এক সহচর বলল: 'স্বনৎসোর মজলিশের ভক্ত ছিল। নাক বাদে সে সুদর্শনই ছিল।'

আন্নেল্লো ও মেরেন্তিনো-ও মৃত। কিন্তু তাদের মৃত্যু স্কনৎসোর মত শোকাবহ নয়—তারা যে নিখোঁজ নয়। তাই পারে যাবার সময় স্কনৎসোর কথাই আলাপ হল—অন্য দুজনের নাম রইল উহ্য।

তীরে নৌকো বেঁধেই তোমাসিনো লাফিয়ে পড়ল—উঠেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল পালাৎসো-তে। সর্বপ্রথমে সে মেজরের কাছে বয়ে আনল সংবাদ। তাকে দেখে প্রফুল্লমনে মেজর বলল: 'কি খবর, তোমাসিনো! আগামীকাল রাত্রের মজলিশের জন্য ব্যগ্র হয়ে রয়েছি। তুমি তো অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য।' তোমাসিনোর মুখ ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল—তার মুখ সবসময়েই বিমর্ষ থাকে বলে মেজর অন্য কিছুর ইঙ্গিত পেলেন না।

তোমাসিনো বলল: 'আমার যাওয়া সম্ভব নয়।'

'কেন নয়, তোমাসিনো? তোমাকে ছাড়া যে আসর জমবেই না।'

তোমাসিনো নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলল: 'আমি বিস্ফোরণের কথা বলতে এসেছি। আপনি শুনেছেন বিস্ফেরণের শব্দ?'

মেজর জোপোলো বলল: 'শুনেছি একটি বিস্ফোরণের শব্দ আধঘণ্টা আগে—তাতে কি?'

তোমাসিনো বলল: 'হ্যাঁ, আধ ঘণ্টা আগে।'

'কিসের বিস্ফোরণ?'

'মাইন বলেই বোধ হয়—আপনি যার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আমার দলের একখানি নৌকো বিধ্বস্ত হয়েছে।'

মেজর আসন ছেড়ে উঠলেন। তোমাসিনোর মুখে মাইন বিস্ফোরণের কথা

শুনে মেজরের মুখ থেকে রক্ত নিশ্চিহ্ন হল। ডেস্ক ঘুরে তোমাসিনোর পাশে এসে হাত রাখলেন তার কাঁধে।

তিনি বললেন : 'দোষ আমারই—তোমার নয়।'

তোমাসিনো বলল : 'দোষ আন্নেল্লোর—সে অতদূরে চলে গিয়েছিল। আমি মানচিত্র দেখেছিলাম—আমি জানি সে মাছ-ধরার নির্বিঘ্ন সীমার বাইরে ছিল।'

'বড় আক্ষেপের ব্যাপার'—বললেন মেজর।

তোমাসিনো বলল : 'আপনি দুঃখিত হবেন কেন? আপনার রাগ হওয়া উচিত।'

'আমার মনে হচ্ছে, আমিই খুন করলাম তোমার সহকর্মীদের।'

'মিস্টার মেজর, আপনি এখানে আসার আগেও দুর্ঘটনা অনেকে ঘটেছে—মানুষও মরেছে অনেক।'

তোমাসিনো তিরস্কারের আশঙ্কা করেই গিয়েছিল। তার অবহেলার জন্য তার দলের লোক দুর্ঘটনায় পড়েছিল। মেজর তাকে রেহাই দেবেন না। কিন্তু ঘটল অন্যরকম—সে-ই দিল মেজরকে সান্ত্বনা।

তোমাসিনো গমনোদ্যত হলে, মেজর বললেন : 'মাছ ধরা কিন্তু বন্ধ করবে না।'

তোমাসিনো : 'তা আর বলতে হবে না। চারখানি নৌকো এখনও মাছ ধরছে।'

মেজর বললেন : 'ভাল খবর।' একটু থেমে বললেন : 'আগামীকাল আসর তেমন জমবে না।'

তোমাসিনো বলল : 'আমারও তাই মনে হয়। আমার যাওয়া শোভন হবে না। আমি যে জেলেদের প্রধান বলে গণ্য।'

মেজর জোপোলো ইতস্তত: করলেন। যাতে শ্রুতিকটু না হয় সেইভাবে বক্তব্য উত্থাপন করলেন : 'তোমার কি মনে হয় তোমার পরিবারের লোকের বাড়ীতে থাকাই শ্রেয়?'

তোমাসিনো মেজরের চোখে চোখ রাখল। ব্যথাতুর তার মুখ—সে বলল : 'না, তীনা যাবে-ই।'

। ৩৫ ।

সেদিন সন্ধ্যা—সাতটা তখনও বাজেনি। মেজর জোপোলো দপ্তর কক্ষে কর্মব্যস্ত—আগামীকালের কাজের চাপ লঘু করে রাখাই তাঁর লক্ষ্য। দোরগোড়া থেকে একজন মহিলার ক্রন্দন ও সোরগোল শুনতে পেলেন—স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে দাসিতো নিবারণ করতে চাইছে তার প্রবেশ।

মেজর স্বয়ং দোর খুলে মহিলাকে আহ্বান করলেন। মহিলার কোলে একটি শিশু সন্তান।

ডেস্কে ফিরে আসার পথে মেজরের মনে একটি চিন্তা উদিত হল: ছেলেটির কাঁধে চড়বার বয়স নেই। অবশ্য সে চিন্তাকে তত আমল দিলেন না। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এল মেয়েটি—সন্তানের দেহ বেষ্টন করে মাথটি বুকের কাছে রেখেছে সে।

মেজর আসন গ্রহণ করতেই সে মর্মভেদী আর্তনাদে ভেঙে পড়ল: 'সেবার ম্যালেরিয়ায় মরতে মরতে যীশুর দয়ায় রক্ষা পেয়েছিল। আর একবার বসন্ত রোগের কবল থেকেও অব্যাহতি পেয়েছিল ফাদার পেনসোভেক্কিও-র প্রার্থনায়—ফাদারের কি সুন্দর বাৎসল্য-মাখা ছোট ছোট চোখ। কত আপদ-বিপদের মধ্যে দিয়ে ওকে মানুষ করেছি! ওগো, এখন আমি কি করব—কি উপায়?' অত্যন্ত মমতায় সন্তর্পণে চওড়া ডেস্কের উপর শুইয়ে দিল ছেলেটিকে। মেজর দেখলেন, ছেলেটি মৃত।

মহিলাটি স্বগত প্রলাপে মুখর হল। মেজর গরগানোকে ডেকে আনবার জন্য দাসিতোকে পাঠালেন।

মহিলার কাছ থেকে ঘটনা জেনে নেবার প্রয়াস ফলবতী হল না। শুধুই শুনলেন, হৃদয়-নিঙড়ানো বেদনা ও দীর্ঘশ্বাস। দু একবার 'ভারী-যান' শব্দটি তাঁর মুখে ধ্বনিত হয়েছিল।

গরগানো এল। ঘটনা তার অজ্ঞাত ছিল। সে চলে গেল সংবাদ সংগ্রহ করতে। অপর একটি শিশুকে নিয়ে ফিরে এল গরগানো। ঘটনা প্রকাশ পেল। আমেরিকান সামরিক 'ট্রাকের' ধাক্কায় নিহত হয়েছে বালকটি—গতি সংযত না করে গাড়ীটি শহর অতিক্রম করেছে।

অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে ঐ ছেলেটিও কলকণ্ঠে 'কারামেল-খাদ্য' প্রার্থনা করছিল পথের ধারে দাঁড়িয়ে। আমেরিকান সামরিক-যানগুলি থেকে সৈন্যরা খাবার যখন ছুঁড়ে দেয় তখন ভিড়ের অগ্রবর্তীরাই পেয়ে যায় খাদ্যদ্রব্য—ঐ ছেলেটি ও আর কজন তা লক্ষ্য করেছিল। তারা আর সবাইয়ের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। তারা ছোট্ট একটি দল গড়ে ফেলেছিল। মৃত ছেলেটি খাবার কুড়োবার ভার নিয়েছিল—এবং দলের আর কজন হাত ধরাধরি করে একটি বেষ্টনী সৃষ্টি করে অন্য সব ছেলেদের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। ক্ষমতায় ও বুদ্ধিতে তাদের কাছে এরকমভাবে প্রবঞ্চিত হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আর সকলে একযোগে ঐ বেষ্টনী ভেদ করতে চাইল। প্রথম ধাক্কায়ই তারা কৃতকার্য হল। দুষ্ট ছেলে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল—তাদের ঠেলা খেয়ে খাবার কুড়োনোয় রত বালকটি ভারসাম্য হারিয়ে টলে পড়েছিল চলমান একটি ট্রাকের মুখে—বাম্পারের আঘাত লেগেছিল তার কপালে।

ছেলেটির মাকে মেজর সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। তার শোক প্রশমিত করতে যথাসাধ্য যত্ন নিলেন।. আর্থিক সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন—শহরের বাসিন্দারা যাতে তার ভার নেয় সে ব্যবস্থাও তিনি করে দেবেন বলে কথা দিলেন। বিপুলকায়া স্বাস্থ্য-কর্তা সিন্নোরা কার্মেলিনা স্পিন্নাতো-কে ডেকে পাঠালেন। তাকে আদেশ করলেন এ মহিলার সমস্ত ভার নিতে—এবং উপযুক্ত কবর দেবার বন্দোবস্ত করে দিতে। এবার মহিলার দিকে ফিরে মেজর বললেন: 'এ ঘটনার জন্য আমেরিকানদের উপর আপনি বিরাগ পোষণ করবেন না। আপনার শোকার্ত মনে এটুকু ভুলবেন না যে, আমেরিকানদের উদার মনোভাবই ঐ শিশুদের টেনে এনেছে পথে, টেনে এনেছে বিপদের মধ্যে। খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে যদি তারা না বিলোত তা হলে পথে শিশুদের ছুটোছুটি করারও প্রয়োজন পড়ত না—প্রয়োজন পড়ত না ট্রাকের মুখে দাঁড়িয়ে প্রার্থী হওয়ার। এই উদারতাই মাঝে মাঝে অপরাধের কারণ হয়ে পড়ে—ডেকে আনে অহিত। এর জন্যই মূল্য দিতে হল আপনাকে—পরম শোক পেতে হল। কিন্তু এই সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি ভিন্ন আর কী নিয়ে আমরা ইউরোপে আসতে পারতাম বলুন! তাই অনুনয় করছি আপনি ঘৃণা করবেন না আমেরিকানদের।' মেয়েটি নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সিনোরা কার্মেলিনা স্পিন্নাতো তাকে নিয়ে চলে গেল।

মেজর বললেন: 'গরগানো, এমনটি যে ঘটতে পারে এ ভয় আমার

ছিল। শিশুরা অসুখী হবে বটে তবে এর পুনরাবৃত্তি আমাদের বন্ধ করতে হবে।'

হাত তুলে, চেটো টান করে গরগানো বলল : 'আমাদের কি করতে হবে?'

মেজর বললেন : 'আগামী কাল সন্ধ্যায় তুমি রটোন্তো ও তোমার কয়েকজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে ট্রাকে করে যাবে ঐ শিশুদের জমায়েতের ধারে। সবাইকে আটক করে নিয়ে যাবে থানায়। রাত হওয়া পর্যন্ত আবদ্ধ রাখবে তাদের। তারপর ওদের মায়েদের সংবাদ দেবে—তারা নিয়ে যাবে বাড়ীতে। আমাদের এই একমাত্র পন্থা। একটু ওদের শিক্ষা দিতে হবে।'

গরগানো মাথা নত করল। বলল : 'আগামীকাল রাত্রে সম্বর্ধনা-সভা। এ সভায় যোগ দিতে না পারলে বড় দুঃখ থেকে যাবে।' তার হাত দুটো প্রার্থনার ভঙ্গীতে জোড করা ছিল।

মেজর বললেন : 'গরগানো, আদানো-র শিশুদের জীবনের দাম মজলিশের চেয়ে অনেক বেশী।'

গরগানো হাত দুটো উঁচুতে তুলে অনুগত কণ্ঠে বলল : 'হ্যাঁ, মিস্টার মেজর।'

। ৩৬ ।

মজলিশের দিন—ঘটনাবহুল দিন।

সকাল সাড়ে নটা। জোপোলো তাঁর ডেস্কে কাজে ডুবে ছিলেন। জানতে পারলেন না কখন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীর একটি ট্রাক পালাৎসো-র সামনের পার্শ্বপথে নামিয়ে রাখল একটি পেটি।

'ক্বদে অফিসার'-দের দলপতি তাঁর সামনে একটি লিপি ধরার পর তাঁর ধ্যানভঙ্গ হল।

'প্রিয় মেজর : যুক্তরাষ্ট্র নৌ বিভাগ স্থল বিভাগকে এই সামান্য উপহারটুকু দিতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। তোমার জন্য ঘণ্টা পাঠালাম....' এটুকু পড়েই লাফিয়ে উঠলেন মেজর : 'কোথায় ঘণ্টা?'

আর্দালী দসিতো ধরতে পারল না প্রশ্ন।

মেজর বললেন : 'ঘণ্টা! ওরা পাঠিয়েছে আমাদের জন্য একটি ঘণ্টা।'

তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন ঝুল বারান্দায়। পালাৎসোর সম্মুখে পাহারা-রত সামরিক পুলিশকে চেঁচিয়ে বললেন: 'ওহে, পেটিটি পাহারা দাও। কেউ যেন নিয়ে সরে না পড়ে।'

সামরিক রক্ষী অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল: 'নাবিকদের মত হামলাচ্ছে দেখ। আমাকে আর কাজে উপদেশ দিতে হবে না।' অবশ্য সে ইচ্ছে করেই এমনভাবে বলল যাতে মেজর শুনতে না পান।

ঘরের মধ্যে ফিরে এসে দ্‌সিতোকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'আসল ঘণ্টাটি নামিয়ে নিয়ে যেতে ফ্যাসীদের কত সময় লেগেছিল?'

দ্‌সিতো বলল: 'ছ প্রস্থ দণ্ড এবং ভারার সাহায্যে ত্দিন লেগেছিল নামাতে, আর একদিন লেগেছিল পেটিতে পুরে নিয়ে যেতে।'

মেজর বললেন: 'আমি তো অত সময় সবুর করতে পারব না।' তিনি ফোন তুলে ইঞ্জিনীয়ার-বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

'কে, মেজর হার্ভে? আমি জোপোলো বলছি। আপনি যদি এ শহরের একটি বড় উপকার করেন তো ভাল হয়। আমাদের মজুরদের সে কাজ করতে যুগ চলে যাবে কারণ কাজটিতে সূক্ষ্ম কৌশল দরকার। এখানকার টাউন হলের চূড়ায় একটি ঘণ্টা ঝোলানোই কাজ। জন-আট লোক, একটি মজবুত দণ্ড ও ভারা—আর তার সঙ্গে ভারা সংস্থাপনের এবং ঘণ্টা তুলে দেবার একটি উন্নয়ন-যন্ত্র হলেই চলবে। পারবেন যোগান দিতে? চমৎকার! এক্ষুণি এসে যাবে? কত সময় লাগবে? আমি সাড়ে এগারটা নাগাদ প্রস্তুত থাকব—তাদের কাজ বুঝিয়ে দেব। মেজর, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

উত্তেজিত মেজর লেফটেনাণ্ট লিভিংস্টোনকে ফোনে ডাকলেন—ঘণ্টার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। বললেন: 'বিকেলের মধ্যে চূড়ায় স্থান পাবে ঘণ্টা—আমার সেই রকমই ধারনা। আজ রাতের মজলিশের উদ্বোধন করাও যেতে পারে ঘণ্টা বাজিয়ে। আসছ তো মজলিশে?'

'না এসে পারি—বল কি মেজর?'

'আচ্ছা ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে দেখা হবে মজলিশে, ক্যাপ্টেন।'

'ঐ সম্বোধন বাদ দাও। একটা কথা বলব বলব ভাবছিলাম, মেজর—'

'কি কথা?'

'আমি একজন লেফটেনাণ্ট, নৌ-বিভাগে ক্যাপ্টেন হতে অনেক সময় চলে যায়।'

মেজর বললেন : 'তাই নাকি ? আমি বলছি তুমি শীঘ্র ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হবে।' ফোন রেখে দিলেন মেজর। এবার লিপিটুকু পড়ে শেষ করলেন।

'....তোমার আগ্রহ আছে বলেই কোরেল্লি ও ঘণ্টাটির নেপথ্য-কাহিনী তোমাকে শোনাচ্ছি। ঘণ্টা-দান করে টুট ডাউলিং উদারতাই দেখিয়েছে। তবে 'কোরেল্লি' ডেস্ট্রয়ার-জাহাজের প্রাক্তন অধিকর্তা কোরেল্লি সম্বন্ধে যে ঘটনা টুট আমাকে বলেছিল তা নির্ভুল নয়। অবশ্য সে আমার সতীর্থ, খেলার সাথী—তাই তা ভুল দেখিয়ে এখন যদি তাকে নিউইয়র্কের ঠিকানায় চিঠি লিখি তবে সে ক্ষুণ্ণ হবে না। সে কোরেল্লি-কে ভুল বুঝেছিল। টুটের জবানীতেই বলছি : ভিনসেণ্ট কোরেলি গত যুদ্ধে তার 'ডেস্ট্রয়ার কোরেল্লি' নিয়ে উত্তর আটলান্টিকে পদপ্রদর্শকের কাজে ব্যাপৃত ছিল। একটি ইতালীয় মালবাহী জাহাজ, ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত হলে কোরেল্লি নিজের স্থান ত্যাগ করে চলে যায় সেখানে একটি রণতরী নিয়ে এবং জলমগ্ন ইতালীয়দের উদ্ধার করে। যারা নৌবহন বিষয়ে অজ্ঞ তারা বুঝতে পারবে না ঝড়ের সময় বিধ্বস্ত একটি ভাড়াটে-জাহাজের সান্নিধ্যে আসা কতদূর বিপজ্জনক। কোরেল্লির স্থান ত্যাগ করার কারণ এই—ওকে দোষ দেওয়া যায় না—আমার মতে। যাক্ সে কথা। ঘণ্টার ধ্বনি উপভোগ করছ তো ?

ভবিষ্যতে অসুবিধেয় পড়লে সোজা চলে আসবে নৌ-বিভাগে, কেমন ? আমার বিশ্বাস তুমি সব সময়েই সহযোগিতা পাবে।

ভবদীয়, রক রবার্টসন,

লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার—যুক্তরাষ্ট্র নৌ-বাহিনী।

দসিতো কাছেই ছিল। তার আহ্লাদ আর ধরে না। সে বলল : 'এ ঘণ্টার ইতিহাস আছে তো ?'

'আছে। ঘণ্টা স্থাপিত হলে তা তোমায় বলব। ঘণ্টাটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একটি ছোট ভাষণ দিলে কেমন হয়, দসিতো ?'

'নিশ্চয়ই সুন্দর হবে। আদানোর লোক ঘণ্টাটি সম্বন্ধে উৎসুক হবেই।'

'এ ঘণ্টার সার্থকতা—এর আদর্শ কি লোকে বুঝবে ? আমি কি তাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য করে বলতে পারব ?'

'মিস্টার মেজর, আপনি পারবেন। আমি বেশী চালাক না হলেও আপনার কথার মানে বুঝেছি।'

এগারোটার কিছু আগে জেলেদের শবযাত্রা মিছিল করে যাচ্ছিল পিয়াৎসার পথ ধরে। মেজর দাঁড়ালেন ঝুল-বারান্দায়। মিছিলের পুরোভাগে তিনখানা শকট—দু'খানায় আন্নেল্লো ও মেরেস্তিনোর শবাধার। শবাধারগুলির আকৃতি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি-র মত, উপরিভাগ পাটাতন দিয়ে ঢাকা। তৃতীয়টি-তে পাটাতন নেই—ফন্ৎসোর স্মৃতিতে ফুল দিয়ে পূর্ণ।

সাড়ে এগারোটার অনেক আগে নীচের রাস্তায় এসে ঘণ্টাধার পেটির পাশে দাঁড়ালেন মেজর—ইঞ্জিনীয়ারদের আগমন প্রতীক্ষায় রইলেন। পেটির ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেন এবং ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে মাঝে মাঝে ঘন্টাটি টিপে দেখতে লাগলেন—যেন কত আদরের বস্তু—যেন উপাদেয় খাদ্য।

সঠিক সময়ে হাজির হল ইঞ্জিনীয়ারদের দল। চূড়ায় ঘড়ি-ঘর দেখিয়ে নির্দেশ দিয়ে দিলেন মেজর। ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্টকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'কত সময় লাগবে? অনুমান করে বল।'

সার্জেন্ট বলল: 'কখনও কখনও আমার সহকারীদের পেটে খিল ধরে, তখন তারা তাড়াতাড়ি কাজ করতে চায় না। এরকম না ঘটলে অবশ্য ভাবনা নেই। আজও হতে পারে—আবার কালও হতে পারে। সবই নির্ভর করে....'

'আজই শেষ করে ফেলা চাই'—বললেন মেজর।

'সবই নির্ভর করে....'—বলেই তীব্র দৃষ্টি হানলে সহকারীদের দিকে। তারা কাজের জন্য ধীরে ধীরে একত্র হচ্ছিল।

মেজর দুপুরে মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্য গেলেন আলবের্গো দেই পেসকাতোরি-তে; খানার টেবিলে পদমর্যাদা উপেক্ষা করতেন মেজর। ক্যাপ্টেন বোর্থ বসেই ছিল; তার পাশে বসে পড়লেন, ঘণ্টার খবর দিলেন উচ্ছ্বসিত অন্তরে।

খুনসুটি করে বোর্থ বলল: 'প্রথম যেদিন আমরা এখানে আসি সেদিনের চেয়েও তুমি আজ বেশী আবেগ-প্রবণ হয়ে পড়েছ।'

'বোর্থ, রাখ তোমার বাজে কথা।'

বোর্থ আরও জ্বালাতন করবার জন্য বলল: 'না, আমি গুরুত্ব দিয়েই বলছি। এখনও যুদ্ধ চলছে। জেলেদের নৌকো বিস্ফোরণে উড়ে যাচ্ছে। রাস্তার শিশুরা গাড়ী চাপা পড়ছে। প্রতি ছজন লোকের মধ্যে একজন ম্যালেরিয়ায় প্রাণ হারাচ্ছে। এটা কি ঘণ্টার মধুর আওয়াজ শোনানোর সময়?'

মেজর জোপোলো বললেন: 'বোর্থ, জেলেদের জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হচ্ছি।

আমি ক্যাসাদে জড়িয়ে পড়তে পারি। আচ্ছা, আমার কোন দোষ হয়েছে—ত্রুটি হয়েছে? আমি মৎস্য শিকারে নৌ-বিভাগকে অনুমতি দিতে বাধ্য করেছিলাম।'

নিছক কৌতুক করবার জন্যই বোর্থ বলল: 'ঐ ব্যাপারে বিপত্তিতে জড়িয়ে পড়া আশ্চর্যের নয়। তোমাকে কর্মচ্যুত হয়ে স্বদেশে ফিরে যেতেও হতে পারে!'

মেজর জোপোলো বললেন: 'তা হতে পারে না। তা ওরা করবে না।'

বোর্থের এ কৌতুক যে একদিন মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে সে সেদিন তা ভাবতেও পারে নি।

বোর্থ বলল: 'কর্তৃপক্ষ কি না করতে পারে? সামান্য মাতলামি করার জন্য বিমান বাহিনীর একজন স্বদেশে প্রেরিত হয়েছিল।'

মেজর জোপোলো বললেন: 'তারা তা করবে না। এখানে কত কাজ এখনও করার রয়েছে; ভাব দেখি, এখানে একজন হৃদয়হীন শাসক এলে কি হত? পণ্টেবাস্‌সো শহরের শাসকের মত বদ-মেজাজের লোক এ শহরে এলে এদের কি দুর্দশা হত বলত?'

বোর্থ বলল: 'তুমি নিজের মঙ্গল চাও না? তুমি নিজেকে ভালবাস না?'

মেজর জোপোলো বললেন: 'ছাড় ও কথা। বোর্থ, মাঝে মাঝে তুমি কি রকম রাসভারী হয়ে ওঠ।'

বারোটা পঁচিশে দ্‌সিতো দৌড়ে এসে খবর দিল যে, ঘণ্টাটিকে পেটি-মুক্ত করা হয়েছে—সুদৃশ্য তার আকৃতি।

বোর্থকে সঙ্গী করে ঘণ্টা দেখতে যাবার ইচ্ছে ছিল মেজরের।

বোর্থ বলল: 'সামনের সুস্বাদু খাবার ছেড়ে যেতে সাধ নেই আমার।'

পথে আর্দালী দ্‌সিতো বলল: 'পাছে ভুলে যাই তাই বলে রাখছি। শহরের কর্মকর্তারা জরুরী কাজে বেলা চারটেয় দেখা করবে আপনার সঙ্গে।'

মেজরের দুশ্চিন্তা হল—বললেন: 'জেলেদের প্রসঙ্গে নাকি?'

দ্‌সিতো প্রথমে বলল: 'আমি সামান্য আর্দালী মাত্র। কর্তাদের মনের হদিস কি করে পাব?' তারপর মেজরের মনঃপূত যাতে হয় সেইজন্য 'না, জেলেদের প্রসঙ্গ নয়।'

মেজর বললেন: 'ও, তা হলে কর্তাদের মনের কথা বোঝবার কৌশল আদার্লীর জানা আছে?'

দ্‌সিতো মুচকি হাসল।

পার্শ্বপথের উপরে দাঁড় করানো হয়েছে ঘণ্টাটিকে। পেটির ভগ্নাংশ আশে পাশে রয়েছে ছড়ানো। কিছু লোক জড়ো হয়ে ইঞ্জিনীয়ারদের কাজ দেখছিল। বুড়ো কাকোপার্দো তদারকির ভার স্বেচ্ছায় নিয়েছে—সেই-তো ঘণ্টার মূল্য সম্বন্ধে মেজরকে প্রথম দিন সচেতন করেছিল—অথচ তার ইতালীয় ভাষা ইঞ্জিনীয়াররা বুঝছে না। মেজর আসতেই কাকোপার্দো বলল: 'সান এঞ্জেলো গীর্জার ঘণ্টা-বাদক গুৎসো-কে ডেকে পাঠিয়েছি। সে বাইরেটা একবার দেখেই ঘণ্টার গুণাগুণ বুঝতে পারবে। তার সমর্থন না পেলে ঘণ্টা ফিরিয়ে দিতে হবে।'

ব্রোঞ্জের তৈরী ঘণ্টা। 'কোরেল্লি' জাহাজের লোকেরা কষ্ট করে পালিশও করে দিয়েছে। বর্ণচ্ছটা রোদে জ্বলা সোনার মত। একপাশে খোদাই করা রয়েছে কটি শব্দ: যুক্তরাষ্ট্র-জাহাজ কোরেল্লি। আমেরিকা এবং ইতালী।'

মেজর ঘণ্টায় উৎকীর্ণ লিপি পাঠ করছিলেন।

কাকোপার্দো বলল: 'কোরেল্লি লোকটি কে? তার নাম আদানো-র ঘণ্টার গাত্রে মুদ্রিত কেন?'

মেজর বললেন: 'ঘণ্টা খাটানো হলে এর আখ্যান বলব।'

রাস্তা থেকে একটি ঢিল কুড়িয়ে ঘণ্টা গাত্রে তা দিয়ে টোকা দিলেন—শব্দ হলো তবে প্রাণহীন, কারণ ঘণ্টাটি কাঠের উপর বসানো ছিল।

মেজর বললেন: 'ধ্বনি কেমন হবে কে জানে?'

কাকোপার্দো বলল: 'গুৎসো ঠিক বলতে পারবে।'

গুৎসো সময়মত এসে পড়ল। কাকোপার্দোর বয়সী হবে। তার হাত দুটি —বিশেষতঃ কব্জির উপরের অংশ সুঠাম। কিন্তু দেহের অন্যান্য অংশে জরার প্রকোপ সুস্পষ্ট।

ভিড়ের কেন্দ্রস্থলে ঘণ্টার ধারে তাকে আহ্বান জানাল কাকোপার্দো, পরীক্ষা করতে বলল সেটিকে। বাদক বার বার প্রদক্ষিন করল ঘণ্টাটি—তারপর ঘণ্টার উর্ধ্ব থেকে অধো পর্যন্ত হাতের চেটো বুলিয়ে নিল একবার উবু হয়ে। হাত সরিয়ে একবার তাকাল ঘড়ি-ঘরের দিকে যেখানে কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ার ভারা বাঁধছিল—তাকাল উৎকীর্ণ লিপির দিকে। তার ইচ্ছায় কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ার ঘণ্টাটির তলভাগ উর্ধ্বমুখী করে দিল—সে দৃষ্টি সঞ্চালিত করল ঘণ্টার গহ্বরে।

অবশেষে সটান হয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলল: 'নিখুঁত।'

কাকোপার্দো প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন : 'গুৎসো বাড়িয়ে বলে না। তার কথায় ফাঁকি নেই। অনিন্দ্য ঘণ্টাই পেয়েছি আমরা।'

মেজর বললেন : 'তৃপ্তি পেলাম।'

বেলা একটার কিছু পরে মেজর ঘরে ফিরলেন কিছুক্ষণ গড়িয়ে নেবার আশায়। মজলিশের জন্য শরীরটাও ঝরঝরে হবে এবং ভাষণটুকুও ঝালিয়ে নেওয়া যাবে। শয্যায় শায়িত মেজরের মনে উত্তেজনা-প্রসূত চিন্তার ঘূর্ণি—চাঞ্চল্য থিতিয়ে যাবার পর পরিস্ফুট হল তাঁর বিচিন্তা। প্রথমে তিনি প্রাচীন ঘণ্টার অপসারণ সম্বন্ধে দু'একটি ছত্র বলবেন। তারপর বলবেন—কি ভাবে আদানোর অধিবাসীরা তাঁর হৃদয়ে ঘণ্টা-আহরণের উদ্দীপনা জাগিয়েছে। ক্রমে বলবেন কোরেল্লি-র কাহিনী—ইতালীয়দের প্রতি তার অবদান এবং ঘণ্টা-লিপির বর্তমান তাৎপর্য। আমেরিকার স্বাধীনতা-ঘণ্টার কিছু পরিচয়ও নিঃসম্পর্ক নয়। সে ঘণ্টার চিড় এবং লিপির পরিচয় তিনি জেনে নিয়েছিলেন 'অধিকৃত অঞ্চল-শাসনের' সদর কার্যালয় থেকে। আদানোর অধিবাসীদের তিনি শোনাবেন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘণ্টায় উৎকীর্ণ মনীষী লেভিটিকাস-এর বাণী : 'সারা দেশে স্বাধিকারের আদর্শ ছড়িয়ে দাও—দেশবাসীকে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ কর।'

ভাষণের পরবর্তী অংশ স্বতোৎসারিত হল প্রাঞ্জলভাবে। নূতন ঘণ্টা, আদানো-তে তার অস্তিত্বের সার্থকতা এবং আদানোর অধিবাসীদের সম্বন্ধে ভিক্টর জোপোলোর সমস্ত সদিচ্ছা—ক্রমান্বয়ে উপযুক্ত কথার মাধ্যমে উচ্চারিত হতে থাকল তাঁর মুখ থেকে! তিনি ভাষা খুঁজে পেলেন—সে ভাষা সত্যে

।

বেলা দুটোর সময় ভিচিনামারে থেকে ডাক-হরকরা মোটর সাইকেলে চড়ে ডাকের থলি পালাৎসোর সম্মুখের পার্শ্বপথে ফেলে চলে গেল। বোর্থের চোখে পড়ল এ দৃশ্য। ডাক সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে রাস্তা পেরিয়ে পালাৎসোয় এসে ঢুকল সে মেজরের দপ্তর-কক্ষে।

সার্জেণ্ট বোর্থের কোন পত্র ছিল না। মেজরের জন্য অপেক্ষা করবার ইচ্ছায় অন্যান্য চিঠিপত্রের উপর চোখ বুলিয়ে গেল সে। তখনই দেখতে পেল সেই পত্রটি, মেজর জোপোলোর প্রতি হুকুমনামা :

'(১) পরিবহণ পাওয়া মাত্রই ভিচিনামারে বন্দর হয়ে আলজিয়ার্সের স্থল বাহিনীর সদর কার্যালয়ে রওনা দাও।

(২) রণক্ষেত্রের স্থলবাহিনীর সদর কার্যালয় থেকে নূতন কর্মস্থলের নির্দেশ পাবে।

(৩) আদ্রানোতে খচ্চর-যান প্রবেশ নিষিদ্ধ করে ৪৯-ডিভিসনের সেনাপতি মার্ভিনের প্রদত্ত আদেশ বিনা পরামর্শে স্বেচ্ছায় পরিবর্তন করার জন্য এ হুকুমের উৎপত্তি।' আদেশের পাদদেশে সেনাপতি মার্ভিনের স্বাক্ষর।

পত্রটি মুড়ে পকেটে রেখে নিষ্ক্রান্ত হল সার্জেন্ট বোর্থ।

ফ্যাসিও-র সামরিক পুলিশের প্রধান ঘাঁটিতে পৌছে -ক্যাপটেন পারভিস্‌কে বলল : 'মেজর বদলী হয়েছে।'

পারভিস বলল : 'কি গাঁজাখুরি কথা বলছ ?'

'ঠিকই বলেছি। তাকে নূতন পদ নেবার জন্য আলজিয়ার্সে যেতে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।'

'কেন ?'

'অবাধ্যতা। খচ্চর-যান সংক্রান্ত মার্ভিনের আদেশ প্রত্যাহার করা। আমার অনুমান, শহরের বাইরে খচ্চর-বধের পর সেনাপতি এ আজ্ঞা জারী করেছিলেন।'

ক্যাপ্টেন তার লিপির কথা ভুলেই গিয়েছিল। এখন মনে পড়ায় তার বাক্‌রোধ হল। সে শুধু বলল : 'কি বিশ্রী ব্যাপার !'

বোর্থ বলল : 'সত্যিই বিশ্রী। মেজর সবে এ শহরে কল্যাণব্রত উদ্‌যাপনে অগ্রণী হয়েছিল।'

ক্যাপ্টেন পারভিস বলল : 'হ্যাঁ—।' বলেই একটু শঙ্কিত হয়ে থামল ক্যাপ্টেন। এ লোকটি বিচিত্রপথে পেটের কথা টেনে বার করে।

'কি করে জানলে যে মেজরেয় ডাক এসেছে ?'

বোর্থ বলল : 'মেজরের দপ্তর-কক্ষে আজ্ঞা-লিপি স্বচক্ষে দেখলাম।'

'মেজর জেনেছে এ আজ্ঞা ?'

'না, মেজর দপ্তরে ছিল না। আমার কাছে রেখেছি ঐ লিপি ! আজ রাত্রের মজলিশের আগে আর তা দেখাচ্ছি না।'

চারটে বাজার পনের মিনিট আগে দপ্তরে এলেন মেজর। ডাকের চিঠিপত্র

দেখলেন। কর্নেল সারটোরিয়াস-কে পাঠানো একটি বার্তা অদল-বদল করলেন। ঠিক চারটে-তে দসিতো এল। বলল: 'কর্মকর্তাদের সঙ্গে এখন কথা বলবেন?'

মেজর সম্মতি দিলেন।

বুড়ো বেলাঙ্কা, গরগানো, সাইত্তা, দার্গা, রোটোণ্ডো, সিনোরা কার্মেলিনা এবং তাল্লিয়াভিয়া রঙ্গমঞ্চে ঢুকল—মুখে তাদের হাসিখুশি ভাব। মেজর আশ্বস্ত হলেন।

বুড়ো বেলাঙ্কা বলল: 'আমাদের সশ্রদ্ধ একটি উপহার দেব আপনাকে।'

দার্গা নিজেকে দমন করতে পারল না, বলল: 'আমরা মিস্টার মেজরকে একখানি মিস্টার মেজর উপহার দেব।' সকলে মুচকি হাসল।

বেলাঙ্কার অঙ্গুলিহেলনে প্রথম বাঁধানো ফোটো, এবং পরে লোজাকোনোর অঙ্কিত প্রতিকৃতি এনে বসালো দসিতো। আনন্দে আত্মহারা হয়ে মেজর দাঁড়িয়ে পড়লেন—বল্লেন, 'ও, এই কাণ্ড। তাই আমার ফোটো তুলে নেওয়া!'

গরগানো বুড়ো স্পাতাফোরোর ভঙ্গি নকল করল। কাল্পনিক ক্যামেরায় একহাত রেখে ও বাল্‌বে আর এক হাতের চাপ দিয়ে ভাঙ্গা গলায় বলল: 'যুবক, তোমার দুর্বলতা ধরা পড়ে গেছে। নিজের মুখ দেখবার জন্য তুমি ব্যাকুল।'

এবার সকলের সঙ্গে মেজরও হেসে উঠলেন। বুড়ো বেলাঙ্কা গলা ঝেড়ে নিল। সবাই যেন আদেশমতো নীরব হল। মেয়র বলল: 'আমি অনেক কাল ধরে আদানোর দলিলপত্র-কর্তা। বাণী দেওয়ায় অভ্যস্ত নই, আজও দিতে আসিনি। এঁরা আমাকে বলতে বলেছেন যে, লোজাকোনোর হাতে আঁকা এ সুরম্য চিত্রটি সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও, এমন কি নিকৃষ্ট হলেও এটি আপনার হাতে তুলে দেব কারণ আমরা দেখাতে চাই যে—'

বুড়ো বেলাঙ্কার শব্দভাণ্ডার নিঃশেষ হওয়ায় সে বিরত হল।

ঢোঁক গিলে আবার বলল: 'এরা বলতে চান যে এই চিত্রটি—'

দিশাহারা মেয়র সকলের মুখের দিকে তাকাল অসহায় দৃষ্টিতে। গরগানো অসম্পূর্ণ বাণী সম্পূর্ণ করে দেবার জন্য দু'হাতে দু'টি বৃত্ত রচনা করে তার দুচোখের গোড়ায় রেখে বলল: 'এ চিত্রটির চোখ দুটি সততা-মাখানো।'

দার্পা ছবিটির দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল: 'এর চিবুক শক্তির আধার।'

গরগানো এক হাতে নিজের কান টেনে ধরে বলল: 'এর কান সতর্কতার পরিচয় দিচ্ছে।'

ঝাড়ুদার সাইত্তা সমঝদারের মত বলল: 'চুলের সাজে রয়েছে পারিপাট্য।'

সর্বশেষে বেলাঙ্কার মনে পড়ল শেখানো কথা : 'ত্বগালে সমবেদনার উত্তাপ প্রকাশমান।'

দেহের ত্বপাশে প্রলম্বিত হাত নিথর রেখে বিনীতভাবে বলল গরগানো : 'ছবির মানুষটি আদানোর সমস্ত অধিবাসীর সুখবিধানে যত্নশীল। মখের এ ভাবটি অমূল্য।'

বুড়ো বেলাঙ্কা বলল : 'লোজাকোনো অপূর্ব একটি ছবি এঁকেছে। আপনি এটি গ্রহণ করুন।'

মেজর জোপোলো বলল : 'ধন্যবাদ।' আদানোর কর্মকর্তারা দ্রুত প্রস্থান করল—আর মেজর বসে রইলেন বাক্যহারা হয়ে।

পাঁচটার কিছু আগে ইঞ্জিনীয়ারদের দলপতি সার্জেণ্ট এসে বলল : 'আমরা একটু মুস্কিলে পড়েছি স্যার।'

'কি হলো ?''

'যে দাঁড়ের গায়ে ঘণ্টা ঝোলানো হবে সেটি এ ঘণ্টাটির তুলনায় বড়। অন্য একটি দাঁড় সংগ্রহ করতে হবে।'

'পাওয়া যাবে অন্য দাঁড় ?'

'নিশ্চয়ই। তবে আমাদের কাজে কিছু বাধা পড়বে আর কি।'

'কত দেরী হবে ?'

'দাড় খুঁজে আনার সময়ের উপর তা নির্ভর করছে।'

'আজ বিকেলের মধ্যে শেষ হবে না ?'

'সম্ভবতঃ নয়। তবে সকালে দেখবেন ঘণ্টা ঝুলছে।'

সাতটার কিছু পরে 'কারামেল'-খাদ্য প্রার্থী শিশুদের গ্রেপ্তার করতে বেরোল গরগনো।

রটোন্ডো ও কারাবিনিয়ারি রক্ষী বাহিনীর ত্বজন রক্ষী সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ট্রাকযোগে গরগানো যাত্রা করল 'ভিয়া উমবের্তো প্রথম' ধরে। তারা দেখল শিশুরা যথারীতি প্রতিটি সামরিক-যানের নিকটে এসে চেঁচাচ্ছে : 'কারামেল ! কারামেল !'

তাদের পুলিশ-যান শিশুদের পাশ কাটিয়ে 'ভিয়া ফাভেমি'-র ধার দিয়ে যখন আবার ঘুরল পূর্বপথে তখন পুলিশ-যান দেখেও তারা প্রার্থনা জানাল : 'কারামেল ! কারামেল !' গরগানোর মাথায় একটি বুদ্ধির স্ফুরণ হলো।

পুলিশ-যান শিশুদের ভিড়ের সান্নিধ্যে আসতেই গরগানোর আদেশে ট্রাকের পিছনের ডালা খুলে দেওয়া হল এবং একটি ছোট মই পেতে দেওয়া হল। গরগানো উচ্চস্বরে বলল : 'এসো সব খোকারা। নিয়ে যাও কারামেল।'

পুলিশ-যান দেখে শিশুরা ত্রস্তে পিছিয়ে গেল প্রথমে। কিন্তু গরগানো সাদরে দুহাত তুলে আমন্ত্রণ জানাল : 'এসো না। কারামেল দিয়ে চড়ুইভাতির আয়োজন হয়েছে। যে আগে আসবে, সে আগে পাবে। এস, গরগানো-র সাথে ভোজে যোগ দাও।'

শিশুরা দ্বিধায় পড়ল। তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

গরগানো মুখে খাদ্য পুরে দেওয়ার অভিনয় করে বলল : 'কারামেলের পাহাড়। এস আমার সঙ্গে চড়ুইভাতিতে। কলরব নেই, কাড়াকাড়ি নেই—শুধু আহার। গরগানোর সাথী হও।'

ধোপদুরস্ত সাইত্তার ছোট ছেলেটিই প্রথম প্রলুব্ধ হল। সে তার পাশের শিশুদের বলল : 'আমি চললাম। গরগানো আমার বাবার বন্ধু। সে আমাদের 'কারামেল' দেবে—অথচ খাটাবে না।' গরগানো উচ্চকণ্ঠে তাকে অভ্যর্থনা করল : 'লক্ষ্মী ছেলে! সোনা ছেলে! চালাক ছেলে! তুমি আগে এসেছ—তুমি পাবে পরিমাণে বেশী।'

এবার জলস্রোতের মত সিঁড়িতে পা দেবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল—সঙ্গে চলল চীৎকার : 'কারামেল! কারামেল!'

একটি শিশু বড় গলায় বলল : 'আজ যারা আসেনি তারা আফশোস করবে।'

অপর একজন বলল : 'তাদের না-ডাকা স্বার্থপরতা হবে।'

আর একজন বলল : 'উগো-র ছেলে আন্তোনিনাকে দেখছি না। আমি তাকে ডেকে আনছি।' সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

অপর আর একজন বলল : 'একটু দাঁড়াও। রোমানোকে নিয়ে আসছি।'

অন্য একজন বলল : 'লাল-চুল অক্কিপিন্তি আসে নি কেন? খবর দিচ্ছি তাকে।'

পিতার মতই বোকা ক্ষুদে এর্বা বলল : 'একজন এখানে নেই। নামটা মনে করতে পাচ্ছি না।'

সঙ্গীদের ডেকে আনতে যখন ছুটল শিশুরা তখন গরগানো বলল : 'শীগ্‌গির—শীগ্‌গির। আমাদের হাতে সময় কম। ছেলেবুড়ো, উভয় দলের একসঙ্গেও

একটি ভোজসভা আছে। 'কারামেল'-এর জন্য গরগানো বেশী সময় দিতে পারবে না।'

ক্ষুদে এর্বা বলল : 'নীল-জামা-পরা ছেলেটির নাম যেন কি? আহা, কি যেন নাম?'

যারা চলে গিয়েছিল তারা দৌড়ে এল বন্ধুদের নিয়ে।

ট্রাক-ভর্তি শিশু কলরব করে চলল : 'কারামেল! কারামেল!'

ক্ষুদে এর্বা তখনও নামটি স্মরণ করে উঠতে পাচ্ছে না। সবাই যখন ট্রাকে উঠে পড়ল তখন সে চেঁচিয়ে বলল : 'কাক্—কাক্—এবার মনে পড়েছে। কাকোপার্দো।' বলেই সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে বলল : 'একটু থামো। নীল পোষাক পরা কাকোপার্দোকে নিয়ে আসছি। ও আমার হাত ধরে চলে। একটু দাঁড়াও।' ছোট এর্বা এক দৌড়ে অদৃশ্য হলো।

গরগানো অধীর হয়ে পড়েছিল। সাতটা কুড়ি বেজে গিয়েছে—মজলিশ বসবার এই সময়। কুয়াত্রোক্কি-র বাড়ীর দিকে জোড়ে জোড়ে নারীপুরুষ চলেছে রাস্তা দিয়ে। খানিকটা গিয়েই ক্ষুদে এর্বার হুঁস হল যে, কাকোপার্দো-র বাসা সে চেনে না। সে নাম ধরে জোরে জোরে ডাকল—কেউ সাড়া দিল না। কাউকে জিজ্ঞেস করবে ভাবল—কাউকে চোখে পড়ল না। তাই পিতার কাছে সন্ধান নেবার জন্য বাড়ীর দিকে পা ফেলল।

গরগানোর আর অপেক্ষা করার সময় নেই। সে ট্রাক্ ছেড়ে দেবার হুকুম দিল। শিশুর দল সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল : 'কারামেল! কারামেল!'

ট্রাক চলল থানার দিকে—যেখানে 'কারামেল'-এর নামগন্ধ নেই।

কুয়াত্রোক্কির বাসভবনের সদর-অলিন্দে সম্বর্ধনা সমিতির সভ্যরা ছিলেন অপেক্ষমান। ভারপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বেলাঙ্কা ও বুলবুল-পুচ্ছ কোট পরিহিত কাকোপার্দো অভ্যর্থনায় উৎসুক। সারা আদানোতে কাকোপার্দোই এমন অনুপম কোটের মালিক। ক্র্যাস্কিও উপস্থিত ছিল এবং প্রথামত নৈশভোজের প্রাক্কালে তিন বোতল মদ্যপান করে চুর হয়েছিল। নারীমহলের সুযোগ্যা প্রতিনিধি সিনোরা কার্মেলিনার পাশে পক্ককেশ লোজাকোনাও দাঁড়িয়েছিল। শিল্পকৃতির জন্য সেও আজ আমন্ত্রণ পেয়েছে। জেলেদের শোকের শরিক তোমাসিনো অনুপস্থিত—আর অনুপস্থিত অন্যত্র কর্তব্যরত গরগানো।

ভোজ-পর্ব সুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে মিনিট দশেক আগে।

তত্ত্বাবধায়ক জিউসেপ্পে অন্দরে রপাক খাচ্ছে এবং বারবার বলছে: 'মিস্টার মেজর এলেন বলে।'

ঠিক এই মুহূর্তে মেজর ছিলেন তীনার বৈঠকখানায়। মেয়েদের যা প্রকৃতি —তীনার বেশভূষা সাঙ্গ হয়নি অথবা প্রস্তুতির কথা স্বীকার করায় তার ছিল আপত্তি। শেষকালে আটটা পনের মিনিটের সময় সে সেজেগুজে ভেতর থেকে বেরোল। এত সময় বসিয়ে রাখায় মেজরের মনের কোণে যে বিরক্তির মেঘ জমছিল তার সাদাসিধে শুভ্র ব্লাউজ ও ঢোলা লাল ঘাঘরার সম্ভ্রান্ত পরিচ্ছদ দেখেই তা কেটে গেল। তিনি বললেন: 'এ সজ্জার জন্য সারারাত ঠায় বসে থাকতে পারি।'

তীনা সমাদর মেনে নিল। বাঁ হাত দিয়ে ঘাগরা একটু গুটিয়ে ধরে ডান হাত এগিয়ে দিল মেজরের উদ্দেশে। মেজর হাতে নিল সে হাত—তোমাসিনো ও রোজা-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল দুজনে। আর এদিকে তখন হাঁপাতে লাগল রোজা—মেয়েকে সাজাতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে।

'ভিয়া উম্‌বের্তো প্রথম' ধরে যুগল নর-নারী হেঁটে চলল। সন্ধ্যার অন্ধকারের ঘোরে রাস্তার ওপাশে জড়াজড়ি করে ক্রন্দনরত দুটি অস্পষ্ট মূর্তি দেখতে পেল তারা। ওধারে গিয়ে মলিন-বেশ এর্বার পুত্র ও জমকালো-বেশ কাকোপার্দোর নাতিকে চিনতে পেরে মেজর জোপোলো তাদের আদর করলেন—জানতে চাইলেন ব্যাপারটা।

ফুঁপিয়ে বলল এর্বার ছেলে: 'কারমেল ভোজে যেতে আমাদের দেরী হয়েছে।'

কাকোপার্দোর নাতি বলল: 'বড্ড দেরী হয়েছে।'

এর্বার শিশু বলল: 'কারামেল-এর চড়ুইভাতি। আমরাই শুধু যেতে পেলাম না।'

মেজর জোপোলোর মনে পড়ল—গরগানোর প্রতি তাঁর আদেশ। তিনি বললেন: 'দুঃখ করো না। চল আমাদের সাথে বড়দের মজলিশে।' তীনা এবং মেজর দুজনে দুটি শিশুর হাত ধরে পা চালাল কুয়াত্রোক্কির বাড়ীর দিকে।

কুয়াত্রোক্কির বাড়ীতে ঢুকতেই মদের ঘোরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ক্র্যাক্সি বলল: 'আরে, হা মা মেরী! মেজর একেবারে সপরিবারে! দুটি ফুটফুটে ছেলেরও পিতা। আর সুন্দরী —' ছেলে দুটির মাথায় হাত বুলিয়ে মহিলার দিকে চোখ

ফেলতেই থেমে গেল সে। ঢোক গিলে ফেলল—মেজরের স্ত্রী নয়, স্বয়ং তীনা। সে লজ্জা পেল।

অভ্যর্থনা সমিতির সকলে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে এসে গেল। তাদের সম্বর্ধনার কলরোলে ক্র্যাক্সির মাথা আরও গুলিয়ে গেল। বুড়ো কাকোপার্দো তাঁর সুসজ্জিত নাতি ও মলিন-বেশ এর্বার হাত ধরলেন এবং তারপর সারা সন্ধ্যা তাদের কাছে কাছে রাখলেন।

এ রকম সার্থক মজলিশের অভিজ্ঞতা এ শহরের লোকের ছিল না—তারা পেল অপরিসীম পরিতৃপ্তি। অভিনন্দনের ধারায় অবগাহন করতে লাগল সংগঠক জিউসেপ্পে। শ্যাম্পেনের বান ডেকে গেল। ক্যাপ্টেন পারভিসের সাধ পূর্ণ হল। আকণ্ঠ মদ্যপান করেছিল পারভিস। সেই পরিপূর্ণ মত্তাবস্থায় যে কোন সুন্দরীকে নিয়ে লালসা চরিতার্থ করাতেও বাধা ছিল না। ক্র্যাক্সি বজায় রাখল তার আনন্দের হিল্লোল। কুঁড়ে ফাত্তা বার তিনেক সুরা গলায় ঢেলে একটি নির্জন ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। হেঁড়ে-গলা গাড়ী-চালক আক্রস্তি পিয়েত্রো গান গেয়ে মনোরঞ্জন করল অতিথিদের। সম্পূর্ণ মাতাল পারভিসকে একান্তে টেনে নিয়ে এসে কুমারী-প্রতিম লউরা সোফিয়া ব্যতিব্যস্ত করে ফেলল চুম্বনের পর চুম্বনে।

যুগল-নৃত্যে মাতল নিকোলো ও তার প্রেম-পাত্রী। মজলিসের প্রাক্কাল থেকেই সার্জেন্ট বোর্থ দুঃসহ মনোবেদনায় আবিল ছিল—সে নড়ল না মদের ভাঁড়ের কাছ থেকে। ক্রমে ক্রমে অবশ হয়ে পড়ল সে—এবং পুলকিত ক্র্যাক্সির সঙ্গে লেগে রইল।

একফাঁকে ঝুল বারান্দায় সকলের অলক্ষ্যে গিয়ে দাঁড়াল মেজর জোপোলো ও তীনা।

তীনা বলল : 'তুমি সুখী হয়েছ ?'

মেজর জোপোলো বললেন : 'সেবার ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে একই কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে।'

তীনা বলল : 'সেবার আলাপের ছলে বলেছিলাম।'

'আর আজ ?'

'আজই সত্যি করে জিজ্ঞাসা করছি : তুমি কি সুখী ?' অন্ধকারের পটে দ্যুতিময় তীনার মুখ মেজরের মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন-চিহ্নের মত দোদুল্যমান।

মেজর বললেন : 'আদানোয় কাটানো দিনগুলির মধ্যে এই দিনটিই মধুরতম, অবিস্মরণীয়।' -

'তা হলে সেদিনকার প্রতিশ্রুত কথাটি শোনাও।'

'বলব। তবে তোমার মনের নিভৃতে জিঅরজিওর স্মৃতি কতটা গভীর এখনও তা না জানলে—'

তীনা বলল : 'তা এখন তলিয়ে দেখতে চাই না।' তীনার স্বরে অন্তর্নিহিত প্রগল্‌ভতার আভাস ঝিলিক দিয়ে গেল।

তিনি বললেন : 'কেন ?'

তীনা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল—বলল মৃদু কণ্ঠে : 'কারণ তোমার প্রতি আমার মনোভাব আমি জেনে ফেলেছি।'

মেজর ব্যবধান কমিয়ে ফেললেন এবং বললেন : 'আমি ঐ কথাটুকুই বলতে চেয়েছিলাম। তীনা, আমি আমার মন সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তোমার সান্নিধ্যেই আমার প্রকৃত সুখ।'

মেজর চুম্বন করতে উদ্যত হলে তীনা বলল : 'ও কি ?'

মেজর বললেন : 'কিসের কথা বলছ ?'

সে বলল : 'ঐ যে সোরগোলের শব্দ—তুমি শুনতে পাওনি ?' বাতাসে ভেসে আসছিল গোলমালের শব্দ। অনেকক্ষণ ধরেই হৈ-চৈ-য়ের শব্দ প্রবাহিত হচ্ছিল—তবে এ গৃহের অন্দর-মহলের কলরবে তা ঢাকা পড়েছিল। এখন বাইরের কোলাহল চড়তে লাগল।

মেজর বললেন : 'কিসের গোলমাল বলে মনে হয় ?'

তীনা বলল : 'আমি এ ধরনের সোরগোল শুনিনি কখনও।'

বাঁ দিকে আঙুল দেখিয়ে মেজর বললেন : 'ঐ প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে। ঐ দিকটায় কি কি আছে ?'

সে বলল : 'ঐ দিকে রয়েছে অরফ্যানেজ গীর্জা, কাকোপার্দোর বাসভবন, দ্সাপুল্লার রুটির দোকান এবং থানা—'

'থানা !' মেজর তীনার বাহু আকর্ষণ করে বললেন : 'এস আমার সঙ্গে।'

যতই তারা থানার সমীপবর্তী হতে লাগল কোলাহলও উচ্চ থেকে উচ্চগ্রামে চড়তে লাগল সন্ধ্যার বাতাস ভারাক্রান্ত করে। থানার ধারে আসতেই পরিষ্কার শোনা গেল বহু শিশুর ক্রন্দন ও আর্তকণ্ঠ।

থানার অভ্যন্তরের দৃশ্য চমকপ্রদ। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ধাপে ঘর্মাক্ত

কলেবর গরগানো। নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে ভাঙ্গা গলায় সে সমবেত শিশুদের বোঝাতে চাইছে যে, থানায় মেঠাই থাকে না। কিন্তু শিশুরা রোরুদ্যমান, ক্রুদ্ধ চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করছে—তারা মিথ্যাবাদীর ভয়ঙ্কর দোষকে ক্ষমা করবে না।

শিশুদের ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে মেজর জোপোলো উঠলেন্ সিঁড়ির কয়েক ধাপ। মিস্টার মেজরকে দেখে একত্রে তারা ঠেলাঠেলি করে চীৎকার জুড়ে দিল: 'কারামেল! কারামেল!' মেজর হাত তুললেন। ক্রমে হট্টগোল ঝিমিয়ে গেল। একটু প্রতীক্ষা করলেন মেজর। এখন পরিপূর্ণ স্তব্ধতা—শুধু কান্নার শেষে যে ভারী শ্বাসপ্রশ্বাস বয় তার শব্দ রয়ে গেল।

মেজর ভাষণ দিলেন। তিনি ঘুণাক্ষরে ভাবেননি আদানো-তে এই তাঁর শেষ ভাষণ। সহজ ও ঋজু এ বাণী। জ্ঞাতসারে বিদায়কালে এমন সুষ্ঠু বাণী তিনি দিতে পারতেন না।

তিনি বললেন: 'আদানোর শিশুরা, শোন আমার কথা। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে এখানে মেঠাই নেই।' সাময়িক কান্নার রোল শ্রুত হল।

তিনি বলে চল্লেন: 'বোধহয় তোমরা বিপথে চালিত হয়েছ। তবে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, তোমাদের বঞ্চনা করে গরগানো কোন অবিচার করে নি তোমাদের উপর। তোমাদের এখানে আনবার জন্য সাজানো কথা বলেছে। একটি বিশেষ দরকারী কথা তোমাদের শোনানোই তার এ অভিসন্ধির উদ্দেশ্য।'

মেজর গরগানোর মত নিয়ে আবার বললেন: 'তোমরা সকলেই কালভি-র ছেলেকে চিনতে। সে কেন গতরাত্রে আঘাত পেয়েছিল তা জান? জিগান্তের-র ছেলে—তুমি জান কেন সে ধাক্কা খেয়েছিল?'

শিশুদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠদের অন্যতম হল জিগান্তে-র ছেলে পাস্কুয়ালে। সেদিন অন্য শিশুদের ফাঁকি দেবার জন্য বড়দের দলটি সে-ই গঠন করেছিল। সে মাথা নেড়ে জানাল যে, সে কারণ জানে।

ঐ দলের অপর এক সভ্যকে মেজর বললেন: 'জুপির ছেলে মাসসিমো, তুমি জান সে কারণ?' সেও মাথা হেলাল। একটি ক্ষুদ্র বাহু শূন্যে উঠল—একটি গলা সরব হল: 'আমিও জানি।'

'মার্কো, কি জন্যে বল?'

মানিফাত্তুরার ছেলে মার্কো বঞ্চিত শিশুদের একজন, সে বলল: 'কারণ সে ছিল স্বার্থপর।'

'মার্কো ঠিক বলেছে। স্বার্থপরতার জন্যই কালভি-র ছেলের প্রাণ গিয়েছে। মার্কো, তুমি খাঁটি কথা বলেছ। এ কথা বলবার জন্য গরগানো তোমাদের এখানে ডেকে এনেছে। তাই না গরগানো?'

গরগানোর মনের কথা তা না হলেও অন্যমনস্কতার সঙ্গে সে মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল।

'কালভি-র ছেলে মারা যেত না যদি সে, পাস্কুয়ালে, মাস্‌সিমো ও আরও কয়েকজন বড় ছেলে আত্মসর্বস্ব না হত। নিজেরা যদি সব খাবার করায়ত্ত করতে সচেষ্ট না হত—তা হলে সবাই পেত সমান ভাগ। কেউই আহত হত না।

'এ শহরে আর যাতে কোনও শিশুর এভাবে মৃত্যু না হয় তার জন্য আমি একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করব। ভবিষ্যতে একটি সমিতি কারামেল-প্রার্থী শিশুদের নামের এক তালিকা প্রস্তুত করবে।

'সামরিক যানগুলির পাশ থেকে সাবধানে খাবারের মোড়ক কুড়োবার জন্য দুজন ছেলেকে নিয়োগ করবে ঐ সমিতি। একটি ঝুড়িতে কুড়িয়ে জড়ো করে রাখবে ঐ শিশু দুজন। তালিকার নাম অনুযায়ী পর পর ঐ সমিতি শিশুদের মধ্যে পরিবেশন করে দেবে ঐ খাবার। এর অর্থ হল সবাই ভাগ পাবে খাদ্যের এবং আঘাত পাবে না কেউ। তোমরা নিশ্চয়ই আর কোন বন্ধুর মৃত্যু কামনা করো না?'

'মার্কো ও পাস্কুয়ালেকে আমি মনোনীত করছি সমিতির সভ্য হিসেবে—' ভীড়ের মধ্য থেকে একজন প্রস্তাব করল।

আর একটি কণ্ঠ ভেসে এল: 'পাস্কুয়াল স্বার্থপর। ও কিছু খাবার ঝুড়িতে রাখবে এবং কিছু পকেটে।'

মেজর বললেন: 'না, তা ও করবে না। সমিতিতে থাকবে পাস্কুয়ালে, মাস্‌সিমো, এলিওডোরো এবং এলিজাবেত্তা।'

মেজর পুনরায় বললেন: 'আমি চাই তোমরা মিলেমিশে সব সমান করে ভোগ করো। একসঙ্গে সুখী হও—কাউকে কষ্ট দিও না। আদানো-র এই জীবন আমার কাম্য।'

মেজর বেরিয়ে এলেন। গরগানো শিশুদের স্ব স্ব গৃহে নিয়ে গেল।

মজলিশে ফেরার পথে তীনা বলল: 'এখন বুঝলাম কেন তোমাকে ভালবাসি।'

মেজর জোপোলো বললেন : 'কেন বলোতো ?'

'আদানোর প্রতি তোমার অসীম ভালবাসার জন্য। এজন্যই এখানকার সকলের তুমি প্রিয়। এখানে তোমার নিন্দা কারও মুখে নেই। আদানো-য় এ জিনিষ দুর্লভ।'

মেজর বললেন : 'আর আমিও জানি তোমার প্রেমমুগ্ধ কেন আমি।'

'কেন ?'

'কারণটায় একটু স্বার্থের গন্ধ আছে। তুমি কাছে এলে নিজেকে নূতন রূপে দেখতে পাই—প্রায় মহৎ মানুষের রূপে।'

'তুমি সত্যিই স্বার্থপর।' স্বরে সামান্য ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলল তীনা।

মেজর এবং তীনা মজলিশে ফিরতেই গরগানো হাতে হাত ঘর্ষণ করে ও অসহায় অঙ্গভঙ্গী করে বলল : 'মিস্টার মেজর, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ? সব শয়নঘর ও সব বারান্দা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম আমি।'

মেজর বললেন : 'তার দরকার ছিল না। তুমি কি বলতে চাও, বল ?'

'মোটা ক্র্যাক্সি এবং আপনার সার্জেন্ট বেচাল হয়েছে। তাদের আমি সংযত করতে পারছি না।'

মেজর তীনাকে বললেন : 'একটু এখানে অপেক্ষা করো'—তারপর জিউসেপ্পের সঙ্গে ক্র্যাক্সি ও বোর্থের সন্ধানে গেলেন। তারা পাঠাগারে বসে ছিল—অন্য অতিথিরা ওঘর নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করেছে। দুজনেই পাঁড় মাতাল।

মেজরকে দেখে মোটা ক্র্যাক্সি বোর্থকে বলল : 'বমিটা মেজরের পায়ের উপর সেরে ফেলব কি ?'

বোর্থ বলল : 'ইতিপূর্বেই বোধ হয় তুমি ভারমুক্ত। আর দেহে কিছু নেই।'

বুকে হাত ঠুকে সগর্বে ক্র্যাক্সি বলল : 'আমি ইচ্ছে করলে দুঘণ্টা ধরে বমি করতে পারি—তারপরও পনের মিনিটকাল দেহের দূষিত বায়ু বের করে দিতে পারি। মেজরের পায়ে ঢেলে দেব কি ?'

বোর্থ বলল : 'না, আদানোর শত্রুদের উপর বর্ষণ করো অপকর্ম। মেজর আদানো-সুহৃদ।' কথার শেষে হঠাৎই কান্নায় ভেঙে পড়ল বোর্থ।

মেজর এ মর্মঘাতী কান্নার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। বললেন : 'বোর্থ, অসভ্যতা ছাড়ো।'

মেজরের রাগতস্বর শুনে পা টিপে টিপে সরে পড়ল ক্র্যাক্সি—জিউসেপ্পে তার পিছু নিল—নজরে রাখতে হবে তাকে।

মেজর এবং বোর্থ দুজন শুধু পড়ে রইল। মেজর ফের বললেন : 'হয় শালীনতা মেনে চল নয় বাড়ী যাও।'

বোর্থের মাতাল হওয়ার মূলে মেজর। সামরিক পোষাকে সে কোনও দিন আর মত্ত হয় নি। স্ব-বিরোধী সত্ত্বা বোর্থের মধ্যে বিদ্যমান। তাই সে লোককে জ্বালাতন করায় আনন্দ পেত—গম্ভীর মেজাজের লোকের প্রতি ছুঁড়ে দিত শ্লেষ এবং দাম্ভিক লোককে দিতে চুপসে। আজ মেজরের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ তাই তার ব্যথিত মুখ দিয়ে আপাতঃবিরোধী কথাই বের করল। সে দৃঢ়ভাবে বলল : 'আর কর্তৃত্ব ফলাবার অধিকার তোমার নেই।'

'সার্জেন্ট বোর্থ'—ভারী গলায় সম্বোধন করলেন মেজর।

'সার্জেন্ট' শব্দটির উপর জোর দিলেন—বোর্থকে তার নিম্নপদ সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্য।

বোর্থ বলল : 'সার্জেন্ট বলে আমার মর্যাদা ক্ষুন্ন করবার অধিকার আর তোমার নেই।'

'আগেও যেমন আমার ঊর্ধ্বতন ক্ষমতা ছিল এখনও তেমনি আছে। যদি ভব্য না হও—'

বোর্থ বলল : 'না তোমার নেই। কারও উপরেই তোমার কর্তৃত্ব নেই।'

'বোর্থ, তুমি প্রমত্ত হয়েছ। অসংযত হয়ো না।'

'জোপোলো, তোমার কর্তৃত্ব খসে গেছে। তুমি কর্মমুক্ত। তুমি এখন এখানকার নগণ্য ব্যক্তি।' বোর্থ আবার কাঁদতে লাগল।

'বোর্থ, তোমার কথা দুর্বোধ্য লাগছে। কিন্তু আমি—'

সহ্যের সীমা পার হলেন মেজর। বোর্থের কাছে গিয়ে দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাইলেন মেজর।

বোর্থ বলল : 'হাত সরিয়ে নাও।' পকেট থেকে বের করল লিপি এবং বলল : 'পড় এটি।'

আদানো থেকে তাঁকে বদলীর আজ্ঞা-লিপি পড়লেন মেজর জোপোলো।

জিজ্ঞাসা করলেন : 'কোথায় পেলে এ লিপি ?'

বোর্থের কান্নার যেন শেষ নেই—অবরুদ্ধকণ্ঠে বলল : 'তোমার ডেস্ক থেকে। সম্বর্ধনা সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে দেখতে দিতে চাইনি।'

মেজর নীরবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অবশিষ্ট সময় ভিক্টর জোপোলো মুখের উপর টেনে রাখলেন হাসিখুশি

ভাব। অবশেষে তীনার বাড়ীর সদর থেকে বিদায় নেবার সময় তাকে দুহাতে আলিঙ্গন করে ক্লিষ্টস্বরে বললেন: 'বড় কষ্ট হচ্ছে।'

তীনা চকিতে পিছিয়ে এল এবং সোজা তাকাল তার মুখের দিকে। মেজরের দু কাঁধে হাত রেখে বলল: 'কিন্তু আমি যে ভাবলাম তুমি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছ?'

মেজর আবেগের রাশ চেপে ধরলেন। বললেন: 'আমি—আমি দুঃখিত।'

তীনার প্রশ্ন: 'স্ত্রীর কথা ভেবে বুঝি?'

'না, তীনা, সেজন্য নয়—' বললেন মেজর এবং তারপর সিঁড়ির আলোছায়ার মধ্যে সস্নেহে তীনার ওষ্ঠে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেন: 'আবার দেখা হবে।'

তীনা সশঙ্কচিত্তে বলল: 'কি ব্যাপার? শুভরাত্রি জানাচ্ছ না কেন? বিদায় নিচ্ছ কেন? কি হলো তোমার?'

'ও কিছু নয়। শুভরাত্রি, তীনা—এবার চলি।'

। ৩৭ ।

সকাল অনেকটা গড়িয়ে গেল। দপ্তরের চিঠিপত্র ঠিকঠাক করে সাজিয়ে-গুছিয়ে মিলিয়ে রাখা এবং যথাযথ নির্দেশদানের কাজ সাঙ্গ করলেন মেজর জোপোলো বোর্থের সহায়তায়। সারাটা সকালে একবারও দেখা দিতে ভরসা পায় নি ক্যাপ্টেন পারভিস্।

যান-বাহন সংস্থার কাছ থেকে মেজর চেয়ে পাঠালেন একটি জিপ ভিচিনামারে যাবার জন্য।

তারপর বোর্থকে বললেন: 'আমি এখানকার কারও কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিতে পারব না। বোর্থ, আমি অপারগ।'

আজ প্রভাতে বোর্থের কণ্ঠে উপহাস বেজে উঠল না। সে বলল: 'গতরাত্রের আচরণের জন্য আমি অনুতপ্ত। আমার কোনও অসাধু ইচ্ছা ছিল না। আমি চেয়েছিলাম যে মজলিশের সময়টা তোমার আনন্দেই কাটুক।'

'আমি তা জানি।'

মুহূর্তকাল কিছু চিন্তা করে জোপোলো বললেন : 'বোর্থ, আমার স্থলে যেই আসুক তাকে দিয়ে আদানো-র কল্যাণে সচেষ্ট থেকো ভাই।'

বোর্থ বলল : 'কি জানি, পণ্টেবাস্‌সো থেকে ঐ বদমেজাজী লোকটি না এসে পড়ে।'

মেজর বললেন : 'আশা করি সে যেন না আসে। আদানো-র প্রয়োজন একজন দরদী লোকের।'

বোর্থ বলল : 'তোমাকেই শুধু আদানো-র প্রয়োজন।'

মেজর বললেন : 'আর ওকথা বলে লাভ নেই ভাই। আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে সেনাপতি মার্ভিন যান-বাহনের ব্যাপারটা টের পেলেন কি করে?'

ক্যাপ্টেন পারভিস্‌কে সন্দেহ করেছিল, কিন্তু সে বলল : 'হয়ত সেনাপতির কোন কর্মচারী এ শহর দিয়ে গেছে কখনও।'

মেজর বললেন : 'আমারও তাই অনুমান।'

জিপ প্রস্তুত। যাতে বাসিন্দাদের মনে সন্দেহ না জাগে তার জন্য বোর্থ গাড়ীর চালককে নিয়ে মেজরের গৃহে গেল তাঁর মাল আনতে। তাঁর জিনিষপত্তর বলতে একটি বিছানা আর সামান্য সাজসজ্জা।

জিপ পালাৎসো-য় ফিরে এল। বগলদাবায় নিজের প্রতিকৃতি নিয়ে নীচে নামলেন মেজর। গাড়ীতে ঢুকে বোর্থের করমর্দন করলেন—কিন্তু বিদায় সম্ভাষণ উচ্চারণ করলেন না। কুঁড়ে ফাত্তা পার্শ্বপথে দাঁড়িয়েছিল—সে আলাপের ছলে বলল : 'কোথায়ও যাচ্ছেন বুঝি?'

মেজর জোপোলো আহ্লাদ প্রকাশের ভান করে বললেন : 'কাছেই। আজ সকালে কার্মেলিনা কি করছে?'

কুঁড়ে ফাত্তা বলল : 'সে খরগোশের মাংস রাঁধছে।'

চালক বলল : 'মেজর, কোথায় যেতে হবে? পাছে ফাত্তা বা অন্য কেউ 'ভিচিনামারে' নামটা শুনে ফেলে তাই তা উচ্চরণ করতে চাইলেন না মেজর—হয়ত মুখ দিয়ে বেরোতও না। তিনি শুধু বললেন : 'এই পথে।' কোর্সো ভিত্তোরিও এমানুয়েল-এর রাস্তার দিকে ইঙ্গিতে দেখালেন।

শহরের বাইরে মাইল চারেক যাবার পর মেজর চালককে বললেন : 'একটু থামাবে এখানে?'

চালক গাড়ীর গতি রোধ করল।

'ঐ শোনো'—মেজর কান খাড়া করে শুনলেন এবং আবার বললেন: 'শুনতে পাচ্ছ কিছু ?'

গ্রীষ্মের বাতাসের ঢেউয়ে অনেক দূর থেকে ভেসে এলো সুমধুর এক ধ্বনি। আওয়াজটা অপূর্ব এবং যথেষ্ট জোরালো নইলে এতদূর থেকে শোনা যেত না।

চালক বলল: 'ও এই—এতো একটা ঘণ্টার শব্দ। বোধহয় বেলা এগারটা বাজল।'

'হ্যাঁ'—বললেন মেজর। মেজরের উদাস দৃষ্টি দূর পাহাড়ের গায়ে নীল সাগরের বুকে বার বার হারিয়ে গেল। কি সুন্দর দিন! কি মিষ্টি ঘণ্টার ধ্বনি! কিন্তু মেজরের দৃষ্টি হয়ে গেল ঝাঁপসা, মস্তিষ্ক জুড়ে নামল কুয়াশা, চোখে হাত বুলিয়ে বললেন: "হ্যাঁ, এগারটাই বেজেছে।'